একুশে টিভি

দূর্নীতি মামলা : একটি প্রামাণ্য দলিল

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব

একুশে টিভি দূর্নীতি মামলা : একটি প্রামাণ্য দলিল

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা

www.pathagar.com

একুশে টিভি দূর্নীতি মামলা : একটি প্রামাণ্য দলিল
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব

গবেষণা সম্পাদনা ও সংকলন :
মোহাম্মদ মেহেদী হাসান

প্রকাশক :
মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার পাঠকবন্ধু মার্কেট
ঢাকা–১১০০
ফোন : ৭১১১৯৯৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

কম্পিউটার সেটিং :
বাড কম্প্রিন্ট ৫০ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুই শত টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : ফরিদী নুমান

মুদ্রণ : সুবর্ণা প্রিন্টিং প্রেস
কলতাবাজার ঢাকা-১১০০

Ekushey TV Doornity Mamla : Ekti Pramannaya Dalil, ❑ Professor Dr Mohammad Abdur Rob ❑ First Edition : Ekushey Book Fair 2003 ❑ © Writer ❑ Publisher : Mohammad Shihab Uddin, Bud Comprint & Publications, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Ph. 7111993. US $ 10

ISBN-984-839-035-02

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

কালো ও হলুদ সাংবাদিকতার হীন অপপ্রচারে তোমরা কোনদিন বিভ্রান্ত হবে না ...
সত্য ও ন্যায়ের মহান ঝাণ্ডাকে সদা উর্ধ্বে তুলে ধরবে ...
দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষাই হবে তোমাদের মূল লক্ষ্য ...
বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি
আমার প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের আইন-আদালতের ইতিহাসে যে হাতে গোনা দু'একটি মামলা দেশে-বিদেশে তুমুল আলোচনার ঝড় তুলেছে "একুশে টেলিভিশন দূর্নীতি মামলা"-তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ মামলাটিতেও পরাজিত হয়ে চরম দূর্নীতি, জালিয়াতি আর অনিয়মের কলঙ্ক বোঝা মাথায় নিয়ে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে নানা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের আতুড় স্বরূপী ঐ বৈদ্যুতিক বিনোদন মাধ্যমটি। ইটিভি *(ETV)* নামের যে টেলিভিশনটি ব্যক্তিমালিকানায় "পরিবর্তনের অঙ্গীকার" শ্লোগান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে অল্প ক'দিনেই চটকদার বিনোদন আর চোখ-ধাঁধানো প্রোগ্রাম উপস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সহজ-সরল দর্শক-শ্রোতা বিশেষ করে তরুণ-প্রজন্মের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে তার আত্মপ্রকাশ ও উৎপত্তি-উদ্দেশ্যে। উপ্ত বিভীষণধর্মী চক্রান্ত ও "উচ্চ পর্যায়ের" জঘন্যতম জালিয়াতি, দূর্নীতি সম্পর্কে দেশের তাবৎ জনগণ ছিল সম্পূর্ণ অনবহিত ও গাফেল। যখন দেশের ক'জন অতি সাধারণ মানুষ একুশে টিভির ঐ না জানা কালো ও চানক্য চক্রের হীন দিকগুলো দেশবাসীর সম্মুখে মামলার মাধ্যমে তুলে ধরলেন তখন জাতি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। হাইকোর্টের সম্মানিত বিজ্ঞ বিচারপতিগণও ইটিভির চরম দূর্নীতি এবং দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী জঘন্য অপতৎপরতায় বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারকার্যের প্রত্যেকটি ধাপে পরাজিত হয়ে পরিশেষে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেড ডিভিশনের চূড়ান্ত রায়েও সম্মানিত বিচারকবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে হাইকোর্টের "ইটিভি বন্ধ ঘোষণা"-র প্রারম্ভিক রায়কেই বহাল রাখেন।

দেশ ও জাতি ধ্বংসকারি বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ এক হীন ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষরূপী ইটিভিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মামলা চলাকালীন প্রায় এক বছর ধরে দেশ-বিদেশ থেকে নানা চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়। বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে ইটিভি দূর্নীতি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে নানা বিষয়ে আলোকপাত করে দেশ ও জাতিকে মামলাটির নানা বিষয় যেমন বাদী পক্ষের আরজি, আদালতে শুনানীপত্র এবং বিজ্ঞ বিচারকদের রায়ের সারমর্ম ইত্যাদি বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ সাদামাটা শ্রোতা দর্শকদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় ঐ ইটিভির অন্তরালের নানা অজানা অধ্যায় ও অপ্রকাশিত তথ্য উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইটিভি মামলা বলবৎ থাকা অবস্থায় ইটিভির ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষ তাদের দেশী-বিদেশী গডফাদারদের মদদে বিচারাধীন বা সাবজুডিস বিষয়ের উপর জনমত গঠনের হীন অপতৎপরতা চালায়। হুমায়ুন আহমেদের মত জননন্দিন গল্পকারও ঐ সাবজুডিস বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য "প্রথম আলো" পত্রিকায় একটি অত্যন্ত স্থূল আবেদনধর্মী বক্তব্য প্রকাশে নিয়োজিত হয়। শুধু তাই নয় জনকণ্ঠের মত অত্যন্ত পক্ষপাত দুষ্ট একটি বিশেষ ঘরানার চিহ্নিত পত্রিকাও ইটিভির পক্ষে ঐ সময় আইনের রীতি-নীতি ভেঙ্গে জনমত গঠনে নিরন্তর কাজ করে যেতে থাকে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ইটিভি চক্র দেশের নানা শহরে ইটিভির পক্ষে ভাড়াটে লোক সমাগম করে মিছিলও বের করে ঐ সাবজুডিস অবস্থায়। এতে জনগণ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু দেশে ও জাতির বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। শত হুমকি, প্রলোভন ও কটাক্ষকে পরোয়া না করে তারা ন্যায় বিচারে অটল ছিলেন। উল্লেখ্য ঐসব বিচারপতিদের অনেকেই বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১ অক্টোবর পর্যন্ত) বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

চক্রান্তকারি ও ষড়যন্ত্রকারিদের সুচতুর পন্থায় ছড়িয়ে দেওয়া অপপ্রচার ও গঠিত জনমত সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত রায় প্রকাশের পরপর শীঘ্রই কেটে যায়। সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়ে মিথ্যার অমানিসা অপসারিত হয়। একদিকে যেমন ঐ রায়ের ফলে দূর্নীতি ও জালিয়াতির সুসংবদ্ধ একটি চক্র চিরতরে উৎখাত হয় ঠিক তেমনি দেশে অতি সাধারণ দুর্বল আদর্শবাদী সাধারণ জনগণের অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিচার ব্যবস্থা বিজয়ী ও মহিমান্বিত হয়। কুচক্রী,

www.pathagar.com

দূর্নীতিবাজ, জালিয়াত, দেশ ও জাতিদ্রোহী চক্রের মুখোশ উন্মোচিত হয় এবং তারা হতাশাগ্রস্ত, বিধ্বস্থ ও অপসারিত হয়। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ সাইমন ড্রিং, জগজিৎ সানিয়া, নায়ার প্রমুখ পাততাড়ি গুটিয়ে স্বস্ব দেশে চলে যায়। ধীরে ধীরে এসব বিদেশী চক্রসহ (বৃটিশ ও ভারতীয়) তাদের এদেশীয় ছড়িয়ে দেওয়া দূর্নীতি, জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্রের জঘন্য উনর্জার সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বলতে হয় অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গরিব দেশের মত বাংলাদেশের তথ্য মাধ্যমও বহুলাংশে ঐসব দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেহেতু ইটিভি দূর্নীতির নানা বিষয় ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে থেকে যায়। অবশ্য হাতে গোনা কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় যেমন দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, যায়যায় দিন, হলিডে, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক সংগ্রাম ইত্যাদি জনগণকে এ বিষয়ে তথ্য নির্ভর বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপস্থাপন করতে তৎপর থাকে।

"একুশে টিভি দূর্নীতি মামলা" গ্রন্থটি আদতে একটি সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ। এই পুস্তকটি রচনায় প্রধানত আইন আদালতের প্রামাণ্য তথ্য বিবরণী উপস্থাপিত হয়েছে। একই সাথে গ্রন্থটিতে দেশে জননন্দিত সাপ্তাহিক যায়যায় দিনের প্রকাশিত বিভিন্ন বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনের সাহায্যে নেয়া হয়েছে। পুস্তকটি রচনায় দেশের শীর্ষ জাতীয় সংবাদপত্র দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক মানবজমিন, সাপ্তাহিক হলিডে এমনকি পক্ষপাতদৃষ্ট প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ ইত্যাদির সাহায্যে নেয়া হয়েছে।

আমরা সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র থেকে যা যা পয়েছি তা-ই সংকলিত আকারে উপস্থাপন করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি। লেখক গ্রন্থখানা প্রকাশে ব্যবহৃত সকল তথ্য উপাত্তের উপায় অবলম্বনকে অকুণ্ঠ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। তাদের সহযোগিতা ছাড়া পুস্তকখানা প্রকাশনা সম্ভব হত না। গ্রন্থখানা গভীর গবেষণাধর্মী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আমার স্নেহভাজন গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ মেহেদী হাসান তার তরুণ মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। দিনরাত খেটে এক মাসেই সে পুস্তকখানার উপাদান সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের উপযোগী করে তোলে। তার কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। পুস্তকখানা সৃষ্টিতে বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন এর অবদান অনস্বীকার্য। তার জাতির ঘুম ভাঙ্গানিয়া মহানুভব উদ্যোগেই এ গ্রন্থের প্রকাশনা ও উপস্থাপনা সম্ভব হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব শিহাব সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

বইখানা রচনার নানা পর্যায়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে আমার তরুণ স্নেহভাজন বন্ধু আফতাবুজ্জামান, আমজাদ হোসাইন, আবুল বাসার এবং আবুল হাসনাত। তারা নানাভাবে হাসিমুখে কর্মতৎপর থেকে আমাকে সাহায্য সহেযোগিতা জুগিয়েছে এজন্য তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

'একুশে টিভি দূর্নীতি মামলার" গবেষণার নানা পর্যায়ে বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পিআইবি লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, আই. আর. ডি, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ব্যাঙ্কডক লাইব্রেরী, জাতীয় প্রেসক্লাব লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বিজ (BIISS) লাইব্রেরী এবং আরো অসংখ্য সংস্থা, কর্তৃপক্ষের ও ব্যক্তির সাহায্যে সহযোগিতা লাভ করেছি। দেশ ও জাতির সম্মুখে একুশে টিভি দূর্নীতির মত একটি অত্যন্ত জঘন্য দেশ ও জাতি-বিনাশী চক্রান্তের মায়াজাল ছিন্ন করতে তাদের সহযোগিতার জন্য আমরা এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে চির কৃতজ্ঞ। দেশের নতুন প্রজন্মকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে এং তাদেরকে আইন ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি অবিচল ও আস্থাশীল রাখতে এসব অবদান কাজ করবে বলে আশা রাখি।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুর রব
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৩

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশে মিডিয়া জগতের কালো হাত ঃ দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র /১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
একুশে টিভি ঃ একটি দূর্নীতির ইতিকথা /২৬
গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ /৩৪
একুশে টিভি ঃ একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা /৪২
একুশে টিভি চালুর প্রাক্কালে প্রদত্ত বাণী /৪৩
একুশে টিভির পরিচালক মণ্ডলী /৪৭
একুশে টেলিভিশনের মালিকানার খতিয়ান /৪৮
একুশে টিভি ঘটনাক্রমঃ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত /৫০
একুশে টিভি প্রোগ্রাম এর অন্তরালে /৫৩

তৃতীয় অধ্যায়
একুশে টিভির প্রোগ্রাম ঃ বিনোদনের আড়ালে জাতিবিনাশী চক্রান্ত /৫৬

চতুর্থ অধ্যায়
মিথ্যা সাংবাদিকতায় একুশে টিভি /৯১
জনতার অভিমত : একুশে টিভি সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্র /১০২

পঞ্চম অধ্যায়
একুশে টিভির বিরুদ্ধে মামলা ঃ বাদী পক্ষের আরজি /১০৮
বিবাদী পক্ষের জবাব /১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
একুশে টিভি দূর্নীতি মামলাঃ বিভিন্ন সময়ে আদালতে অনুষ্ঠিত শুনানী /১৫০
আপিলের উপর শুনালী শেষে রায় : আপীল খারিজ /১৭৭
একুশে টিভি মামলার রায়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ /১৮৫

সপ্তম অধ্যায়
ইটিভি বন্ধ হল যেভাবে /২০৪
টক অব দি টাউন /২০৬
একুশে সম্প্রচার চলা নিয়ে বিতর্ক /২০৭

www.pathagar.com

এটর্নি জেনারেল যা বললেন /২০৭
একুশে টিভি নিয়ে হুমায়ন আহমেদের মামলা এবং শিল্পীদের জামায়েত /২০৮
একুশে টিভি বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলের প্রতিক্রিয়া /২০৯
ইটিভির পক্ষে আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া /২১৬

অষ্টম অধ্যায়
একুশে টিভি'র শেষ পরিণতি /২৪৯
উপসংহার /২৫৪

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে মিডিয়া জগতের কালো হাত : পরিপ্রেক্ষিত দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র

আইনী বিচারে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইটিভি'র প্রোগ্রামসমূহ আপাতঃ দৃষ্টিতে অতি নিরীহ এবং ক্ষতিহীন মনে হলেও ঐসব সুন্দর চটকদার সংবাদ-প্রচার ও বিনোদন-প্রোগ্রামসমূহের পেছনেও যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর দেশী-বিদেশী চাল-চক্রান্তের সংযোগ ছিল– তা' ক্রমে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের সূচনার পূর্ব থেকেই এ দেশের সংবাদ-মাধ্যমে জাতির বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম এবং স্থূল তথ্য-সন্ত্রাস শুরু হয়। দেশের স্বাধীনতার পর জাতি যত সুসংহত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে তখন থেকে দেশ ও জাতিকে পদানত ও বশংবদ করে রাখার মানসে আধিপত্যবাদী বৃহত্তর শক্তিবর্গ বিশেষ করে এ দেশের বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা রেডিও-টিভির মাধ্যমে এদেশের আদর্শ ও সংহতি-বিনাশী স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য-সন্ত্রাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কাজে তারা স্থানীয় আত্ম-বিক্রীত ও স্বার্থ-পূজারী বেতনভোগী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে শুরু করে। তারা অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে নেয়া স্থানীয় কলা-কুশলী, সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত সফলতার সাথে নিয়োগ করতে থাকে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদ বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম ও টক-শো আলোচনা-পর্যালোচনা– এ' সব কিছুই অতিধূর্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এ দেশের নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনাকে ক্রমে "ধীর-বিষপ্রচ্ছায়"-র মাধ্যমে ভোতা, ভোগবাদী ও দ্বিধান্বিত-বিভাজিত করে দিতে ঐসব ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া অতি সফলভাবে তাদের এ্যাসাইনমেন্ট চালিয়ে যেতে লাগে। "পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু"– করার মাধ্যমে একুশে টিভি (ETV) ও এদেশের নতুন প্রজন্মকে আত্মপূজারী, ভোতা-অনুভূতি ও ভোগবাদী হিসেবে তৈরি করারই উদ্যোগ নিয়েছিল। বাংলাদেশের দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত তথ্য-সন্ত্রাসের অতীত এবং বর্তমানকে বিশ্লেষণ করলে ইটিভি, রয়টার্স, চ্যানেল ফোর (Channel-4), টাইম, ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউসহ সকল দেশী-বিদেশী তথ্য-সন্ত্রাসের আগ্রাসী রূপ ও অভিপ্রায় তৎপরতার ধরন-ধারণ-পরবর্তী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

বাংলাদেশ আজ ভয়ানক তথ্য-আগ্রাসনের কবলে নিপতিত। দেশের ভেতরের 'পঞ্চম বাহিনী' আর বাইরের ভয়ঙ্কর আগ্রাসী আধিপত্যবাদী শক্তি একযোগে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে তথ্য-যুদ্ধের এক ভয়ানক সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু করেছে। বিশ্বসমাজের চোখে দেশের

www.pathagar.com

বর্তমান জোট-সরকারকে কলঙ্কিত ও হেয় প্রতীয়মান করার মাধ্যমে একঘরে, বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার জন্যই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে এ' গোয়েবলসীয় প্রচারণা আগ্রাসন।

এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) ও সার্ক (SAARC) অঞ্চলদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-আর্থনীতিক কৌশলগত স্থানে অবস্থিত ১৩ কোটি মানুষের সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র বাংলাদেশ আজ ভেতর-বাইরে থেকে নানামুখী ও নানাধর্মী আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। তিন দিক থেকে ঘেরা বৈরী এবং আগ্রাসী বৃহত্তর প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সম্ভাবনাময় মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটিকে পদানত ও বশংবদ করে রাখার জন্য সততঃ সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের ৩০ বছরের জীবনে দেশটির ওপর আগ্রাসী ভারত কখনো স্বসৈন্য দখলাভিযান চালিয়েছে আবার কখনো চালিয়েছে নগ্ন আর্থনীতিক আগ্রাসন। পরিবেশ আগ্রাসন চালিয়ে কৌটিল্য আর চানক্যের চেলা হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে 'ভাতে মারা' ও 'পানিতে মার'র হীন অপতৎপরতা এখনো বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের ওপর তার আগ্রাসন ও আধিপত্যের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার অভিপ্রায়ে ভারত-দেশের ভেতরে সৃষ্টি করেছে নানা কিসিমের "পঞ্চম বাহিনী"। শুধু তাই নয়, ভারত দেশের নতুন প্রজন্মকে মেধাশূন্য বিভ্রান্ত ও আদর্শহীন ভোগবাদী জড় প্রাণিকুলে পরিণত করতে অত্যন্ত কৌশলে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি বলয় তথা পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থাকে গ্রাস করার মানসে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় রচিত করেছে তার সর্বগ্রাসী ধুরন্ধর অব্যর্থ পরিকল্পনা প্রকল্প। এ বিষয়ে তারা এদেশে ত ৎপর ছদ্মবেশী এনজিও-চক্র, বিদেশী সাহায্য সংস্থা এবং আরো নানা বর্ণচোরা সংস্থা সংগঠনের উর্ণজাল ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের এসব নানা চক্রজালের মধ্যে সংবাদ-মাধ্যম প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক– দু'ধরনেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শুধু ভারতই নয়, সামরিক, ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-আর্থনীতিক এবং প্রতিরক্ষা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ড বাংলাদেশেকে কব্জা করার উদ্দেশ্যে বৈশ্বিক অন্যান্য পরাশক্তি এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ আত্মসচেতন সংঘবদ্ধ বাংলাদেশী জাতিকে পদানত রাখার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারাও একযোগে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কলুষিত করার মানসে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে শুরু করেছে নগ্ন আগ্রাসন এবং হীন প্রচার-প্রপাগাণ্ডা।

তথ্য-আগ্রাসন না তথ্য-সন্ত্রাস

সংবাদ-মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিরোধী নানামুখী আক্রমণ যে, এদেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী এবং বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির হীন এবং কায়েমী স্বার্থমুখী অপতৎপরতা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের গুরু ও লঘু মস্তিষ্কসম্পন্ন আঁতেল-আমলাবৃন্দ যারা শুধুমাত্র "কামেনী-কাঞ্চন-কারণ"-কেই জীবনের মৌল উদ্দেশ্য বলে শিখে উঠেছে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এসব সুদূরপ্রসারী জাতি-বিনাশী চক্রান্তে সবসময়ই থাকেন চরম উদাসীন ও নির্বাক। কখনো বা সবাক হলে তা তাদের সীমান্তপারের অন্নদাতাদের পক্ষে ছুটে চলে। দেশের কেউ যদি এসব সন্ত্রাস-আগ্রাসনে উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু বলেন বা লেখেন তখন ঐসব কুইসলিংদের মুখে প্রতিবাদের খৈ ফুটে।

www.pathagar.com

বলাই বাহুল্য, ঐ প্রতিবাদের ভাষা ও বিষয়বস্তু সতত ধেয়ে আসে দেশপ্রেমিক অভাগাদের দিকে। শুধু তাই নয়, আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি, বিদেশী নেপথ্য দুর্যধন-ক্লাইভচক্রের ঐ তথ্য-সন্ত্রাসের এদেশীয় সারথী হিসেবে কাজ করে চলে এদেশেরই সংবাদজগতের নানা রথী-মহারথীর দল। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থ-বিনাশী সংবাদ-মাধ্যমে ঐসব অপপ্রচারকে যদি কোন দেশপ্রেমিক মহল "তথ্য-সন্ত্রাস" অথবা "তথ্য আগ্রাসন"– বলে অভিহিত করেন তবে ঐসব তথাকথিত প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী আঁতেলদল সমস্বরে হাহাকার করে উঠেন। তারা ভয়ঙ্কর দেশ ও জাতি বিনাশী নগ্ন সংবাদ এড়িয়ে গিয়ে ঐ আক্রমণকে প্রতিহতকারী দেশপ্রেমিক প্রতিবাদীদেরকেই টার্গেটে পরিণত করতে কসুর করেন না। "সংবাদ প্রবাহের স্বাধীনতা", "ফ্রিডম অব প্রেস" ইত্যাদি গালভরা আদর্শবাণী নিয়ে তখন তারা মুখে ফেনা তোলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালে যে দেশী-বিদেশী সংবাদ-মাধ্যমে পরিকল্পিত সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু হয়েছে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকে "সংবাদ-মাধ্যমে আগ্রাসন" (Media Aggression) না-কি "বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন" (Intellectual Aggression) নামে অভিহিত করা হবে সে নিয়েও কোন কোন মহল বিতর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে চান। কখনো জেনে শুনে আবার কখনো না জেনে ঐসব জ্ঞানপাপী অথবা নিতান্ত অর্বাচীনবৃন্দ ধূম্রজালের সৃষ্টি করে এবং তার মাধ্যমে চক্রান্তের মূল হোতাদের এবং তাদের অসদুদ্দেশ্যকে ধূম্রজালের আড়ালে বাঁচিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। প্রকৃতপক্ষে এটা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান যে, আগ্রাসী শক্তি তাদের কায়েমী স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে প্রথমেই সরাসরি নগ্ন শারীরিক আগ্রাসন না চালিয়ে অর্থাৎ যুদ্ধ না করে তথ্য মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে 'শত্রু'কে সাধারণ মানুষের ও বিশ্বের কাছে প্রথমে বিকৃত ও নিন্দিতভাবে প্রতীয়মান করতে প্রচেষ্টা চালায়। তাই যথার্থভাবে এটা তথ্য-যুদ্ধের (Media War) প্রারম্ভিক স্তর "তথ্যসন্ত্রাস" বা Media Terrorism। এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে তথ্য-আগ্রাসন বা Media Aggression। এই তথ্যসন্ত্রাস এবং তথ্য আগ্রাসনের পরবর্তী স্তরই হল "তথ্য যুদ্ধ"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যেকোন দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে শারীরিক যুদ্ধ বা সরাসরি আগ্রাসন পরিচালনার আগে "তথ্যসন্ত্রাস", "তথ্য-আগ্রাসন" এবং "তথ্যযুদ্ধ" পরিচালনা করা বর্তমান সমরকৌশলেরই অঙ্গ (War Tactics)। স্মরণাতীতকালের ইতিহাস বিশ্লেষণে সমর কৌশলে তথ্যযুদ্ধের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শত্রুকে দুর্বল করার এবং বিভ্রান্ত করার জন্য ভারতবর্ষের মহাভারতের আর্যাবর্তের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পাণ্ডব সেনাধ্যক্ষরা এভাবে যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কৌরবদের হতাশ ও বিভ্রান্ত করার জন্য "অশ্বত্থমা হত ইতি গজ" বলে বিখ্যাত তথ্যবোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আধুনিককালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জার্মানীর হিটলারের কুখ্যাত তথ্যমন্ত্রী হের গোয়েবলসের তথ্যসমরনৈপুণ্যের কিংবদন্তী তুল্য কাহিনী বিশ্বের সবাই অবহিত। সুতরাং যে নামেই অবহিত করা হোক না কেন তের কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতসহ আগ্রাসী বহির্শক্তি যে এখন একটি পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ তথ্য-সন্ত্রাস পরিচালনা করছে সে বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় থাকা উচিত নয়।

www.pathagar.com

কেন এই তথ্য-সন্ত্রাস?

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং পরিকল্পিত সাম্প্রতিক এবং অতীতের সকল তথ্য-সন্ত্রাসের মূলে রয়েছে বিরাজিত সাংস্কৃতিক আদর্শিক পরিস্থিতি, দেশটির ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-আর্থনীতিক কৌশলগত গুরুত্ব এবং এদেশের ও জাতির আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে কার্যকরণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টতা ও ধারাবাহিকতা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী তের কোটি মানুষের উত্থানক্ষম আত্মসচেতন জাতি তার বৃহত্তম প্রতিবেশি ভিন সংস্কৃতি ও ভিনধারার আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের অস্তিত্বের জন্য দেশটিকে হুমকিস্বরূপ মনে করে। তাই যখনই বাংলাদেশে কোন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তখনই দেশটির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আগ্রাসী প্রতিবেশী ভারত প্রচারণা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। এই প্রচারণা যুদ্ধেরই অংশ অতীত ও বর্তমানের তথ্য-সন্ত্রাস এবং তথ্য আগ্রাসন। এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সব ধরনের তথ্য-সন্ত্রাসের কারখানা হচ্ছে আগ্রাসী ভারত। ভারতের ফ্যাক্টরীতে সৃষ্ট নানা ধরনের তথ্য-সন্ত্রাস কখনো বাংলাদেশের সংবাদ-মাধ্যমে কখনো বা ভারতের সংবাদ-মাধ্যমে কখনো বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নামী-দামী সংবাদ-মাধ্যম থেকে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের পরিচালিত তথ্য যুদ্ধে প্রকাশ ও প্রচার যদি ভারত থেকে হয় কিংবা বাংলাদেশের চিহ্নিত ভারতপন্থী সংবাদ-মাধ্যম থেকে হয়, তাহলে দেশের ভেতরে এবং বাইরে ততটা বিশ্বাসযোগ্যতা নাও পেতে পারে। আর এ -কারণেই ভারত বিপুল অংকের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে কিছু পরিমাণ কুখ্যাত এমনকি কখনো কখনো বিখ্যাত বিদেশী তথা পাশ্চাত্যের সংবাদ-মাধ্যমে প্রবাহিত করে সেখান থেকে তার কাম্য এবং কাঙ্ক্ষিত "শত্রু রাষ্ট্রের" বিরুদ্ধে সফলভাবে সম্প্রচারিত অথবা সম্প্রকাশিত করতে থাকে। গভীর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, যুক্তরাজ্যের (UK) কুখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী "চ্যানেল ফোর" (Channel-4) টিভি কেন্দ্রটির মালিকানা চরম ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী ও খ্রীস্টবাদী চক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই চক্রটি পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিনাশী কাদিয়ানী গোষ্ঠী ও ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থনে ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মিসর, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, চেচনিয়া, বসনিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের নানা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সতত মিথ্যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তমূলক তথ্য-যুদ্ধ ও সংবাদ-আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। ইহুদী ডেভিড বার্গম্যান, ইটালীয়ান ব্রুনো, কাদিয়ানী গুপ্তচর জাইবা নাজ মালিক, হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ভারতীয় নাগরিক গীতা সেহ্‌গাল, চরম ইসলাম বিদ্বেষী ভারতীয় নাস্তিক লেখক সালমান রুশদী, জাতিদ্রোহী বাংলাদেশী তসলিমা নাসরিন ইত্যাদি ভোগবাদী চক্র সবসময়ই ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল "চ্যানেল ফোর (Channel-4)এর মাধ্যমে ইসলাম, মুসলিম বিশ্ব, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি নিয়ে নিরন্তর বানানো ও স্বকপোল-কল্পিত 'রান্না করা' সংবাদ, ফিচার, আলেখ্য, প্রামাণ্য চিত্র (?) ইত্যাদি প্রচার করে চলেছে। এসব গোয়েবলসীয় পাকানো সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য চ্যানেল ফোর, বিবিসি, দূরদর্শন, ইটিভি (ভারতীয়) সব সময়ই নানা মুসলিম নামধারী চরম

www.pathagar.com

ইসলাম বিদ্বেষী জিঘাংসাভরা কুসাংবাদিক ও কুসংস্কৃতি কর্মীদের ভাড়া করে নিয়ে থাকে। বাংলাদেশের কুখ্যাত সাংবাদিক সেলিম সামাদ, পৃথিলা রাজ, শাহরিয়ার কবির, মহিউদ্দীন প্রমুখ ডলার, পাউন্ড ও রুপির বিনিময়ে প্রায়শঃই বিবিসি, চ্যানেল ফোর, দূরদর্শন ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ আরো অনেক ভারতীয় ও ইহুদী-খ্রিস্টান নিয়ন্ত্রিত প্রিন্ট মিডিয়ায় দেশ-জাতি ও ধর্মের (Islam) বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন বলে নানা সংবাদ মাধ্যম থেকে অবহিত হওয়া গেছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তথ্য-সন্ত্রাস ঃ অতীত ও বর্তমান

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে প্রকৃতির তথ্য-সন্ত্রাস চলেছে এরূপ তথ্য-সন্ত্রাস অতীতে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ইসলামী বিপ্লবকালের ইরানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ইসরাইল অক্ষশক্তি থেকে পরিচালিত হতে দেখা গেছে। ভারত-ইসরাইলচক্র নিরন্তর পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলোর বিরুদ্ধে নানা ধরনের তথ্য-সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, আলজেরিয়া, মিসর, আফগানিস্তান যে দেশেই যখন সক্রিয়সত্তায় আর্থনীতিক ও সামরিক শক্তিতে একটু সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, তখনই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ, তৎকালীন রাশিয়ার কেজিবি, ইসরাইলের মোশাদ ভারতের 'র'সহ সকল আধিপত্যবাদী শক্তি তথা খ্রীস্ট-ব্রাহ্মণ্য ইহুদীবাদী অক্ষশক্তির কোপানলে পতিত হয়েছে। এবং তাদের বিরুদ্ধে "উপযুক্ত" শারীরিক আগ্রাসন চালানোর পূর্বে নানা পদ্ধতির তথ্য-সন্ত্রাস এবং তথ্য-আগ্রাসন পরিচালিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আফগানিস্তানে যখন বিগত তালেবান সরকার (যা শুরুতে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট) একটু স্থিতিশীলতা লাভ করতে শুরু করল এবং ব্যাপক গণভিত্তি পেতে শুরু করল তখনই তাদের বিরুদ্ধে ইহুদী-মার্কিন এবং ইহুদী-ভারতীয় সাঁড়াশী তথ্য-সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল। আফগানিস্তানে তালেবান এবং আলকায়েদা শক্তিকে ধ্বংসের জন্য বলা হয়ে থাকে যে খোদ যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইলীরা নিজেরাই ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের চক্রান্তে সামিল থাকে। বিষয়টির সত্য মিথ্যা যাই হোক ঘটনার চেয়ে রটনা যে বেশি বিধ্বংসী বারবার তা বিবিসি, ভোয়া, সিএনএন, রয়টার, টাইম, নিউজ উইক, ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউসহ ইঙ্গ-মার্কিন এবং ভারত ও ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন সারা বিশ্বের অজস্র ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া নেটওয়ার্ক বিরামহীন প্রচার প্রপাগান্ডা থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যায়। এসব তথ্য মাধ্যমের অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পরিকল্পিত সফল সংবাদ প্রযোজনা ও উপস্থাপনা দিনকে রাত, তিলকে তাল এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রমাণে অতিশয় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে। ঠিক একইভাবে বিশ্বের বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব-তিমুরকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়াকালে ইঙ্গ-মার্কিন, অস্ট্রেলিয়াও সম্মিলিতভাবে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা যুদ্ধ চালায়। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের দোসর ভারত, ইসরাইল ও অন্যান্য ইউরোপীয় সংবাদ-মাধ্যমের সহযোগিতা লাভ করে। তথ্য-মাধ্যমে পরিচালিত ঐ সাঁড়াশী আক্রমণ ছিল পরিপূর্ণরূপে সিন্ডিকেটেড এবং ষড়যন্ত্রমূলক। ইন্দোনেশিয়ার সরকার জনগণ ও রাষ্ট্র শক্তিকে বিশ্বের দরবারে একটি অত্যন্ত হিংস্র আগ্রাসী ও সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য তারা পূর্ব তিমুর আক্রমণের পূর্বে অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে সেসব পরিকল্পিত দাঙ্গার বীভৎস সংবাদ চিত্রিত করে অতিশয় কুশলতার মাধ্যমে বিশ্বের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। অস্ট্রেলীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা চক্র স্থানীয় খ্রিস্টান এজেন্ট ও ফিলিপাইনসের মঙ্গোলীয় অবয়বে খ্রিস্টান লোকদের পূর্ব তিমুরে নিয়ে এসে এদের মাধ্যমে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের রক্তাক্ত দাঙ্গার বীভৎস দৃশ্য ক্যামেরা টিভিতে ধারণ করে (তা ছিল পাতানো বানানো নাটক) প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। এবং এভাবে তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুরকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র জন্ম দিতে সক্ষম হয় এবং দুর্বল করে ফেলে বিশ্বের অন্যতম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াকে।

ঠিক একই উদ্দেশ্যে ভারত ও খ্রিস্ট জগতের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী ও বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বর্তমান দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভকারী সরকারকে অস্থিতিশীল ও উৎখাত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের পছন্দের তাবেদার গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করার জন্য নিকট অতীতে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সকল প্রচারণা যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব তথ্য-সন্ত্রাস ও প্রচার যুদ্ধ চলছে সেগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

ক. দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐক্য সংহতির বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের ঐতিহ্য ধারার রক্ষাকারী শক্তি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে টার্গে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য সকল ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দল।

খ. দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী দেশপ্রেমিক ইসলামী চিন্তা-চেতনার, ধারক-বাহক, আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখদের বিরুদ্ধে।

গ. দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত সংঘবদ্ধ সামরিক বাহিনী, সীমান্ত রক্ষাকারী বিডিআর ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আনসার ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে।

ঘ. দেশপ্রেমিক আদর্শে উজ্জীবিত ত্যাগী শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে।

ঙ. দেশের আর্থনীতিক ভিত্তি ও বুনিয়াদ সৃষ্টিতে নিয়োজিত শিল্প উদ্যোক্তা নির্মাণ সংস্থা ও উৎপাদনমুখী কৃষক-শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তথ্য-সন্ত্রাস।

চ. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত তথ্য-সন্ত্রাস।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী তথ্য সন্ত্রাসের কয়েকটি নমুনা ঃ

আয়তনে ছোট এবং পরিচিতিতে কম খ্যাত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত তথ্য-সন্ত্রাসের আওতা ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং ব্যাপ্তিও অত্যন্ত গভীর। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত তথ্য-সন্ত্রাসের সকল শিকড় (Roots) ভারতে প্রোথিত এবং এর শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইসরাইলসহ প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

নানা দেশ থেকে। কৌশলগত কারণে ভারতে গোয়েন্দা সংস্থা সৃষ্ট এসব সংবাদ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের আপত নিরপেক্ষ নানা সংস্থা ও সংবাদ-মাধ্যমে জোরদার হয়ে ইসলাম বিদ্বেষী রয়টার্স, বিবিসি, চ্যানেল ফোর সিএনএন, টাইম, নিউজ উইক, দূরদর্শন ইটিভি, (ইন্ডিয়া) ইন্ডিয়ান টাইমস, হিন্দুস্থান টাইমস, আনন্দবাজার ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ বানানো সংবাদ প্রেক্ষাপন ও বন্টনে মূলতঃ ইসলাম বিদ্বেষী খ্রিস্ট ইহুদী হিন্দুবাদী অক্ষশক্তি সমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে।.

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিকট অতীত ও বর্তমানে কয়েকটি কুখ্যাত বানোয়াট তথ্য সন্ত্রাসের উদাহরণ হচ্ছে :

১. অধুনাবিলুপ্ত হংকং ভিত্তিক ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর কুখ্যাত বানোয়াট সংবাদ প্রস্তুতকারী Bertil Lintner এর "Bangladesh : A Cocoon of Terrorism" শীর্ষক (৪ঠা এপ্রিল, ২০০২) রিপোর্ট। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানানো ঐ রিপোর্টটিতে ভারত-বন্ধু খ্যাত চরম ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী সাংবাদিক লিন্টনার ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনার গাঁ হোটেলের এয়ার কন্ডিশনড্ রুমে বসে স্থানীয় বেতনভুক্ত ভারতপন্থী সংবাদকর্মী নামধারীদের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি চারদলীয় ঐক্য জোটের শরীক বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী নেতা কর্মীদের সম্পৃক্ত করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে লাদেন ও তালেবানদের সঙ্গে একাকার করে দেখায়। লিন্টনারের ঐ বানোয়াট খবরে সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত করে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোকে পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের আল কায়েদা লস্করই তইয়্যেবা বা জয়শে মোহাম্মদ প্রভৃতি দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দেখানো হয়। এই কুখ্যাত লিন্টনারের লেখা বাংলাদেশের ডেইলি অবজারভার এবং ডেইলি স্টারের মত পত্রিকায়ও পূর্ণ মুদ্রিত বা আংশিক মুদ্রিত হয়।

২. গত বছরের (২০০২) অক্টোবর মাসের একুশ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে "ডেডলি কার্গো" (Deadly Cargo) নামে আর এক মিথ্যুক সাংবাদিক এলেক্স পেরি (Alex Perry) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইসলামী জেহাদ, তালেবান আল-কায়েদা ইত্যাদি ইসলামী জঙ্গীবাদী সম্পৃক্ততার উপর আরেকটি বানোয়াট সংবাদ ছাপে। জানা যায় যে, এলেক্স পেরির টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ঐ সংবাদটির উৎসও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পেরির ঐ পাতানো সংবাদে বলা হয় যে এমভি মক্কা (M.V. Mecca) নামক একটি রহস্যময় জাহাজ থেকে অনেক অস্ত্র, গোলাবারুদ চট্টগ্রামের উখিয়া এলাকার মত জনবহুল এলাকায় নামানো হয়। ঐ জাহাজ থেকে সব ভয়াল গোলাবারুদ, পাগড়ীধারী, লম্বাদাড়ি এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী স্যালোয়ার-কামিজ পোশাক পরিহিত লোকজন পাঁচটা মোটর লঞ্চে করে ঐ জাহাজ থেকে মারাত্মক মারণাস্ত্র খালাস করে। এলেক্স পেরি তার পাতানো গল্পে আল-কায়েদা, আলজওয়াহারী, তালেবান, আবু সালাম, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, রিয়াদ, মক্কা, লাদেন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড সবকে একাকার করে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে তার বানানো গল্পে। পেরির এই

www.pathagar.com

গাজাখোরী বানোয়াট পাতানো সংবাদটি বার্টিল লিন্টনারের রিভিউর সেই ককুন অব টেরোরিজমের মত পাতানো গাজাখোরী সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের ডেইলী স্টার, যুগান্তর, ইত্তেফাক, ইনকিলাবসহ প্রায় সকল দায়িত্বশীল পত্র-পত্রিকাই পেরি ও লিন্টনারের এসব গাজাখোরী গোয়েবলসীয় মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ জানায় এবং নানা সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ছাপে। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার বিষয় হল বাংলাদেশে ভারতপন্থী বলে খ্যাত দৈনিক জনকণ্ঠ বার্টিল লিন্টনারের ঐ বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী রিভিউর "Be aware of Bangladesh" এবং "Cocoon of Terrorism" শীর্ষক পাতানো সংবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে উৎফুল্লভাবে সম্পাদকীয় ছাপে। জনকণ্ঠের জনৈক মহিউদ্দীন "থ্যাঙ্ক ইউ ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' শিরোনামে এক দীর্ঘ তোষামদী ভরা নিবন্ধে দেশ ও জাতির দুশমন লিন্টনারের ঐ লেখাকে অভিনন্দন জানায়। অবশ্য দেশের বহুল প্রচারিত যুগান্তর ০৩/০৪/২০০২ তারিখে রিভিউর নিবন্ধ অসদুদ্দেশ্যমূলক এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। এমনকি প্রথম আলোও বিদেশী গণমাধ্যমের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি সংকট বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করে। আজকের কাগজ পেরির টাইমে প্রকাশিত Deadly Cargo রিপোর্টকে বিতর্কিত বলে উল্লেখ করে (১৮-১০-২০০২)। দেশ-বিদেশের সকল বিবেকবান সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী লিন্টনার ও পেরির এরূপ চরম দুর্বৃত্তপনামূলক সংবাদের ধিক্কার জানালেও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' টাইম ম্যাগাজিনের ডাহা মিথ্যা বানোয়াট রিপোর্টকে সঠিক বলে দাবি করে। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এভাবেই টাইম এবং রিভিউর সুরে সুর মিলিয়ে ভারতের পার্লামেন্টে এবং সংবাদ-মাধ্যমে বক্তব্য বিবৃতি প্রদান করে। দৈনিক মানবজমিন-এ গত ১৯ অক্টোবর ২০০২ তারিখে প্রকাশিত এক রিপোর্টে প্রকাশ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতা টাইম ম্যাগাজিনের সংবাদ বলে উল্লেখ করে।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা বানোয়াট রিপোর্ট ছাপা হয়। ঐ মিথ্যা সংবাদে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইসলামী ভাবধারার গণপ্রতিনিধিকে জঘন্য ভাষায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখায়। ওয়াল স্ট্রিটের রিপোর্টটিও ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর সেই কুখ্যাত রিপোর্টার বার্টিল লিন্টনার লিখেছিল।

৪. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালের তীব্র তথ্য-সন্ত্রাসের আরেকটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ ২০০২ অক্টোবর মাসে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে গৃহীত বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বিরোধী এক সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করা যায়।

গত ১৭-১১-২০০২ তারিখের আজকের কাগজ থেকে জানা যায় যে, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে গৃহীত ঐ প্রস্তাবের পেছনে বাংলাদেশের একটি চিহ্নিত দলের সংযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের ভেতর থেকে কতিপয় দেশ ও জাতিদ্রোহী মহল ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টসহ নানা সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত নানা দেশ ও রাষ্ট্র বিরোধী সংবাদ ও সিদ্ধান্ত তৈরির পেছনে জঘন্যভাবে তৎপরতা চালায়।

www.pathagar.com

৫. বাংলাদেশ বিরোধী মিথ্যা সংবাদ তৈরির প্রচেষ্টাকালে হাতে নাতে পলায়নপর দুই বিদেশী সাংবাদিক ধরা পড়ে বাংলাদেশী সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে ২৫ অক্টোবর, ২০০২। বাংলাদেশকে দেশে-বিদেশে একটি হীন মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস নিয়ে মিথ্যা ডকুমেন্টারী ফিল্ম বানানোর সময় ব্রিটেন নিবাসী পাকিস্তানি কাদিয়ানী মহিলা সাংবাদিক জাইবা নাজ মালিক এবং তার সহযোগী ইহুদী লিও পোল্ডো ব্রুনো সরেন্টিনো (মূল নিবাস ইতালী) ধরা পড়ার সপ্তাহ খানিক পূর্বে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। দৈনিক কয়েক ডলারের বিনিময়ে এনজিও কর্মী মনিজা ওরফে পৃথিলা রাজ (এর পরিচয়ও সন্দেহজনক) এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সেলিম সামাদকে নিয়োগ করা হয়। কুখ্যাত ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল "চ্যানেল ফোর" (Channel-4)-এর পক্ষে বানোয়াট সংবাদ "Unreported World" শীর্ষক তথাকথিত ডকুমেন্টারী বানানোর উদ্দেশ্যে তারা অক্টোবর মাসের বিশ/বাইশ তারিখ বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে কতিপয় সন্দেহজনক যুবককে একই ধরনের গোলটুপি পরিয়ে এবং স্পট ইনেসপেকশন সন্ত্রাসবাদী কল্পিত রাজনৈতিক দল (আল্লাহ দল) নাম দিয়ে একই ধরনের ভাষার পোস্টারসহ মিছিলের নাটক সাজায় এবং তা মুভি টিভি ক্যামেরায় গ্রহণ করে। তাদেরকে দিয়ে শিখিয়ে দেয়া শ্লোগানও দেওয়ায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মানবজমিন, ডেইলী স্টার, যুগান্তর ইত্যাদি পত্রিকায় নির্দেশনা দানকালে ভাড়াটিয়া যুবকদের ব্রুনো ও জাইবা নাজের সঙ্গে তাদের কুকর্মের সহযোগী সেলিম সামাদের ছবি ধরা পড়ে ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরায়। প্রকাশিত ঐ চিত্রে দেখা যায় দাড়ি গোঁফহীন প্যান্ট-শার্ট পড়া যুবকরা জাইবা নাজ ও সেলিম সামাদের পরামর্শ শুনছে। ব্রুনো তাদের ছবি তুলছে। ২৫-১১-২০০২ তারিখ সংগোপনে পালানোর সময় ব্রুনো সারেন্টিনো ও জাইবা নাজ পুলিশের কাছে বেনাপোলে ধরা পড়ে। তাদেরকে সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে গোয়ালনন্দ ঘাটে ধরা পড়ে সন্দেহজনক এনজিও নামী পৃথিলা রাজ। ব্রুনো, জাইবা ও পৃথিলার ভাষ্য থেকে এদের বাংলাদেশ বিরোধী তথ্য সন্ত্রাসের সহযোগী হিসেবে সেলিম সামাদের নামও বেরিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। ব্রুনো এবং জাইবা নাজ ও পৃথিলার পক্ষে সাফাই গেয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার রুচিরা গুপ্তা প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়। ফলে চ্যানেল ফোরের প্রকৃত পরিচয় বেরিয়ে আসে। উল্লেখ্য এই চ্যানেল ফোরই আজ থেকে দশ বারো বছর আগে বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সৃষ্ট ঘাদানিদের সহযোগিতায় "War Crime file" নাম দিয়ে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত ও চক্রান্তমূলক ইসলাম বিদ্বেষী মিথ্যা 'ডকুমেন্টারী' (Documentary File) তৈরি এবং প্রচার করে। যতদূর মনে পড়ে ঐ সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত উদ্দেশ্যমূলক বিভাজন সৃষ্টিকারী ডকুমেন্টারী তৈরির পেছনে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্রিটিশ ইহুদী বার্গম্যান এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সক্রিয় সদস্য গীতা সেহগাল 'War Crime File-1971' তৈরি করে। ঐ ফিল্মের পেছনেও বাংলাদেশে বিতর্কিত সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সৈয়দ হাসান ইমাম (বর্তমানে ভারতে পালিয়ে আছে) সালমান রুশদি ও তসলিমা নাসরিন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। বিভিন্ন অসমর্থিত উৎস থেকে জানা যায় ঐ কুখ্যাত চ্যানেল ফোরের (Channel-4) সঙ্গে বাংলাদেশের অধুনা নিষিদ্ধ একুশে টিভি'র (ETV) একটি গোপন সম্পর্ক ছিল।

www.pathagar.com

রয়টার্সের মিথ্যাচার ও অপসাংবাদিকতা

বিবিসি, চ্যানেল ফোর, এপি (AP) এএফপি (AFP), সিএনএন (CNN) এসব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত সংবাদ-মাধ্যমের মত রয়টার্সও একটি অতি পরিচিত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি সংবাদ সংস্থা। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এর রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক। জানা যায়, চরম মুসলিম বিদ্বেষী কুখ্যাত চ্যানেল ফোরের মত রয়টার্সও ইহুদী বণিক গোষ্ঠীর প্রভাবাধীন একটি সংবাদ সংস্থা। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার বিগত শতাব্দীর ষাট-সত্তর এবং আশির দশকে স্নায়ু যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বিবিসি, ভোয়া (ভয়েস অব আমেরিকা) তাস এবং চিনের সিনহুয়ার সঙ্গে সমান তালে অত্যন্ত পারঙ্গমতার সঙ্গে তথ্য-যুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষাংশে সমাজতন্ত্র পতনের পর পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যকার স্নায়ু যুদ্ধ আপাত সমাপ্ত হয় এবং এর পরেই বৈশ্বিক পুঁজিবাদের এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং মুক্ত অর্থনীতির পুঁজি আগ্রাসন বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন পাশ্চাত্য শক্তি তাদের কৌশলগত প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রধানত মুসলিম বিশ্বকেই বেছে নেয়। তারা শুরু করে চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মির, পূর্ব তিমুর সোমালিয়া, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া (পূর্ব তিমুর) মালয়েশিয়া, মিন্দানাও (ফিলিপাইন্স) মুসলিমসহ বিশ্বের নানা স্থানে তাদের নানা ধরনের অশান্তি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির মহড়া। উদ্দেশ্য সম্ভাবনাময় উত্থানকামী সম্পদ সম্ভাবনাপূর্ণ (তৈল ও গ্যাস সমৃদ্ধ) এবং ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঐসব অঞ্চলকে ও ঐসব অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জাতিসত্ত্বাগুলোকে পদানত, দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করে রাখা। ঐসব দেশ ও অঞ্চলগুলোতে অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য শক্তি ব্যবহার করে তাদের শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম। তাদের নিজেদের এবং ভাড়াটে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদেরও নিপূণতার সাথে ব্যবহার করতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান হার্ভার্ড-প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের তথাকথিত "সভ্যতার দ্বন্দ্ব" (Clash of Civilisations) তথ্যটি বিশ্ব তথ্য-বাজারে দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সব কিছুরই মূল টার্গেট থাকে মুসলিম জাতি ও ইসলামী দেশসমূহ।

বাংলাদেশেও রয়টার্সের মত খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা অত্যন্ত নির্জলা মিথ্যা সংবাদ সৃষ্টি করে বিবেক বিশ্বকে বিস্মিত করে। ২০০২ সালের শেষ লগ্নে রয়টার্সের বাংলাদেশ ব্যুরোর সাংবাদিক এনামুল হক ময়মনসিংহের একটি দুঃখজনক ঘটনাকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাঁকিয়ে মিথ্যার আবরণে ঢেকে সারা বিশ্বের সংবাদজগতে ছড়িয়ে দেয়। ময়মনসিংহের চারটি সিনেমাহলে একযোগে বোমা বিস্ফোরণের দুঃখজনক ঘটনাকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাত দিয়ে রয়টার্স ঐ ঘটনার সঙ্গে আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদের সংযোগ রয়েছে বলে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে। পরে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে রয়টার্সের ঐ মিথ্যা খবরের তীব্র প্রতিবাদ করায় রয়টার্সের অসত্যতা ধরা পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে বাংলাদেশের ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হল রয়টার্সের ঐ মিথ্যা খবরের বাংলাদেশী স্থানীয় প্রস্তুতকারক এনামুল হক বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসসের (BSS) ও

www.pathagar.com

একজন বেতনভুক্ত স্টাফ। বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং জাতির ভাবমূর্তি বিনাশী ঐ সংবাদটির বৈশ্বিক প্রচারের পেছনে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী ইসলামী সরকার প্রধান টার্গেট হলেও এর মাধ্যমে পুরো দেশ ও জাতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যৌক্তিক বিশ্লেষণ থেকে ধরা পড়ে যে, এসব হামলার সাথে আল-কায়েদা; তালেবান আইএসআই ইত্যাদিকে নিয়ে এসে ভারত ও ইসরাইলী অক্ষ শক্তি সুনিপুণভাবে ও সুকৌশলে তাদের পাশ্চাত্যের খ্রিস্টবাদী অক্ষ শক্তিকে ব্যবহার করে তাদের মূল শত্রু পাকিস্তানকে ও ইসলামী শক্তিসমূহকে (বিএনপি ও জামায়াত) সভ্য সমাজের চোখে অগণতান্ত্রিক সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করছে।

শুধু রয়টার্স নয় বাংলাদেশের বর্তমানের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে টার্গেট করে ভারতের আনন্দবাজারসহ অন্যান্য ভারতীয় মিডিয়া যে তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে সে বিষয়ে আমরা অবহিত হই গত ২০০২ সালের ১৮ নভেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় "ভারতে হানা দিতে আল-কায়েদা জঙ্গীরা ঘাটি গেড়েছে বাংলাদেশে" শিরোনামে একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে। ঐসব সংবাদের সাথে তারা কৌশলে বাংলাদেশের জনপ্রিয় বর্তমান সরকারকে তালেবান, আইএসআই ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে একাকার করে ফেলার অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

শুধু বিদেশী সংবাদ-মাধ্যমে নয় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত নানা ভারতপন্থী ও ইসলাম বিদ্বেষী পত্র-পত্রিকাতেও দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী এরকম অজস্র আত্মঘাতি "বিভীষণধর্মী" মিথ্যা সংবাদ সতত প্রচার করা হচ্ছে। ২০০১ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের একটি চিহ্নিত দৈনিক পত্রিকা "ভোরের কাগজ" "সারা দেশে দশ হাজার মাদ্রাসায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছে" বলে এক প্রচণ্ড মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে। ভোরের কাগজের অম্লান দেওয়ান নামক এক সাংবাদিক কর্তৃক লিখিত ঐ তথ্য সন্ত্রাসে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এসব সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণদানের জন্য "বিপুল অর্থ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; পাকিস্তান থেকে আসে প্রশিক্ষণ" ভোরের কাগজের ঐ মিথ্যা সংবাদে লেখা হয় যে, এসব মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে ('তুই' সম্বোধন) শাইখুল হাদীস আজিজুল হক, ফজলুল হক আমিনী, হাফেজ্জি হুজুর পুত্র আহমেদুল্লাহ আশরাফ ও চরমোনাই পীর ফজলুল করিম। ভোরের কাগজের ঐ নরাধম সাংবাদিক নামধারী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বড় হুজুর মাওলানাকেও এতে জড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে দেশ ও জাতিদ্রোহিতামূলক মিথ্যা সংবাদ প্রচারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের আর্থিক মদতপুষ্ট কুখ্যাত দৈনিক জনকণ্ঠ। এই জনকণ্ঠ গত ২০-০৬-২০০২ তারিখে "সুন্দর বনে জঙ্গী মৌলবাদীরা ঘাটি গড়ে তুলেছে" বলে এক বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদটিকে জনকণ্ঠ "গহীন অরণ্যে চলছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী" চিরাচরিত নিয়মে জনকণ্ঠের ঐ রিপোর্টটিতে দাড়ি টুপি ওয়ালাদের সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়। শুধু ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠই নয় মিথ্যা সংবাদ ছাপানোর প্রতিযোগিতায় প্রথম আলোও জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে ২০০১ সালের ১৪ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর

www.pathagar.com

একটি মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল "আতঙ্কিত হয়ে দেশ ত্যাগ॥ সাতক্ষীরা সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৯৯ সংখ্যালঘু বিডিআর এর হাতে আটক"। প্রথম আলোয় প্রকাশিত ঐ মিথ্যা এবং ভূয়া বানোয়াট সংবাদটির খুলনার বিডিআর প্রতিবাদ জানালে প্রথম আলো প্রতিবাদ লিপিটা ১৫-১০-২০০১ তারিখ দৈনিকটিতে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

দূর্নীতি ও জালিয়াতির দায়ে অধুনা নিষিদ্ধ একুশে টিভি (ETV) গত ২০০২ সালের শেষের দিকে রাজশাহীতে সংখ্যা লঘু নরেশ হত্যাকাণ্ডের সাথে বিএনপির যুবদলকে জড়িয়ে দোষী সাব্যস্ত করে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে। তা ধরা পড়ে নিহত নরেশের ছোট ভাই ভবেশ চন্দ্র দাসের লিখিত বক্তব্য থেকে। রাজশাহী সিটি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এবং সাংবাদিক সম্মেলনে নিহত নরেশের ছোট ভাই ভবেশ চন্দ্র দাস ইটিভিসহ অন্যান্য ঘাদানিপন্থী সংবাদ মাধ্যমের দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনাশকামী ঐসব মিথ্যা বানোয়াট সংবাদ প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান। একই ভাবে ১৯৯৪-৯৬ সালে দেশের ঐসব চিহ্নিত দৈনিক পত্রিকায় বগুড়া কাহালু নন্দী গ্রাম এলাকার জনপ্রিয় আলেম মাওলানা মুফতি মুহঃ ইব্রাহিমকে ফতোয়াবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে দেশদ্রোহী এনজিও চক্রের ছড়িয়ে দেওয়া ষড়যন্ত্রমূলক "অপারেশন ফতোয়াবাজ" চক্রান্তটিও গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে নগ্নভাবে ধরা পড়ে যায়।

উল্লেখ্য, বিগত শতাব্দীর শেষ বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও প্রগতিবাদী সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ করে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে দেশের আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ ও ইসলামী সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে তথ্যহীন অজস্র মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ রিপোর্ট ফিচার প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিগত ১৯৯৬-০১ এর পাঁচ বছর ব্যাপী আওয়ামী লীগ শাসনামলে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দলসমূহের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বিগত বছরগুলোতে খুলনার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড রতন সেন হত্যাকান্ড, ওয়ার্কাস পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের হত্যাকান্ড প্রচেষ্টা, যশোরের জাসদ নেতা কাজী আরিফ হত্যাকান্ড, চট্টগ্রামের চাঞ্চল্যকর "এইচ মার্ডার" সহ অসংখ্য সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে ঐসব সংবাদ মাধ্যম নির্বিকার চিত্তে কালবিলম্ব না করেই তাদের "জানিদুশমন" "জামায়াত-শিবির" এবং আলেম-ওলামাদের ফাঁসিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। অবশ্য দু'চার দিন পরেই ঐসব ঘটনার পেছনের প্রকৃত সত্য বের হয়ে আসে। এবং সকল ঘটনাতেই দলীয় কোন্দল, ষড়যন্ত্রমূলক আত্মঘাতী অপত ৎপরতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা মূল কারণ হিসেবে বেরিয়ে আসে। এবং ঐসবের সাথে জামায়াত-শিবির বা আলেম-ওলামাদের যে দূরতম সম্পর্কও নেই তা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ষড়যন্ত্রের বানোয়াট থলে থেকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক জিঘাংসার ঘনকৃষ্ণ মার্জার বেরিয়ে পড়লে ঐসব তথাকথিত বিভীষণদের মীরজাফরীয় মুখোসও উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ধরা পড়ে যায় তাদের দেশী-বিদেশী সকল সংযোগ ও যোগসূত্র।

www.pathagar.com

উপসংহার

সত্তরের দশকে প্রখ্যাত গণমাধ্যম সমালোচক বেন বাগডিকিয়ান বলেন, "জনগণ কতটা শুনবে কতটা জানবে তা একসময় ঠিক করে দিতেন রাজা ও পুরোহিতবৃন্দ, এখন তা নির্ধারণ করে গণমাধ্যম.... গণমাধ্যম যা সম্প্রচার করে না জগতে তা সংঘটিত হয় না.... গণমাধ্যম এখন শুধু বাস্তবের প্রতিফলন নয়, বরং বাস্তবের উৎস[১]"। আবার ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি স্পাইরো এ্যাগনিউ যখন বলেন, 'গণমাধ্যমই সরকার' তখন সেটি কেবল তাঁর একারই মূল্যায়ন থাকে না, জনমানুষের মধ্যে স্থিত বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে প্রতিভাত হয়।

গণমাধ্যমের শক্তি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ষাটের দশকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ এবং গ্লোবাল ভিলেজের সর্ব প্রথম ধারণাদানকারী মার্শাল ম্যাকলুহানের একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেছিলেন– "Media is the message"। "অর্থই ক্ষমতার উৎস, ভিত্তি এবং অর্থ যার ক্ষমতা তার" কার্ল মার্ক্সের এ তত্ত্ব তথ্য বিপ্লবের (Era of Information Revolution) যুগে এখন অকার্যকর। বর্তমানে বলা হচ্ছে "Information is power"। অর্থাৎ তথ্যই শক্তি। যার অধিক অর্থ আছে সে এখন আর প্রকৃত ধনী নয়। যার হাতে অধিক তথ্য সেই প্রকৃত ধনী এবং ক্ষমতাবান। তথ্যের মাধ্যমেই অর্থ ও ক্ষমতা লাভ করা যায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে গোটা পৃথিবীতে তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়েছে এর মূলে রয়েছে তাদের হাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সব বিভাগে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে অধিক এবং খুবই সাম্প্রতিক তথ্য রয়েছে। তাই বলা হয়, "They are rich because they are rich in information and we are poor because we are poor in information." পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে– "বলুন, যে জানে এবং যে জানেনা তারা কি সমান হতে পারে?"

গণমাধ্যমের ক্ষমতা এখন এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয় এখন আর গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিও যে কোন সময় গণমাধ্যমের কারণে অসহায় হয়ে পড়তে পারে। দুই শক্তিশালী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন নিক্সন এবং বিল ক্লিনটনের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিয়ে নিক্সনকে পদত্যাগে বাধ্য করা এবং ক্লিনটনকে জুরি ও জনগণের কাছে হাত জোর করে মাথা নত করে মিনতি প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে গণমাধ্যম। এরকম হাজারো উদাহরণ আছে।

আবার গণমাধ্যম যখন অসদুদ্দেশ্যে কারো পেছনে লাগে তখন তারও সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়তে পারে। প্রিন্সেস ডায়নার ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়াবলী অনুসন্ধান করার জন্য গোপনে ধাওয়া করা পাপারাজ্জি সাংবাদিকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত গাড়ি চালাতে গিয়েই সে এবং দোদি মৃত্যুর মুখে পতিত হয় বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তাই পৃথিবীর যে কোন সরকারকে এখন গণমাধ্যম সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।

www.pathagar.com

তা-না হলে যে কোন সময় পতন অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশে ধরা পড়া দুই বিদেশী সাংবাদিক যারা বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে একটি মৌলবাদী দেশ এবং তালেবান ও আল-কায়েদার ঘাটি বলে প্রমাণ করার জন্য এখানে এসে সাজানো নাটক ফিতায় ধারণ করে তা টিভিতে সত্য ঘটনা বলে প্রচার করতে চেয়েছিল। সুস্পষ্ট দেশদ্রোহী কাজে লিপ্ত এবং তা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো সংবাদপত্র আওয়ামী বাম ঘরানার এবং সরকার বিরোধীদের হাতে থাকায় এরা ঐ অপরাধী সাংবাদিকদের পক্ষ নেয় এবং ফ্রিডম অব প্রেসের ধুয়া তুলে দেশে-বিদেশে সরকারকে চাপের মুখে ফেলে এবং সরকার শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কোন উন্নত এবং শক্তিশালী দেশে এমন কাজে লিপ্ত কেউ ধরা পড়লে আমাদের বিশ্বাস তাদের কঠিন শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত।

সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণমুখী কাজে উৎসাহিত করা এক জিনিস আর যে কোন ছুতোয় সুযোগ পেলেই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় লিপ্ত হয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে ব্যর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করা অন্য জিনিস। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের বর্তমানে অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম সরকার বিরোধীদের হাতে এবং এরা শেষেরটিতে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, এরা তাদের অপছন্দের সরকারের বিপক্ষে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে সরকারকে ফেলে দেয়ার জন্য নানা উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা প্রচারণায়ও লিপ্ত হতে কসুর করে না। উপরে তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

সুতরাং এই অপসাংবাদিকতার হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য এবং এর মোকাবিলায় সরকারকে যা করতে হবে তা হল–

- দেশে বিদেশে গণমাধ্যমের অপপ্রচারের জবাব গণমাধ্যমের সাহায্যেই দিতে হবে।
- এজন্য সরকারকে জনপ্রিয় শক্তিশালী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- জনগণের টাকায় পরিচালিত রেডিও এবং টিভিকে সরকারের গুণগান প্রচারের মাধ্যমে পরিণত না করে তা থেকে নিরপেক্ষভাবে দেশ-বিদেশের সংবাদ প্রচার করতে হবে।
- রেডিও, টিভিকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যমে পরিণত না করে একে সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করতে হবে। সংবাদ হতে হবে তথ্য-নির্ভর, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ।
- রেডিও, টিভির প্রতি জনগণের যাতে আস্থা ফিরে আসে সেজন্য বিবিসি, সিএনএন-এর অনুসরণ করে ব্যাপকভিত্তিক সংবাদ নিরপেক্ষভাবে প্রচার করতে হবে। উপস্থাপনাতেও আনতে হবে বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণীয়তা।
- অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে ব্যাপক কূটনৈতিক প্রচারের আয়োজন করতে হবে।

www.pathagar.com

- অপপ্রচার ও অপসাংবাদিকতা ও তথ্য-সন্ত্রাসের উৎস কোথায় তা খুঁজে বের করতে হবে।
- অপপ্রচার অপসাংবাদিকতা ও তথ্য-সন্ত্রাস রোধকল্পে দেশপ্রেমিক নিরপেক্ষ বিজ্ঞ লোকদের সমন্বয়ে একটি কুশলী বিশেষজ্ঞ সেল গঠন করে– তার থেকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পরামর্শ নিতে হবে।
- এই বিশেষজ্ঞ টিম সকল অপপ্রচারের তাৎক্ষণিক ও যৌক্তিক জবাব দেবে এবং দেশের সকল সংবাদ-মাধ্যমে তা ছাপানো ও বিদেশী প্রচার মাধ্যমেও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অসদুদ্দেশ্যমূলক, ভিত্তিহীন মিথ্যা খবর ছাপানো ও প্রচারের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- সর্বোপরি দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু তথ্য প্রবাহ চালু থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। গঠনমূলক তিক্ত সমালোচনা সকল মহলকে হজম করতে ও মেনে নিতে শিখতে হবে। তথ্যপ্রবাহ আরো বেশি অবাধ ও বেগবান হলে সকল ষড়যন্ত্রমূলক অপসাংবাদিকতাও খুব দ্রুত জনগণের কাছে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।
- মিথ্যা, হঠকারিতা ও অপবাদের জবাব উগ্র-হিংস্রতায় ও কঠোর প্রতিশোধের মাধ্যমে না নিয়ে কল্যাণধর্মী, সহিষ্ণু, বিচক্ষণতা ও যৌক্তিক সত্যতার মাধ্যমে নেয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, "মিথ্যা– অন্ধকার; তা' অপসৃত হতে বাধ্য। সত্য– আলোক স্বরূপ; তা' উদ্ভাসিত হবার জন্যই"॥

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

একুশে টিভি ঃ একটি দূর্নীতির ইতিকথা

একুশে টিভি-র সব কিছু করে দিয়েছি, এর নামও আমি দিয়েছি। দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকতে শেখ হাসিনা এই বাক্য দু'টি উচ্চারণ করেছিলেন উচ্চৈঃস্বরে কৃতিত্ব জাহির করে তার সাফল্য প্রচারের জন্য।

আজ প্রশ্ন হচ্ছে কি ছিল তার এই সাফল্য? ইটিভিকে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার মহাসুবিধা দিয়ে শেখ হাসিনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করেছেন না নজির স্থাপন করেছেন দূর্নীতি-স্বজনপ্রীতি-লুটপাটের?

পৃথিবীতে কোথায়, কে আছে যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজের স্বজনদের মাঝে বিলি-বণ্টন করে বড় গলায় কৃতিত্ব জাহির করে? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে আজ দূর্নীতিতে বিশ্বসেরা রাষ্ট্র বাংলাদেশে। সদ্য ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বিকল্প চ্যানেল উপহার দিয়ে গেছে তার প্রয়াত বাবার এক ব্যবসায়ী বন্ধু আবু সায়ীদ মাহমুদকে এবং সরকারি মালিকানাধীন প্রভাবশালী জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা বন্ধ করে বেআইনিভাবে তার ডিক্লারেশন লিখে দিয়েছেন ছোটবোন শেখ রেহানার নামে।

শুধু ইটিভি আর বিচিত্রার জন্য নয়। দূর্নীতিতে পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান পজিশনে প্রিয় মাতৃভূমিকে ডুবিয়ে ফেলার পেছনে কাজ করেছে শেয়ার বাজার, ফ্রগেট, টেলিকম, গ্যাস ফিল্ড, মিগ-২৯, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের ব্যবসার বিনিময়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা লেনদেনের ঘটনা। শেখ হাসিনার শাসন আমলে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কথা বলা যাবে না যেখানে ঘুষ-দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ ওঠেনি। পাঠ্যবই, রাজউক, ন্যাম ফ্ল্যাটসহ প্রত্যেকটি প্রজেক্টে কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে।

একুশে টেলিভিশনকে লাইসেন্স দেয়ার ঘটনা পাঁচ বছর মেয়াদী শেখ হাসিনার শাসনের সময় সংঘটিত বড় বড় দূর্নীতির মধ্যে সেরা অনিয়মের একটি। এই ব্যবসাটির ক্ষেত্রে আওয়ামী সভানেত্রী আত্মস্বীকৃত দূর্নীতিবাজ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যদিও কথা উল্টোতে এই মহিলার বেশি দিন লাগে না তবুও তিনি যে একুশে টিভির নামসহ সব কিছু করে দিয়েছেন তার এই বক্তব্য এখনো প্রত্যাহার বা বাতিল করেননি এবং বদলেও ফেলেননি। আর অন্য সব বাণিজ্যের মতো নিশ্চয় ব্যবসা পাওয়ার লক্ষ্যে টেন্ডারে অংশ নেয়ার আগেই একুশে টেলিভিশন নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সূচনা মুহূর্তে শেখ হাসিনার প্রস্তাব অনুসারে নাম রাখা হয়েছিল একুশে টেলিভিশন।

www.pathagar.com

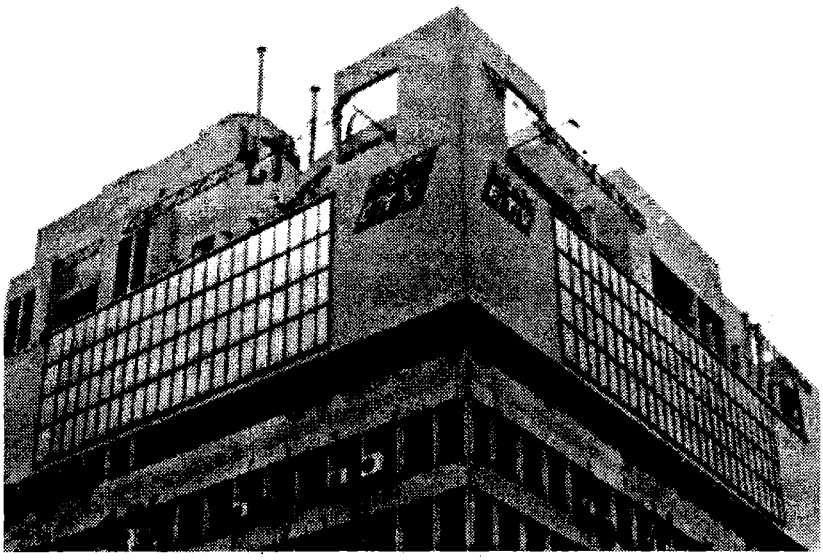

এতে শেষ নয়, নাম রাখা থেকে শুরু করে সব কিছু করে দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বেসরকারি লাইসেন্স দেয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বান, কারিগরি মূল্যায়ন, পাঁচ লাখ টাকার বিড-বন্ড এই সব কিছু ছিল ভাওতা। এগুলো পালন করা হয়েছিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি রক্ষা করা এবং অংশগ্রহণকারী অন্য প্রতিযোগী কোম্পানিদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য। শেখ হাসিনা কর্তৃক নাম ঠিক করে দেয়ার মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল কে পাবে এই ব্যবসা।

আসলে শেষ পর্যন্ত যা হয়েছে তা ব্যবসা নয়। এটা হয়েছে এক ব্যক্তিকে দেয়া সরকারের কয়েকশ কোটি টাকার উপহার বা অনুদান।

টেরিষ্ট্রিয়াল টেলিভিশন প্রযুক্তি হচ্ছে তেমন ব্যবস্থা যাতে অনুষ্ঠান দেখার জন্য টেলিভিশন সেটের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ এন্টেনাই যথেষ্ট। ডিশ বা কেবল সংযোগ ছাড়াই এমন টেলিভিশন শুধু সেটের সুইচ অন করেই দেখা যায়। এই প্রযুক্তি ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণভাবে সরকারি মালিকানায় এমন টেলিভিশন গড়া সম্ভব। বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি এর উদাহরণ। বিটিভির সকল প্রযুক্তি-যন্ত্রপাতি-স্থাপনা ব্যবহার করে একুশে টেলিভিশনও বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে দেখা যেত। যে কোনো টেলিভিশন সেটেই বিটিভির পাশাপাশি ধরা যেত ইটিভি। নিজস্ব অর্থে এই আয়োজন করতে হলে একুশের বিনিয়োগ করতে হতো প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার

www.pathagar.com

বাবার এক বন্ধুকে অন্যায্য, অন্যায় ও অবৈধভাবে এই বিশাল অংকের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দিয়ে গেছেন। বিনিময়ে তিনি যে কি পেয়েছেন তা একুশে টিভি খুলে বসলেই বোঝা যেত। তাছাড়া ইটিভি নামের কোম্পানিতে দুই বোনের বড় শেয়ারের কথাও শোনা যায় বহু মুখে।

টেরিষ্ট্রিয়াল টেলিভিশনের চেয়ে অনেক কম বিনিয়োগে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালু করা যায়। ডিশ এন্টেনা বা কেবল লাইন টেনে সেটের সঙ্গে সংযোগ দিয়ে এর অনুষ্ঠান দেখতে হয়। এই প্রযুক্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক ডজন দেশি-বিদেশী টেলিভিশন কোম্পানির অনুষ্ঠান উপভোগ করা যাচ্ছে। এমন ধরনের প্রযুক্তির সুবিধা নেয়ার জন্য কেবল অপারেটরদের মাসে ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। কিন্তু টেরিষ্ট্রিয়াল টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখা ও শোনার জন্য সেটের মালিককে অতিরিক্ত এক পয়সাও কাউকে দিতে হয় না। টেরিষ্ট্রিয়াল টেলিভিশন প্রযুক্তিতে কোম্পানির বিনিয়োগ বেশি, দর্শক-শ্রোতার খরচ কম। কিন্তু স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কোম্পানির খরচ কম, বিপরীতে দর্শক-শ্রোতার ব্যয় অনেক বেশি।

ফলে আমাদের মতো গরিব মানুষের দেশে টেরিষ্ট্রিয়াল টেলিভিশনের দর্শক অনেক বেশি। মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সেটের মালিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন সংযোগ নিতে পারে। এখানেই অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশনের চেয়ে ইটিভি-র সুবিধা বা অ্যাডভানটেজ। চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, এটিভি, ডিডি, মেট্রো, জিটিভি-সহ অন্য সকল স্যাটেলাইট টেলিভিশনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি দর্শক উপভোগ করতে পারে একুশে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান। বেসরকারি হয়েও বিশেষ সুযোগের কারণে ইটিভির শক্তি বিটিভির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি।

গত আওয়ামী সরকারের একক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সকল শক্তি আরোপ করেছিলেন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স আবু সায়ীদ মাহমুদকে দেয়ার জন্য ১৯৯৮ সালের প্রথমার্ধে। এই লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী কোম্পানিদের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। পাঁচ লাখ টাকার বিড-বন্ডসহ এত সাড়া দেয় ১৭টি কোম্পানি।

মূল্যায়নের মানদণ্ড

দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তাবগুলো মূল্যায়নের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এগুলো ২ জুলাই ১৯৯৮ তারিখে কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটির কাছে পাঠায়। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, অন্য তিন সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্রের স্টেশন প্রকৌশলী মনোরঞ্জন দাস এবং বিটিভির ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার মোহাম্মদ মোস্তাকুর রহমান।

চার সদস্যের এই কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটি প্রস্তাবগুলো মূল্যায়ন কারে পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নেন। ক. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুষম অনুষ্ঠান। খ. দেশব্যাপী এবং বহির্বিশ্বে অনুষ্ঠান প্রচারের ধারণা ও লক্ষ্যমাত্রা। গ. টিভি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কারিগরি প্রস্তাবনা। ঘ. বিনিয়োগ প্রস্তাব। ঙ. নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিরিয়াসনেস। এই পাঁচটি

www.pathagar.com

পরিমাপকের ভিত্তিতে কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটির কাছে দশটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে দ্বিতীয় বিবেচনায় এসেছে। সর্বাধিক সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব প্রথম অগ্রাধিকারে রাখা হয়েছে। এতে দরপত্রের অংশগ্রহণকারী সতেরোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ষোলটির হিসাব পাওয়া যায়। মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড তাদের প্রস্তাবের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মতো সাধারণ কাগজপত্র না দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে বাণিজ্যিকভাবে অসফল বলে বিবেচিত করা হয়।

ইটিভি প্রস্তাব ছিল অযোগ্য

কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটির কাছে সর্বাধিক সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হওয়া তিনটি কোম্পানি ছিল : এক. মান্টিমোড ট্রান্সপোর্ট কনসালটেন্ট লিমিটেড, দুই. ইনডিপেনডেন্ট মিডিয়া সার্ভিসেস, তিন. বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেড। তাদের দ্বিতীয় বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে যে তিনটি কোম্পানির নাম রাখা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে : এক. বাংলাদেশ নিউজ সার্ভিস, দুই. বাংলাদেশ স্কাই নেটওয়ার্ক লিমিটেড, তিন. প্রচার বিজ্ঞাপনী সংস্থা। এবং যে দশটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলো হল– এক. মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড, দুই. গ্লোবাল সাপ্লাইয়ার্স লিমিটেড, তিন. আজকের দর্শন, চার. ইউএনবি, পাঁচ. একুশে টেলিভিশন, ছয়. সিটি জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সাত. লিবারেশন টেলিভিশন চ্যানেল অফ বাংলাদেশ লিমিটেড, আট. নেশনওয়াইড কমিউনিকেশনস লিমিটেড, নয়. বাংলাদেশ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ও দশ. বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন।

বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার প্রস্তাবগুলোর মূল্যায়ন এবং সুপারিশ কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটি ৯ জুলাই তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আকমল হোসেনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেই রিপোর্টে তারা বলেন, পৃন্ট মিডিয়া, এনজিও এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণত টেলিভিশন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় নিরূৎসাহিত করা হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এই নীতি অনুসরণ করা হয় বলে তারা উল্লেখ করেন। অভিন্ন নীতি গ্রহণের কথা না বললেও দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তিনটি কোম্পানিকে তারা পৃন্ট মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সর্বাধিক সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়া তিনটি কোম্পানির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেড হলো দৈনিক মুক্তকণ্ঠ এবং ইংরেজী দৈনিক ইনডিপেনডেন্টের মালিক। দ্বিতীয় বিবেচনায় যে তিনটি কোম্পানির নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রচার বিজ্ঞাপনী সংস্থা-র উদ্যোক্তা দৈনিক ভোরের কাগজের স্বত্বাধিকারী এবং যে দশটি প্রস্তাবযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি তাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান দখলকারী আজকের দর্শনা কোম্পানিটি দৈনিক কাগজের মালিকের সম্পত্তি। উল্লিখিত তিনটি কোম্পানি তিনটি পৃথক ক্যাটেগরিতে তৃতীয় স্থান অবস্থান করছিল।

www.pathagar.com

অযোগ্য একুশে উঠে আসে এগারো থেকে এক-এ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশ পৌঁছালে বিশেষ স্বার্থবাদী মহল তৎপর হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালায়, কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটির দরপত্রগুলো মূল্যায়ন করে জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি বরাবরে সুপারিশ দেবে বলে উল্লেখিত কমিটি দুইটির কর্মপরিধিতে বলা আছে। কিন্তু জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি গঠিত না হওয়ার সুযোগ নিয়ে তথ্য সচিব ও সংশ্লিষ্ট আমলারা সব কিছু উল্টে দেন। তথ্য মন্ত্রণালয় কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার নামে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী কোম্পানির প্রস্তাবগুলো এক নতুন, উদ্ভট ও অভিনব ক্রমানুযায়ী সাজায়। এতে এক নাম্বারে চলে আসে একুশে টেলিভিশন। কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাদ পড়া একমাত্র কোম্পানি মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড উঠে আসে দুই নাম্বারে। তিন নাম্বারে বাংলাদেশ নিউজ সার্ভিস, চার নাম্বারে বাংলাদেশ স্কাই নেটওয়ার্ক লিমিটেড, পাঁচ নাম্বারে ইনডিপেনডেন্ট মিডিয়া সার্ভিসেস, ছয় নাম্বারে বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেড, সাত নাম্বারে প্রচার বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং আট নাম্বারে মাল্টিমোড ট্রান্সপোর্ট কনসালটেন্ট লিমিটেড। এই পর্যালোচনায় অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলো বাতিল করে দেয়া হয়।

কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশে একুশে টেলিভিশনের অবস্থান ছিল ক্রমানুযায়ী এগারোতে। যে দশটি কোম্পানির প্রস্তাব কারিগরি মূল্যায়নে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি তাতে একুশে টেলিভিশনের অবস্থান ছিল পাঁচ নাম্বারে। কারিগরি ও কৃত কৌশলগত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ আমলাদের পর্যালোচনায় এই এগারো নাম্বার কোম্পানি এক নাম্বারে চলে এসেছে।

চুক্তি ব্যক্তির সাথে কোম্পানির সাথে নয়

এতো বড় অনিয়মের পরে যদি একুশে টেলিভিশনকে এই লাইসেন্স দেয়া হতো তাহলে অসততা, অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমিত থাকতো। কিন্তু পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে শেখ হাসিনার সরকার লাইসেন্স দিয়েছেন আবু সায়ীদ মাহমুদ নামের ব্যক্তিকে। ৯ মার্চ ১৯৯৯ সালে সম্পাদিত লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্টে বা চুক্তিনামায় একপক্ষ ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যপক্ষ আবু সায়ীদ মাহমুদ। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সাত পৃষ্ঠার এই চুক্তিতে কোথাও একুশে টেলিভিশনের নাম উল্লেখ নাই। এএস মাহমুদ যে একুশে টেলিভিশন নামক প্রোপ্রাইটরশিপ কোম্পানির মালিক তাও কোথাও লেখা হয়নি। লাইসেন্স দেয়া হয়েছে এই ব্যক্তিকে যার পরিচয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে, প্রয়াত এবি মোহাম্মদ ইসরাইল-এর পুত্র, ইরেক্টরস হাউস (নবম তলা) ১৮, কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা– ১২১৩।

কিভাবে, কার আইনে কোন নিয়মে যে ব্যক্তি টেন্ডারে অংশ নেয়নি তাকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে? যে ১৭টি কোম্পানি টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছে তাদের বাদ দেয়া হলো কিসের ভিত্তিতে? পুরো দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কাজে সম্পৃক্ত সরকারি এবং

www.pathagar.com

অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তাদের যে সময়, মেধা, বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থ খরচ হয়েছে এর দায়িত্ব বহন করবে কে? মাত্র তিনটি বিষয় পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, কতো বড় দূর্নীতি ও অজানা মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল ইটিভি।

এক. একুশে টেলিভিশন টেন্ডারে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এই কোম্পানিকে লাইসেন্স দেয়া হয়নি।

দুই. আবু সায়ীদ মাহমুদকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি টেন্ডারে অংশ নেয়নি।

তিন. ১৮ মার্চ ১৯৯৯ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লেখা আবু সায়ীদ মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক পত্রে তার লাইসেন্স একুশে টেলিভিশন লিমিটেড-এর নামে হস্তান্তরের অনুমতি চেয়েছিলেন। কোম্পানি গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র এবং তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর শর্তে ৫ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয় অনুমতি দেয়। কিন্তু ইটিভি লিমিটেডের সঙ্গে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। লাইসেন্স হস্তান্তর প্রক্রিয়া অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

তাছাড়া এই পর্যায়ে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, টেন্ডারে অংশ নেয়া কোম্পানির নাম ছিল একুশে টেলিভিশন। কিন্তু লাইসেন্স হস্তান্তরের অনুমতি চাওয়া হয়েছে একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের নামে। আগেরটি ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, শেষেরটি হলো বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়া লিমিটেড কোম্পানি।

বিদেশী সাক্ষী ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তথ্য মন্ত্রণালয়ের এই লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া নানা গোলমাল, গোজামিল ও অস্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তার উল্লেখ আছে এএস মাহমুদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে। কিন্তু কিভাবে এই ব্যক্তি লাইসেন্সের মালিক হচ্ছেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান মিষ্টার সাইমন ড্রিং নামের এক বিদেশী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সাক্ষী হিসেবে এতে স্বাক্ষর করেছেন। বাংলাদেশ সরকার ও দেশের একজন নাগরিকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে ভিনদেশি অন্য এক মানুষ সাক্ষী হন কি করে? বাংলাদেশের আইনে এই বৃটিশ ভদ্রলোকের উপস্থিত থাকবেন এবং চুক্তিতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করবেন সে জন্য এএস মাহমুদ আগে থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমতিও নেননি। এই সাইমন ড্রিং ছিল ইটিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এই দূর্নীতি ও বেআইনি কাজে শুধু প্রধানমন্ত্রী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ই নয়, আরো জড়িয়ে আছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়। ইটিভি লিমিটেডকে তাদের অনুষ্ঠান ট্রান্সমিশনের জন্য বিটিভি যে চ্যানেল ছেড়ে দিয়েছে তা ব্যবহারের জন্য তাদেরকে টিএন্ডটি বোর্ড থেকে ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) বরাদ্দ নিতে হয়েছে। যাদের কোন লাইসেন্স নেই তাদেরকে কি করে টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দিয়েছে।

শুধু কি তাই? যেখানে লাইসেন্স ছাড়া টিঅ্যান্ডটি বোর্ড ট্রান্সমিটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আনতে অনুমতি দেয় না সেখানে ইটিভি লিমিটেড কোন বিশেষ সুবিধায় বিদেশ থেকে

www.pathagar.com

এসব সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে? এই কোম্পানিকে কে, কারা, কি কারণে অনুমতি দিয়েছে? অনুমতি যদি আবু সায়ীদ মাহমুদের নামে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তার কোনো বৈধতা নেই। কারণ এই ব্যক্তির নামে কোনো টেলিভিশন চলছে না। আবার ইটিভি লিমিটেডের নামে অনুমতিপত্র দেয়া হলেও তাও হয়েছে অবৈধভাবে। কারণ এই কোম্পানির নামে কোনো লাইসেন্স নেই।

বিনা চার্জে চ্যানেল ব্যবহার : বছরে ৬০ লাখ টাকার সুবিধা

অপরাধী সব সময়ই তার অপকর্মের ছাপ-চিহ্ন-নমুনা রেখে যায় বলে মনোবিজ্ঞানীরা দাবী করেন। এই ধরনের একটি কেলেঙ্কারির প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠিতে। তথ্য মন্ত্রণালয়কে অভিন্ন স্মারক ও তারিখে দেয়া (নং অম /অবি/বা-৮/ ৩-৩৩৫৩-০০০১-৪৮৯২ (১)/৯৯/৭ তারিখ ১৬.০২.৯৯ খৃঃ/ ০৪-১১-১৪০৫ বাং) দুইটি চিঠিতে দুই ধরনের কথা বলেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। আটটি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রদত্ত প্রথম চিঠিতে 'চ' নাম্বারে বলেছিল 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের' প্রচার সময়ের মধ্যে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল অনুষ্ঠান প্রচার করলে প্রতি ঘণ্টায় ১,২০০ (একহাজার দুইশ) টাকা অনুষ্ঠান চার্জ বাবদ করতে হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রচার সময়ের বাইরে বেসরকারি চ্যানেল অনুষ্ঠান প্রচার করলে এ জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১,৮০০ (এক হাজার আটশ) টাকা অনুষ্ঠান বাবদ প্রদান করতে হবে। এতো কম চার্জে বিশ্বে কোথাও টিভি সম্প্রচার সম্ভব নয়। কিন্তু সেটাও দিতে চায়নি ইটিভি।

অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একই নাম্বার ও তারিখে জারিকৃত দ্বিতীয় চিঠিতে 'চ' নাম্বারের সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি গায়েব করে দেয়া হয়। অর্থাৎ সরকারি চ্যানেল ব্যবহারের জন্য কোনো চার্জই ইটিভিকে দিতে হবে না। এই 'চ' শর্তটি জারি হয়েছিল ১৬.০২.৯৯ তারিখে। এটা প্রত্যাহারের জন্য ইটিভি অর্থমন্ত্রীর কাছে ২৪.০২.৯৯ তারিখে আবেদন করে। একুশে টেলিভিশনের প্রতি খুবই দুর্বল সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএমএস কিবরিয়া সকল নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে আর্থিকভাবে দেশের ক্ষতি করেছেন কিসের বিনিময়ে তা স্পষ্ট না হলেও তিনি যে একটি বড় দূর্নীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন তা এই সিদ্ধান্তে বোঝা যায়। ইটিভির অনুষ্ঠান প্রচারের সময় দৈনিক ১২ ঘণ্টা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এমন সিদ্ধান্তের কারণে বেসরকারি টেলিভিশন এখনকার হিসেবে বার্ষিক ৬০ লাখ টাকার বিশেষ সুবিধা পেয়েছে এবং সরকার সমপরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এই অন্যায় সুবিধা দেয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এতো বেশি উৎসাহ দেখিয়েছে যে, আবেদনকারীর খাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে সাত দিন পেছনে গিয়ে যে চিঠির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি করা হয়েছে সে চিঠির অভিন্ন নাম্বার ও তারিখে আরেকটি পত্র জারি করে।

অনন্ত কালের সুবিধা আদায়

ইটিভি লিমিটেডের সঙ্গে কোসাইট অ্যাগৃমেন্ট স্বাক্ষরের সময়ও বিটিভি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেনি অপর পক্ষের বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনও পরিচালনা লাইসেন্স আছে কি না। কোথাও উল্লেখ নেই কতোদিন ইটিভি ব্যবহার করবে

www.pathagar.com

বিটিভি'র এ সুযোগ সুবিধাগুলো। বিনা পয়সায় বিটিভিকে অনন্তকাল ব্যবহার করার জন্য সকল ব্যবস্থাই খোলা রাখা হয়েছে।

একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের ব্যবসায়ী স্বার্থ নিশ্চিত করতে সব ধরনের আয়োজন করে গেছে আওয়ামী লীগ সরকার। এতে বোঝা যায়, এর পেছনে শুধু আর্থিক লাভা লাভের বিবেচনাই কাজ করেনি, তাদের দীর্ঘ মেয়াদী রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি মূল্যায়নে বলা হয়েছিল,„কারিগরি দিক থেকে বর্তমানে ভিএইচএফ ব্যান্ডে একাধিক চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দেশব্যাপী কেবল একটি ভিএইচএফ (Very High Frequency) চ্যানেল চালু করা যেতে পারে। অপরদিকে ইউএইচএফ ব্যান্ডে একাধিক চ্যানেল প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এতে দেখা যায়, সরকার ইচ্ছা করলে ইউএইচএফ ব্যান্ডে একাধিক কোম্পানিকে বেসরকারি মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দিতে পারে। কিন্তু ইটিভি স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এটা করা হয়নি।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ভিএইচএফ ব্যান্ডটি সরকারের দ্বিতীয় চ্যানেল কোনো বিপর্যয়ের সময় বিকল্প চ্যানেল হিসেবে ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ না রেখে ইটিভিকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এর আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে ইটিভির মনোপলি ব্যবসা নিশ্চিত করা। কারণ বেসরকারি খাতে তাদের অন্য প্রতিযোগিদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ও লাইসেন্স থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে সচেতন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। শুধু এই নয়; চুক্তিতে বলা হয়েছে ইটিভি অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করার ২৪ মাসের মধ্যে অন্য কাউকে লাইসেন্স দেয়া হবে না।

২০০০ সালের ৮ মার্চ একুশে টেলিভিশন পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে তাদের যাত্রা শুরু করে। এ সময় তাদের প্রচার ছিল অনিয়মিত। ১৪ এপ্রিল থেকে তারা নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। এ অনুষ্ঠান তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে দেখা যেত। ১০ মে তারা সারা দেশ ব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি বিশ্বের বিস্ময়কর দূর্নীতির মাধ্যমে ইটিভির লাইসেন্স দিয়েছিলেন তিনি ১০ মে সন্ধ্যায় হোটেল সোনার গাও-এ এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করেন। শুরু হয় অবৈধ ইটিভির যাত্রা। অবৈধ এই টেলিভিশনটি লাইসেন্স ছাড়া ২ বছর ৪ মাস ১৫ দিন তাদের প্রচার কার্যক্রম চালায়। তারপর ২৯ আগস্ট ২০০২ দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক জালিয়াতি, জোচ্চুরি আর দূর্নীতির দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে যবনিকাপাত ঘটে আওয়ামী প্রচারণায় অঙ্গীকারবদ্ধ অবৈধ একুশে টিভির।

(এই প্রবন্ধটি লিখতে সহায়তা নেয়া হয়েছে জনাব নোমান ইরফান লিখিত "একুশে টিভি ঃ দূর্নীতি ও আওয়ামীকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ" প্রবন্ধ থেকে ১১/০৯/২০০১ যায়যায় দিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিপত্রসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে এই নোটটি লিখছি। বিগত ০৯.৭.৯৮ তারিখে মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বেসরকারী মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত কারিগরী কিমিটির আহবায়ক বাংলাদেশ টেলিভিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব আনিসুর রহমান স্বহস্তে আমাকে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ১৭টি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন ও সুপারিশ-সম্বলিত রিপোর্টের মূল কপি দেন (পরিশিষ্ট-১)। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য প্রসেস করে। এই মূল রিপোর্টটি আমি সত্যায়িত করেছি।

২। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পরস্পর বিরোধী দু'টি মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, দু'টি রিপোর্টই কারিগরী মূল্যায়ন কমিটির আহবায়কসহ সকল সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলে দেখা যায়। এ-কারণে জনমনে অহেতুক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এতে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিরপেক্ষাতার মূলে আঘাত করা হয়েছে।

৩। আমি অন্য রিপোর্টের একটি কপি (পরিশিষ্ট-২) একজন সাংবাদিকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি। এই রিপোর্টটি ইতিপূর্বে আমি কিংবা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পাননি, কিংবা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। অথচ কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক একই তারিখে স্বাক্ষরিত এই অন্য রিপোর্টটি বহুল আলোচিত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। তথ্য সচিব হিসেবে আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে যে রিপোর্টটি জনাব আনিসুর রহমানের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম তার সাথে এই অন্য রিপোর্টটি পরস্পর বিরোধী।

এখন এই দু'টো রিপোর্টের কোন্‌টি কমিটির মূল চূড়ান্ত রিপোর্ট তা প্রত্যায়ন করে জানা প্রয়োজন।

৪। কমিটির আহবায়ক বিটিভি'র ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব আনিসুর রহমানকে বিটিভি'র মহাপরিচালকের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত দু'টো রিপোর্টের কোনটি মূল চূড়ান্ত রিপোর্ট সে সম্পর্কে লিখিতভাবে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। এই মূল্যায়ন রিপোর্ট-সম্বলিত প্রত্যায়নপত্রের ভিত্তিতে মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৫। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং এই নোট প্রাপ্তির ৩(তিন) দিনের মধ্যে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

(এম. আকমল হোসেইন)
সচিব

মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ টেলিভিশন
শাহবাগ, ঢাকা।
ইউ. ও. নোট নং- তম/সচিব-১/৯৮/৫৭ তারিখ ঃ ১৪. ১০. ৯৮ইং

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
১২১, কাজী নজরুল ইসলাম এভেন্যু
শাহবাগ, ঢাকা।

নং-বিটিভি(ডিজি)/০৪/৯৮-১০১৬ তারিখ ঃ ১৫-১০-৯৮ ইং।

ইউ ও নোট নং-তম/সচিব-১/৯৮/৫৭ তারিখঃ ১৪/১০/৯৮ অনুসারে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী জনাব আনিসুর রহমানের লিখিত বক্তব্য এই সংগে প্রদান করা হলো।

সচিব মহোদয় কর্তৃক সত্যায়িত কপিগুলিও এই সংগে ফেরত প্রদান করা হল।

সংযোজনী ঃ বর্ণনামতে।

(সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী)
মহাপরিচালক

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

www.pathagar.com

EKUSHEY TELEVISION
ERECTORS HOUSE (9TH Floor)
18 KAMAL ATATURK AVENUE
BANANI, DHAKA-1213
BANGLADESH
TEL : 880-2-9884080 880-2-9881131 FAX : 880-2-9885482.

Secretary
Ministry of Information
The Government of Bangladesh
Dhaka.
Bangladesh. Thursday, June 25, 1998.

Dear Sir :

Re: Tender Application for a Brodcast License to Operate a Private Television station in Bangladesh.

I submit herein, for the consideration of the Ministry of Information, my application for a license to operate a Private Television Station in Bangladesh.

I enclose my documents, as required : one covering the technical specifications of my proposal; the second giving financial details of the project. We have adhered to the compliance stipulated in the tender schedule.

If needs be, I can provide you with any additional technical, financial and production information that you may require.

I would be pleased to ensure that the ETV staff and the BBC Engineers would be available to answer any questions you might have in order to complete the necessary procedures if we are to be considered for the license.

Yours Most Sincerely,

A.S.Mahmud
EKUSHEY TELEVISION

www.pathagar.com

213

Certificate of Incorporation

No. C-35708(08)/98

I hereby certify that Ekushey Television Limited ×

is this day incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 and that the Company is Limited.

Given under my hand at Dhaka

this First day of July

One thousand nine hundred and Ninety-eight.

Registrar of Joint Stock Companies
Bangladesh.

J. S. C.—34.

B.G.P.:-10/98-180233—30,000 copies, 1998.

www.pathagar.com

৩৭৯

79 ANNEXURE "3(a)"

অর্থ প্রদানকারীর কপি ফরম - "ই"

ঢাকা সিটি করপোরেশন, ঢাকা

(ট্রেড লাইসেন্স)

73

লাইসেন্স নম্বর : ৩৩৫ বহি নং

এলাকা : ৯২৩০শে জুন ১৯৯৮ ইং মেয়াদ ক্রমিক নম্বর 23235

১৯৮৩ সনের ঢাকা সিটি করপোরেশন অর্ডিন্যান্সের ১২৪ ও ১৯৮৪ সনের ঢাকা সিটি করপোরেশন (ট্রেড, প্রফেশন ও কলিং এর কর ধার্য্য ও আদায় আইনের ২১(১) ধারা অনুযায়ী ব্যবসার জন্য অনুমোদন পত্র নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দেওয়া হইল যাহার মেয়াদ ১৯৯৮ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

নাম — একুশে টেলিভিশন

পিতা/মালিকের নাম — এ, এম আছাদুর

ঠিকানা ৬৮, কাজল আজগর মসিনিউ ইরেকশন হাউজ (৪র্থতলা) বিজয়নগর

ব্যবসার ধরণ/বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনা টেলিভিশন সম্প্রচার

লাইসেন্স ফী : (ক) চলতি সম্পূরক আয়কর, ঢাকা (সাধারণ)

(খ) বকেয়া 2000৳

(গ) সারচার্জ

(ঘ) ক্রোকী/জরিমানা

= 2000৳

কথায় দুই হাজার টাকা মাত্র টাকা মাত্র

(অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তানুযায়ী এই লাইসেন্স প্রদান করা হইল)

এই লাইসেন্স ৩০শে জুন ১৯৯৮ পর্যন্ত মেয়াদ।

০৪/৬/৯৮

লাইসেন্স সুপারভাইজার

ঢাকা সিটি করপোরেশনের পক্ষে

নির্বাহী কর্মকর্তা

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

২১.০৬.৯৮

মীর লাহেক আলী

ইনস্পেক্টর

ট্রেড লাইসেন্স ও অ্যাক্ট

ডেপুটি, দিলাম।

www.pathagar.com

প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি মূল্যায়নের জন্য ০২.০৭.৯৮ইং তারিখে কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। একই তারিখে সচিব মহোদয় প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি মূল্যায়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনা হয়।

(ক) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুষম অনুষ্ঠান।
(খ) দেশব্যাপী এবং বহির্বিশ্বে অনুষ্ঠান প্রচারের ধারণা ও লক্ষ্যমাত্রা।
(গ) টিভি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কারিগরি প্রস্তাবনা।
(ঘ) বিনিয়োগ প্রস্তাব।
(ঙ) নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে Seriousness.

উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা হয়। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং-০৫. একুশে টেলিভিশন।
ক্রমিক নং-০৬. মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিঃ।
ক্রমিক নং-০৮. বাংলাদেশ নিউজ সার্ভিস।
ক্রমিক নং-০৯. বাংলাদেশ স্কাই নেটওয়ার্ক লিঃ।
ক্রমিক নং-১১. ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া সার্ভিসেস।
ক্রমিক নং-১৩. বেক্সিমকো মিডিয়া লিঃ।
ক্রমিক নং-১৪. প্রচার বিজ্ঞাপনী সংস্থা।
ক্রমিক নং-১৫. মাল্টিমোড ট্রান্সপোর্ট কনসালটেন্ট লিঃ।

নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

০১. মাল্টি মিডিয়া প্রোডাকশন কোঃ লিঃ।
০২. গ্লোবাল সাপ্লায়ার্স লিঃ।
০৩. আজকের দর্শণ।
০৪. ইউ এন বি।
০৭. সিটি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ।
১০. লিবারেশন টেলিভিশন চ্যানেল অব বাংলাদেশ লিঃ।
১২. নেশান ওয়াইড কমিউনিকেশনস লিঃ।
১৬. বাংলাদেশ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।
১৭. বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন (বিআইটিভি) (টেলিরিয়েল লিঃ)।

উল্লেখ্য মিডিয়া, এনজিও এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ টিভি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও এই নীতি অনুসরণ করা হয় (সংযোজনীয়-১ দেখা যেতে পারে)। প্রস্তাবনায় ক্রমিক নং-০৩ ঃ আজকের দর্শণ এর উদ্যোক্তা আজকের কাগজ, ক্রমিক নং-১৪ ঃ প্রচার বিজ্ঞাপনী সংস্থা এর উদ্যোক্তা দৈনিক ভোরের কাগজ এবং ক্রমিক নং-১৩ ঃ বেক্সিমকো মিডিয়া লিঃ এর উদ্যোক্তা দৈনিক মুক্তকণ্ঠ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর স্বত্বাধিকারী।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কারিগরি দিক থেকে বর্তমানে ভিএইচএফ ব্যান্ডে একাধিক চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দেশব্যাপী কেবল মাত্র একটি ভিএইচএফ চ্যানেল চালু করা যেতে পারে। অপর দিকে ইউএইচএফ ব্যান্ডে একাধিক চ্যানেল প্রতিষ্ঠা সম্ভব। টিভি সেটে সাধারণতঃ ইউএইচএফ ব্যান্ডের টিউনার বিল্ট - ইন থাকে। দর্শকদের শুধুমাত্র ইউএইচএফ ব্যান্ডের এ্যান্টেনা বদলালেই চলবে।

(মোঃ মোস্তাকুর রহমান) ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, বিটিভি।	(মনোরঞ্জন দাস) স্টেশন প্রকৌশলী গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র বাংলাদেশ বেতার।	(সৈয়দ আব্দুস সাকের) প্রধান প্রকৌশলী বাংলাদেশ বেতার।	আনিসুর রহমান) প্রধান প্রকৌশলী বাংলাদেশ টেলিভিশন।

www.pathagar.com

EKUSHEY TELEVISION
এ কু শে টে লি ভি শ ন

তারিখ ঃ মার্চ ১৮,১৯৯৯

সচিব·
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ **"একুশে টেলিভিশণ লিমিটেড" এর বরাবরে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স হস্তান্তর।**

প্রিয় মহোদায়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা গত ৯ই মার্চ '৯৯ তারিখে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এক্ষণে চুক্তির ১১(৩) অনুসারে আমি "একুশে টেলিভিশন লিমিটেড"– এর বরাবরে লাইসেন্সটি হস্তান্তর করতে চাই। উল্লেখ্য, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর অধীনে একুশে টেলিভিশন লিমিটেডকে নিবন্ধন করা হয়েছে। আমি উক্ত কোম্পানীর উদ্যোক্তা।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে "একুশে টেলিভিশন লিমিটেড"-এর বরাবরে লাইসেন্সটি হস্তান্তরের সদয় অনুমতি প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত,

আবু সায়ীদ মাহমুদ

(আবু সায়ীদ মাহমুদ)
চেয়ারম্যান

EKUSHEY TELEVISION ERECTORS HOUSE (9TH FLOOR) 18 KAMAL ATATURK AVENEU
BANANI DHAKA-1213 BANGLADESH
TEL : 880-2-9881131/9884080 FAX : 880-2-9885482 Email: etv@ekusheytv.com

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্যমন্ত্রণালয়
জাসক শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/তা-১/১০(০)৯৯/১৮২ তারিখ ঃ ০৫-০৪-৯৯ইং

বিষয় ঃ **"একুশে টেলিভিশন লিমিটেড এর বরাবরে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স হস্তান্তর।**

উপরোক্ত বিষয়ে আপনার ১৮-৩-৯৯ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স চুক্তির ১১(৩) অনুসারে "একুশে টেলিভিশন লিঃ" এর বরাবরে হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করতঃ কোম্পানী গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫.৪.৯৯

(মোঃ শফিকুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (জাসক-১)

জনাব এ,এস, মাহমুদ,
ইরেক্টরস হাউজ,
১০ম তলা,
১৮ কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ,
বনানী, ঢাকা।

www.pathagar.com

একুশে টেলিভিশন : একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

বিনোদন ও তথ্যের মাধ্যমে পরিবর্তনের অঙ্গীকার

(একুশে টিভি চালু উপলক্ষ্যে ১০ মে ২০০০ সংবাদপত্র প্রকাশিত ক্রোড়পত্র থেকে নেয়া)

একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। বাংলা ভাষায় এই নেটওয়ার্ক একই সাথে টেরিস্ট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত হবে। সারা দেশের দর্শকদের মতই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী দর্শকরা একুশে টেলিভিশন দেখতে পাবেন।

নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করেছে। এ চ্যানেলের নতুন স্বাদের প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানমালায় থাকছে খবর, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, বিনোদন ও নাটক, সঙ্গীত আর সংস্কৃতি, ছায়াছবি ও বিদেশী ধারাবাহিক, খেলাধূলা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাভিত্তিক অনুষ্ঠান।

একুশে টেলিভিশনের কার্যক্রম সারা দেশের জন্য। প্রতিদিন সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত ১২ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে একুশে টেলিভিশনে। আমরা মনে করি, শুধু বিচিত্রানুষ্ঠান বা নাটক নয়, খবর বা তথ্যও বিনোদনের অংশ হতে পারে। আমরা সব্বার ঘরে একটি নতুন জানালা যোগ করতে চাই, যার মাধ্যমে বিনোদন ও তথ্যের মাধ্যমে পরিবর্তনের অঙ্গীকার শুধুমাত্র বাইরের বিশাল বিশ্ব নয়, আমাদের নিজের দেশের বিষয়েও জানা যাবে।

পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়েই একুশে টেলিভিশন এসেছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একুশে টেলিভিশন দক্ষতা বাড়াবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তরুণদের জন্য খুলে দেবে নতুন দিগন্ত।

একুশে টেলিভিশন এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র নগরবাসী দর্শকের নয়, গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের বিশেষ চাহিদাও মেটাবে। বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক দর্শকের কেব্‌ল্ বা স্যাটেলাইট সংযোগ আছে। কেব্‌ল্ বা স্যাটেলাইট সংযোগ নেয়া এখনো গ্রাম বাংলার দর্শকের সামর্থের বাইরে। গ্রাম বাংলার এই দর্শকদের চাহিদা মেটাবে একুশে টেলিভিশন।

একুশে টেলিভিশনের লক্ষ্য হলো বেশীর ভাগ সময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং বাংলাদেশের সব জায়গায় উপস্থিতির স্বাক্ষর রাখা এবং দেশবাসীকে জনপ্রিয়, দায়িত্বশীল, উঁচু মানের এবং তাদেরর পছন্দের অনুষ্ঠান উপহার দেয়া।

www.pathagar.com

একুশে টিভি চালুর প্রাক্কালে প্রদত্ত বাণী

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণমাধ্যমে দেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও উন্নয়ন গতিধারা বিকাশের চিত্র এবং গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। বৈষম্য, বঞ্চনা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালি জাতির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি অর্জন করে পরম আরাধ্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অমূল্য চেতনাই বাঙালি জাতির প্রাণশক্তি। জাতির জনকের নির্মম শাহাদাত বরণের পর ইতিহাস বিকৃতি, হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে এসেছে এদেশের মানুষ। আমরা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি জাতীয় সম্প্রচার নেটওয়ার্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুফল হিসেবে নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির কাছে যে অঙ্গীকার দিয়েছিল এর মাধ্যমে তা অনেকাংশে পূরণ হল। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাধীন সম্প্রচার নেটওয়ার্ক পরিচালনার অনুমোদন এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ অনুমোদন দেশে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও মত প্রকাশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

নতুন সহস্রাব্দে দেশের জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় টেলিভিশনের প্রভাব হবে সর্বকূলপ্লাবী। এদিকে লক্ষ্য রেখে একুশে টেলিভিশন তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রসরমান, উন্নত ও পরিশীলিত জীবনবোধ উন্মোচনে কাজ করে যাবে আমি আশা করি।

'একুশে' নামকরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির মহান ভাষা আন্দোলনের গৌরবগাঁথা আর নতুন সহস্রাব্দের অঙ্গীকারের বাহন হয়েছে এ সম্প্রচার নেটওয়ার্ক। 'একুশে টেলিভিশন' আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। একুশে টেলিভিশনের যাত্রা শুভ হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে গণতন্ত্র বিকাশের যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে উপমহাদেশের প্রথম বেসরকারী টিলিভিশন 'একুশে টিভি' আজ থেকে তার অভিযাত্রা শুরু করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নবতর অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এই দিনটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার এক উজ্জ্বল মাইল ফলক।

বর্তমান সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে বাক স্বাধীনতার বিষয় রয়েছে। তবে স্বাধীনতা ভোগ করার সাথে দায়িত্বশীলতার বিষয়ও গভীরভাবে সম্পৃক্ত, কারণ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হোক এটা কারো কাম্য নয়। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়। বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি জাতীয় ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল অবদান রাখতে হবে। আশাকরি একুশে টিভি এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। আমাদের মহানা নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার জন্য। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণহীন সোনার বাংলা গড়া। এ দেশের সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'একুশে টিভি' সহ সকল গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসেত হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

আমি 'একুশে টিভি'র সাফল্য কামনা করছি এবং বেসরকারি টেলিভিশন স্থাপনের সাহসী সিদ্ধান্ত প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

www.pathagar.com

আবু সায়ীদ মাহমুদ

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। দেশবাসী বাংলা ভাষায় একটি পরিপূর্ণ টেলিভিশনের প্রতীক্ষায় ছিল। আজ এ প্রত্যাশা পূরণ হলো। একুশে টেলিভিশন নতুন শতকের নতুন উপহার। আজকের এ শুভক্ষণটি আমার জন্য স্মরণীয়।

একুশে টেলিভিশন নামেই যার পরিচয়। একুশে শব্দটি একটি আদর্শের পরিচায়ক। একুশে আমাদের চেতনার প্রথম সোপান - এর মাঝে নিহিত গৌরব আর ঐহিত্য। পাশাপাশি আমরা যে নতুন শতকে পা দিয়েছি তার নামও একুশ। একুশ শতাব্দী প্রভূত সম্ভাবনাময় ও চ্যালেঞ্জিং। তাই অতীতের চেতনাকে সাথে নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জের গলায় বিজয়ের মালা পরাতেই একুশে টেলিভিশনের আজকের এ পদযাত্রা।

একুশে টেলিভিশনের খবর, প্রতিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র, শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতামূলক, বিনোদন ও খেলাধূলাসহ সকল অনুষ্ঠানমালাই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাজানো। একুশে টেলিভিশন পরিবর্তনের দিগন্ত উন্মোচন করবে।

একুশে টেলিভিশনের এ পদযাত্রায় মাননীয় প্রধানামন্ত্রীসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আশীর্বাদ নিয়ে এবার এগিয়ে যাবার পালা।

গভীর আন্তরিকতায়,

আবু সায়ীদ মাহমুদ

আবু সায়ীদ মাহমুদ
চেয়ারম্যান
একুশে টেলিভিশন লি.

www.pathagar.com

সাবেক তথ্যসচিব এম. আকমল হোসেইন

বেসরকারি মালিকানায় একটি টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী। একুশে টেলিভিশনের মালিক কর্তৃপক্ষ প্রচুর বিনিয়োগ করে এই চ্যানেল স্থাপনে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রসংশনীয়। একুশে কর্তৃপক্ষ টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারের যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ব পালনের সাথে জড়িত। অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করে সুস্থ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসহ শিক্ষামূলক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে একুশে টেলিভিশন সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজকে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করে দেশ ও জাতি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি একুশে টেলিভিশনের সার্বিক সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

এম. আকমল হোসেইন
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়

(একুশে টেলিভিশন ঃ একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, শেখ হাসিনা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী, তথ্য সচিব এবং আবু সায়ীদ মাহমুদ প্রদত্ত বাণীগুলো নেয়া হয়েছে দ্যা ডেইলি স্টার ১০মে ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র থেকে।)

www.pathagar.com

পরিচালক মণ্ডলী

ফারহাদ মাহমুদ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
ইউনিভেড প্রোডাকশনস্ লিমিটেড
ডিরেক্টর
ইউনিভেড লিমিটেড
লেদারবোর্ডস্ লিমিটেড

এ. রউফ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
র‍্যাংগস্ গ্রুপ
ভাইস চেয়ারম্যান
ব্যাংক এশিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সি ফিসারর্স লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

এমরান মাহমুদ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মেট্রোওয়েভ লিমিটেড
মেট্রোওয়েভ প্রোডাকশন লিমিটেড
এ. সি. আই লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
ইউনিভেড লিমিটেড

অঞ্জন চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

আব্দুস সালাম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সারাহ্‌টেক্স লিমিটেড
এস এ এস হোল্ডিং লিমিটেড
ডিরেক্টর
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
সেমিসাম ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
এস এ এস ফ্যাশন ওয়ার লিমিটেড
আমেরিকা নেট আই এন সি
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

মোঃ লিয়াকত হোসেন
এক্সজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
এস এ এস হোল্ডিং লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

সুনীল নায়ার
ভাইস প্রেসিডেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট সিটি ব্যাংক এন. এ
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

সাইমন ড্রিং
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

রুমি হোসেন
ডিরেক্টর
র‍্যাংগস্ তোশিবা লিঃ
ব্যাংক এশিয়া লিঃ
গাল্‌ফ অয়েল বাংলাদেশ লিমিটেড
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

তপন চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্কয়ার গ্রুপ
চেয়ারম্যান
শেলটেক (প্রাঃ) লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

নাসিরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নাসকম (প্রাঃ) লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফাইনান্স কর্পোরেশন লিঃ

আজম জে. চৌধুরী
চেয়ারম্যান
গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ
ইস্ট কোস্ট গ্রুপ অভ কোম্পানিজ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
ডিরেক্টর
মবিল যমুনা লুব্রিক্যান্টস লিমিটেড
ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
প্রাইম ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

এ. কে. সালেহ্
ডিরেক্টর
ইউনিভেড লিমিটেড
লেদারবোর্ডস্ লিমিটেড
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

এডওয়ার্ড বোজেন
প্রেসিডেন্ট
ওয়াটারকোর্ড পার্টনার এল এল সি
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

www.pathagar.com

একুশে টিভির মালিকানার খতিয়ান

২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল ১লা বৈশাখ ৭৫ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের বাজেট নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে। এর মধ্যে ব্যাংক ঋণই ছিল ৪১ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্কের ব্যাংক ঋণে বিস্ময় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ৩১/৮/০২ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এটি হেডলাইনসহ এখানে তুলে দেয়া হল :

ইটিভির ৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে ৫১ কোটিই ব্যাংক ঋণ :

একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকা এবং ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৫১ কোটি টাকা। স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক, আইপিডিসি, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক থেকে ইটিভি এই গ্রহণ করে।

নিম্নে একুশে টিভির মালিকানা দেখানো হল ঃ

সিটিকর্প ইন্টারন্যাশনাল	৪০%
আইসিডিসি	৪.৪৭%
সি ফিশারিজ এন্ড র‍্যাগস (রউফ চৌধুরী)	৯.২৩
এ এস মাহমুদ এবং পরিবার	১৮.৫৮%
ইসি সিকিউরিটিস (আজম জে. চৌধুরী)	৪.৬২
আবদুস সালাম	৯.২৩%
নাসির চৌধুরী	৪.৬২%
অ্যাসট্রাস লিমিটেড (স্কয়ার গ্রুপের তপন চৌধুরী)	৪.৬২%
মিডিয়াকম লিমিটেড (স্কয়ার গ্রুপের তপন চৌধুরী)	৪.৬২%
সাইমন ড্রিং	.০১%

এদিকে দৈনিক দিনকালে গত ১০/৯/০১ তারিখে "একুশের সিংহভাগ শেয়ারের বেনামী মালিক হাসিনা রেহানা" শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে লেখা হয়–

স্যাটেলাইটে প্রচারিত 'চ্যানেল আই'-এর জন্য অনুষ্ঠান রফতানিকারী প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সরাসরি উপগ্রহে সংবাদ প্রেরণ যন্ত্র 'ইলেকট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং' (ইএনজি) আমদানির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী একুশে টেলিভিশন (ইটিভি) নিজেই এসব লাইসেন্স ছাড়াই একই ধরনের ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভিযোগ অভিযুক্ত হতে চলেছে।

www.pathagar.com

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় একুশে টেলিভিশনকে এক চিঠিতে জানতে চেয়েছে তারা কোন অনুমোদনের বলে ওয়ারলেস যন্ত্রপাতির মাধ্যমে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। এর জন্য টিএন্ডটি মন্ত্রণালয় ইটিভিকে ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে তাদের অনুমোদন সম্পর্কিত কাগজপত্র জমা দিতে বলেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নিজের মালিকানায় একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠার জন্য চরম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে একুশে টেলিভিশনকে লাইসেন্স দেন। এ জন্য তার বাবার বন্ধু আবু সায়ীদ মাহমুদের নামে লাইসেন্স দেয়া হলেও একুশে টেলিভিশনের সিংহভাগ শেয়ারের বেনামী মালিক হচ্ছেন শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা। একুশে টেলিভিশণ 'কোর গ্রুপ' শেয়ার হোল্ডার মার্কিন সিটি ব্যাংক ও ওয়াটার ফ্রন্টের মাধ্যমে শেখ হাসিনা-রেহানার এ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে। এ কোর গ্রুপে থাকা চেয়ারম্যান এ এস মাহমুদ ইটিভিতে শেখ হাসিনার প্রতিনিধিত্ব করছেন। কোর গ্রুপের সম্মতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না বলে কোম্পানির আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনে বিধান রয়েছে। একইভাবে এ এস মাহমুদকে কোম্পানীর আজীবন চেয়ারম্যান করা হয়েছে যাতে অন্যত্র শেয়ার হোল্ডাররা তাকে কোনো অবস্থায়ই অপসারণ করতে না পারেন। তবে এক পর্যায় শেখ হাসিনা যাতে ইটিভির চেয়ারম্যান হতে পারেন সে জন্যই এ ব্যবস্থা।

আওয়ামী লীগ সরকার কোন ধরনের আইন ও সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ গঠন ছাড়াই '৯৯ সালে ইটিভিকে অবৈধভাবে লাইসেন্স দেয়। এ সম্পর্কিত আইন-প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগ তথ্য মন্ত্রণালয়কে শর্ত দিয়েছিল। কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয় এ শর্ত পূরণ না করেই ইটিভিকে বৈধ আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই লাইসেন্স দেয়। একইভাবে স্যাটেলাইট চ্যানেল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন প্রণয়ন না করেই চ্যানেল আই, এটিএন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে অনুষ্ঠান (সফ্টওয়্যার) রফতানির অনুমোদন দেয়া হয়।

একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা থেকে বিদায়ের আগে চ্যানেল আই-এ অনুষ্ঠান রফতানিকারী ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এবং এটিএন-এ অনুষ্ঠান রফতানিকারী মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশনকে সরাসরি সংবাদ সম্প্রচারের অনুমোদন দেয়া হয়। এরপর ইমপ্রেস দেড় কোটি টাকায় ইলেকট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং (ইএনজি) যন্ত্র আমদানি করলে একুশে টেলিভিশন আদালতে মামলা করে দাবি করেছে ইমপ্রেসের টিএন্ডটি বোর্ডের কাছ থেকে নেয়া ওয়ারলেস যন্ত্রপাতির লাইসেন্স বা অনুমতি নেই। আদালতের নিষেধাজ্ঞায় ইমেপ্রেস কাস্টম বিভাগ থেকে তাদের যন্ত্রপাতি ছাড় করতে পারছে না। ফলে নির্বাচনের সময় তাদের সরাসরি সংবাদ সম্প্রচার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখা গেছে, ইটিভি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ছাড়াই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। এ কারণেই মন্ত্রণালয় তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কি কি কাগজপত্র আছে তা ৭ দিনের মধ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র ইটিভিকে চিঠি দেবার কথা স্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানার জন্য যোগাযোগ করেও ইটিভির চেয়ারম্যান ও ২ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

ইটিভি স্টাফ

ম্যানেজমেন্ট	১৫
প্রডাক্টশন/ব্রোডকাস্ট	১২২
এডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট	৩৫
মোট	১৭২

ইটিভি ঘটনাক্রম : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

১৯৯৮ সালের ৬ মে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী কোম্পানিদের জন্য টেন্ডার আহ্বান করে সরকার। এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে একুশে টেলিভিশনসহ ১৭টি কোম্পানি। ২ জুলাই দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় কারিগরি মান নিরূপণ কমিটির কাছে পাঠায়। ৯ জুলাই কমিটি প্রস্তাবগুলো মূল্যায়ন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তখনকার সচিব আকমল হোসেনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ১৯৯৯ সালের ৯ মার্চ সম্পাদিত লাইসেন্সিং চুক্তিনামায় এক পক্ষে সই করেন সরকার এবং অন্যপক্ষে সই করেন আবু সায়ীদ মাহমুদ। ১৮ মার্চ তথ্য সচিব আকমল হোসেইনকে একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের নামে লাইসেন্স হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে আবু সায়ীদ মাহমুদ স্বাক্ষরিত একটি পত্র পাঠানো হয়। ৫ এপ্রিল তথ্য মন্ত্রণালয় তার স্বাক্ষরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের নামে লাইসেন্স হস্তান্তরের অনুমতি দেয়।

২০০০ সালের ১০ মে একুশে টেলিভিশন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি মান নিরূপণ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান। অন্য তিন সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুস সাকের, বেতারের গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্রের সেকশন প্রকৌশলী মনোরঞ্জন দাস এবং বিটিভির ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার মোহাম্মদ মোস্তাকুর রহমান। চার সদস্যের এই কমিটি ৫টি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবগুলো মূল্যায়ন করেন– প্রথমত, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুষম অনুষ্ঠান; দ্বিতীয়ত, দেশব্যাপী এবং বহির্বিশ্বে অনুষ্ঠান প্রচারের ধারণা ও লক্ষ্যমাত্রা; তৃতীয়ত, টিভি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কারিগরি প্রস্তাবনা; চতুর্থত, বিনিয়োগ প্রস্তাব এবং পঞ্চমত, নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিরিয়াসনেস। এই ৫টি বিষয়ের মানদণ্ড নিরূপণ করে কমিটি ১০টি প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে। অযোগ্য বিবেচিত ১০টি প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে একুশে টেলিভিশনের নাম ছিল ৫ নম্বরে। ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে দ্বিতীয় বিবেচনায় আসে। সর্বাধিক সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব প্রথম অগ্রাধিকার রাখা হয়। ১৭টি কোম্পনির মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড তাদের প্রস্তাবের সাথে ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেটের কাগজপত্র জমা না দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে

www.pathagar.com

বাণিজ্যিকভাবে অসফল বিবেচনা করা হয়। কারিগরি মানদন্ড নিরূপণ কমিটির কাছে দরপত্র জমাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত তিনটি কোম্পানি ছিল– এক. মাল্টিমোড ট্রান্সপোর্ট কনসালটেন্ট লিমিটেড, দুই. ইনডিপেনডেন্ট মিডিয়া সার্ভিসেস, তিন. বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেড। কমিটির মানদন্ডে দ্বিতীয় বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত তিনটি কোম্পানি ছিল– এক. বাংলাদেশ নিউজ সার্ভিস, দুই. বাংলাদেশ স্কাই নেটওয়ার্ক লিমিটেড, তিন. প্রচার বিজ্ঞাপনী সংস্থা।

এছাড়া অযোগ্য বিবেচিত অন্য দশটি প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল– এক. মাল্টি মিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড, দুই. গ্লোবাল সাপ্লায়ার্স লিমিটেড, তিন. আজকের দর্শন, চার. ইউএনবি, পাঁচ. একুশে টেলিভিশন, ছয়. সিটি জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সাত. লিভারেশন টেলিভিশন অব বাংলাদেশ লিমিটেড, আট. নেশনওয়াইড কমিউনিকেশন লিমিটেড, নয়. বাংলাদেশ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবং দশ. বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন। কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটি ১৭টি কোম্পনির প্রস্তাব ৯ জুলাই তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আকমল হোসেনের কাছে পাঠায়। কিন্তু পরে প্রথম মূল্যায়ন রিপোর্টটি বাতিল করে অপর একটি মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং এতে একুশে টেলিভিশনকে এক নম্বরে ও প্রথম রিপোর্টে বাদপড়া একমাত্র প্রতিষ্ঠান মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেডকে দুই নম্বর নিয়ে আসা হয় এবং সরকার লাইসেন্স প্রদান করে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির কোথাও একুশে টেলিভিশনের নাম উল্লেখ ছিল না। এ এস মাহমুদ যে একুশে টেলিভিশন নামক প্রোপ্রাইটরশিপ কোম্পানির মালিক, তা কোথাও লেখা ছিল না। লাইসেন্স প্রদানকারী ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে, প্রয়াত এবি মোহাম্মদ ইসরাইলের পুত্র, ইরেক্টরস হাউস (নবম তলা) ১৮ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। এছাড়া কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে সাইমন ড্রিং উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে সই করেন। সাইমন ড্রিং পরে ইটিভির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়কে অভিন্ন স্মারক ও তারিখ দেয়া (নং-অম/অব/বা-৮/৩-৩৩৫৩-০০০১-৪৮৯২ (১)/৯৯/৭, তারিখ ১৬.০২.৯৯ খ্রিঃ ০৪-১১-১৪০৫ বাংলা) দু'টি চিঠিতে দুই ধরনের কথা বলা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে। আটটি সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রথম চিঠির 'চ' নম্বরে বলা হয়েছে– বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রচার সময়ের মধ্যে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল অনুষ্ঠান প্রচার করলে প্রতি ঘন্টায় এক হাজার দু'শ টাকা অনুষ্ঠান চার্জ বাবাদ প্রদান করতে হবে এবং বিটিভির প্রচারের বাইরে বেসরকারি চ্যানেল অনুষ্ঠান প্রচার করলে প্রতি ঘন্টায় এক হাজার আট'শ টাকা অনুষ্ঠান চার্জ বাবাদ প্রদান করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একই নম্বরে ও একই তারিখে জারিকৃত দ্বিতীয় টিভিতে 'চ' নম্বরের সিদ্ধান্তটি ছিল অনুপস্থিত। অর্থাৎ সরকারি চ্যানেল ব্যবহারের জন্য বেসরকারি চ্যানেলকে কোন টাকাও দিতে হবে না। এই 'চ' শর্তটি জারি হয়েছিল ১৬.০২.৯৯ তারিখে। অথচ এটা প্রত্যাহারের জন্য ইটিভি অর্থমন্ত্রীর কাছে ২৪.০২.৯৯ তারিখে আবেদন করে।

২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ ৭৫ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের বাজেট নিয়ে ইটিভি তাদের যাত্রা শুরু করে। এর মধ্যে ব্যাংক ঋণ ছিল ৪১ কোটি টাকা।

www.pathagar.com

ইটিভিকে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকগুলো হচ্ছে ঃ স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড, গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, আইপিডিসি, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক এবং ইস্টার্ন ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলো সম্মিলিতভাবে ইটিভিকে ৪১ কোটি টাকা লোন দিয়েছিল।

একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে দূর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্চাচারিতার অভিযোগ এনে প্রফেসর মাহমুদ হাসান, সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রব হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করেন। গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে হাইকোর্ট ইটিভি'র লাইসেন্স কেন অবৈধ ও তা হস্তান্তর কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে রুলনিশি জারি করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ইটিভি'র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট তার আদেশ ৩ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর আপীল বিভাগের তৎকালীন চেম্বার জজ ৪ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেন। এরপর থেকে কয়েক দফায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হয়। ৩০ অক্টোবর আপীল বিভাগ লিভ আপীলের জন্য জন্য ইটিভি'র দু'টি ফৌজদারি বিবিধ আবেদন (সিএমপি) নিষ্পত্তি করে হাইকোর্টে দ্রুতি শুনানি করার জন্য নির্দেশ দেয়। ২০০২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয় এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ২৭ মার্চ হাইকোর্ট জালিয়াতির কারণে একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করে রায় দেন। বিচারপতি হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুল আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ দেন। তবে ইটিভির এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ১০ দিনের জন্য তাদের আদেশ স্থগিত রাখেন। আদালত তার রায়ে বলেন, বেসরকারি খাতে টেলিভিশন সম্প্রচার সংক্রান্ত দরপত্র কমিটির দু'টি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। মামলার উভয় পক্ষ ও দু'টি প্রতিবেদনের কথা স্বীকার করেছেন। প্রথম মূল্যায়ন রিপোর্টে ইটিভিকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে প্রণীত দ্বিতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অযোগ্য ঘোষিত এই প্রতিষ্ঠানকে যোগ্য ঘোষণা করা হয়। এ সম্পর্কিত কোনও কাগজপত্র আদালতে প্রদর্শিত না হওয়ায় আমরা জানি না কিভাবে একটি অযোগ্য ঘোষিত প্রতিষ্ঠা কে যোগ্য ঘোষণা করা হলো। এ বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি। যেহেতু স্বচ্ছতা রাখা হয়নি সে কারণে ইতিপূর্বে জারি করা রুল বহাল রাখা হলো। ৩১ মার্চ ইটিভির এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপীল বিভাগ হাইকোর্টের রায় ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা এ সময় ইটিভির পক্ষে ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ইটিভি চেয়ারম্যানের পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আমমেদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতির জন্য লিভ টু আপীল আবেদন দায়ের করেন। যা আপীল বিভাগ কর্তৃক জব্দুর হয়। ২৯ এপ্রিল ইটিভিতে বিদেশী বিনিয়োগকারী দু'টি বিদেশী কোম্পানির পক্ষে একটি অন্তবর্তী আবেদন জানান। এরপর শুনানি শেষে আপীল বিভাগ ২ জুলাই ইটিভির আপীল অনুমতির আবেদন খারিজ করে দেয়। একই সাথে আপীল বিভাগ লাইসেন্স গ্রহণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির কারণে হাইকোর্ট ইটিভি'র লাইসেন্স অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করে যে রায় দিয়েছিল তা বহাল রাখেন। এছাড়া আপীল বিভাগ ইটিভি'র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐদিনই রাতের কার্যকারিতা ৫ সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ সময়ের মধ্যে রায়ের সত্যায়িত কপি না পাওয়ায় রিভিউ আবেদন করা যাচ্ছে না, ইটিভি'র এ আবেদনের

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩ আগস্ট আপীল বিভাগ রায়ের কার্যকারিতা ২৪ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করেন। একই সাথে আপীল বিভাগ এ সময়ের মধ্যে ইটিভিকে রিভিউ আবেদন দাখিল করার জন্য এবং ২৪ আগস্টই রিভিউ আবেদনের শুনানির জন্য তারিখ ধার্য করেন। ২১ আগস্ট ইটিভি রিভিউ আবেদন দাখিল করে। ২৪ আগস্ট থেকে রিভিউ আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৬ দিন শুনানি শেষে আপীল বিভাগ ২৯ আগস্ট ইটিভির রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন। ফলে ইটিভি লাইসেন্স অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করে হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের রায় বহাল থাকে।

ইটিভির প্রোগ্রামের অন্তরালে

যান্ত্রিক কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব, উপস্থাপনার উৎকর্ষতা, বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এবং বৈচিত্র-বৈভবের সমাহার অল্পদিনেই একুশে টিভিকে সাধারণত দর্শক শ্রোতার কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। "পরিবর্তণের অঙ্গীকার" শ্লোগানটি নিয়ে যাত্রাশুরু করেই অত্যন্ত চটকদার ও চমকপ্রদ প্রোগ্রাম উপস্থাপনার কুশলতায় মুখোশধারী দূর্নীতিগ্রস্থ ইটিভি-পরিচালক চক্র শুরুতেই দেশের সহজ-সরল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে এদেশের সুস্থবিনোদনের সুযোগ বঞ্চিত নগর ও গ্রামীন জনপদের তরুন প্রজন্মকে চকিতেই চমকাবিষ্ট করতে সক্ষম হয়। টেলিভিশনের সাধারণ শ্রোতা-দর্শকবৃন্দ বিয়ে বাড়ির সেই অতিথি সাধারনদের মতই "মিষ্টান্ন মিতেরাজনা" ঃ দর্শনে রপ্ত হয়ে ইটিভির এসব চমকপ্রদ ও অতি আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম উপস্থাপনার বিষয়বস্তুর গুঢ় অর্ন্তনিহিত দর্শন, উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ ভাবিত চিন্তিত হবার সুযোগ পায়নি বা–পাবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। ইটিভির স্থপতি পরিচালকবৃন্দ ও তাদের পেছনের মুল চালক পরদেশের নাটের গুরুরা অকল্পনীয় বিপুল বাজেটের উচ্চাভিলাশী পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে।

পরিকল্পনা নেয়ার পর থেকেই এদের কলা-কুশলী থেকে নিয়ে খবর উপস্থাপক, প্রযোজক, পরিচালক সবার জন্য অত্যন্ত উঁচু মানের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে। তাদের অনেককেই নিয়ে যাওয়া হয় বিদেশের উলেকট্রনিক মিডিয়া প্রশিক্ষনের সর্বোচ্চ কেন্দ্রগুলোতে। বিশ্বের খ্যাতিমান সংবাদ উপস্থাপক, প্রোগ্রাম পরিচালক বিনোদন ব্যবস্থাপক এবং সিনেমা ক্যামেরা বিশেষজ্ঞদ্বারা একুশে কলা কুশলীদের প্রশিক্ষন দান করা হয়। শুধুমাত্র বিবিসি'র দশ বারো জন অত্যন্ত সিনিয়র টিভি বেতার বিশেষজ্ঞকে এসব প্রশিক্ষণ পরিচালন ও ইটিভির কৃত-কৌশল ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ করা হয়। এসব খাতেই লক্ষ লক্ষ পাউন্ড বরান্দ করা হয়। সুদৃঢ় লক্ষ্যের অভিসারী ইটিভির পরিচালক প্রতিষ্ঠাতাগণ ভাল করে জানতেন যে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রথমেই উৎকৃষ্ট বিনোদন ও আপাত বস্তুনিষ্ঠ আকর্ষণীয় সংবাদ নাটক প্রোগ্রাম উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতা দর্শক তথা জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে। এবং তারা তাদের মাত্র দু'বছরের আয়ুষ্কালে এ উদ্দেশ্য সাধনে তাদের পারঙ্গমতা দর্শনে সক্ষম হয়েছে। ইটিভির প্রোগ্রাম উপস্থাপনা বিশ্লেষণে প্রথম দৃষ্টিতে নতুন চ্যানেলটিকে একটি উৎকৃষ্ট বিনোদনমূলক এবং সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পন্ন ইলেকট্রনিক তথ্য মাধ্যম হিসেবেই মনে হত। কিন্তু একটু গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে তাদের অনুষ্ঠানসূচী বিশ্লেষণে ধীরে ধীরে গভীর চিন্তাশীলদের কাছে ইটিভির আসল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ধরা পড়তে থাকে।

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে প্রতিভাত হতে থাকে তাদের হীন ধুরন্ধর অভিসন্ধি। বোঝা যায় এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কৃষ্টি সংস্কৃতি, আদর্শ চিন্তা চেতনা ইত্যাদি পরিবর্তন ও ধ্বংস সাধনই তাদের সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গিকার। জন্মলগ্ন থেকেই ইটিভির সংবাদ নাটকে এমনকি বিজ্ঞাপন বিনোদনেও ইটিভি এদশের নব্বই ভাগ জনগোষ্ঠীর আহরিত ধর্ম ইসলাম এবং আলেম ওলামাদের বানায় তাদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু। তারা শতত ফতোয়া, টুপি, নামাজ, রোজা, দাড়ি, মাদ্রাসা, মক্তব, পীর মাশায়েখ ইত্যাদিসহ তাবৎ ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। একই সঙ্গে তারা (ইটিভি) শুরু থেকেই এদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা ও বিকৃত উপস্থাপনার উপজীব্য হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা দেখি পরিবর্তনের অঙ্গীকার ও আধুনিকতা এবং বিজ্ঞান-মনস্কতার মুখরোচক অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করা ইটিভি পরম ধৃষ্টতপূর্ণ অপসংবাদিকতায় রত হতে কসুর করেনি। অত্যন্ত হীন মানসিকতায় ও ধূর্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিযে ইটিভি বিগত আওয়ামী শাসনামলের শেষদিকে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (B.N.P) নেতৃ বেগম খালেদা জিয়ার পায়ে ব্যাথার দিকটিকেই বিশেষভাবে ফোকাশ করে তার আকর্ষণীয় ইমেজকে খর্ব করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

একই সঙ্গে ইটিভি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর বিশাল বিশাল জনসভাকে ক্যামেরার মারপ্যাচে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অগোছালোভাবে উপস্থাপন করতো। পক্ষান্তরে আওয়ামীলীগের নেতৃবর্গের ইমেজকে মহানও আকর্ষণীয় করার জন্য তাদেরকে ও তাদের অনুষ্ঠানগুলোকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতো। ইটিভি তাদের খবরে এদেশের ক্ষয়িষ্ণু ও মৃত প্রায় কর্মধারার জনবিচ্ছিন্ন দলগুলোকে বড় করে তুলে ধরত। পক্ষান্তরে এদশের ক্রম বর্ধমান জনপ্রিয় ইসলামী শক্তিসমূহকে সবসময় আগ্রাসী হীন ও ধিকৃত করে উপস্থাপন করতে তৎপর থাকত। ইটিভি তাদের চিহ্নিত বুদ্ধি জীবি হিংসাপারায়ণ ঘাদানিক গোত্রের সাংবাদিক উপস্থাপকদের নিয়ে নানান টকসো ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। যেখানে তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা"র ধুয়া তুলে সেই 'থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর' এই সূত্রে দেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দ, ইসলামিক দল ও আলেমদের বিরুদ্ধে খিস্তি খেউড়ের অধিবেশন বসাত। তাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় নাটকগুলোর ভেতরেও কোননা কোনভাবে ইসলাম আলেম ওলামা জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করা হত। একুশে উপস্থাপতি কোন এক নাটকে তো অত্যন্ত স্থুলভাবে নির্যাতিতা নায়িকার মুখে হাদিস কোরআন আলেম ওলামাদের ওপর থুথু নিক্ষেপ করিয়ে ছাড়ে ইটিভির নাট্যকার ও পরিচালক প্রযোজকবৃন্দ। শুধু তাই নয় তালাকসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যাসম্পর্কিত গণ উদ্দীপক বিজ্ঞাপন চিত্রেও ইটিভি এবং তাদের স্পন্সর নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এনজিও চক্র সব সময়ই ইসলাম ও আলেম ওলামাদের আক্রমনের টার্গেট বানাতো।

তাদের আরেকটা ক্রনিক রোগ ছিল যেমনি ভাবে পর্শ্ববর্তী দেশের স্তুতি ও তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে এদেশের কৃস্টি সংস্কৃতি হিসেবে চাপিয়ে দেবার অপপ্রয়াস একুশে টিভি সবসময়ই জন্মাস্টমী, দুর্গাপূজা, কালী পুজা বড় দিন বুদ্ধ পূর্ণিমাসহ বারো মাসে তের পার্বণ

www.pathagar.com

সাড়ম্বরে উপস্থাপন করত। কিন্তু এদশের নব্বই ভাগ জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্ম ইসলামের অনুষ্ঠানাদি যেমন ঈদ, রোজা, মহররম, ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারে তাদের ছিল বড়ই অনীহা ও আলস্য শৈথিল্য। কশ্মিনকালেও তারা ইটিভিতে হামদ নাতের আয়োজন করত না। পক্ষান্তরে রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাউল, সঙ্গীত অথবা লেবাজ সঙ্গীতের ছদ্মাবরণে সব সময়ই একুশের প্রোগ্রামে গেরুয়া বসনধারী ও রুদ্রাক্ষের মালাধারীদের শ্যামা সঙ্গীত শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা কীর্তন ইত্যাদির মোটেই কমতি হত না। এদেশের জনগণের প্রধান সম্ভাবষন, সালাম, আল্লাহ হাফিজ, খোধা হাফিজ, ইনশাআল্লাহ্ ঈদ মোবারক ইত্যাদি পরিভাষা ইটিভির মালিক পরিচালক, কুশলীদের কাছে ছিল বিষ তুল্য হলাহল বৎ। কোরআন তেলাওয়াত কখনো ইটিভিতে করা হত না। ইটিভির পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সায়মন ড্রিং জগজিৎ সানিয়া মিঃ নায়ার সংবাদ উপস্থাপক, শিপনরায়, মুন্নি সাহা, দেবাশীষ, প্রমুখ হয়ে ওঠে অত্যন্ত মুখ্য ও ক্ষমতাশীল। শাহরিয়ার কবির মুন্তাসীর মামুন, আবেদখান, হাসান ইমাম (বোমা বিস্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত ও স্বেচ্ছায় পলাকর্ত অভিনেতা)। আওয়ামী লীগ নেতা, ও অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর, মামুনুর রশীদ, আলী জাকের এরাও ইটিভিতে বিশেষ ভাবে তৎপর ছিলেন।

ইটিভির অনুষ্ঠান সূচীর বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে, তারা কি ভয়াবহভাবে বিশেষ রাজনৈতিক দল ও আংশের পক্ষাবলম্বন করেছিল।

ইটিভির অভিষেক অনুষ্ঠানেই শেখ হাসিনা সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন ইটিভি তার নিজেরই টেলিভিশন। আওয়ামী নেত্রী হাসিনার বক্তব্যের যার্থতা আরো প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর সামান্য সময়ের জন্য একটি অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচারের আবেদন করলে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তাদের প্রচার করতেও সরাসরি অস্বীকার করে। আওয়ামীলীগ এমনকি নানা স্বল্পখ্যাত অখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জন্মও মৃত্যু দিবেসেও ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা আলেখ্য অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

একুশে টিভি'র প্রোগ্রাম : বিনোদনের আড়ালে জাতিবিনাশী মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী এবং যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র ধসিয়ে দেয়ার চক্রান্ত

একুশে টিভি চালুর পর থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতি ধর্মীয় চেতনা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি চরম ধৃষ্টতার সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতে থাকে। যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র ধ্বসিয়ে দিয়ে তাদের ভোগবাদী স্থূল ও জড় পদার্থে পরিণত করার জন্য এবং পরদেশী উচ্ছৃংখল বেহায়াপনা সংস্কৃতির সাথে একাত্ম করার জন্য যৌনতা এবং নগ্নতায় ভরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের কালচার আল্লাহ হাফিজ, খোদা হাফিজ, সালাম বাদ দিয়ে তারা শুভ সকাল, শুভ সন্ধ্যা, শুভ রাত্রি চালু করতে থাকে। শুধু তাই নয়, জাতিবিনাশী ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে একুশে টিভি সেঞ্চর বোর্ড এবং সরকারের অনুমতি না নিয়েই মুসলমানদের পবিত্র ঈদে ভারতীয় বাণিজ্যিক অশ্লীল হিন্দি ছবি প্রচারের বিজ্ঞাপন দেয়ার মত চরম ধৃষ্টতা পর্যন্ত তারা দেখিয়েছিল। সুতরাং কোন ধরনের পরিবর্তনে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে তাদেরই সুহৃদ মুহাম্মদ জাফর ইকবল গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় "একুশে টেলিভিশন এবং হিন্দি সিনেমা" শীর্ষক এক নিবন্ধে বলেন–

"সকালবেলা একটা টেলিফোন এসেছে। যিনি টেলিফোন করেছেন তিনি বললেন একুশে টেলিভিশনে এবারে ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানো হচ্ছে, আমি ব্যাপারটি জানি কি না। আমি জানতাম না, কাজেই টেলিফোনে তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন তৃতীয় দিন রাত সোয়া ৮টায় দেখানো হবে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' এবং চতুর্থ দিন বিকেল ২টায় 'কুরবানি'। আমি হিন্দি ছবি সম্পর্কে কিছুই জানি না, চিত্রতারকাদেরও চিনি না। যিনি ফোন করেছেন তিনি জানালেন, ছবিগুলো বাণিজ্যিক ছবি।

টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। অনেকদিন আমার এ রকম মন খারাপ হয়নি। ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যখন মসজিদে একজন পুলিশকে খুন করে ফেলে তখন মন খারাপ হয় না, অসহ্য ক্রোধে শরীর কাঁপতে থাকে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সরকার যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের স্মরণীয় করার ব্যাপারে সরাসরি বাধা দেয় তখন মন খারাপ হয়।

বাংলাদেশের জন্মের একেবারে গোড়ার ব্যাপারটি, আমাদের সেই ভাষা আন্দোলনের তারিখটি বুকে ধারণ করে যে টেলিভিশন চ্যানেলটি যখন এই দেশে হিন্দি কালচারকে বানের জলের মতো ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্লাড গেটটি খুলে দিতে উদ্যত হয়েছে তখন মন খারাপ তো হতেই পারে। আমার খুব মন খারাপ। ...

www.pathagar.com

কুরবানির একটি দৃশ্য : একুশে টেলিভিশন' পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এ ধরনের অশ্লীল হিন্দি ছবি দেখাতে চেয়েছিল।

বাংলাদেশের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে– এ রকম একটি টিভি চ্যানেল ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমার ভালো লাগে, আমার গর্ব হয়। আমার পক্ষ থেকে যদি কিছু করার থাকে আমি সেটা করার চেষ্টা করি। একুশের ভাষা যে টিভি চ্যানেল সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে বুকে যদি মমতা না থাকে তাহলে কার জন্যে থাকবে?

ঈদ উপলক্ষে সেই একুশে চ্যানেলে হিন্দি সিনেমা দেখানো হবে শুনে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি। দেশের কোন প্রতিষ্ঠানগত সাহায্য ছাড়াই হিন্দি আমাদের কালচারে অনুপ্রবেশ করে গেছে। এখন আমাদের সময় এসেছে নিজের কালচারটিকে বিকশিত করে বাইরের কালচারের মুখোমুখি হওয়ার। ঠিক সেই সময় যদি বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেল সরাসরি হিন্দি ছবি দেখানো শুরু করে, সেটি যে আমাদের ওপর কত বড় একটি আঘাত তা কি কেউ চিন্তা করে দেখেনি? আমি নিশ্চিত, কালচারের বিশ্বায়ন বা অর্থনীতির বড় বড় কথা বলে এটাকে গ্রহণযোগ্য দেখানোর সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো সম্ভব, কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি তারা কি দেশের প্রকৃত অবস্থাটি জানি না? হিন্দি কালচার আমাদের গ্রাস করে ফেলছে, ঢাকা-সিলেট প্রাইভেট ট্রেনটিতেও আজকাল হিন্দি গান শোনানো হয়। হিন্দি পড়তে পারে না বলে এখনও হিন্দি ম্যাগাজিন আসতে শুরু করেনি– কিন্তু হিন্দিতে দেখা ও শোনার মত বিষয় আছে সেগুলো কি আমাদের নিজের কালচারকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলছে না? ঈদ উপলক্ষে হিন্দি সিনেমা দেখানোর আয়োজন করে একুশে টিভি প্রকাশ্যে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দি কালচারকে আমাদের দেশীয় কালচারের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেন। এটি হচ্ছে শুরু, এর শেষ কোথায় হবে

www.pathagar.com

আমি কল্পনাও করতে চাই না, কারণ আমার এক ধরনের আতঙ্ক হয়। এখন এটি নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে কার থেকে বেশি কে হিন্দি সিনেমা দেখাতে পারে। স্পন্সররা বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে তৈরি থাকবেন, প্রতিদিন হিন্দি সিনেমা দেখানো হবে। আগে শুধুমাত্র ডিশ এ্যান্টেনা এবং কেবল টিভির সঙ্গে যুক্ত দর্শকেরা হিন্দি ছবি দেখতেন, এখন সারা বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে পথেঘাটের মানুষ এই হিন্দি ছবি দেখবেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এর থেকে বড় উদাহরণ আমার জানা নেই। আমি কখনো বলিনি আমরা কূপমন্ডুকের মতো থাকব, বাইরের কিছু দেখব না। আমরা অবশ্য হিন্দি ছবি দেখব– ঠিক যেরকম চেক ছবি, ফরাসি ছবি, ইতালীয় ছবি দেখব, সেরকম হিন্দি ছবিও দেখব। পৃথিবীর নানা দেশের কালচারের সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো আমাদের উপহার দেওয়া হোক– আমরা আগ্রহ নিয়ে দেখব ও পৃথিবীর সৌন্দর্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করব, নিজেদের বিকশিত করব। কিন্তু তাই বলে ঈদ উপলক্ষে নাম উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়, সেরকম সংস্কৃতির ঐতিহ্যটিকে নামের মাঝে ধারণ করে রাখা একটি চ্যানেলে দেখানো হবে, সেটি তো আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না।

কাজেই একুশে টিভির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানোর যে ঘোষণাটি আপনারা দিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করুন। আপনারা হিন্দি ছবি না দেখিয়ে সেখানে বাংলা কোন অনুষ্ঠান দেখান। একুশে টিভি একটি অত্যন্ত বড় বড় ব্যাপারে আপনারা অবদান রাখতে পারেন। আপনারা বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন। আপনারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বড় অবদান রাখতে পারেন। মফস্বলের একটি ছোট নাট্যগোষ্ঠী দেশের জন্য বা দেশের কালচারের জন্য গভীর মমতায় একটি নাটক করে অল্প কিছু মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কিন্তু একুশে টিভির একটি অনুষ্ঠান এই দেশের কয়েক কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আবার একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা দেশের কয়েক কোটি মানুষকে পিছিয়ে নিতে পারে, বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। কাজেই অনুগ্রহ করে আপনারা এত বড় একটি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না।"

স্বপ্নের অপমৃত্যু হয়েছে : সায়মন ড্রিং

একুশে টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়মন ড্রিং বলেছেন, একটি স্বপ্নের অপমৃত্যুতে আমাদের হৃদয় ভেঙে গেছে। তিনি আবেগআপ্লুত কণ্ঠে বলেন, একুশে আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। রাত থেকেই দেশের ৪কোটি মানুষ একুশের অনুষ্ঠান দেখতে পারবে না ভেবে কষ্ট পাচ্ছি। একুশে ছিল অবাধ তথ্যপ্রবাহের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের ভালবাসার চ্যানেল একুশের মাধ্যমে দেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহের তথ্যচিত্র দেখতে পারবে না– এটা বেদনাদায়ক। তিনি বলেন, একুশে টেলিভিশন আইনসম্মতভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রবীন অভিনেতা বুদ্ধিজীবী কলামিস্ট ওবায়দুল হক সরকার বলেন "সায়মন ড্রিংয়ের স্বপ্নের বাস্তবায়ন গণমানুষের জন্য বিপর্যয়কর

www.pathagar.com

'একুশের সংবাদ'-এ 'বাহাদুর শাহ' পার্ককে 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' বলে প্রচার করা হয়েছিল। সায়মন ড্রিং-এর স্বপ্ন কি সেই 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'-এ প্রত্যাবর্তন। সংবাদটির 'তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন একুশে টেলিভিশনের' উক্তি প্রমাণ করে একুশের মূলে এই বিদেশী।"

দীর্ঘ ৫০ বছর পর বাহাদুর শাহ পার্ককে হঠাৎ করে ভিক্টোরিয়া পার্ক করে প্রচার করার পিছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহ) এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সিপাহী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু জমিদারদের গাদ্দারীর কারণে যুদ্ধে ভারতীয়রা পরাজয় বরণ করে। বাহাদুর শাহ বন্দী হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। তাঁর দুই পুত্রের ফাঁসি হয়। ঢাকার এই পার্কের বড় বড় গাছের ডালে মুসলমান সিপাহীদের ফাঁসি দেয়া হয় এবং দীর্ঘদিন লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ যুদ্ধের মূলে ছিল মুসলমানরা। তাই মুসলমান প্রধান ঢাকার মুসলমানদের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে লাশগুলো মাসাধিককাল ঝুলিয়ে রাখা হয়। ইংরেজদের এই বিজয়ের স্মারক হিসেবে পার্কটির নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরাধীনতার প্রতীক এই নাম পাল্টে 'বাহাদুর শাহ' পার্ক করা হয়। পঞ্চাশ বছর পর পরাধীনতার প্রতীক 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' আরোপ করায় একুশের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল। বাহাদুর শাহ মুসলমান, বাহাদুর শাহ পার্ক নাম থাকলে মুসলমানদের ঐতিহ্য প্রকাশ পায়। মুসলমানদের ঐতিহ্যহারা করার জন্য মুসলমান নাম মুছে ফেলে পরাধীন আমলের নাম– খ্রিষ্টান নাম আরোপ করা হলো। একুশের সংবাদে এই প্রচারের ফলে নতুন প্রজন্ম 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'ই জানবে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আর জানবে না।

অধ্যাপক ড. ইকবাল হাসান মাহমুদ "অবৈধ ইটিভি বন্ধ একটি ষড়যন্ত্রের মৃত্যু" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লিখেছেন ঃ

'একুশে টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়মন ড্রিং বলেছেন, একটি স্বপ্নের অপমৃত্যুতে আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একুশে আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার'। তবে দেশপ্রেমিক মানুষ কিন্তু সায়মন ড্রিং-এর সাথে একমত নন। তারা মনে করেন, একটি ষড়যন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে। সায়মন ড্রিং-এর হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও ঐ অবৈধ একুশে টিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের স্বকীয়তা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন, একুশে টিভি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে।

অবৈধপথে জন্ম নিয়ে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে যবনিকাপাতের পূর্ব পর্যন্ত ইটিভিতে কখনো আল্লাহ্ রাসূলের নাম শোনা যায়নি। মুসলমানদের পবিত্র ঈদে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের পরিবর্তে ঈদ নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করেছে (ঈদ মোবারকের পরিবর্তে ঈদ মোশারফ নয় কেন) এবং পবিত্র ঈদে অশ্লীশ হিন্দি ছবি প্রচার করতে চাওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। চরম ইসলাম এবং মুসলিম বিদ্বেষী ইটিভি মুসলমান এবং ইসলামের উপর কোন অনুষ্ঠান প্রচারে তাদের গায়ে কাটা বিধলেও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টানদের ওপর অনুষ্ঠান প্রচারে তাদের উৎসাহ আয়োজনে কোন কমতি ছিল না। বরং একটি সুদূর প্রসারী লক্ষ্য

www.pathagar.com

নিয়েই তারা এসব করেছে মুসলমানদের ঈমান আকিদা নষ্ট করার জন্য। সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তারা কৌশলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করত। ২৩/৪/২০০১ দৈনিক ইনকিলাবে মুহাম্মদ সিদ্দিক লিখিত "একুশে টিভি ও খ্রিস্টান প্রগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে তাদের এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে প্রবন্ধটি তুলে ধরা হল।

খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের ইস্টার সানডে গেল গত ১৫ এপ্রিল ২০০১ তারিখে। এই দিনে যীশু খ্রিস্ট (মুসলমানদের হযরত ঈসা আঃ) নাকি মৃত্যুর পরে জীবিত হয়ে তার শিষ্যদের মাঝে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। এ উপলক্ষে একুশে টিভি একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠান শুধু খ্রিস্টধর্মীয় হলে আমি এ লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম না। অতীতে খ্রিস্টধর্মের অনুসারীগণ যেসব পরিভাষা ব্যবহার করতেন তা ছিল হিন্দু ধর্মের কাছাকাছি। যেমন সদাপ্রভু, ঈশ্বর, প্রেরিত, শিষ্য, দেবদূত ইত্যাদি। ইদানীং তারা আল্লাহ, নবী, পয়গম্বর, মোনাজাত, নাজাত, কাফফারা, গুনাহ, ইঞ্জিল শরীফ, আলেম ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেহেতু বাংলাদেশের মুসলমানগণ এসব পরিভাষা ব্যবহার করে ও হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরও অন্যতম নবী, তাই খ্রিস্টানদের এই কৌশল চিন্তার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ আকিদা, ভ্রান্ত আর ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার, এতে আমাদের অশিক্ষিত, নিরীহ, সকল মুসলমান বিভ্রান্ত হতে পারেন। তারা মনে করবেন, এসব বোধ হয় ইসলামেরই বাণী প্রচারিত হচ্ছে। কাদিয়ানী ও বাহাইরাও ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার করে বহু স্থানে বিশৃঙ্খলা চিন্তার জন্ম দিয়েছে। গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীকে নবীতে পরিণত করে ফেলেছে, যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা নবী। তবুও অনেকেই তো বিভ্রান্ত হয়েছেন। নইলে কাদিয়ানীর সংখ্যা বাড়ল কেমন করে? বাহাইরাও তেমনি এগুচ্ছে ইসরাইল ও আমেরিকার সাহায্যে।

একুশে টিভি 'জিসাস' ফিল্ম দেখালো বাংলায় 'ডাব' করে। এটা ঠিক আছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় যে ব্যাখ্যা ফাঁকে ফাঁকে, যে সব কমেন্টারী দিচ্ছিল তা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে সরলমনা মুসলমানরা হবে বিভ্রান্ত ও শিরকের পথে পা বাড়াতে পারে। মুসলমানদের ঈমান রক্ষার জন্য তাই এসব ভুল প্রচারণার ভুল অংশগুলো পরিষ্কার করে দেয়া উচিত। অনুষ্ঠান পরিচালক বলে চলছেন যে, ঈসা একমাত্র নাজাতদাতা। তিনি মানুষের পাপের কাফফারা আদায় করেছেন। তার ওপর ঈমান আনা কর্তব্য। মানুষের পাপের জন্য ঈসা জীবন দিয়েছেন। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তিনদিন পর জীবিত হন। অনুষ্ঠান পরিচালক একটি 'মোনাজাত'ও সব শ্রোতাকে শিখিয়ে দিলেন, যা সবার পাঠ করা প্রয়োজন। বোঝা গেল না মোনাজাতটি ঈসার কাছে করতে হবে, না আল্লাহর কাছে। মুসলমানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী (আল্লাহর তথাকথিত পুত্র নয়) হিসেবে মান্য করে। শুধু হযরত ঈসা (আঃ) নয়, সমস্ত নবী ১ লাখ ২৪ হাজার, মতান্তরে ২ লাখ ২৪ হাজার। নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তবে শরিয়ত শুধু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এরটা অনুসরণ করতে হবে। এটা স্বাভাবিক। মুঘলদের আইন এখন বাংলাদেশে চলে না, চলে বাংলাদেশ সরকারের আইন।

www.pathagar.com

আর মানুষ কিভাবে মানুষের নাজাত দেবে? হযরত ঈসা (আঃ) বিখ্যাত নবী হলেও তিনি মানুষ মাত্র। তিনি শুধু মানুষকে ভাল রাস্তা দেখাতে পারেন; তার কোন ক্ষমতা নেই, কাউকে ভাল হতে বাধ্য করতে বা নাজাত দিতে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত আমাদের নাজাত দিতে পারেন না, পারেন শুধু 'শাফায়াত' করতে– পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে মাত্র, তাও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে, ঢালাওভাবে নয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই নাজাত প্রদানের। নাজাত হল আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে হয়নি বলে বিশ্বাস করে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ সেখান থেকে সরিয়ে ফেলেন, আর রোমান সৈন্যগণ এমন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ক্রুশবিদ্ধ করে, তার চেহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায়। প্রমাণ?

প্রমাণ বাইবেলে রয়েছে। বাইবেল বলে, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি 'ইলি, ইলি, লামা সাবাক খানি' বলে চিৎকার করছিলেন; এর অর্থ আল্লাহ, আল্লাহ, কেন তুমি আমাকে হত্যা করলে? (মার্ক ১৫ ঃ ৩৪)। এটি ছিল ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির নিজস্ব এরামিক ভাষা। এ বাক্য কি কোন মহান নবীর হতে পারে? অনেক সাধারণ মানুষও প্রাণ ৩ এমন কথা উচ্চারণ করে না, আর জগদ্বিখ্যাত চারজন নবীর (হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুখে কি এই বাক্য শোভা পায়? এই বাক্যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস নেই, সবর (ধৈর্য) নেই, শহীদী মৃত্যুর আনন্দ নেই, বরং রয়েছে এক দুর্বল পাপী মানুষের আকৃতি। আসলে রোমানরা ইহুদীদের প্ররোচণায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, সে ছিল অন্য ব্যক্তি। খুব সম্ভব সে হল যুডাস, হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতার করতে রোমানদের যে সাহায্য করতে চেয়েছিল। বার্নাবাসের বাইবেলও যেটি আরো অন্যান্য বাইবেলের সঙ্গে রোমান সম্রাটের হুকুমে নিষিদ্ধ (ব্যান্ড) করা হয়েছিল বলে যে যুডাসকেই রোমানরা ধরে নেয়। এটি আল্লাহর একটি কৌশল ছিল, যা কুরআন স্পষ্ট করেছে। কুরআন বলে, "আর তারা বলেছিল, আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি। তারা তাকে হত্যা করেনি বা ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এমন মনে হয়েছিল। যাদের তার সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল তাদের এ সম্পর্কে অনুমান করা ছাড়া কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। আল্লাহ তাকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই, আর কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে"। (৪ সূরা নিসাঃ ১৫৭-১৫৯)। হযরত ঈসা (আঃ)-কে বহুবার গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেকবার তিনি গায়েব হয়ে সরে পড়েন। শেষবারেও তিনি সরে পড়েন। ইতোমধ্যে তার মত চেহারার একজনকে প্রাণদণ্ড দেয়া হলে তিনি শোকগ্রস্ত মাতা ও শিষ্যদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তাদের দেখা দেন। তিনি তো ঠিকই বলেছেন যে, কেন তার শিষ্যরা জীবিতকে মৃতদের মধ্যে খুঁজছে। তিনি তো মরেননি। তবে লাশ উধাও হল কার? হতে পারে তা যুডাসের বা অন্য কারো। আর যুডাস তো মুসলমানই ছিল– পাপী মুসলমান। মৃত্যুর পূর্বে মানুষের তওবা কবুল হয়। তাই পাপী একজন সাহাবার পাপ আল্লাহ কবুল করে থাকবেন। আল্লাহ আল্লাহ কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে– এটা যুডাসের

www.pathagar.com

মুখে মানায়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুখে নয়। যুডাসকে আরো অপমান থেকে বাঁচাতে আল্লাহ যদি মাফ করে দেয়া সাহাবার লাশ গায়েব করেই ফেলেন, তা করার সার্বভৌম ক্ষমতা তার আছে অথবা অন্যরাও সে লাশ সরিয়ে ফেলতে পারে।

হযরত ঈসা (আঃ) মরেননি। তার মৃত্যু হবে। তারজন্য কবরের জায়গা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবরের পাশে রাখা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম, কার্যকলাপ ও গায়েব হওয়া– সবই আল্লাহর কুদরত। তার পুনরাগমনও (আবার মায়ের পেটে নয়, পূর্ণবয়স্ক মানব হিসাবে) হবে আর এক কুদরত। আর তিনি আসবেন অহঙ্কারী ইহুদীদের ঠাণ্ডা করতে, কারণ তারাই তার পূত-পবিত্র মাতার ওপর অপবিত্রতার দোষ আরোপ করেছে। আর ইহুদীদের প্রতি নবীদের সাহায্য করার প্রথম দায়িত্ব অর্পণ করা সত্ত্বেও তারাই প্রথম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত পর্যন্ত করে। ইহুদীদের প্রতি তার হিসাব চুকাতেই তিনি আবার আসবেন। হিসাব-নিকাশের যে দৃশ্য সম্মুখে আসবে তার পটভূমিকা কি তৈরির পথে মনে হয় না? খ্রিস্টানদেরও অনেক সম্প্রদায় তো বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আবার আসছেন। মরমন খ্রিস্টানরাও এমনি বিশ্বাস করে। আর মুসলমানগণ এটা বিশ্বাস না করলে মুসলমানই থাকে না। আর এ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের কোন ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে? হযরত ঈসা (আঃ) নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে কারও পাপ পরিষ্কার করেননি। কেউ কারো দায়ভার গ্রহণ করে না। যার কর্ম তার ফল, একটা ভুল সত্ত্বেও বিশ্বাস করে বলে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণ নানা অশ্লীল পাপাচারে লিপ্ত হয়, যেমন মুক্ত সেক্স, সমকাম, মদপান ইত্যাদি। তারা মনে করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তো পাপ ছাফ করেই দিয়েছেন, তাই আর ভয় কি? এই তত্ত্ব যে ভুল, তা যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারেন। 'এটোনমেন্ট অব সিন' যীশু কর্তৃক পাপ মোচন একটি ভুল তত্ত্ব। একমাত্র তওবার মাধ্যমে পাপ মোচন হতে পারে।

যেহেতু খ্রিস্টান সম্প্রদায় ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা শুরু করেছে, আর সরল মুসলমানগণ তাদের ভ্রান্ত তত্ত্বের খপ্পরে পড়তে পারে, তাই এ ব্যাখ্যা প্রদান করা হল। এছাড়াও খ্রিস্টানগণ আরও ভুল তত্ত্ব নিয়ে রয়েছে। তবে অনেক খ্রিস্টান এসব কাটিয়ে উঠছেন। ত্রিত্ববাদ (তিন খোদা তত্ত্ব) ও ২৫ ডিসেম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম দিন– এসব অনেক খ্রিস্টানই আজ মানতে চান না। 'জিহোভাস উইটনেস' খ্রিস্টানগণ ত্রিত্ববাদকে পরিত্যাগ করেছে। খোদা কিভাবে তিনজন হয়? তাহলে অন্যান্য ধর্মেও যে বহু খোদার কথা রয়েছে তাকেও সত্য বলতে হবে। আর ২৫ ডিসেম্বর ছিল রোমান সূর্য দেবতার উৎসবের দিন। রোমান সম্রাটের ফরমানে সেইটিই হয়ে গেছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিথ্যা জন্ম দিন। জিহোভাস উইটনেস খিষ্টানগণও মনে করে এটি রোমান মূর্তি পূজকদের উৎসবের দিন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম দিবস নয়। খোদার পুত্রের ধারণাও রোমান মূর্তি পূজকদের বিশ্বাস।

পাশ্চাত্য আজ অনেক এগিয়েছে। বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি হয়েছে। তারাই আবার কিভাবে এখনও খোদারপুত্র, তিন খোদা ইত্যাদি তত্ত্ব মান্য করছে, এটি একটি বিস্ময়ের ব্যাপার। মুসলমানগণও হযরত ঈসা (আঃ)-কে মান্য করে, ইহুদীরা করে না।

www.pathagar.com

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলমানদের বিস্তারিত বিশ্বাস কি বেশি যৌক্তিক নয়? হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা ইসলামী পরিভাষায় প্রচারে সরল মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হওয়ার দুর্ভাবনায় আমরা চিন্তিত। আমাদের মুসলমান ভাইদের বোঝাতে হবে যে, এসব বিকৃত বিশ্বাস ইসলামের নয়। আল্লাহর মহান নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুক ও আল্লাহ যত শিগগিরই তাকে মুসলমানদের নেতা হিসাবে পাঠিয়ে দিক, এই মোনাজাত আমরা করব। আমাদের মোনাজাত হযরত ঈসা (আঃ) থেকে নাজাত নয়, তার নেতৃত্বই কামনা করি।"

একুশে টিভির মুসলিম জাতি বিলাসী কার্যক্রম অনুধাবনের জন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত, গবেষক অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকারের গবেষণার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হল ঃ

একুশের খবরে বাহাদুর শাহ পার্ক মুছে ফেলে ভিক্টোরিয়া পার্ক করা হল। এদেশের মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যে আগুন লাগানোর জন্য প্রচার করা হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক 'আগুন লাগা সন্ধ্যা'।

১লা মে ২০০১ তারিখ রাত ৮টায় প্রচারিত হল নতুন ধারাবাহিকটির ১ম পর্ব। এই ধারাবাহিকে আছেন সব নামীদামী তারকা যেমন– আবদুল্লাহ আল মামুন, শবনম, সোহেল আরমান, শমী কায়সার, আজিজুল হাকিম, বিজরী বরকতুল্লাহ, শহীদুল আলম সাচ্চু, ওয়াহিদা মল্লিম জলি ও আবদুল কাদের। দর্শকচিত্তে এসব জনপ্রিয় তারকার আবেদন অসীম। এরা যা বলে দর্শক তাই বিশ্বাস করে।

নাটকের শুরুতেই ধুতি-পাঞ্জাবী পরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা মাস্টার (আবদুল্লাহ আল মামুন)-কে বলছেন, "ছাত্রদের কি শিক্ষা দাও তা জানা আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসতো আর শিক্ষা দাও না। শিক্ষা দাও সিরাজদ্দৌলা, মীর কাশেমের কথা, শিক্ষা দাও মোগলদের ইতিহাস, শাহজাহান, তাজমহলের ইতিহাস যত্তোসব"। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

ভারতীয় চ্যানেলগুলো যখন তাদের পরম্পরা ঠিক রাখার জন্য ভারতে আর্যদের প্রবেশকাল থেকে তাদের ইতিহাস–ঐতিহ্য ধরে রাখায় সচেষ্ট, সে সময় বাংলাদেশের একটি চ্যানেলের এই হীনম্মন্যতা দেখে বিস্মিত হলাম। অতীত মুছে ফেলার অর্থ বর্তমানকে শঙ্কটাপন্ন করা। নতুন ধারাবাহিকটির প্রযোজক বোধ হয় জানেন না, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্মই হত না যদি না সেদিন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শহীদ হতেন? বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম তাহমহল আজ ভারতের মুকুটমণি। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ভারত সফরে এসে মুসলমান আমলের তৈরি তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন। হিন্দু রাজত্বে নির্মিত কোণারকের মন্দির দেখতে যাননি। তাজমহলের আকর্ষণেই বিশ্ববাসী ভারতে আসেন। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিও ঘটে। মুসলমানই সে সৌভাগ্যের স্বর্গমণি

মোগল আমলে রাজকীয় জাঁকজমক সুসভ্য ইংরেজরা অনুকরণ করেছিলেন। ১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে যে দরবারে বসেছিলেন, তা মোগলদের অনুকরণেই নির্মিত হয়েছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার Glimpses of World History গ্রন্থে মোগলদের জাঁকজমক সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

আবু মহাম্মেদ হাবিবুল্লাহ ঃ আল বেরুনীর ভারত তত্ত্ব ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ৬-৮

www.pathagar.com

• মুসলমানদের প্রতি নিদারুণ আক্রোশ ও বিতৃষ্ণা শুধু বদ্ধমূলই হল না, সমগ্র মুসলিম রাজত্বকালব্যাপী তা পুঞ্জীভূত হতে লাগল এবং ব্রিটিশদের আগমনের পর তা ফেটে পড়ল। স্বদেশী যুগের নাটকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সুমিত সরকার তার বিখ্যাত 'দা স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

অনুবাদ "স্বদেশী আন্দোলনের সময় হঠাৎ রেক নাটকের গতি পরিবর্তিত হয়ে দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল। ১৯০৬ সালে জানুয়ারি মাসেই কলকাতার নেতৃস্থানীয় দু'টি থিয়েটার– স্টার এবং মিনার্ভায় অন্তত পক্ষে পাঁচটি এরকম নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত এই নতুন ধারার 'ঐতিহাসিক' নাটকের জোয়ার দেখা গেল– গিরিশিচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা (১৯০৫), মীর কাসেম (১৯০৬) এবং ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬) এবং মেবার পতন (১৯০৮) এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপপাদিত্য (১৯০৬), পদ্মিনী (১৯০৬), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭) এবং নন্দকুমার (১৯০৮)। কোন কোন নাটকের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে; যেমন– মেবার পতনের গানগুলো। বলাবাহুল্য, নাট্যকাররা তাদের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে কল্পিত ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্রিটিশের বদলে মুসলমান শাসকবৃন্দকে 'হুইপিং-বয়' হিসেবে ব্যবহার করা হত (যার প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র ও তার সতীর্থরা)। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই পন্থা অবলম্বন করেন।"

এসব কল্পিত ঐতিহাসিক নাটকে মুসলমানকে কিভাবে বিকৃত ও ধিকৃত করা হত তার কিছুটা আভাস তৎকালীন মুসলিম পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম, নবীনচন্দ্র হতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের শিষ্যাণ শিষ্য হারান, নরান, মধু, যদু, চুপীরাম, পুটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিত চিত্রে অঙ্কিত রিতে বিন্দুমাত্র কসুর করছেন না। দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণকে তাদের মর্মর খচিত শান্ত সমাহিত গোর হতে উপন্যাস এবং কাব্যের পৃষ্ঠায় দুর্দান্ত, অত্যাচারী, কদাচারী, পিশাচ এবং ঘৃণিত কামকুকুর রূপে চিত্রিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এবং তাহা নাটকাকারে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের নানা স্থানে অভিনীত হইয়া অগণ্য হিন্দু দর্শকদের 'বাহবা' লাভ করিতেছে"।....

তাহারা অসূর্যম্পশ্যা বাদশাজাদীগণকেও হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া গাঁজাখুরী কল্পনাবলে কাহাকেও বা পার্বত্য মূষিক, নারীহন্তা, নরপিশাচ শিবাজীর প্রণয়াকাহিনী, কাহাকেও বা শূকরভোজী ব্যাজনুতের প্রেমাভিলাসিণী, কাহাকেও বা কোন হিন্দু গোলামের চরণে সেবিকারূপে চিত্রিত এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন"।

সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী : ইসলাম প্রচারক, ৫ম বর্ষ, ১১শ'-১২শ' সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০।

নাটকের দর্শক মুসলমানের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজিত কুমার ঘোষ তার 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন: "সুপ্রসিদ্ধ

www.pathagar.com

অভিনেত্রী বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধে এই দৃশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন– 'কপট ব্রাহ্মণবেশধারী ভৈরবাচার্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বললেন– 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, মুসলমানের চর'। অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে 'মার মার কাট কাট' করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জন দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তারা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে 'মার মার' করতে করতে একেবারে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেন"।

ড. অজিত কুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস। কলিকাতা : পৃষ্ঠা-১৫৫

তখন ভারতবর্ষের ৩০ কোটি হিন্দু এমন মারমুখো হয়ে উঠল ১০ কোটি মুসলমানের উপর যে, আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ভারতে পৃথক আবাসভূমি দাবি করে মুসলমান এবং তা হাসিলও করে। পূর্ব পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ হয়ে গেল। দেশের নামের পরিবর্তন ঘটলেও দেশবাসীর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তারা যেমন ছিল, তেমনি আছে। পৌত্তলিক দেশের সহায়তায় স্বাধীন হলেও তারা আর পৌত্তলিক হয়ে যায়নি বরং তৌহিদী মতবাদ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ অন্নদাশঙ্কর রায় এসব দেখে শুনে 'বাঙ্গালি হিন্দু বাংলাদেশে পরবাসী' প্রবন্ধে আক্ষেপ করেছেন ঃ "ইতোমধ্যেই হিন্দুরা শতকরা তেত্রিশ থেকে শতকরা এগারোতে দাঁড়িয়েছে।.... বহু শতাব্দী বাদে মৌলবাদীরা পেয়েছে দার-উল-ইসলাম। বাংলাদেশ যদি দার-উল-ইসলাম না হয় তাহলে তাদের বহু শতাব্দীর প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে। তারা বাংলাদেশকে দার-উল-ইসলাম করবেই। তাদের সঙ্গে আপোস অসম্ভব। যেমন অসম্ভব ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস।....

বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দু নিজ বাসভূমে পরবাসী। তবে এটাও মানতে হবে যে, তারাও যত না বাঙালী তার চেয়ে বেশি হিন্দু"।

অন্নদাশঙ্কার রায় : নব্বই পেরিয়ে : দেজ পাবলিশিং : কলকাতা : পৃষ্ঠা ৬২।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, ২০০১ সালেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বাঙালী হতে পারেনি। হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা 'যত না বাঙালী তার চেয়ে বেশি হিন্দু'। তাই সেদেশে, বাংলাভাষীদের সেদেশে আজও বাঙালী ও মুসলমান– দুই জাতির বাস। হিন্দুদের অনেকের ধারণা, মুসলমানত্ব ও বাঙালীত্ব একত্রে চলতে পারে না। বাংলাদেশেও অনেক ধর্মভ্রষ্ট মুসলমান বুদ্ধিজীবীর ধারণা, মুসলমানত্ব বাদ না দিলে বাঙালীত্ব অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বাসিন্দাদের বাঙালী বানাবার জন্য তাই মঙ্গলপ্রদীপ, রাখি বন্ধন, সিঁদুর সংস্কৃতি আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাংলা নববর্ষ পালন দেখলে সেটা পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনের না বাংলাদেশের নববর্ষ পালন কিছুই ঠাহর করা যায় না। বাংলাদেশের এখন হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের যে প্লাবন খেলে যায় তা দেখলে মনে হয় বাংলাদেশ হিন্দু প্রধান দেশ। অন্নদাশঙ্কর রায় দাবি করেছেন, বাংলাদেশে বর্তমানে হিন্দুর সংখ্যা হল শতকরা এগারো। আগামী নির্বাচনের সময় পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এ সংখ্যা ঠিক নয়, হিন্দুর সংখ্যা এর বহুগুণ বেশি। কোন যাদুমন্ত্রে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে তা সবারই জানা আছে। নির্বাচনের মুহূর্তে এদেশে যে হিন্দুর বাম্পার ফলন হবে এ বিষয়টি অবধারিত।

www.pathagar.com

এই বাম্পার ফলন প্রাপ্তির আশায় একুশে টিভির প্রতিষ্ঠা। মুসলমান প্রধান দেশের প্রতিষ্ঠান অথচ 'আসসালামো আলায়কুম', 'খোদা হাফেজ' ইত্যাদির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। একুশের সংবাদে 'বাহাদুর শাহ পার্ককে 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'-এ রূপান্তরিত করে প্রচার। সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নাটকে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিসর্জন দেয়ার আহ্বান। তরুণ সম্প্রদায়কে এভাবে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য কি? আগুন লাগা সন্ধ্যা'র উদ্দেশ্য কি আগুন লাগা বাংলাদেশ'। সীমান্তে যে মুহূর্তে আগুন লেগেছে সে মুহূর্তে এই নাটক প্রচার! নাটকে দেখানো হল মাস্টারের (আবদুল্লাহ আল মামুন) ছেলে তপন (সোহেল আরমান) বিয়ে করেছে রায় বাবুর মেয়ে মাধবী লতাকে (শমী কায়সার)। সন্ত্রাসী তপনের মৃত্যুর পর তার কবরে গিয়ে সে বেলপাতা দিয়ে এল। গভীর প্রণয় বোঝা গেল। প্রশ্ন হল হিন্দু-মুসলমানের বিবাহে এভাবে উৎসাহ প্রদান কেন? মোগল সম্রাট আকবরের আমল থেকে এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিবাহ হয়ে আসছে। তবু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'শাসনামলের ১৮৬৯ থেকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অব্যাহত আছে। হিন্দু-মুসলমানে মিলন হয়নি, হবেও না, হিন্দুর অনুদার এক জাতিতত্ত্বের বাংলার কারণে। তৌহিদবাদী আর পৌত্তলিকের মিল অসম্ভব। অজানা সত্ত্বেও একুশে টিভি কর্তৃপক্ষ কাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী এসব তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন?"

"২৮ অক্টোবর ২০০১ তারিখ রবিবার রাত ৯টা বেজে ৩০ মিনিট একুশে টিভিতে প্রচারিত হল শতাব্দীর আলো। গ্রন্থনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা– মামুনুর রশীদ। শতাব্দীর আলো হিসেবে দেখানো হল রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলের কোন-উল্লেখ নেই। মুসলমান, তাই বোধ হয় তিনি আর শতাব্দীর আলো হতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথের সে কি তুমুল আতিশয্য। রবীন্দ্রনাথ-মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ-বার্নাডশ ইত্যাদি বহু ছবি তুলে ধরা হল। তার নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তির কারণে রাজা পঞ্চম জর্জ কর্তৃক তাকে 'নাইট' খেতাব দান। জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন (যেটা আদতে আদৌ সম্ভব নয়) ইত্যাদি। উল্লেখ্য, 'নাইট' উপাদি বর্জনের কথা উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বর্জন আর করা হয়নি। ইতিহাস বিষয়ে এই জ্ঞান-গম্যিটাই চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মুসলমানের দেশে (বাংলাদেশ) রবীন্দ্রনাথকে এভাবে মহিমান্বিত করার রহস্য কি? রবীন্দ্রনাথ, আপাদমস্তক হিন্দু ছিলেন, হিন্দুর স্বার্থই শুধু দেখতেন। তৎকালীন একটি পত্রিকায় 'রবি বাবুর আতঙ্ক' শীর্ষ সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল :

"সম্প্রতি একটা অতি ভয়ঙ্কর রোগ দেখা গেছে। এ রোগের নাম 'মোছলেম আতঙ্ক' ... আমরা মনে করিয়াছিলাম মোছলেম আতঙ্ক রোগে কেবল বাবু বিপিন চন্দ্র পাল, পণ্ডিত মদন মহন মানব্য, লালালাজ পদ রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দন ভুগিতেছেন ; কিন্তু এখন দেখিতেছি বিশ্ব পরিচিত নবেল প্রাইজ প্রাপ্ত মহাকবি মহাদার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হয়েছেন। .... তিনি একদফা বলিয়াছেন ভারতে স্বরাজ হইলে এখানে মোছলেম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবশ্য তিনি ক্ষিণ কণ্ঠে এইটুকুও বলিয়াছেন, ভারতে স্বরাজ হইলে, সেটা মন্দের ভাল হইবে। তারপর তিনি বলিয়াছেন, খেলাফতে হিন্দুর যোগদান মারাত্মক ভুল হইয়াছে এবং এজন্য তিনি মহাত্মাকে দায়ী করিয়াছেন। মহাত্মাজী মোছলমানের হাতে কাষ্ঠ পুত্তলিকা বৎ ঘুরিয়েছেন বলিতেও কুণ্ঠিত

www.pathagar.com

হন নাই। ... তিনি আরও বলিয়াছেন খেলাফত ও তুরস্কের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই, হিন্দুর পক্ষে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করা ভুল হইয়াছে। ... রবী বাবু কবি-খুব বড় কবি-জগৎ প্রসিদ্ধ কবি তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে, তিনি রাজনীতিবিধ নহেন, রাজনীতির সহিত তাহার কোনদিন কোন সম্বন্ধ হয় নাই-ছিল না। ...তিনি যেমন বড় কবি, তাহার কল্পনা রাজ্যের সীমাটাও তেমনি প্রশস্ত। তাই তিনি ভারতে মোছলেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন।"

রবি বাবুর আতঙ্ক ঃ সম্পাদক, ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, ১লা জুন ১৯২৩।

-মোস্তফা নূরউল ইসলাম ঃ সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ঃ পৃ-৩৬৫

উপরে "তিনি আরও বলিয়াছেন খেলাফত ও তুরস্কের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই, হিন্দুর পক্ষে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করা ভুল হইয়াছে।" উক্তিটি প্রমান করে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র হিন্দুদের স্বার্থ নিয়েই চিন্তা করতেন, মুসলমান তার চিন্তায় ঠাঁই পায়নি। মুসলমানের দেশে তাকে নিয়ে এই মাতামাতি কেন?

২১ অক্টোবর ২০০২ তারিখ রবিবার রাতে 'শতাব্দীর আলো' ছিলেন সন্ত্রাসী ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামকে তুলে ধরার জন্য মামুনুর রশীদ পুরো ইউনিট নিয়ে ভারতের বিহার রাজ্যে গিয়ে শুটিং করলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ভূমিকায় দুই তরুণ অভিনয় করলেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড যে প্রাসাদে বাস করতেন, সেই প্রাসাদ ও বাগান দেখানো হল।

শুরুতেই দেখানো হল হিন্দু ও ইংরেজীতে লেখা মোজাফফরপুর রেল স্টেশনের নামফলক। তারপর একটি ট্রেন এসে ইন করল। একটি বগি থেকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দুই তরুণ নেমে এলেন। রাতের অন্ধকারে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার বাগানে প্রবেশ করলেন। ক্ষুদিরাম একটি গাছে চড়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নিচ দিয়ে একটি গাড়ী যাওয়ার সময় বোমা ছুঁড়ে মারেন। বোমা মেরেই ক্ষুদিরাম গাছ থেকে নেমে পড়েন। দু'জনে বাগানের বাইরে এসে দুইদিকে পালায়। ক্ষুদিরাম সকালে এক চায়ের দোকানে এসে হাজির। সেখানে একজন বিহারী অন্য কয়েকজনকে বলছিল, 'বাঙালসে দো বাঙালী আয়া, দো মেমসাবকো মার ডালা।' শুনে ক্ষুদিরাম ভীষণ রকম চমকে ওঠে। তার চমকানো দেখে বক্তা বিহাররি সন্দেহ জাগে। সে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে ক্ষুদিরামকে নিয়ে যায়। পুলিশরা ক্ষুদিরামকে নিয়ে যাচ্ছে পর্যন্ত দেখানো হল। তারপর ধারাবিবরণীতে বলা হল, স্বাধীনতার এই মহান বীরের বিচারে ফাঁসি হল। ধারাবিবরণীতে অতঃপর প্রশংসার প্লাবন খেলে গেল।

ক্ষুদিরাম বসু পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার মৌবানি গ্রামে ১৮৮৯ সালে ১৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ। ক্ষুদিরাম তার বড় বোনের কাছে থেকে লেখাপড়া করেন। প্রথমে হ্যামিল্টন স্কুলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজীয়েট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় তাকে অনেক কষ্ট করে দিন কাটাতে হয়। ১৯০২-এ মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয। সমিতির সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ এই সমিতিতে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসেন। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামকে হিন্দু আতঙ্কবাদীদের যুগান্তর অফিসে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে মোজাফফরপুর পাঠানো হয়। তার সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী আর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ছিল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে ক্ষুদিরাম ভুলবশত অন্য একটি গাড়ীতে বোমা ছুঁড়ে মারেন। সে গাড়ীতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি, উভয়ই নিহত হন। জোড়া ক্ষুনের দায়ে ক্ষুদিরামের বিচার হয়। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন : "১৯০৭ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা 'অনুশীলন' সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনেতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে। আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজবিরোধী ছিল না, তারা মুসিলিমবিরোধীও ছিল।"

–রফিকুল ইসলাম ঃ বাঙলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ঃ বাঙলাদেশ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পৃ-৩৪৫

এই সন্ত্রাসীরা অবশ্য 'স্বাধীন বাংলাদেশ' চাননি, তারা চেয়েছিলেন 'স্বাধীন ভারত'। ক্ষুদিরামও 'স্বাধীন ভারত' চেয়েছিলেন। আশ্চর্য, মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ক্ষুদিরামকে 'শতাব্দীর আলো' করে তুলে ধরা হল অথচ সমসাময়িক অসাম্প্রদায়িক নেতা মৌলানা মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। শ্রী অশুতোষ দেব লিখেছেন :

"মুহম্মদ আলী মৌলানা-সুবিখ্যাত খেলাফত নেতা। তিনি বিলাতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ১৯০২-এ ভারতে আসেন এবং বরোদা রাজ্যের শাসন বিভাগে কিছুকাল চাকরি করেন। তিনি 'কমরেড' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনই ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। মোসলেম লীগের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আগা খাঁর সহিত মিলিত হন। অসহযোগ প্রচারের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ১৯১৫-এ গভর্নমেন্ট তাহাকে অন্তরীণ করেন। মুক্তি পাইয়া পুনরায় আন্দোলনে যোগ দিলে তিনি আবার দুই বছর কারাভোগ করেন। খেলাফত কনফারেন্স লইয়া আন্দোলন ইহার কারণ।

–আশুতোষ দেব ঃ নূতন বাঙ্গালা অভিধান ঃ কলিকাতা ঃ পৃ-১২৪৫

উপরে "হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনই ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল" উক্তিটি লক্ষণীয়। অসাম্প্রদায়িক মৌলানা মোহাম্মদ আলী 'শতাব্দীর আলো' হলেন না, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ক্ষুদিরাম হলেন শতাব্দীর আলো! হিন্দুর পা চেটে প্রগতিশীল হওয়ার এই প্রবণতা বা হীনমন্যতা সত্যি বড় দুঃখজনক।

৪ঠা নভেম্বর ২০০১ রোববার একুশের দুপুরে নাট্যকার মামুনুর রশীদের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সেদিন রাত ৯.৩০ টায় তার উপস্থাপনায় একুশের টিভি থেকে 'শতাব্দীর আলো'র ৩য় পর্ব প্রচারিত হওয়ার কথা। এই নতুন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটির শুরু ২১ অক্টোবর ২০০১ থেকে। এক প্রশ্নের জবাবে মামুনুর রশীদ বললেন, বহুদিন আগে একুশে টিভি কর্তৃপক্ষ শতাব্দীর ইতিহাস তুলে ধরে একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান তৈরীর জন্য মামুনুর রশীদকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি রাজি হননি, পরে হলেন। এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য তাকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। পুরো ইউনিট নিয়ে ভারত, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গিয়ে সুটিং করা লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি নির্মিত হয়েছে। এত টাকা ব্যয়ে কেন এটি নির্মিত হয়েছে সে রহস্য ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

"অসহযোগ প্রচারের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন।" শতাব্দীর আলোর ৪র্থ পর্বে অসহযোগ আন্দোলন দেখানো হলো, মহাত্মা গান্ধীকে বহুক্ষণ ধরে বহুভাবে দেখানো হলো অথচ মাওলানা মোহাম্মদ আলীকে একবারও দেখানো হয়নি, তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। মুসলমান নেতার নাম নিতে ঘৃণা বোধ করে একুশে টিভি। মুসলমান নেতারা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন, আর এই সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতেন। ক্ষুদিরাম মাত্র ১৯ বছর বয়সে মারা যান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সন্ত্রাসীদের সমর্থন করেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিতা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম লিখেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রশ্ন কবিতাটিও বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা। প্রথম যুগে ক্ষুদিরাম, পরবর্তীকালে মাস্টারদা ইত্যাদির মহামূল্যবান প্রাণোৎসর্গ রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করেছে। কিন্তু সত্যকে সবার ওপরে দার্শনিক ঠাঁই দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও দিয়েছিলেন।"

– নীলিমা ইব্রাহিম ঃ ঘরে-বাইরে উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন ঃ আজকের কাগজ সাময়িকী ঃ আজকের কাগজ ঢাকা, বৃহস্পতিবার ১৯ কার্তিক ১৪০১।

এই সূর্যসেন হলেন 'শতাব্দীর আলো' একুশে টিভির ১১ নভেম্বর ২০০১ তারিখের প্রচারে। বাংলাদেশের জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে তাকে তুলে ধরা হলো। সূর্যসেন ও তার সঙ্গীর ভূমিকায় বেশ কয়েকবার অভিনয় করে। ইংরেজ সৈন্যের ভূমিকায় কয়েকজন অভিনয় করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দৃশ্য দেখানো হলো। তারপর জালালাবাদের যুদ্ধ। সে কি ভীষণ যুদ্ধ। সূর্যসেনের জয় হয়। তারঃপর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দৃশ্য। এক তরুণীকে প্রীতিলতার ভূমিকায় দেখা গেলো। প্রীতিলতার আত্মাহুতির দৃশ্য দেখানো হলো। শ্রী বিশ্ববিশ্বাস রচিত বিপ্লবী সূর্যসেন (মাস্টারদা) গ্রন্থের ১০৮ থেকে ১১০ পৃষ্ঠায় এর বিবরণ রয়েছে।

"ধলঘাটের গুপ্ত আশ্রয়ে কল্পনা ও প্রীতিলতাকে পেয়ে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনায় আবার হাত দিলেন সূর্যসেন। ধলঘাটের যুদ্ধের পর প্রীতিলতা ও কল্পনাকে নিয়ে 'কুটির আশ্রয়ে' এলেন তিনি। তিন মাসের মধ্যে তাদের তৈরী করবার ভার দিলেন তিনি তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। এরপর শুরু হয় কল্পনা ও প্রীতিলতার পলাতক জীবন। তাঁরা টারগেটিং (লক্ষ্যভেদ) এক অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন তারকেশ্বরের নিকট। নির্জন সমুদ্র তীরে হতো এ শিক্ষা। তিন মাস পর। সূর্যসেন এখন কাট্টালিকার আস্তানায়। জৈষ্ঠ্যপুরা গ্রামের কুটির আশ্রয় ছেড়ে তিনি এসেছেন কাট্টালীর আস্তানায় এখন। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের তারিখ স্থির হলো– ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ শনিবার রাত ১০টা। অধিনায়িকা বিংশতিবর্ষীয়া বালিকা রাণী– প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার পুরুষ বেশ, সামরিক পোশাক, খাকি পায়জামা সার্ট পরিধানে মাথায় মিলিটারী টুপি, সঙ্গে রিভলবার। সাক্ষী গ্রাম্য মুসলমানদের পোশাক পরিহিত মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালি দে, শান্তি চক্রবর্তী প্রফুল্ল দাম।

ক্লাবের দশ গজ দূরে শায়িতা প্রীতিলতা। তিনি বলেন– বিশ্বের ঘুম আমার চোখ দুটিকে আচ্ছন্ন করছে। আমি পটাসিয়াম খেয়েছি। আমার এই আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে যাও ।মাস্টারদাকে প্রণাম দিও। তোমাদের জন্য রইলো– এই জীবনের শেষ শুভেচ্ছা। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। মিলিটারী লরীর সন্ধানী আলো এগিয়ে আসছে। মহেন্দ্র চৌধুরী প্রীতিলতার রিভলবার নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। পড়ে রইল ঘাসের উপর প্রীতিলতার মৃতদেহ।

www.pathagar.com

প্রীতিলতার দেহ তল্লাসী করে পাওয়া গেল পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান, ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির নোটিশ, শ্রীকৃষ্ণের ছবি, রামকৃষ্ণের ছবি, প্রবন্ধ ও স্বীয় কার্যভারের বিবৃতি।"

উপরের "প্রীতিলতার পুরুষবেশ" উক্তিটি লক্ষণীয়। পুরুষবেশ যখন ধারণ করা হলো, তখন পুরুষই তো এ কাজে অধিক উপযুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, সূর্যসেনের দলে বহু যুবতী সদস্য ছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, কুন্দ্রুন্নভা সেনগুপ্তা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রঞ্জিত, নিরুপমা বড় য়া, বকুল দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উদ্ধৃতিটির আর একটি অংশ লক্ষণীয়। "সাথী গ্রাম্য মুসলমানের পোশাক পরিহিত মহেন্দ্র চৌধুরী, সুনীল দে, কালী দে, শান্তি চক্রবর্তী, প্রফুল্ল দাস" – উক্তিটি প্রমাণ করে মুসলমানের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

অধ্যাপক মরহুম শাহেদ আলীর শ্বশুর উকিল এএসএম মোফাখখার তার "স্মৃতির মিনার" (মুনশী প্রকাশনী, ঢাকা ১৩৯১) গ্রন্থে লিখেছেন – "অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় বিদ্রোহীগণ যে ইউনিফরম পরেছিল তা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের ইউনিফরমেরই অনুরূপ ছিল। তাদের পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাতেও কয়েকটি ইউনিফরম পাওয়া গিয়েছিল। ফলে আমার ও আর কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। আমি জেলা মেজিস্ট্রেট মিঃ উইল কিনসনের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অভিযোগ খণ্ডন করতে সক্ষম হই।"

চট্টগ্রামে যে মুসলিম কনফারেন্স হয়েছিল তার যৌথ সম্মেলন কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন উকিল এএসএম মোফাখকার। সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন ঃ "কি কারণে বলা যায় না, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য বিপ্লবীরা ১৮ই এপ্রিল দিনটি বাছিয়া লইয়াছিল। পরবর্তী দুই দিন চট্টগ্রামে মুসলমানদের কয়েকটি সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ছিল। তন্মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ স্যার সাফায়াৎ আহমদ খান। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।"

– মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ২৫৭ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সের কোন উল্লেখ নেই "শতাব্দীর আলো'তে। একুশে টিভি দাবী করে "শতাব্দীর আলো দেখুন, শতাব্দীর ইতিহাস জানুন, জিতে নিন মনোজ্ঞ পুরস্কার।" মুসলমানকে বাদ দিয়ে শতাব্দীর ইতিহাস তুলে ধরা। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো মুসলিম বিদ্বেষী সংগ্রামী সূর্যসেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ব্যারিস্টার এম এ সিদ্দিকী লিখেছেন : "এখানে এ কথাটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না, শ্রী সূর্যসেনের নেতৃত্বে তখনকার বৈপ্লবিক পার্টির একটা জিমন্যাস্টিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিপ্লবীরা নিয়মিতভাবে সমবেত হতেন। মুসলমানদের জন্য এই ক্লাবটি ছিল প্রবেশের "অনুমতিপ্রাপ্ত" এলাকার বাইরে; অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কোন মুসলমানের

www.pathagar.com

জন্য এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া কালী মন্দিরে দেবী কালীর পূজা সম্পন্ন করে তার পাদপদ্ম স্মরণ করে শপথ গ্রহণ না করলে কেউই সেই বৈপ্লবিক দলের সদস্য হতে পারত না। দলের নেতা শ্রী সূর্যসেন তার দলের নবাগতগণকে ব্যক্তিগতভাবে কালী মন্দিরে এমনই ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করাতেন। এজন্যই মুসলমান যুবকেরা চট্টগ্রামের মাদার বাড়ীতে স্থাপন করে তাদের নিজস্ব ক্লাব যা মাদারবাড়ী ক্লাব নামে সাধারণ্যে পরিচিত।

শ্রী সূর্যসেনের বিপ্লবী পার্টির অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা-"কারা স্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আমি পিছু পিছু চললাম। কিছু দূর গিয়ে একটি মন্দিরের কাছে দু'জন পৌঁছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাস্টার দা আর আমি ভিতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম ভীষণ দর্শনা এক কালী মূর্তি। মাস্টারদা একহাত লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো কর। ওখানে বেলপাতা আছে। আমি বুকের মাঝখানের চামড়া টেনে ধরে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ফোঁটা রক্ত বের হলো। তা বেল পাতায় করে মাস্টারদার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মায়ের চরণে দিয়ে বল জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, দেশের কাজ ছাড়ব না। আমি অসংকোচে মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে ঐ প্রতিজ্ঞা করলাম।" .....

সূর্যসেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রী পূর্ণেন্দু দস্তিদার "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "তাছাড়া তখন ধর্মভাব বিশেষ প্রবল ছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদেরই তখন দলে নেয়া হতো। ..... ছাত্র ও যুবকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, গীতা পাঠ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বই ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা করা হতো।"

– শ্রী পূর্ণেন্দু দস্তিদার "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম ঃ পৃ. ১৮

অল ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কমরেড মুজাফফর আহমদ দাবী করেছেন বিপ্লবী সূর্যসেনের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে হিন্দু রাজত্ব পুনঃস্থাপন। ১৯৭৭ সালে ঢাকার খান ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" গ্রন্থে কমরেড মুজাফফর আহমদ লিখেছেন ঃ "এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনের যে অবস্থা ছিল, তার যে রোমান্স সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছিল, তাতে আমার পক্ষে সেই আন্দোলনে যোগ দেয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান । তাতে আছে :

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি।
মন্দিরে মন্দিরে
তুংহি দুর্গা
দশগ্রহরণ ধারিণী।।....."
ইত্যাদি।

www.pathagar.com

একেশ্বরবাদী কোন মুসলমান ছেলে কি করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে? এ কথাটা কেন যে হিন্দু কংগ্রেস কোনদিন বুঝতে পারেননি? বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বারীন কুমার ঘোষও আন্দামান হতে ফেরার পরে এই কথাই লিখেছিলেন।"

জিন্নাহ হলকে করা হয়েছে সূর্যসেন হল। সূর্যসেন ছিলেন হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারী। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে টেরিটোরিয়েল ক্ষমতা সম্পন্ন একুশে টিভি চ্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এদেশে হিন্দুত্ব প্রচারের জন্য। ইসলাম যতদিন আছে, বাংলাদেশ ততদিন থাকবে। তাই ইসলামকে প্রতিপক্ষ করে একুশে টিভি তার সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হচ্ছে। অখণ্ড ভারত ত্বরান্বিত করার জন্য মুসলমান মনীষীবৃন্দকে অন্ধকারে রেখে "শতাব্দীর আলো" করা হচ্ছে ক্ষুদিরাম সূর্যসেন প্রভৃতি সন্ত্রাসীদের। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শাসনামলে সন্ত্রাসীদের দেশে পরিণত হয়েছিল, তাতে ঘৃতাহুতি দেয়ার জন্য এই সব সন্ত্রাসীদের বন্দনা। – ১৮/১১/২০০১ দৈনিক সংগ্রাম।

সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী তার 'চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য মিডিয়া থেকে মুসলমান বিতাড়নের ভারতীয় চক্রান্ত' শীর্ষক নিবন্ধে ইটিভি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'কিন্তু বাস্তবতা হল সেকুলারিজমের মুখোশধারী ভারতের দুর্দশনে ও অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলে নিয়মিতভাবে হিন্দু ধর্মের প্রচারমূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। কিন্তু অন্য কোন ধর্মের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যাপারে তারা যে শুধুমাত্র অনাগ্রহী তাই নয় বরং এক্ষেত্রে রীতিমত অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আছে। ..... বাংলাদেশ টেলিভিশনে গীতা-বাইবেল-ত্রিপিটক পাঠও দেখানো হয়। বিশ্বের অন্যকোন মুসলিম রাষ্ট্রে অবশ্য এমনটা হয় না। বেসরকারী চ্যানেল এটিএন বাংলায় কোরআন ও ইসলামভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচারের বিরোধিতা করেছে ভারতপন্থী কিছু বুদ্ধির গণিকা বৃত্তিধারী এবং 'র' (ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা)-এর অর্থে পরিচালিত কয়েকটি কাগজ। চ্যানেল আইতে কোরআন তেলাওয়াত দেখানো হচ্ছে বলে বিশেষ কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুব নারাজ। যারা বাংলাদেশী প্রচার মাধ্যমে কোরআনভিত্তিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে অথবা এসব অনুষ্ঠান প্রচারে ক্ষুব্ধ হয় তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন ব্রাহ্মণ্যবাদী 'আব্বা'দের কাছ থেকে উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে আপনারা কি এতবড় চাকরে পরিণত হয়েছেন যে, এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আপনারা আঘাত করতে সামান্য দ্বিধান্বিত হন না? ..... বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র টেরিস্ট্রিরিয়াল চ্যানেল একুশে টেলিভিশন। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইমন ড্রিংক। মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী একজন খাঁটি খ্রিস্টান। এক সময় বিবিসির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ব্রিটেনে বসবাসরত ভারতীয়দের সাথে তার অসম্ভব দহরম-মহরম। তিনিই একমাত্র বিদেশী নাগরিক যিনি মুসলিম প্রধান এই দেশটির টেরিস্ট্রিরিয়াল টিভি চ্যানেলের কর্ণধার হলেন। পৃথিবীর অন্যকোন দেশে বিদেশে নাগরিক দিয়ে টেলিভিশন চ্যানেল চালানোর নজির নেই।

আমাদের এখানে বোধহয় সবই সম্ভব। ..... স্থানীয় ব্যাংক থেকে কয়েকশ' কোটি টাকা ঋণ নিয়ে একুশে গত বছর এর সম্প্রচার শুরু করেছে। ..... এই চ্যানেলের মোট জনশক্তির ঠিক অর্ধেকই হল সংখ্যালঘু হিন্দু। বিশেষ করে নিউজ সেকশনের মত

www.pathagar.com

স্পর্শকাতর জায়গায়। আর এই কারণেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় সাম্প্রতিক সময়ে তৌহিদী জনতার ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাকে ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচার করে একুশে। সুযোগ পেলেই মুসলমানদের ঘাড়ে জোর-জবরদস্তি করে দোষ চাপানো হচ্ছে। একুশের অনুষ্ঠানে (সংবাদসহ) সালাম অথবা খোদা হাফেজ নেই। আছে শুভেচ্ছা, শুভ সংস্কৃতির চ্যানেলের হুবহু অনুকরণ। একুশের অনুষ্ঠানের শুরুতে অনেকটা গাছাড়া ভাব নিয়ে সেকেন্ড পাঁচেক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর সাথে সাথেই একুশের টাইটেল মিউজিক বেজে ওঠে। ভয়ঙ্কর মশকরা! আল্লাহর নামের সাথে মিউজিকের 'ককটেল'। মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি এমনকি, আমাদের জাতীয় কবির প্রতি অ্যালার্জির কারণে একুশে টিভির অফিসের ঠিকানায় আস্তে আস্তে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ বলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় কবির নামটা এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বলা হয় শুধু কাওরানবাজার। বিমানকে বলা হয় উড়ান। এসবই ভারতীয় অনুকরণ। একুশে টেলিভিশনে সম্প্রতি ভারতীয় দূরদর্শন থেকে জননী নামে একটি টিভি সিরিয়াল আনা হয়েছে। কেবল হিন্দু পরিবার, হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে এই সিরিয়াল। দূরদর্শন ও অন্য একটি ভারতীয় চ্যানেল ইতোপূর্বে এটি প্রচারও করেছে। জননী সিরিয়ালের মাধ্যমে কেবলমাত্র শাখা সিঁদুর কালচারকে মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে প্রমোট করবে একুশে। টেরিস্টোরিয়াল চ্যানেল হওয়ার কারণে এর অনুষ্ঠান সাধারণ দর্শকদের টিভি সেটে পৌঁছে যাচ্ছে, তাই এই চ্যানেলে যদি বিজাতীয় কালচার প্রমোট করা হয়, তবে সাধারণ টিভি দর্শক তথা দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ভয়ঙ্কর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

..... মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চ্যানেল বিটিভিতে মাগরিব-এশাসহ প্রচার-সময়ে অন্যান্য ওয়াক্তের আযান প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী একুশে টেলিভিশনেও আযান প্রচারের উদ্যোগ নেন। কিন্তু চ্যানেলটির টপ ম্যানেজম্যান্টের নির্দেশে একুশে টেলিভিশনে আযান প্রচারের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। ..... সাম্প্রতিক সময়ে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০১) ভারতের গুজরাট প্রদেশে ভূমিকম্প হলে একুশের নিজস্ব টিম সেখানে যায় এবং টিম কর্তৃক ধারণকৃত সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান ব্যাপক গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হচ্ছে। একুশে অতি আগ্রহ ভারতীয় চ্যানেলগুলোরই অনুরূপ।' একুশে টেলিভিশন এ বছর (২০০২) ভারতের গুজরাটে উগ্র হিন্দুরা যে মুসলিম নারীদের ওপর গণধর্ষণ, মুসলিম গণহত্যা এবং মুসলমানদের বাড়ী-ঘর, মসজিদ, দরগাহ ও সবকিছুর ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তার উপর কোন প্রামাণ্য প্রতিবেদন পেশ করা তো দূরে থাক, বরং একে সহিংসতা, কখনো সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, দাঙ্গা বা ধ্বংসযজ্ঞ বলে খবর পরিবেশনের মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষী ওই বর্বর ঘটনাগুলোকে এড়িয়ে যায় এবং এই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার করা সে উল্লেখও একুশের রিপোর্টগুলোতে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। 'সুযোগ পেলে একুশে মুসলমানদের উপর দোষ চাপায়', সালাহউদ্দীন শোয়েব চৌধুরীর এ অভিযোগও অমূলক নয়। একুশে টিভি এর সাথে সাথে মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী ব্যক্তিদের দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী অনুষ্ঠান বানানোর আরো অনেকগুলো উদ্যোগ নেয়।

www.pathagar.com

হুমায়ূন আহমেদের মত সাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও পর্যন্ত বলছেন একুশে টিভি কেন বন্ধ হবে তা তার জানার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ টাউস সাইজের কলাম লিখে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'ন্যায়-অন্যায় বুঝি না একুশে টেলিভিশনকে চাই। প্রথমত তোমাকে চাই– শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই'। ভারতে মুসলিম উৎখাতকামী বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) যেমন বলছে যে, তারা আদালত মানে না। বাবরী মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ করাটা তাদের বিশ্বাসের ব্যাপার, এই সব আইন এবং নীতি ও নৈতিকতা বিরোধী উক্তিগুলো ঠিক এ রকমই। এরা তো নৈরাজ্য কায়েম করতে চাচ্ছেন!

মুক্ত সাংস্কৃতিক চর্চার নামে ইটিভি যেভাবে মাত্রাতিরিক্ত অশালীন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে তা জাতির সার্বিক শিক্ষাঙ্গনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। লেখাপড়ায় অনীহা, নকল করার মানসিকতা, সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের মাঝে অপরাধপ্রবণতা যে মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার দায়ভার এই ক্ষণজন্মা ইটিভির কম নয় মোটেও। তাছাড়া ইটিভি নিরপেক্ষ নয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলের পক্ষে কখনও প্রত্যক্ষ আবার কখনও পরোক্ষ প্রচারণা চালিয়ে আসছে। দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাকে তোয়াক্কা না করে বিদেশী সংস্কৃতি আমদানি করছে।'

একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম অধিবাসীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাকে তোয়াক্কা করছে না তো বটেই, বরং একুশে টেলিভিশন জন্মলগ্ন থেকেই মুসলিম জনগণের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বরাবরই কেবল উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করে চলেছে। মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একুশে টিভি প্রতিপক্ষ জ্ঞানে খাটো করে দেখাতে চাইছে এবং এর ধ্বংস কামনা করছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, একুশে টেলিভিশন এসব কাজ-কর্ম সদম্ভে করে যাচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক ভূগোলের মধ্যেই। প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে জুলাই ২০০২ তারিখ মঙ্গলবার ৮-১০টায় একুশে টেলিভিশনে প্রচারিত ভোলার ডায়েরী নামক হাস্যরসাত্মক নাটকের বারতম পর্বে ভোলার লালবাগ দুর্গ ভ্রমণ প্রসঙ্গটিকে। ভোলা লালবাগ দুর্গে অবস্থান করার সময় মুসলিম শাসক শায়েস্তা খান, তার মেয়ে পরী বিবি (ইরান দুখত) এবং তৎকালীন (১৬৬৩-১৬৮৮) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে থাকে। ভোলার কাছে শেষ সম্বল মাত্র ৫০ টাকা! বাকী দিনগুলো কীভাবে কাটবে ভাবতে ভাবতে ভোলা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে ভোলা নিজেকে শায়েস্তা খানের শাসনকালীন সময়ের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ভাবতে থাকে। কেননা তখন এক টাকাতেই ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। ভোলা শায়েস্তা খানের দরবারে প্রবেশ করে মুসলমান ও মুসলিম সংস্কৃতিবিদ্বেষী একুশে টেলিভিশনের দৃষ্টিতে লোভী শায়েস্তা খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভোলার প্রতি ভীষণ লোভাতুর ও তোষামোদী আচরণ করতে শুরু করে। এমনকি, শায়েস্তা খানের মেয়েকে কথক নৃত্য করার জন্য ভোলা মদে মাতাল হয়ে বিশ্রী ভাষায় আহ্বান জানায়,

www.pathagar.com

'এসো নবাবজাদী নাচো'। একুশে টিভির ভোলার ডায়েরী নাটকের দর্শকরা এ থেকে যেসব শিক্ষা পেল সেগুলো হল :

১. তৎকালীন শাসকবর্গ ছিলেন মাতাল, লোভী ও তোষামোদপ্রিয়।

২. তৎকালীন মুসলিম মেয়েরা অশালীন ও উন্মুক্তভাবে জীবনযাপন করতেন।

৩. তৎকালীন (১৬৬৩-১৬৮৮ খৃস্টাব্দ) বাংলাদেশের জনগণও ছিল শাসক সম্প্রদায়ের মতো লোভী এবং উচ্ছৃংখল।

ভোলার ডায়েরীর মতো কোন নাটক যদি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মিশর, ভিয়েতনাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে ঘোষিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে দেখান হত তাহলে ভোলার ডায়েরী নাটকের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিকে বড় ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হত এবং এই নাটক সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত।

এবার আসছি শায়েস্তা খান সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে। মহামহিম মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (মহিউদ্দিন আলমগীর)-এর আত্মীয়, যোগ্য প্রশাসক এবং সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শায়েস্তা খান ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা (পদবী হচ্ছে সুবেদার) হিসাবে নিযুক্ত হন। তার সম্পর্কে এ কে এম শামসুল আলম লিখেছেন, ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে তিনি (শায়েস্তা খান) ঢাকা পৌঁছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতা ক্ষিপ্রতার সাথে আরাকানী (বার্মার আরাকানের জলদস্যু সম্প্রদায়) ও পর্তুগীজ দস্যুদের শায়েস্তা করতে সক্ষম হন। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী দীপাঞ্চল অধিকার ও অল্প কিছুদিনের মধ্যে পার্বত্য ত্রিপুরা (ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য) বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের আরাকানী ও পর্তুগীজ দস্যুদের পৌনঃপুনিক হামলা, অমানুষিক অত্যাচার ও অরাজকতার অবসান ঘটে। ফলে বাংলাদেশে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অভিযান ব্যতীত শায়েস্তা খানের শাসন আমলের পরবর্তী বছরগুলো ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তিপূর্ণ। এই সময়েই বাংলাদেশ সম্পদ ও সমৃদ্ধির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করে। ঢাকায় একে একে অনেকগুলো ইমারত, মসজিদ ও তোরণ গড়ে উঠে। শায়েস্তা খান নিজে ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের একজন প্রগাঢ় অনুরাগী। তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরী অসংখ্য দালানকোঠা ও মসজিদ সৌন্দর্য্য ও স্থাপত্য বৈভব বিশিষ্ট এবং শায়েস্তাখানী পদ্ধতি নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ..... ১৬৬৬ খৃস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারী জ্যা ব্যাপটিস্ট যখন ঢাকাতে আসেন সেই সময় শায়েস্তা খান কাঠের তৈরী এক বাংলোতে বসবাস করতেন। ..... ১৬৮২ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম হেজেস যখন ঢাকা আসেন তখন লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরেই তিনি শায়েস্তা খানের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন। ..... দুর্গ নির্মাণ কাজ বন্ধ হলেও (লালবাগ দুর্গ নির্মাণের কাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় অসম্পূর্ণ রাখেন) শায়েস্তা খানের সৌন্দর্য্যপিপাসু মন স্থাপত্য নির্মাণ থেকে নিবৃত্ত হয়নি। ঢাকার বেশ কিছু মসজিদ তিনি তাঁর সুবেদারীর শেষ দিকে নির্মাণ করেন। প্রিয় কন্যা পরী বিবির মাজারও তাঁর সুবেদারীর শেষ দিকেরই অন্যতম মহান কীর্তি। ১৬৮৮ খৃস্টাব্দে সুবেদারী (প্রাদেশিক

www.pathagar.com

শাসনকর্তার পদ) থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ..... সম্রাট আওরঙ্গজেব পরবর্তীকালে লালবাগ দুর্গসহ ঢাকার ৩৬টি মহল্লা শায়েস্তা খানকে দান করেন। তাই ঢাকা নগরীর সঙ্গে এই মহান সুবেদারের নাম আজও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

(উৎস ঃ লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘর ঃ এ কে এম শামসুল আলম, প্রকাশনায় ঃ প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১ ইং, পৃষ্ঠা ঃ ১-৩)

এবার আসছি শায়েস্তা খান সম্পর্কে তাঁর সময়ের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে। লালবাগ দুর্গের মধ্যে শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা পরী বিবি (ইরান দুখত)-এর মাজারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (ফারসী ভাষায় লিখিত) এক শিলালিপিতে বলা হয়েছে–

"তোমার মহত্ব তুমি বিনয়ে যদিও ঢাকো সংগোপনে,
জ্ঞানী অথবা দরবেশ সবাই মুগ্ধ তোমার গুণে।
তোমার ইচ্ছায় একদা অবহেলিত প্রাচীন এ শহর আবাদ হলো আবার,
তোরণ আর প্রাসাদে সেজে বেহেস্তী রূপ ফিরে পেলো তার।'

১২০৪ খৃস্টাব্দের পর ইংরেজদের দু'শ' বছর শাসনকাল ছাড়া প্রায় ছয়শত বছর যেসব মুসলিম শাসক বাংলাদেশ শাসন করেছেন তার মধ্যে শায়েস্তা খান ঢাকা মহানগরীর জন্য অন্যতম কীর্তিমান ব্যক্তি। ১৬১০ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী শহর ঢাকাকে শায়েস্তা খানই জাঁকজমকপূর্ণভাবে গড়ে তোলেন। আধুনিক ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা তিনিই। স্যার যদুনাথ সরকার ও ব্রাডলে বার্ট নামক ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে, তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল, সুযোগ্য ও কৌশলী শাসক। তিনি বাংলাদেশের আশেপাশে দুর্বৃত্ত অঞ্চল অধিকার করে মগ, পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করে বাংলাদেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের তথ্য মতে ধনে, ধান্যে পুষ্পে ভরা সোনার বাংলা বলতে যা বোঝায় তিনি তা গড়ে তোলেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একুশে টেলিভিশন ভোলার ডায়েরী নাটকের মাধ্যমে হাস্য রসাত্মকভাবে শায়েস্তা খানকে লোভী, তোষামোদপ্রিয় আধ্যাত্মিক ও মদ্যপায়ী হিসাবে উপস্থাপন করে বাংলাদেশের ইতিহাসকে বিকৃত করার সাথে সাথে গণমানুষের মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যকে খাটো করে তুলে ধরে তাদের মনে আঘাত দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ সবকিছুই সম্ভব। মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে খাটো করে দেখা, বিকৃত করে দেখাটাই যেন কোন প্রগতিশীল কাজ!

এবার আসছি একুশে টেলিভিশনের সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণ প্রসঙ্গে। ১১ জুন, ২০০২ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবের মুক্তাঙ্গন বিভাগে 'ইটিভি জাতীয় কবিকে অপমান করার সাহস পেল কোথায়?'শীর্ষক নিবন্ধে খালিদ নাজমুস সাকীব লিখেছেন, "গত ২৫ মে শনিবার ছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী। একুশে টেলিভিশন কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার কবিতার উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ ক্ষণে ক্ষণে প্রচার করার উদ্যোগ নেয়। এর অংশ হিসেবে ৭-৩০ টায়

www.pathagar.com

সংবাদের আগে একবার এবং এই সংবাদের পরে ৮টার ইংরেজী নিউজের আগে একবার নিম্নোক্ত কবিতাংশটি প্রচার করা হয় :

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,/ আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

অংশটুকু আবৃত্তিও করা হয়। নিচে লেখা ছিল কাজী নজরুল ইসলাম এবং পিছনে তাঁর ছবিও ছিল। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, পংক্তি তিনটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সবুজের অভিযান' কবিতার। ইটিভি মনে হয় রবীন্দ্রজ্বরে এমনভাবেই আক্রান্ত হয়েছে যে, তারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া অন্যকিছু বুঝতেই চায় না। রবীন্দ্র চর্চা করতে করতে তাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, কোন্‌টি তার কবিতা আর কোন্‌টি নজরুলের কবিতা এটাও তারা গুলিয়ে ফেলেছেন।

মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকৃত করে দেখাতে কিংবা উপেক্ষা করতে বদ্ধপরিকর একুশে টেলিভিশন এসব গায়ে মাখবে না। কারণ, তাদের শিকড় অন্য জায়গায়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাঝে এদের শিকড় নেই। দৈনিক ইনকিলাব ১৫ অক্টোবর ২০০১ তারিখে প্রকাশিত এক নিবন্ধে আমি একুশে টেলিভিশনের এক কর্তাব্যক্তির দম্ভোক্তি 'এই তুই কেরে। তোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি?' এহেন উক্তির উল্লেখ করেছিলাম। ওরা আমাদের এসব কথা গায়ে মাখবেন না। জবাবদিহি ওদের করতে হয় না। যা ইচ্ছা তাই করার লাইসেন্স ওদের আছে। আদালতে লাইসেন্স বাতিল হলে বলবেন। এসব কিছু বুঝি না। ন্যায়-অন্যায় বুঝি না, একুশে টেলিভিশনকে চাই। ওরা যা ইচ্ছা তাই করতে গিয়ে মুসলিম গণমানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয় আযান প্রচার হতে বিরত থাকবেন, 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে 'শুভসন্ধ্যা', 'শুভরাত্রি' বলবেন, (জাফর ইকবাল রচিত) 'বুবুনের বাবা' নাটক বানিয়ে দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের ফতোয়াবাজ ও ছেলেধরা হিসেবে উপস্থাপন করবেন, "আগুনলাগা সন্ধ্যা' নাটক বানিয়ে মুসলিম ছেলেদের হিন্দু মেয়েদের ইসলাম গ্রহণ না করিয়ে বিয়ে করার অযাচিত তালিম দেবেন, বাহাদুর শাহ পার্ককে ভিক্টোরিয়া পার্ক বলবেন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসী বলবেন। যা ইচ্ছা তাই করতে গিয়ে আড়ালে আরও কত কি করেছেন তা আল্লাহই জানেন। যা ইচ্ছা তাই করতে গিয়ে 'আয়েশা মঙ্গল' নাটক বানিয়ে বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ককে পর্যন্ত ঘাতক বানিয়ে ছেড়েছেন। আর কি বাকী রেখেছেন এরা? বাকী শুধু রাবার দিয়ে এ ভূখণ্ডের সীমারেখা মুছে দেয়া। কেননা, এভাবে চলতে থাকলে, একুশে টেলিভিশনের এসব মেনে নিতে থাকলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের মত বলতে পারব না– আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখি। যুক্তরাষ্ট্রের H.B.O. চ্যানেলে দেখলাম আদালতের দেওয়ালে বড় করে লেখা IN GOD, WE TRUST. আমাদের মধ্যে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস না থাকলে এদেশের সীমারেখা এমনিতেই মুছে যাবে। সবকিছু দেখে এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, এই জন্য একুশে টেলিভিশন সুপরিকল্পিত মিশন নিয়ে নেমেছিল। পহেলা বৈশাখে রঙ দিয়ে সং সেজে মুখোশ লাগিয়ে জোরে হাঁটাকে 'মঙ্গলযাত্রা' বলে অভিহিত করা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পূর্তিতে কেহ তাকে দেবতা, সৃষ্টিকর্তা বা ইবাদতের যোগ্য মনে করলেও আসলে কি তিনি তা পাওয়ার যোগ্য? 'বুঝেছ উপেন এ জমি লবই কিনে। ..... রাজার হস্ত কাঙ্গালের ধন করে নিল চুরি।' গোছের কবিতা লিখে তিনি গরীবের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করলেও গরিব মানুষের প্রতি, মুসলমানদের প্রতি এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি? এ সম্পর্কে আবু জাফর দৈনিক ইনকিলাবে ৭ জুন ২০০০ তারিখ শুক্রবার প্রকাশিত উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেন, "সর্বমানবিক প্রেম ছিল তার কবিতার উপজীব্য, কিন্তু কার্যত তিনি নিজে বাস্তবে ছিলেন বৃটিশ রাজশক্তির অনুগত উপাসক। এই রকম একজন স্ববিরোধী ও আত্মবিভক্ত এবং নিপুণ দ্বৈতাচারী মানুষ কি করে মানুষের আদর্শ হতে পারে! কারও জানা নয়, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশাল জমিদারী। কিন্তু মুসলমান কিছুটা অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে পারে, এই আশঙ্কায় এই 'প্রজাহিতৈষী' জমিদার তাঁর এলাকায় একটি প্রাইমারী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেননি। কেন করবেন? তিনি মানবদরদী ছিলেন বটে, কিন্তু ছিলেন আপাদমস্তক বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ও বৈরী। বঙ্গ বিভাগ ও তৎপরর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এই উভয়বিধ ক্ষেত্রে তাঁর 'যে কবি জনোচিত দরদী ভূমিকা' (অর্থাৎ মুসলিম প্রধান পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রবলভাবে বিরোধিতা করেন) তা থেকে অনুধাবন করা যায়, বাঙালি মুসলমানদের উন্নতি-অগ্রগতির যে কোন ক্ষীণতর সম্ভাবনাও এই মহা কবির কাছে ছিল অসহ্য। ..... বাংলাদেশের এই জমীন ও জনপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সালমান রুশদী থেকে আদৌ আলাদা কিছু ছিল না। ..... চাষা-ভুষাদের (পূর্ব বঙ্গের দরিদ্র মুসলিম সমাজ) জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা যে কত অবিজ্ঞোচিত, এ নিয়ে আয়োজিত কলিকাতা গড়ের মাঠের প্রতিবাদ সভার পুরোহিত রূপে সে প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন। আফসোস, এই রবীন্দ্রনাথও আজ আমাদের অনুসরণযোগ্য আদর্শ মহাপুরুষ। ..... রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে কী ছিলেন, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না; দু'একজন জানে। তাঁকে সবচেয়ে ভাল চিনেছিলেন তার এক সহোদরা বিধবা ভগিনী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিধবা কন্যার জন্য জমিদারীর আয় থেকে আমৃত্যু একটি মাসোহারার ব্যবস্থা রেখে যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দলিলটি বিনষ্ট করে মাসোহারা বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়; অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, শরীকদেরকে সকল উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মহৎ লক্ষ্যে এই রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত উইলের সকল কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ..... কবি হিসেবে তাঁকে নিয়ে আমরা যথেচ্ছ উত্তাল হয়ে উঠতে পারি, কিন্তু মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার মধ্যে মূঢ়তা ও সীমাহীন আত্মবৈক্লব্য ছাড়া দ্বিতীয় কোনো যুক্তি নেই।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন ব্যক্তি, যিনি মুসলমানদের আবার হিন্দুতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কমিটি হয় সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিটির কাজ ছিল নিম্নবর্ণের যেসব হিন্দু মুসলমান হয়েছে তাদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(উৎস ঃ প্রশান্ত পালের 'রবি জীবনী' ৬ষ্ঠ খন্ডের ২০৭ এবং ১০৮ পৃষ্ঠা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।)

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তি যিনি তার 'সমস্যা পুরান', 'দুরাশা' ও 'কাবুলীওয়ালা' গল্পে মুসলমানদের জারজ, চোর, খুনী ও অবৈধ প্রণয় আকাঙ্ক্ষিনী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তি যিনি সারা ভারতবর্ষব্যাপী শুধুমাত্র হিন্দুদের নিয়ে একক ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। হুমায়ুন আহমেদ যে সঞ্চয়িতা কাব্যগ্রন্থের কথা বললেন, সে সঞ্চয়িতায় শিরাজী উৎস কবিতায় তিনি এ আকাঙ্ক্ষা করে বলেছেন "এক ধর্ম কাব্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভার বেঁধে দিব আমি ..... এক ধর্ম রাজা হবে এ ভারতে' এ মহাবনে কবির সম্বল।' অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, আমাদের কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে বলা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রবীন অভিনেতা বিশিষ্ট গবেষক ওবায়দুল হক সরকার ১৯/১১/০১ দৈনিক ইনকিলাবে "একুশে টিভির প্রতিপক্ষ ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন "পবিত্র শবে বরাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিটিভি, এটিএন, চ্যানেল আই ইত্যাদির মহিলারা মাথায় কাপড় দিলেন কিন্তু ইসলামকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করায় একুশে টিভির মহিলারা মাথায় কাপড় দিলেন না। ইসলাম ধর্মকে প্রতিপক্ষ মনে করে শবে বরাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরত থাকে একুশে টিভি। দেশবাসীর শতকরা ৯০ জন যেতে-আসতে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে থাকে; বিটিভি, এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আইও 'আসসালামু আলাইকুম' বলে থাকে। কিন্তু একুশে টিভি বলে না। বহু লেখালেখি সত্ত্বেও বলেনি। মনে হয় তাদের জিদ, ইসলামী রীতিনীতি তারা গ্রহণ করবে না। মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দ যথা– ইন্তেকাল, মরহুম, জানাজা, মোনাজাত প্রভৃতি শব্দের বিকল্প শব্দ আরোপ করে চলেছে।

একুশে টিভির অফিস যেখানে অবস্থিত তার নাম কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ। আশপাশের সব অফিসের সাইনবোর্ডে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ লেখা থাকলেও একুশে টিভির ঠিকানা ১০, কাওরান বাজার। নজরুল ইসলাম নামের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির যোগাযোগ রয়েছে, তাই নজরুল ইসলাম নাম উচ্চারণে একুশের এত অনীহা।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার এক রিপোর্টে প্রকাশ ঃ মুসলমানের বোরকা আমেরিকায় এখন লেটেস্ট ফ্যাশন। মার্কিন তরুণীরা স্কার্ট ফেলে বোরকা পরা শুরু করেছে। ধর্ষণের শিকার হওয়া থেকে আত্মরক্ষার বর্ম হল বোরকা। বোরকা পরিহিতা দেখলে অতি বড় ধর্ষণকারীও নাকি তাকে সমীহ করে। আমেরিকা শুধু নয়, বাংলাদেশেও বোরকার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন :

"সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে তরুণ-তরুণীরাও মেতে উঠেছে ধর্মে বা ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায়। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একটির বেশী মেয়ে বোরকা পরে আসত না। এসেই বোরকা ছুঁড়ে ফেলে মেতে উঠত স্বাধীনতায়। আর এখন আমার ক্লাসেই সারি সারি বোরকা। বোরকার অন্ধকারে বেঞ্চের পর বেঞ্চ অন্ধকার! তাদের মুখ আমি দেখতে পাই না! সামান্য ফাঁক দিয়ে ভীতিকর চোখ দেখি আর ভয় পাই।"

– হুমায়ুন আজাদ ঃ নববর্ষ ঃ এগোচ্ছি না মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরছি ঃ বিশেষ সংখ্যা ঃ দৈনিক যুগান্তর, ১ বৈশাখ ১৪০৮।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী বোরকা হল একুশে টিভির বিদ্রূপের বস্তু। ১০ মে ২০০০ রাতে একুশে টিভিতে প্রচারিত 'হাজার স্বপ্ন' নাটকে বোরকাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। নায়ককে বোরকা পরিয়ে নামাজ শিক্ষার খালা বলে পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিয়ে নায়িকার কক্ষে আনা হয়। নায়িকা হোটেলে গেলে কাজের মেয়ে নায়িকার অভিভাবককে জানায়, তাদের মেয়ে নামাজ শিক্ষা খালার সাথে নামাজ শিক্ষার বই আনতে গেছে। বোরকা শুধু নয়, নামাজ পর্যন্ত একুশের নাটকে হাস্যরসের উপাদানে পরিণত হয়েছে। পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলেই একুশে টিভি সুপরিকল্পিতভাবে এসব করে চলেছে।

বোরকা নারীর সম্ভ্রম বৃদ্ধি করে। সেই বোরকা হল একুশের বিদ্রূপের বস্তু। শুধু তাই নয়, নারীকে পণ্য করে প্রচার করা হচ্ছে। ২২ জুন ২০০০ তারিখে একুশে টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয় লাক্স আনন্দধারা মিস ফটোজেনিক ২০০০-এর উপর একটি অনুষ্ঠান। ফটোজেনিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান মানেই নারীদেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদর্শনী। যে প্রদর্শনী শরম-সংকোচহীন, কুরুচিপূর্ণ, বিবেক বর্জিত। অনুষ্ঠানটি যারা দেখেছেন, তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, ফটোসুন্দরীদের বিভিন্ন পোশাকে, বিভিন্নভাবে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের কোন অংশই মূলত গোপন ছিল না। টেরিস্টোরিয়েল শক্তিসম্পন্ন একুশে টিভির প্রচারের ব্যাপ্তি সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী। ডিশ সংযোগ লাগে না। সরাসরি দেখা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণীদের সর্বনাশের পথে পা বাড়াবার জন্য উৎসাহিত করছে এ জাতীয় অনুষ্ঠান। আল কোরআনে বলা হয়েছে :

"এবং তুমি বিশ্বাসিনীদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহারাও যেন নিজেদের নয়নসমূহ অবনমিত করে ও স্ব-স্ব গুপ্তাঙ্গ গাহ সংরক্ষণ করে এবং যাহা স্বতঃপ্রকাশিত হয়, তদ্ব্যতীত তাহারা যেন স্বীয় কেশ বিন্যাস প্রদর্শন না করে ও তাহারা যেন স্ব-স্ব বক্ষসমূহের উপর আবরণী স্থাপন করে.....।" – আয়াত ৩১ : সূরা নুর : আল কোরআন।

মুসলিম তরুণীকে পণ্য করে লাক্সের বিক্রয় বৃদ্ধি সমর্থনযোগ্য নয়। ৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখ (রবিবার) একুশের দুপুর অনুষ্ঠানে একুশের নিজস্ব উপস্থাপিকা মেহজাদ গালিব নাট্যকার মামুনুর রশীদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সে রাতেই ৯-৩০টায় 'শতাব্দীর আলো'র ৩য় পর্ব প্রচার হবে।

সেদিন রাত ৯টা বেজে ৩০ মিনিটে প্রচারিত হল 'শতাব্দীর আলো'র ৩য় পর্ব। প্রথমেই দেখা গেল সাইকেল চালিয়ে মামুনুর রশীদ এলেন। বললেন, "সলিমুল্লাহ হলের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। ১৯২১ সালে এই সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল ও ঢাকা হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। তখন শিক্ষকদের বেতন ছিল ২০০/৩০০ টাকা। তবে ইংরেজ ভাইস চ্যান্সেলরের মাসিক বেতন ছিল ৪ হাজার টাকা। তখন ডাইনিং হল মানে ছাত্রাবাসের খোরাকী বাবদ লাগত ১২/১৩ টাকা।" তিনি যে সময়ের ইতিহাস তুলে ধরলেন সে সময়ে 'সলিমুল্লাহ হল' নামে কোন ছাত্রাবাসের অস্তিত্ব ছিল না, ছিল 'মুসলিম হল'। 'এশিয়ার বৃহত্তম ছাত্রাবাস মুসলিম হল' লেখা থাকত শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে। মুসলিম ঐতিহ্যবাহী এই বৃহত্তম ছাত্রাবাসটিকে একুশে টিভির ক্যামেরায় অতি সাধারণ

www.pathagar.com

এক ছাত্রাবাস হিসেবে তুলে ধরা হল। ক্যামেরার কারসাজিতে মুসলিম হল ছোট হলেও জগন্নাথ হল বড় মনে হল। মামুনুর রশীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটা ইতিহাসও তুলে ধরেন। নেহায়েত মনগড়া সে ইতিহাস। আশ্চর্য! যাদের অবদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, তাদের কোন উল্লেখ নেই মুসলিমবিদ্বেষী একুশে টিভির মামুনুর রশীদী সেই ইতিহাসে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১৯১২ সালের মে মাসে নাথান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির ২৫টি সাব-কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিম্নোক্ত রূপরেখা স্থির করেন ঃ প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানমূলক এবং আবাসিক হবে, কেবল ঢাকা শহরের কলেজগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত থাকবে। নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ৫৩ লাখ টাকা এবং বার্ষিক নির্বাহী খরচ ১২ লাখ টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছিল। নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং ঢাকা শহরের কলেজগুলোই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ইউনিটরূপে গণ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, আইন, চিকিৎসা, ইসলামিক স্টাডিজ ও কলাবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছিল। নাথান কমিটি রমনা অঞ্চলে অধুনালুপ্ত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের পরিত্যক্ত নবনির্মিত রাজধানী এলাকায় ৪৫০ একর জমির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে বলেন, যার মধ্যে ছিল ঢাকা কলেজ, গভর্নমেন্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট ও প্রেসসমূহ। এই ৪৫০ একর জমি নবাব সলিমুল্লাহ দান করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ১৯১৫ সালের ৭ জানুয়ারী নবাব সলিমুল্লাহর অকালমৃত্যু ঘটে।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের বাজেট সংকোচন করে মাত্র ১১ লাখ ২৫ হাজার টাকা করে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে তাও কার্যকর হয়নি। প্রস্তাবটি বলতে গেলে হিমাগারে পাঠানো হচ্ছিল। রক্ষা করলেন ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের আহ্বান জানান। তার আহ্বানের ফলে হিমাগার থেকে প্রস্তাবটি বের করে আনা হল। যখন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বানচাল হতে চলেছিল, তখন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রসঙ্গটি ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ পরিষদে উত্থাপনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিলেন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। শুধু তাই নয়, অর্থাভাবে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল তখন নওয়াব আলী তার জমিদারীর প্রায় সবটুকু বিক্রি করে নগদ ৪০ লাখ টাকা প্রদান করে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের এই প্রতিষ্ঠাতার নামে আজও কোন ছাত্রাবাস হয়নি। অথচ যার কোন অবদান নেই মুসলিমবিদ্বেষী সন্ত্রাসী সূর্যসেনের নামে ছাত্রাবাস আছে। মামুনুর রশীদ, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের নাম কেন গর্বভরে বললেন, কিন্তু সৈয়দ নওয়াব আলীর নাম নিলেন না। নওয়াব আলী যদি তার জমিদারী বিক্রি করে নগদ অর্থ না দিতেন তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর হত না, সত্যেন বোস ও মেঘনাদ

www.pathagar.com

সাহার আবির্ভাবও ঘটত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে যে তিনজন মুসলমান মনীষী রয়েছেন সেই নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক; তাদের কারোর নাম একুশে টিভিতে নেয়া হয়নি।

একুশে টিভির ক্যামেরায় জগন্নাথ হলকে বিরাট বিশাল করে দেখানো হল। 'জগন্নাথ' শব্দ সম্পর্কে শ্রী আশুতোষ দেব লিখেছেন ঃ "জগন্নাথ- পুরীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম। রাজা ইন্দ্রমন্নের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি গঠন করিতে থাকেন। বিশ্বকর্মা রাজাকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যে, যতদিন তিনি নির্মাণকার্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন যেন রাজা মূর্তি দর্শন না করেন। পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে রাজা কৌতূহলবশে বিশ্বকর্মার অজ্ঞাতে মূর্তি দেখিয়া ফেলিলেন। ইহাতে বিশ্বকর্মা কাজ ছাড়িয়া দিলেন। অথচ মূর্তির হাত-পা নির্মিত হয় নাই। ব্রহ্মার আদেশে মূর্তি এরূপই রহিল। তদবধি জগন্নাথ দেব হস্তপদহীন।"

– আশুতোষ দেব ঃ নূতন বাঙ্গালী অভিধান ঃ ২২/৫ ঝামানুপুর লেন, কলিকাতা- ৯ ঃ মহালয়া ১৩৬১ঃ পৃঃ ১১৬০-১১৬১

মুসলিম হল পরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল হয় এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর মুসলিম শব্দ মুছে ফেলা হয়। কিন্তু জগন্নাথ হল অক্ষত থাকে। হিন্দুদের খুশি করার জন্য এ কাজ করা হলেও হিন্দুরা কিন্তু খুশি হয়নি। ১১৭৩ সালে ভারতের নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে আওয়ামী লীগ চরিত্র তুলে ধরা হয়।

"In regard to the future, these Hindu representatives' did not appear to be very optimistic. One view was that like Pakistan is the Mujib Government's policy too was to case out the Hindus in gradual stages. It was agreed that in Pakistan at least these people needed the Hindus to maintain their majority, but now after liberation even that necessity was over. Now it the Hindus are still here, that is, because of the need for India's friendship. The day this need too in done away with the Hindus will find themselves on the road to India. Only Shekh Mujib, to some extent can resist the process, but he is surrounded by all kinds of Pakistani agents, communal fanatics and plain ruffians. Most of the Awami League membership in composed of thugs, decoats and cot-throats and the poor Hindus are entirely at their mercy."

– Basant Chatterjee : Inside Bangladesh Today : S. Chand & C0. New Delhi, 1973 PP. 140-141

বাংলায় "হিন্দু প্রতিনিধিরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বেশী আশাবাদী বলে মনে হল না। তাদের মতে, পাকিস্তান আমলের মত মুজিব সরকারের পলিসিও হচ্ছে পর্যায়ক্রমে হিন্দুদের এদেশ থেকে বের করে দেয়া। পাকিস্তান আমলে তবু নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

www.pathagar.com

প্রমাণের জন্য হিন্দুদের প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সেই প্রয়োজনটুকুও ফুরিয়ে গেছে। এখন যেটুকু প্রয়োজন তা হচ্ছে ভারতের বন্ধুত্ব রক্ষা। যখন তাও থাকবে না তখন তাদের ভারতে পাড়ি জমাতে হবে। শেখ মুজিব সেই প্রক্রিয়াকে কিছুটা প্রতিহত করতে পারেন, কিন্তু তার চারপাশে রয়েছে পাকিস্তানী দালাল, সাম্প্রদায়িক গোঁড়া এবং নিরেট গুণ্ডার দল। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সদস্য হল মস্তান, ডাকাত ও গলাকাটা খুনী, আর বেচারা হিন্দুরা এদেরই দয়ার উপর নির্ভরশীল।"

১৯৭২ সালে দিল্লী থেকে শ্রী বসন্ত চ্যাটার্জী এক ঝটিকা সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সরেজমিন সবকিছু দেখেশুনে ফিরে গিয়ে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাই ১৯৭৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের যে চরিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন, অনেকের মতে ২০০১ সালেও সেই চরিত্র বহাল আছে। তখন শেখ মুজিবর রহমান মুসলমানত্ব মুছে ফেলে হিন্দুদের খুশি করতে চেয়েছিলেন। এখন শেখ হাসিনাও মুসলমানত্ব বিসর্জন দিয়ে হিন্দুদের খুশি করতে চান। ইসলামে আছে মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোন বস্তু গ্রহণ মুসলমানের জন্য হারাম। ২৬ অক্টোবর ২০০১ তারিখে ঢাকেশ্বরী মন্দির পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা পূজার প্রসাদ পান। মনে হচ্ছে আল্লাহর তুষ্টির চেয়ে তার কাছে হিন্দুর তুষ্টি বড়।

মামুনুর রশীদও হিন্দুদের খুশি করার জন্য হিন্দু কীর্তি বিরাট ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একুশের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনকে দুনিয়ার বেহেশত করে ফেলেছেন। গাছতলায় ক্লাস, মেয়েদের নাচ, প্রকৃতির সাথে পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরলেন যে, বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান যেন সেটা। বিশ্বভারতীর সেকি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুপ্রধান এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন অথচ মুসলমান প্রধান শিলাইদহে মাত্র কয়েক টাকা ব্যয়ে তিনি একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় দেননি। শিলাইদহের জমিদারীর টাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় দিলেন বোলপুরে। রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ (মৃত)। তিনি লিখেছেন ঃ "কিন্তু শিলাইদহ জমিদারী এলাকার যেখানে প্রায় সকল রায়তই ছিল মুসলমান, সেখানে গরু কোরবানি নিষিদ্ধ করা কিংবা একতরফাভাবে খাজনা বাড়িয়ে মুসলিম প্রজাদের প্রতিরোধের মুখে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের গ্রামে হিন্দু (নমঃশূদ্র) প্রজাপত্তন নিশ্চয়ই কোন উদার অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বহন করে না।"

– আহমদ শরীফ ঃ রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মের রবীন্দ্র মূল্যায়ন ঃ বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক 'উত্তরাধিকার' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৩

এই বরীন্দ্রনাথকে 'মহামানব' বানিয়েছেন মামুনুর রশীদ। তিনি বলেন, বরীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ওরে ক্ষয় নাই ক্ষয় নাই।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর এই ছত্রদ্বয় তিনি রচনা করেন। (বলা বাহুল্য) নিঃশেষে প্রাণ দান

www.pathagar.com

করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মরহুম আহমদ ছফা 'যদ্যপি আমার গুরু' গ্রন্থে লিখেছেন :

"স্যার বললেন, দুইজন মানুষের মধ্যে কমপেয়ার কইর‍্যা দেখেন। আমাদেরকে কোন কথা বলতে না দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের প্রসঙ্গে চলে এলেন স্যার। তিনি বললেন, বারিন ঘোষের মানিকতলা বোমা মামলার সময় চিত্তরঞ্জন দৈনিক ফিস নিতেন দুই হাজার টাকা। কোর্টে যাইবার আগে টাকাটা আগাম দিতে অইত। মিঃ জিন্নাহ এক মাস ধইরা তিলকের একটা মামলা করছেন, ফিসের কথা যখন উঠল মিঃ জিন্নাহ কইলেন, আই ক্যান নট ক্লেইম ফিস ফ্রম এ পার্সন হুইজ নট ফাইটিং ফর হিজ ইনভিজুয়্যাল ইন্টারেস্ট।" – আহমদ ছফা ঃ যদ্যপি আমার গুরু ঃ মাওলা ব্রাদার্স ঃ ঢাকা ঃ পৃ– ৮৩

উপরের ইংরেজী কথাগুলোর অর্থ হল "যে তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে লড়ছে না, তার কাছ থেকে আমি কোন ফিস নিতে পারি না।" জিন্নাহ সাহেবের ফিস ছিল ঘণ্টাপ্রতি দুই হাজার টাকা। তিলক হিন্দু; কিন্তু দেশের জন্য কাজ করায় মামলায় জড়িয়ে যান। মিঃ জিন্নাহ বিনা ফিসে মাসাধিককাল তার পক্ষে ওকালতি করে তাকে মুক্ত করে আনেন। অথচ বারিন ঘোষ দেশের জন্য কাজ করলেও দেশবন্ধু তার কাছ থেকে ঠিকই ফিস আদায় করে নেন। এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তার বন্দনা করলেন। কিন্তু জিন্নাহর নাম জীবনে নেননি। জাত যাওয়ার ভয়ে বোধ হয়। এই তুলনা প্রমাণ করে সত্যিকার 'দেশবন্ধু' ছিলেন মিঃ জিন্নাহ।

'শতাব্দীর আলো'তে মহাত্মা গান্ধীকে দেখানো হল। তার অসহযোগ আন্দোলনও দেখালেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গী মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নাম উচ্চারণ করেননি। মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র কমরেড মোজাফফর আহমদের কথা বললেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব দেখালেন, লেলিনকেও দেখালেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কথা বললেন। সেই সুবাদে অল ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফফর আহমদের কথা উঠল।

কমরেড মোজাফফর আহমদের উক্তি, 'বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা–আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। সন্ত্রাসী সূর্যসেনেরও স্বপ্ন ছিল 'হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।' তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য জিন্নাহ হলকে করা হল সূর্যসেন হল। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর 'মুসলিম' শব্দ মুছে ফেলা শুরু হয়েছিল। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য 'একুশে টিভি'র প্রতিষ্ঠা। টেরিস্ট্রিয়াল শক্তিসম্পন্ন করা হয়েছে সরকারী খরচে এই বেসরকারী চ্যানেলটিকে। উদ্দেশ্য ইসলাম নির্মূল। মামুনুর রশীদ তৎকালীন ফুটবল খেলার কথা বলতে গিয়ে বললেন, ইস্ট বেঙ্গল টিমের কথা, কিন্তু ফুটবল খেলার ইতিহাস স্রষ্টা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের কথা বলেননি। না বলার কারণ হল বাংলার মুসলমানদের জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দীন আহমদ লিখেছেন: "মোহামেডান স্পোর্টিং উপরি উপরি পাঁচ-ছ'বছর লীগ বিজয়ী, শীল্ড বিজয়ী। সারা বাংলার আকাশ-বাতাস তখন 'মোহামেডান স্পোর্টিং জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত। এঁদের খেলায়

www.pathagar.com

জয়লাভের জন্য গ্রামের মুসলমানদের রোযা রাখতে দেখেছি। খেলা দেখার জন্য দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া থেকে দলে দলে মুসলমানরা আসত। বাংলার মুসলিমদের জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার অবদান যে কত বিরাট ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাবেন না। কবি গোলাম মোস্তফা এই ইতিহাসকে রূপ দিলেন, গানের ভাষায়– 'লীগ বিজয় না দিগ্বিজয়'। সে গান আমি রেকর্ড করলাম। বাংলার ঘরে ঘরে দিলাম রেকর্ডের মাধ্যমে মুসলিমের বিজয় বারতা পৌঁছে।"

– আব্বাস উদ্দীন আহমদ ঃ আমার শিল্পী জীবনের কথা ঃ পৃঃ ৮৩

মরহুম আব্বাস উদ্দীন আহমদের প্রত্যাশা, "বাংলার মুসলিমদের জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার অবদান যে কত বিরাট, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাবেন না।" এভাবে ব্যর্থ হবে কল্পনা করিনি। টেরিস্ট্রিয়াল শক্তিসম্পন্ন একুশে টিভি ইস্ট বেঙ্গল টিমের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠল অথচ মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের নাম একবারও নিল না। সে ইতিহাস মামুনুর রশীদও মুছে ফেললেন। অথচ মোহামেডান স্পোর্টিং শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতের গর্বের ধন। উপমহাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

"মোহামেডান স্পোর্টিং দলই প্রথম এ প্রমাণ দিল যে, শুধু ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য হিসেবে নয়, দলগত ক্রীড়া দক্ষতায়ও এদেশী দল ইউরোপীয়দের উপর টেক্কা দিতে পারে। মোহামেডান স্পোর্টিং শুধু ১৯০৪ সালেই নয়, উক্ত সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর একটানাভাবে লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ..... বস্তুত কলকাতার প্রথম বিভাগ লীগ খেলায় মোহামেডান দলের অভ্যুদয় ভারতীয় ফুটবলে ইউরোপীয় প্রাধান্য সমূলে ধ্বংস করে দেয়। আগে এটা ছিল সত্যই কল্পনাতীত ব্যাপার।

এমন কল্পনাতীত ব্যাপার মোহামেডান স্পোটিং দল কর্তৃক বাস্তবায়িত হওয়ায় শুধু কলকাতায় নয়, সারা ভারতের ক্রীড়া জগতেই মোহামেডানের নামে জয়ধ্বনি উত্থিত হল। আর শুধু কলকাতার মুসলমান নয়, সারা বাংলার মুসলমানরাই মোহামেডান দলের এই বিজয়কে তাদের নবঅভ্যুত্থানের (Renaissance) সূচনা বলে গ্রহণ করল। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার সুদূর পল্লীর ক্রীড়া ক্ষেত্রেও তাদের নাম ক্রীড়ামোদীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। বস্তুত মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিস্ময়কর বিজয় বাংলার মুসলমানদের মাধ্যমে যে উত্তেজনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, এমনটি ইতিপূর্বে বহুদিন তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। ফলে বাংলার মুসলিম জাতীয় জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিজয় বার্তা যে প্রভূত পরিমাণে, সক্রিয় হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই"– আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ অতীত দিনের স্মৃতি ঃ পৃঃ ১৬৬-১৬৭

মুসলমানদের এই গৌরবগাঁথা একুশে টিভি বেমালুল গায়েব করে ফেলল। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের উক্তি, "বস্তুত কলকাতার প্রথম বিভাগ লীগ খেলায় মোহামেডান দলের অভ্যুদয় ভারতীয় ফুটবলে ইউরোপীয় প্রধান্য সমূলে ধ্বংস করে দেয়।" প্রমাণ করে সমগ্র ভারতের গর্বের বস্তু মোহামেডান স্পোর্টিং। অথচ মুসলমানবিদ্বেষী একুশে টিভি মুসলমানের সেই ঐতিহ্য এড়িয়ে গেছে। মুসলমানের ছেলে এই মুসলিমবিদ্বেষী প্রচার

www.pathagar.com

মাধ্যমটির অস্তিত্ব কি আত্মঘাতী নয়? এবারের নির্বাচন দেশবাসীর পরিচয় তুলে ধরেছে। হিন্দুঘেঁষা ধর্মনিরপেক্ষ দল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে অথচ ইসলামপন্থী চার দলীয় ঐক্যজোট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে। এরপরও একটি গণমাধ্যম মুসলমানবিরোধী তৎপরতা চালানোর সাহস পায় কোন খুঁটির জোরে? জাতীয় স্বার্থে এসব জানা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসী ক্ষুদিরাম ও সূর্যসেনকে সমর্থন করেননি। কিন্তু একুশে টিভি সমর্থন দান শুধু নয়, এই সন্ত্রাসীদেরকে জাতীয় বীর হিসেবে 'শতাব্দীর আলো' করে দেখিয়েছে। ক্ষুদিরামকে দেখানো হয়েছিল ২১ অক্টোবর আর সূর্যসেনকে দেখানো হল ১১ নভেম্বর।

অধ্যাপক ডঃ স্যার সাফায়াৎ আহমদ খান, ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সূর্যসেন। তাই একুশে সংগ্রামী সূর্যসেনকে 'শতাব্দীর আলো' করলেন আর মুসলিম মনীষীদের অন্ধকারে রেখে দিলেন। মুসলমান নেতৃবৃন্দের নাম উচ্চারণে ঘৃণাবোধ করলেন। তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হল না।

শতাব্দীর আলোর ৪র্থ পর্বে অসহযোগ আন্দোলন অনেকক্ষণ ধরে দেখানো হল। মহাত্মা গান্ধীকেও দেখানো হল কিন্তু মাওলানা মোহাম্মদ আলীকে দেখানো হল না। তার নাম পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

শতাব্দীর আলোর প্রমোশানে প্রায়ই দেখানো হচ্ছে 'শতাব্দীর আলো দেখুন, শতাব্দীর ইতিহাস জানুন, কুইজে অংশ নিন, পুরস্কার জিতে নিন।' টেরিস্টোরিয়েল শক্তিসম্পন্ন একুশে টিভি এ কোন ইতিহাস তুলে ধরা শুরু করেছে? মুসলমানকে এভাবে বাদ দেয়ার অর্থ কি? তবে কি কমরেড মোজাফফর আহমদের উক্তিই সত্য। উক্তিটি হল ঃ "বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।" সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কি টেরিস্টোরিয়েল শক্তিসম্পন্ন করে একুশে টিভির প্রতিষ্ঠা? লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে 'শতাব্দীর আলো' নির্মাণের রহস্য এবার বোধগম্য হল। ইসলামকে প্রতিপক্ষ করায় এত ব্যয়বহুল ম্যাগাজিন নির্মিত হয়েছে।"

একুশে টিভি চালুর পর থেকে কিভাবে মিথ্যা বিকৃত ইতিহাস, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র হননের জন্য অশ্রাব্য অশ্লীল প্রচারণায় মেতে উঠেছিল তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় ২৮ জুলাই ২০০১ তারিখে প্রচারিত "আয়েশা মঙ্গল" নাটকে। এখানে তার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল যা নেয়া হয়েছে ৮/৮/০১ দৈনিক ইনকিলাব প্রকাশিত আতিক হেলালের লেখা থেকে।

একুশে টেলিভিশনে গত ২৮ জুলাই শনিবার রাত আটটা পঁয়ত্রিশে প্রচারিত একটি টেলিফিল্ম নিয়ে দেশজুড়ে একটা সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। কিন্তু কী ছিল টেলিফিল্মরূপী সেই নাটকটিতে? আসুন দেখা যাক।

নাটকটির রচয়িতা আনিসুল হক, নির্দেশক সরয়ার ফারুকী। আর নাটকটির নাম 'আয়শা মঙ্গল'।

নামকরণ থেকেই শুরু করা যাক। আয়শা নাম্নী সদ্য বিবাহিত এক গ্রামীণ বধূর জীবনকথা তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। ভাল কথা। কিন্তু এটির নামকরণে 'মঙ্গল'

www.pathagar.com

জুড়ে দেয়ার আবশ্যকতা কী ছিল, এই প্রশ্ন প্রথমেই উদ্রেক করেছে অনেক সাধারণ দর্শকের মনে। আভিধানিক অর্থে, এই 'মঙ্গল'-এর অর্থ হিন্দু দেবদেবীদের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য বা পালাগান।'

দাড়ি-টুপির চরিত্র হননের উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের শুরুতেই দাড়ি-টুপি, পাঞ্জাবীধারী একজন গ্রাম্য ঘটককে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যিনি নায়ক-নায়িকার বিয়ের ঘটকালি করছেন। নাট্যকার নির্দেশক এখানে অযথাই এই লোকটিকে একজন শঠ, ব্যক্তিত্বহীন, আত্মমর্যাদাশূন্য, বাচাল এবং সর্বোপরি চোর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। দেখা যাচ্ছে, এই ঘটক ঘটকালির উদ্দেশে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে তার বাচালতা ও কুপমণ্ডুকতার জন্য স্থানীয় লোকজনের হাতে অপমানিত হচ্ছেন এবং এক পর্যায়ে পরিচয় জানতে পেরে গ্রামের লোকজন তাকে সমাদর করলে তিনি বললেন, ... উহ্ জুতা মেইরে গরু দান। মুই কিছু খাবান নয়। মোক তুমরা যাবার দ্যান। কইন্যার ছবিখান দ্যান... মোক বিদায় দ্যান।.... এলায় মোক যে দশটা টাকা দিলে হয়।....' এই কথার ফাঁকে গোপনে দু-দুবার তিনি তার জন্য রাখা টোস্ট বিস্কুটের প্লেট থেকে একটা করে টোস্ট নিয়ে তার পাঞ্জাবীর পকেটে ঢোকায়। অর্থাৎ তার ব্যবসাটা এরকমই।

চরিত্র হনন-প্রচেষ্টা দিয়ে শুরু এবং চরিত্র হনন প্রচেষ্টা দিয়েই নাটকটি শেষ হলেও এর মাঝখানে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে কিছু রগরগে সংলাপও জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন : নায়ক-নায়িকার (আহমেদ রেজা রুবেল -বন্যা মির্জা) বিয়ের পর নায়িকা আয়শা সন্তানসম্ভবা। এখন তার জন্য একটা কাজের লোক রাখা হবে। নায়ক বলছেন : ....এখন অবশ্য কাজের লোক রাখতে আপত্তি নেই। এখন তো প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ।' প্রত্যুত্তরে নায়িকার সলাজ উচ্চারণ ঃ 'ফাজিল! বেশরম!' আরও আছে। নায়ক আয়শাকে চটপটি খাওয়াবে। নায়িকার প্রত্যুত্তর; 'আমার এখন বাইরের জিনিস খাওন বারণ।' নায়কের দুষ্টমি ভরা প্রস্তাব ঃ 'ও.... তাহলে তো তোমাকে ভেতরের জিনিসই খাওয়াতে হয়....।'

আসল উদ্দেশ্য শুরু হয় এভাবে

"প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর ডালিম বলছি...!' নায়ক তার সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানকে রেডিওর গান শোনাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে এই ঘোষণা শুনে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে (সে রকমই বিকট একঁ শব্দ হয়। আর কিছুই শোনা যায় না।)। এরপর ঘটনা পরম্পরায় পরিস্থিতি অগ্রসর হতে থাকে। একরাতে আয়শা বিছানায় শুয়ে ভীতবিহ্বল স্বরে স্বামীকে বলছেন : ....তুমি তো আমাকে কিছুই বলো না– দ্যাশে কী হয়- তোমার কোনো বিপদ-আপদ হবে না তো? দীর্ঘশ্বাসসহ স্বামীর উত্তর ঃ 'পরিস্থিতি সিরিয়াস, মার্শাল ল'।'

বিছানায় শুয়ে এদের আরেক রাতের সংলাপ–

ঃ আশা মনি, আমাদের জাতীয় পোশাক কী বলো তো?

ঃ শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী চেঞ্জ হয়ে গেছে। মোশতাক-শার্ট, মোশতাক-প্যান্ট হয়ে গেছে। মোশতাক-টুপি এখন জাতীয় টুপি। আন্ডারওয়্যারটা নিয়া অবশ্য এখন কোনো

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত হয় নাই- হা হা হা। এরপর আরেক রাতের দৃশ্যে দেখা যায় ঃ আয়শার বাবা স্ত্রীকে বলছেন একটা মুরগী জবাই করে জানের সাদকা হিসেবে দিয়ে দেয়ার জন্য। কারণ? দেশের পরিস্থিতি নাকি খুবই খারাপ। এই পরিস্থিতিতে যে তারা জানে বেঁচে আছে, তাতেই শুকরিয়া।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকার অর্থাৎ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই যে এই নাটকের চূড়ান্ত (Ultimate) টার্গেট, তা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় এর পরতে পরতে। যেমন : একটি দৃশ্যে গ্রামের আজিজুল মাস্টার (আয়শার পিতা)-এর কাছে গ্রামেরই এক লোক একটা চিঠি নিয়ে আসে। তাতে লেখা ঃ গণভোট, ৩০ মে ১৯৭৭। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যা যা করেছেন, যা যা বলছেন, যা যা করবেন, তার উপর আপনার আস্থা আছে কি না– যদি থাকে, তো ব্যালট পেপার ফেলুন হ্যাঁ বাক্সে, আর যদি না থাকে, তাহলে ব্যালট পেপার ফেলুন 'না' বাক্সে।' এই ভোটে আজিজুল মাস্টারকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পত্রবাহক তাকে বলছে : .... যাই কন সার, লোকটা [জিয়াউর রহমান] কিন্তু ট্যাকা-পয়সার ব্যাপারে এক্কেরে দিল খোলা। ....চারিপাশে ট্যাকা উড়তেছে... ধরবার পারলে হয়... আমিও লাইনে আছি।'

এবার ভোটের দৃশ্য। একটি ভোটকেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের কিছু বখাটে তরুণ টেবিলের ওপর পা তুলে হাত-পা দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গলা ছেড়ে বিকৃত সুরে গান করছে ঃ বাপুই চ্যাংড়ারে...। এদের কথোপকথন–

ঃ হাসু মিয়া, আমি যে শুনলাম, ভোট না দিলে হামাক বলে ইন্ডিয়া পাঠাইবে?

ঃ আরে মুইও আগে শুনলু–।

ঃ তো মোর বাড়ির ভোট মুই একলাই দেই....। মোক বিড়ি দ্যাও।

এক পর্যায়ে আজিজুল মাস্টার তার সহকর্মীকে বলছেন–

,,,,ভোট তো শ্যাষ। তুমরা অংকের শিক্ষক; তুমরা ভোট গণনা করো।

ঃ অংক কী হবি? অংকের কী আছে? আরে চুপ কইরি চায়া দ্যাহো, মুই কী করু। এই বলে সে লিখতে থাকে– মোট ভোট ১৪০০। ভোট পড়েছে ১৩৯০। হ্যাঁ ভোট ১৩৮৫। না ভোট ২, বাতিল ৩।

ঃ তুমি তো ভোট গণই নায়। (এই কথার সাথে সাথেই বারান্দার বখাটে তরুণদের গান উচ্চারিত হতে শোনা যায় ঃ তুই তো বাপুই চ্যাংড়া মানুষ কিছুই বুঝিস না...)

ঃ হে, না গুইন্যাই যখন কাজ হয়, তো গুইনা দরকারটা কী অ্যাঁ?

এবার জিয়াউর রহমানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের প্রতি কটাক্ষ। কিন্তু তার সাথে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটির প্রতিও কটাক্ষ কেন? জয়নাল (স্বামী বলছে আয়শাকে ঃ 'এইবার কিন্তু একটা মেয়ে চাই। এক ছেলে, এক মেয়ে সুখী পরিবার।

পরিবার পরিকল্পনা।'

www.pathagar.com

ঃ অ্যাঁ, হ্যাঁ। ইনশাল্লাহ বাচ্চাডা হয়ে নিক। ইনশাল্লাহ ডাক্তারের কাছে যাব। ইনশাল্লাহ যে ম্যাথড দেয়... ইনশাল্লাহ ফ্যামিলি প্লানিং করব– হা হা হা।

নাটকের মূল উপলক্ষটা সম্পর্কে সামান্য কিছু সংলাপ দেয়া হয়েছে, যাতে দর্শকদের মধ্যে অস্পষ্টতা এবং রহস্যময়তার উদ্রেক করেছে মাত্র। আয়শা-জয়নাল সংলাপ–

ঃ আচ্ছা, জাপানী পেলেনডা এত দ্যাশ থাকতে..হাইজ্যাকাররা বাংলাদেশে উড়লো ক্যা?

ঃ গড নোজ।

ঃ পেলেনটা... বোমা মাইরি উড়িয়ে দেয়। তাইলে এয়ারপোর্টের ক্ষতি হবে না?

ঃ হতি পারে।

ঃ ওরা কী চায়?

ঃ ওরা ওদের বন্দীদের মুক্তি চায়। ৬ জন বন্দী আর ৬০ লাখ ডলার দেবে জাপান গভর্নমেন্ট। আলোচনা চলছে। এরপর দেখা যাচ্ছে, আয়শার স্বামী জয়নাল কর্মস্থল থেকে আর ফিরে আসে না। খবর আসে জয়নালকে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে। ফাঁসি হবে। আর এদিকে তার ছোট ভাই দুই বার ম্যাট্রিক আর তিনবার আইএ দেয়া আলম একদিন বলছে...হুন্ডা কিনি ফালাইছু।"

ঃ এতা টাকা কোন্টে পাইলা, আলম ভাই? (তার ছোট বোনের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা)

ঃ ফুড ফর ওয়ার্ক। হ্যাঁ। স্বনির্ভর বাংলাদেশ। ম্যালা গম আসতেছে। ভাবছি, ইবার আর বিএ পরীক্ষা দিবান না।.... ট্যাকায় ট্যাকা আসবো....।

আলম এই ট্যাকার প্রলোভন তার ভাবী আয়শাকেও দেখায়। এলাকার নতুন ফিশারীজ অফিসারের দুই মেয়েকে আরবী পড়ানোর প্রস্তাব দেয় তাকে ঃ সপ্তাহে দুই দিন। মাসে তিনশ' টাকা। ম্যালা গম আইসি গেছে। আরে ফিশারীজ অফিসার লোক ভালা। পুকুর কাটা হইতেছে। ম্যালা গম...। ফিশারীজ অফিসারের বৌকে যদি আপনি মানাইবার পারেন, তাইলে মুই আরো বেশি পুকুর কাটার কাম পামু....।

এবার পুনরায় ইসলামের প্রতি কটাক্ষ। ফিশারিজ অফিসারের দুই কন্যা আয়শাকে বলছে ঃ .আমাদের আগের মৌলভী স্যারকে আব্বা হুজুর বলতাম।.....হুজুরের স্ত্রীলিঙ্গ হুজুরাইন। আমাদের ব্যাকরণে আছে। আপনাকে কি আমরা হুজুরাইন বলে ডাকবো?"

আরবী পড়াতে গিয়ে আয়শা 'আউজুবিল্লাহ হিমিনাশ শয়তানির রাজীম' বলছে এবং এ সময়ে অন্যমনস্ক হয়ে স্বগতোক্তি করে ঃ 'হে আল্লাহ মোকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো...।' এই বিতাড়িত শয়তান' বলতে কাকে ইঙ্গিত করছে ভুক্তভোগী আয়শা, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

এ সময়ে দুই মেয়ে প্রশ্ন করছে ঃ চাচী, শয়তানের কয়টা হাত?

এদিকে কল্পনায় স্বামী জয়নালের কথা শুনতে পায় আয়শা; 'আমার তো কোন দোষ নেই। অবস্থা ঠাণ্ডা হলি আমাদের ছেড়ে দেবে।' ক্ষুব্ধ আয়শার প্রশ্ন ঃ অবস্থা ঠাণ্ডা হবি কবে?

কেয়ামতের পরে।"

অধ্যাপক ড. ইকবাল হাসান মাহমুদ দৈনিক ইনকিলাবে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেন, "যারা একুশে টিভির খবর শুনতেন তাদের কাছে মনে হবে এদেশ যেন একটি নরকে

www.pathagar.com

পরিণত হয়েছে। খবরের মধ্যে শুধু হত্যাকাণ্ড এবং হাইজ্যাকের সংবাদেই ঠাসা থাকে। অথচ আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কিন্তু তারা কখনও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি তথা হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, রাহাজানির কথা কোনোদিনই উচ্চারণ করেনি। অর্থাৎ এখন আওয়ামী মিডিয়ার একমাত্র প্রধান কাজ হচ্ছে জাতিকে জানানো যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খুবই করুণ এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। একটি কথা বারে বারে বললে মানুষ তো অবশ্যই তা বিশ্বাস করবে। অবশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে খুব একটি ভাল তা কিন্তু আমি বলছি না। তবে আওয়ামী লীগ আমল থেকে অবশ্যই যে ভাল এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দিহান। শুধু একুশে টিভির কথা কেন বলি, জনকণ্ঠসহ আওয়ামী বলয়ের সংবাদ পত্রগুলোও একযোগে প্রচার করে যাচ্ছে যে, এদেশের আইন-শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু বাকি নেই। একথা তো সত্য যে মানুষ বিএনপিকে ভোট দিয়েছে একটু শান্তিতে দিনাতিপাত করার জন্যই। এই প্রত্যাশা যদি তাদের বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তারা কোথায় যাবে?

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী যখন জেলা প্রশাসকদের নিয়ে প্রথম মিটিং করেন, তখন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক বলেছিলেন যে, এক হিন্দুর রেস্টুরেন্টে স্টোভ বিস্ফোরিত হয়ে কয়েক জনের মৃত্যু ঘটেছিল। এটা ছিল নিতান্তই একটি দুর্ঘটনা। যেহেতু এই ঘটনায় হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে তাই একুশে টিভি এটাকে নিউজের লিড করেছিল। এভাবেই জনকণ্ঠ এবং একুশে টিভি তিলকে তাল করে চলেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা জোরেশোরে প্রচার করেছে।"

(বইয়ের তৃতীয় এই অধ্যায়টি লিখতে ব্যাপকভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রবীণ অভিনেতা, বিশিষ্ট গবেষক জনাব ওবায়দুল হক সরকার লিখিত বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে যা বিভিন্ন সময়ে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।)

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মিথ্যা সংবাদিকতায় একুশে টিভি

একুশে টেলিভিশন এদেশে চালু হয়েছিল একটি জাতি বিনাসী মিশন নিয়ে। সেই মিশনটি ছিল আমাদের নিজস্ব প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়ে মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে সেখানে ভোগবাদী উচ্ছৃংখল এবং পৌত্তলিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো। এছাড়া তাদের সরাসরি রাজনৈতিক মিশন ছিল আওয়ামীলীগকে এদেশে প্রতিষ্ঠা করা। তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান একটি একটি করে বিশ্লেষণ করলে তাদের এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা সরাসরি আওয়ামী প্রচারণায় মেতে ওঠে নগ্নভাবে। বিপরীতক্রমে একই উদ্দেশ্যে চারদলীয় জোটের প্রতি যাতে জনমন আকৃষ্ট না হয় সেইভাবে খবর ও অনুষ্ঠান প্রচার করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকীতে তারা তো কোন অনুষ্ঠানের আয়োজনই করেনি বরং বিএনপির পক্ষ থেকে টাকার বিনিময়ে অল্প সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন আকারে অনুষ্ঠান প্রচার করতে চাইলেও তারা তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ছাপ্পর লাগানো অভিনেতা অভিনেত্রী গংদের মাধ্যমে আওয়ামীলীগের ওপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারে তার খুবই উৎসাহী অন্যদিকে চারদলীয় জোটের নামে নানা মিথ্যা সংবাদ ছড়াতে থাকে। নিচের লেখাগুলোয় তা স্পষ্ট হবে।

একুশে টিভি এদেশের মুসলিম ও ইসলামী পরিচয় মুছে ফেলার জন্য মিথ্যা বিকৃত ইতিহাস রচনা করে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। এ বইয়ের বিভিন্ন আলোচনা এবং উল্লেখিত ইটিভি অনুষ্ঠানে তা স্পষ্ট। এই উপমহাদেশের ইসলামের প্রকৃত ধারক বাহক মুঘল সম্রাট মহীয়ান আওরঙ্গজেবের প্রতি হিন্দু এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকরা নানা কলঙ্ক লেপন করে বিকৃত ধিকৃত করে চিত্রিত করেছে। তার একনিষ্ঠ প্রতিনিধি বাংলায় প্রবাদ প্রতীম মহান শাসক নবাব শায়েস্তা খানকেও তাই একুশে টেলিভিশন ধিকৃত বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্যদিকে স্বধর্ম দ্বীনে ইলাহীর উদ্ভাবক কাফের আকবরকে হিন্দু এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বানিয়েছে আকবর দি গ্রেট। এখানে একুশে টিভিতে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তিকর কিছু খবর যা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে তা তুলে ধরা হল।

একুশে টিভির বিভ্রান্তিকর সংবাদ ॥ নারায়ণগঞ্জে সংখ্যালঘুদের বিস্ময়

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭টায় একটি বেসরকারি টিভির খবরে বলা হয় নারায়ণগঞ্জের লক্ষ্মী নারায়ণ আখড়া এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চালানো হইয়াছে। তাহাদের ভোট দিতে দেওয়া হয় নাই। এই সংবাদ

www.pathagar.com

প্রচারিত হইবার পর এই এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া একুশে টিভির উক্ত সংবাদকে বিভ্রান্তিমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। বাস্তবচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়া প্রাইমারী স্কুল কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ভোট পাইয়াছেন ১৫ শত ২ ভোট, বি.এন.পি প্রার্থী ২ শত ৬২ ভোট ও জাতীয় পার্টি (এ) প্রার্থী পাইয়াছেন ১৫৩ ভোট। এই কেন্দ্রের ভোটারদের সিংহভাগই সংখ্যালঘু। গতকাল ভোট গ্রহণকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করে। শুধু পুরুষ ভোটার নয় মহিলা ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখ করার মত। একুশে টিভির বিভ্রান্তকর সংবাদ পাঠের পর এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হইয়াছে।

– দৈনিক ইত্তেফাক, ২/১০/০১

ইটিভির বানোয়াট রিপোর্ট লালপুরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

একুশে টেলিভিশন গত শনিবার (১৫/১২/০১) রাতের শেষ খবরে লালপুরের মদের ভাটি উচ্ছেদকে 'সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় ২০ জন আহত ঃ ৫ জন হাসপাতালে' শীর্ষক একটি বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করায় সমগ্র জেলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নাটোর প্রতিনিধি সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে এলাকাবাসী, পুলিশ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জানান, ঘটনার দিন কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর হামলা হয়নি। লালপুর থানা পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘ দিন থেকে দেশী মদের ব্যবসা এবং ব্যবহারে এলাকাবাসী চরম অতিষ্ঠ। সম্প্রতি নবনিযুক্ত যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল তার নিজ এলাকায় সৌজন্য সাক্ষাতে এলে এলাকাবাসী তাদের সন্তানরা মাদকাসক্ত হওয়ার আশংকায় বিভিন্ন মদের ভাটি দ্রুত উচ্ছেদের দাবি জানান। প্রতিমন্ত্রী জনাব পটল তাৎক্ষণিকভাবে থানা পুলিশকে ভাটি উচ্ছেদেরও নির্দেশ দেন। ফলে গত শনিবার একদল পুলিশ বিকেল ৫টা থেকে এক অভিযানে প্রায় দেড়শ মদের ভাটি উচ্ছেদ করে। এর মধ্যে সংখ্যালঘুদের মদের ভাটি ছিল ৪০টি। এদিকে এ ঘটনাকে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত করে একুশে টেলিভিশন রাতের শেষ সংবাদ শিরোনামে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ২০ জন আহত, ৫ জন হাসপাতালে বলে সংবাদ পরিবেশন করে। বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, এ ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ব্যাপারে নাটোর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ওই জেলার পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও আ'লীগ নেতা চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, আ'লীগ জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। সৌজন্যে ঃ দৈনিক দিনকাল, ১৬/১২/০১

একুশে টিভির বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ মামলা করবেন বিএনপি প্রার্থী

জামালপুর-১ আসনে বিএনপি ও ৪ দল মনোনীত প্রার্থী এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

www.pathagar.com

গত ৩১ আগস্ট জামালপুর জেলা রিটার্নিং অফিসার এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাতের মনোয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে তাকে সনদপত্র প্রদান করেন। কিন্তু একই দিন রাত ১১ টায় ইটিভির বাংলা সংবাদে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনাব মিল্লাতকে ঋণখেলাপী হিসেবে ঘোষণা করে তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। জনাব মিল্লাতের আইনজীবীর দেয়া উকিল নোটিশে বলা হয়, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইটিভি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ কাজটি করেছে। ইটিভির পরিবেশিত এ সংবাদকে পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাতের নামে মাঠে-ময়দানে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বি. এন. পির বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী সমর্থকসহ সাধারণ ভোটাররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ইটিভির সংবাদ আসন্ন নির্বাচনে জনাব মিল্লাতকে অভাবনীয় ক্ষতি করেছে।

ইটিভির ভুল ছবি প্রদর্শনের তীব্র প্রতিবাদ

গত সোমবার (১৬/১০/০১) ইটিভির রাত ১১ টায় প্রচারিত বাংলা খবরের সময় আফগানিস্তান সংক্রান্ত জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ সমাবেশের সংবাদ সম্প্রচারকালে ভুল ছবি প্রদর্শনে মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জামায়াতের প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়েছে জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শিক সংগঠন বিধায় এমন কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে না যা জনমনে বিভ্রান্তিকর সৃষ্টি ও সংগঠনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে। কিন্তু ইটিভি মহানগরী জামায়াত আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলের খবর প্রচার করতে গিয়ে জামায়াতের মিছিলের ছবি না দেখিয়ে ভিন্ন একটি সংগঠনের ব্যানারে বুশের ব্যঙ্গ প্রতিকৃতি ও কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর দৃশ্য জামায়াতের নামে দেখানো হয়েছে যাতে জনমনে বিভ্রান্তি ও জামায়াতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ইটিভির এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক ভূমিকার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা এবং ইটিভিকে সংবাদ পরিবেশন ও ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক ও দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৭/১০/০১

ইটিভির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বি. চৌধুরী

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে তাকে নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠান প্রচারে রাজি না হওয়ায় বেসরকারি চ্যানেল ইটিভির সমালোচনা করলেন সংসদের বিরোধী দলের উপনেতা অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। গতকাল (৪/৬/০১) ২৯ মিন্টু রোডে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দায়িত্ব পালনকালে ইটিভি'র সাংবাদিক এবং তার সামনে রাখা মাইক দেখে প্রশ্ন করেন, আপনারা খামাখা অনুষ্ঠান কভার করেন দেখাবেন নাতো! তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, মাত্র ১২ মিনিটের একটা অনুষ্ঠান তৈরী করে দিলাম, আপনারা তা প্রচার করলেন না। এ ঘটনায় আমরা দুঃখিত, বেদনাহত। কর্তব্যরত সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে বিএনপি নেতা বলেন, আপনারা আমাদের চিঠিটার উত্তর পর্যন্ত দিলেন না।

www.pathagar.com

বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক এমরান সালেহ প্রিন্স এ সময় বি. চৌধুরীর দৃ আকর্ষণ করে বলেন ওরা নাকি আমাদের চিঠি সময় মতো পায়নি। বি. চৌধুরী তখ বলেন এটা জবাব হলো না। এটা কোনো কথা হয় না। আমাদের একটা ছোট কাগজ (জবাব) পাঠাতে পারতেন। – দৈনিক ভোরের কাগজ, ৫/৬/০১

সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের প্রতি ইটিভির অবহেলা

গতকাল বুধবার (১৮/৭/০১) মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী প্রতিনিধিদল সকালে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ও বিকেলে কেয়ারটেকা সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন করেন। দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী সংগঠন ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের এই সাক্ষাতে খবরটি বাংলাদেশ টেলিভিশন যথাযথভাবে প্রচার করলেও দেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশন সম্পূর্ণ ব্লাক আউট করায় গতকাল রাতে দৈনিক সংগ্রাম অফিসে বিপুলসংখ্যক দর্শক, টেলিফোনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। তারা বলেন, জনগণের টাকায় পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার অবকাঠামো ও সরঞ্জাম ব্যবহার করলেও জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি গণসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ খবর বেমালুম চেপে যেয়ে একুশে টেলিভিশন দেশের জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে। এই নীচুতার মাধ্যমে ইটিভি কর্তৃপক্ষ জামায়াতকে আড়াল করতে যেয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট ও কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টার তৎপরতা ও কার্যক্রমকেও আড়াল করেছে।

দর্শকরা বলেন, লীগ সরকারের আমলে বিটিভি'র একদলীয় প্রচার প্রোপাগান্ডার বিপরীতে একুশে টেলিভিশন 'পরিবর্তনের অঙ্গীকার' নিয়ে জনগণের টাকায় পরিচালিত সম্প্রচার অবকাঠামো ও সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দেশের একদলীয় অপশাসনের পরিবর্তন হলেও ইটিভি তাদের পরিবর্তনের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারেনি। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের বিষয়ে দেশের দু'শীর্ষ ব্যক্তির সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের খবর পরিবেশন না করায় অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতি ইটিভি কর্তৃপক্ষের অবহেলার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। দর্শকরা জানান, সকল দলের নিরপেক্ষ খবর প্রকাশ ব্যর্থ হলে তারা ইটিভি'র সরকারি সরঞ্জাম ব্যবহারের চুক্তি বাতিলের দাবীতে কর্মসূচী দেবে। – দৈনিক সংগ্রাম, ১৯/৭/০১

নিরপেক্ষতা প্রমাণে ব্যর্থ হলে ইটিভির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবে বিএনপি

একুশে টেলিভিশনের সঙ্গে বিএনপির স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। বিএনপির পক্ষ থেকে বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও বেসরকারি মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল ইটিভি সংবাদ পরিবেশন নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিএনপি হাই কমান্ড প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ইটিভিতে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। ইটিভির এমডি ও প্রধান বার্তা সম্পাদক সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য বনানী অফিসে গিয়ে বিমুখ হন বলে সূত্র জানায়।

www.pathagar.com

বিএনপির প্রচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালেই ইটিভির নগ্ন পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে বিএনপির পক্ষ থেকে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো হয়। এ নিয়ে গুলশানের একটি বাড়ীতে প্রথম দফা এবং ইটিভি ভবনে দ্বিতীয় দফা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে ইটিভি কর্তৃপক্ষ তাদের মালিকানার সঙ্গে শেখ পরিবারের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগকে বেশী কভারেজ দিতে হচ্ছে বলে জানায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে নিশ্চয়তা দেয়া হয় গত ২ জুলাই ইটিভি ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন না ঘটে উল্টো ভূমিকা পালন করছে বলে বিএনপি নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। ভাষা ও উপস্থাপন কৌশল এবং অধিক সময় বরাদ্দ করে ইটিভি এখনো আওয়ামী লীগকেই সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিচ্ছে বলে মনে করেন বিএনপি নেতৃত্ব। বিশেষ করে গত সপ্তাহে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী একটি নাটক প্রচারকে খোদ বেগম খালেদা জিয়া ঔদ্ধত্য হিসেবে বিবেচনা করেন। একই দিন ইটিভির সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য নাটক প্রচারের প্রতিক্রিয়ায় খালেদা জিয়া নির্ধারিত সাক্ষাৎকার দেননি বলে সূত্র জানিয়েছে। গত ৩১ জুলাই ইসলামপুরে খালেদা জিয়ার একটি অনুষ্ঠান এবং একই দিন শিক্ষকদের সাথে শেখ হাসিনার অনুষ্ঠান কাভারেজের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলেও বিএনপির অভিযোগ।

এছাড়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে খালেদা জিয়ার দক্ষিণাঞ্চল সফরে নজিরবিহীন বাধা, হামলা, নারায়ণগঞ্জের বোমা ট্রাজেডির রিপোর্টের ক্ষেত্রে ইটিভি আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার উৎকট প্রকাশ ঘটিয়েছে বলে বিএনপি নেতৃবৃন্দ মনে করেন। ইটিভির সাথে বিএনপির শীতল সম্পর্কের সূচনা গত ৩০ মে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিক-এর অনুষ্ঠান প্রচার নিয়ে। সে সময় ইটিভি জিয়াউর রহমানের ওপর নিজস্ব কোন অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ তো নেয়ইনি, এমনকি বিএনপির পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে কিছু সময় জিয়ার কর্মময় জীবনের ওপর অনুষ্ঠান প্রচারের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়। জানা গেছে, তখন থেকে বিএনপির হাইকমান্ড ইটিভির গতিবিধি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বিএনপি সূত্র জানায়, ইটিভির পক্ষ থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান তৈরির জন্য বিএনপির সাথে যোগাযোগ করলে জানিয়ে দেয়া হয়– আবেদ খান, আলী যাকের গং মডারেটর থাকলে সে অনুষ্ঠানে বিএনপি অংশ নেবে না। বিএনপি সূত্র জানায়, নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর আগেই ইটিভি সত্যিকারের নিরপেক্ষতার প্রমাণে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান করবে বিএনপি। তাদের বয়কটসহ রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম ইটিভির স্থাপনা ব্যবহার করে ইটিভির সম্প্রচার সুবিধা বন্ধের দাবী জানানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। সৌজন্যে ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৩/৮/০১

ইটিভির 'নৌকা' প্রচারণার কৌশল

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'ইটিভি' এবার 'নৌকা' মার্কা প্রচারণার বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বহুল সমালোচিত টিভি চ্যানেলটি গত কয়েকদিন ধরে

www.pathagar.com

চারদলীয় জোটকেও আগের চেয়ে কিছুটা বেশি কাভারেজ দিচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে প্রাধান্য দেয়ার দুর্বলতা চ্যানেলটির রয়েই গেছে। এবার তারা অতি কৌশলে 'নৌকা' মার্কার প্রচারে নেমেছে।

কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইটিভির সংবাদে 'নৌকা' শব্দটি বার বার উচ্চারণ করা হচ্ছে। দৃশ্যেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'নৌকা' প্রতীককে বার বার দেখানো হচ্ছে। রিপোর্টে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের খণ্ডাংশ প্রচারেও 'নৌকা' শব্দটির উল্লেখ আছে এমন অংশটিই বেছে নেয়া হচ্ছে বেশি। অন্যদিকে বিএনপি, জামায়াতসহ চারদলীয় জোটের খবর প্রচারকালে তাদের প্রতীক 'ধানের শীষ' ও 'দাঁড়িপাল্লা'র শব্দগুলোকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। দৃশ্যেও এই প্রতীকগুলো তেমন একটা দেখানো হচ্ছে না। চারদলের নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যের খণ্ডাংশ প্রচারকালেও যেই অংশে ধানের শীষ বা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেয়ার আহ্বান নেই সেই অংশটিই প্রচারের জন্য বেছে নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যে বক্তব্যে শুধু চারদল বা বিএনপিকে ভোট দেয়ার আহ্বান আছে সেই কথাটি প্রচার কবা হচ্ছে। কিন্তু যেই অংশে ধানের শীষ বা দাঁড়িপাল্লা শব্দ উচ্চারিত হয়েছে তার প্রচার করা হচ্ছে না। গত বুধবার ইটিভির রাত এগারটার খবরে শেখ হাসিনার রংপুরে নির্বাচনী প্রচারের রিপোর্টে অন্তত ৫/৬ বার 'নৌকা' শব্দটি রিপোর্টারের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। আবার শেখ হাসিনার যে বক্তব্য প্রচার করা হয় তাতেও 'নৌকা' কথাটি কয়েকবার ছিল। অন্যদিকে এরপরই খালেদা জিয়ার বৃহত্তর মোমেনশাহী সফরের উপর যে রিপোর্ট প্রচার করা হয় তাতে ধানের শীষ কথাটি মাত্র এক কি দুইবার উচ্চারিত হয়। – দৈনিক সংগ্রাম, ২২/৯/০১

নাটকের নামে চরম ধৃষ্টতা
শায়েস্তাখানকে খলনায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছে একুশে টিভি

একুশে টেলিভিশন (ইটিভি) বাংলাদেশের কিংবদন্তীতুল্য মহান শাসক শায়েস্তা খানকে খলনায়ক হিসেবে উপস্থাপন করে চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ধারাবাহিক নাটকের নামে এই খল চরিত্রের প্রদর্শনে জনমনে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

গত ৯ই জুলাই মঙ্গলবার (২০০২) রাত ৮টা ৫ মিনিটে ইটিভিতে ধারাবাহিক নাটক জেলার ডায়রীর ১২তম পর্ব প্রচারিত হয়। শায়ের খান রচিত ও পরিচালিত এই পর্বে দেখানো হয় ঢাকার ঐতিহাসিক লালবাগের কেল্লার উপর প্রামাণ্যচিত্র। সঙ্গে ভোলার রঙ ও ব্যঙ্গ অভিনয়। এতে এক পর্যায়ে নায়ক ভোলা কেল্লার একটি অংশে ঘুমিয়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে। এই স্বপ্নে অতি কৌশলে শায়েস্তা খানকে একজন ভাড় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, অর্থলোভী এবং অর্থের জন্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জনকারী চাটুকাররূপে বিক্রীত করা হয়। তার স্ত্রী ও পরিবারের মহিলাদেরও একই রূপ কদর্য চরিত্র দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মন চালসহ বিভিন্ন পণ্যের সস্তামূল্য হওয়ার ঘটনাকে ঠাট্টা-মশকরা

www.pathagar.com

করে তুলে ধরা হয়। এই দৃশ্য দর্শকদের চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করে। ইতিহাস বলে, শায়েস্তা খান ৬৩ বছর বয়সে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং প্রায় সিকি শতাব্দী তাঁর দায়িত্ব পালনকালে ঢাকাকে তিল তিল করে গড়ে তোলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এ সুবাদারের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব মগ ফিরিঙ্গিদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম জয় করে বাংলার মানুষকে দীর্ঘ-নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। তিনি ইংরেজ কোম্পানির অবৈধ প্রভাব বিস্তার ঠেকাতে গিয়ে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত হন। অত্যন্ত উদার, প্রজাকল্যাণকামী এই শাসক বিধবা এতিম, অক্ষমদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন এই অঞ্চলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধনকারী। তাঁর সময়কালকে বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলা হয়।

ইংরাজ বিরোধিতার কারণে তিনি যেমন পরবর্তী ইংরাজ ঐতিহাসিকদের চক্ষুশূল হন তেমনি আওরঙ্গজেবের প্রিয়ভাজন হবার কারণেই কতিপয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের ঘৃণা-দৃষ্টির কবলে পতিত হন। তাদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই ইটিভির এই ব্যঙ্গ ও খল চরিত্রের উপস্থাপন ঘটেছে বলে পর্যবেক্ষক মহল অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে ইটিভি ইতিহাস বিকৃতিতেই শুধু অংশ নেয়নি, সুকৌশলে একজন মুসলিম শাসক, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চরিত্র হনন করতে ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে ইতিহাস সচেতন মানুষ মনে করেন।

– দৈনিক সংগ্রাম, ১২/৭/০২

একুশে টিভির পরিবর্তনের অঙ্গীকারের নমুনা

একুশে টেলিভিশনের প্রতিদিনের আজকের পত্রিকায় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সমর্থক পত্রিকাগুলো থেকে শিরোনাম ও খবর পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। আওয়ামী বিরোধী পত্রিকা থেকে এ অনুষ্ঠানে কোনো উদ্ধৃতি দেয়া হয় না। সার্কুলেশনের জন্যে কেবল ইনকিলাব এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

ইটিভিতে প্রতিদিন দুবার প্রচারিত এ অনুষ্ঠানে 'দৈনিক দিনকাল' গোড়া থেকে নিষিদ্ধ। এতেই বেসরকারি এই টিভি চ্যানেলটির চরিত্র সম্পর্কে জনগণ ধারণা করতে পারছে। ইটিভিতে আল্লাহ, ঈমান, ইসলাম এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি তাহজীব তমদ্দুনের কোনো প্রতিফলন ঘটে না। মানবজমিনে এ সম্পর্কে লেখার পর এখন কেবল ইটিভির অনুষ্ঠানের শুরুতে পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি বলা হয়। এছাড়া শুভরাত্রি, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ইত্যাদি হচ্ছে এই ইটিভির পছন্দের শব্দ।

– দৈনিক দিনকাল, ৬/৮/০১

বেসরকারি চ্যানেল সস্তা জনপ্রিয়তার আশায়

সেনসেশন্যাল রিপোর্ট করে : তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ

সংসদ রিপোর্টার ঃ তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ গতকাল (৯/৪/০১) জাতীয় সংসদের বিটিভি ও ইটিভি'র খবরের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। সরকারি দলের শরীফ খসরুজ্জামান প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতিমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, ইটিভির খবর গ্রহণযোগ্য, বিটিভি কেন পারছে না? ইটিভির খবর দেখার জন্য সবাই অপেক্ষায় থাকেন,

www.pathagar.com

বিটিভির খবরে মানুষের অনীহা কেন? কেন মানুষ দেখতে চায় না? জবাবে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটা একশ' ভাগ সত্য নয়। বিটিভির ৬ কোটি দর্শক রয়েছে। বিটিভি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে দায়বদ্ধতা রয়েছে। বেসরকারি চ্যানেল দায়বদ্ধ নয়। তারা সেনসেশন নিউজ করে মন্তব্য জুড়ে দেয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যা বেসরকারি চ্যানেল করে। তিনি বলেন, সস্তা জনপ্রিয়তার আশায় বেসরকারি চ্যানেল অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিউজ বাদ দিয়ে মাত্র ২/৩টি নিউজ প্রচার করে সেনসেশন তৈরির চেষ্টা চালায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় খবর বাদ দিয়ে ঐ চ্যানেলটি (ইটিভি) নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে। ইতোপূর্বে তারা খবর প্রচার করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। বিটিভি এটা করেনি। তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিটিভি সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। জাতির কাছে দায়বদ্ধতা থেকে বিটিভি ভারসাম্যমূলক সংবাদ প্রচার করছে।

রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেও ইটিভি একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভির যান্ত্রিক ও কারিগরি সুবিধা নিয়ে চালু হওয়া বেসরকারি টেলিভিশন ইটিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে ইটিভি পুরোপুরিভাবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে প্রচারণা চালায়। এ সময় শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদাত দিবস উপলক্ষে বিএনপির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের অনুরোধ জানানো হলেও ইটিভি তা প্রচার করেননি। এমনকি বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারের অনুরোধ জানানো হলেও তাও রক্ষা করা হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ইটিভি নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে না। চারদলীয় জোটের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে বেশি। নিরপেক্ষতার আদলে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য বিএনপির সংবাদ প্রচার করা হলেও আনুপাতিক হারে তা অনেক কম। এছাড়া শরীক দলগুলোর কোন খবর বা দৃশ্য প্রচার করা হচ্ছে না। অথচ ইটিভি যান্ত্রিক ও কারিগরি দিক দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিটিভির উপর নির্ভরশীল। ইটিভি প্রতি মাসে মাত্র ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে টাওয়ার ভাড়া নিয়েছে। ইটিভির ট্রান্সমিশনের জন্য বিটিভির ট্রান্সমিশন ভবনের নীচ তলায় ৫৫ বর্গফুট জায়গায় একটি কক্ষ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইটিভির অনুষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে বিটিভির স্টুডিও ব্যবহার করছে। আওয়ামী লীগের সরকার মাত্র এক কোটি টাকার বিনিময়ে ইটিভিকে লাইসেন্স প্রদানসহ বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে। বিটিভি'র কাছ থেকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সব মিলিয়ে প্রতি মাসে মাত্র ২৫ লাখ টাকা প্রদান করছে। ইটিভি কার্যত বিটিভির কাছ থেকে অতিরিক্ত সুবিধা নিচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে একটি দলের প্রতি এক তরফা প্রচারণা শুধু ইটিভির নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করছে না আগামী নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২১/৭/০১

www.pathagar.com

এক পলকে ইটিভির বদৌলতে

একুশে টিভির বদৌলতে যুবদল নেতা হয়ে গেল যুবলীগ নেতা। গত রোববার (১৫/১০/০১) নগরীর হাজী মহসীন রোডে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয় যুবদল নেতা দিদারুল আলম দিদার। গতকাল (সোমবার) স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় যুবদল নেতা দিদার হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু গত রোববার রাত সাড়ে ১১ টায় একুশে টিভির সংবাদ শিরোনামে যুবদল নেতা দিদারকে যুবলীগ কর্মী বলে প্রচার করা হয়। ঘটনায় খুলনার সর্বস্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

– দৈনিক দিনকাল, ১৬/১০/০১

একুশে টিভিতে স্বজনপ্রীতি এখন চরমে : তানিয়া

মানসম্পন্ন না হলে অনুষ্ঠান প্রচার করি না : একুশে টিভি

মডেল অভিনেত্রী তানিয়া এখন অনুষ্ঠান নির্মাণেও ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এরই মধ্যে বেশ কটি মিউজিক ভিডিওসহ ফ্যাশন শো'র কোরিওগ্রাফির কাজ করছেন তিনি। তানিয়া টুটুলের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত একটি ডিটেকটিভ টেলিফিল্ম একুশে টিভিতে প্রচারের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রযোজক টুটুল বলেন, 'নাটকটি আমরা বড় বাজেটে অনেক সময় নিয়ে তৈরি করেছি। আমার মনে হয় এই প্রথমবারের মতো কোন টেলিফিল্ম পূর্ণদৈর্ঘ্য ফিল্মের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তানিয়ার কাহিনী চিত্রনাট্য ও নির্দেশনায় এ নাটকটি একুশে টিভিতে স্পেশাল চাঙ্কে প্রচারিত হবে বলে আমরা ব্যয়বহুল সেটে নাটকটি নির্মাণ করি। প্রথম থেকেই নাটকটি নিয়ে আমরা আলোচনা করে আসছিলাম একুশে টিভির সঙ্গে। পরে নাটকটি তৈরী হলে আমরা একুশে টিভিতে জমা দেই। এরপর থেকেই যেন তাদের কথাবার্তা অন্যরকম হয়ে যেতে থাকে। একুশে টিভির নাটক বিভাগের প্রধান রাহবার খান নাটকটি নিয়ে আমাদের বারবার ঘোরাতে থাকেন। আজ নয় কাল এই বলে মাসের পর মাস ঘোরাতে থাকেন আমাদের। নাটকটি একুশে টিভিতেই এক সময় প্রচারিত হবে বলে আমরা অন্য কোথাও চেষ্টা করিনি। কারণ আমরা আগেই তাদের কাছে নাটকের ফরমেট দেখিয়েছি। অথচ তাদের খামখেয়ালীপনায় আটকে আছে প্রায় ৫ লাখ টাকা। যা ওই টেলিফিল্মে লগ্নি করা হয়েছে। নির্দেশক তানিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আসলে গুটিকতক নাট্যকার আর নির্মাতা বাদে একুশে টিভি কর্তৃপক্ষ যেন অন্য কাউকেই কাজ করতে দেবেন না। লবিংটাও এমন পর্যায়ের যেন তারা কিছু শিল্পী নির্মাতাকে তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। এদের নাটকটি নিম্নমানের হলেও তা অনায়াসেই প্রচারিত হয়। অন্যদের হয়রানি করেন প্রতিনিয়ত। একুশে টিভিতে স্বজনপ্রীতি এখন চরমে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমাদের এই টেলিফিল্মের চেয়ে অনেক দুর্বল প্রডাকশন একুশে টিভিতে প্রচারিত হয়েছে। তবে আমার প্রডাকশনের দোষ কোথায়? তারা তো নির্দিষ্টভাবে সেটিও বলছে না।'

– দৈনিক দিনকাল, ২/৯/০১

www.pathagar.com

একুশে টিভিতে হিন্দি ছবি দেখানো হবে না

শেষ পর্যন্ত একুশে টিভি ভারতীয় হিন্দি ছায়াছবি 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' ও 'কুরবানি' সম্প্রচার করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে। দেশের সেন্সর নীতিমালা, প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন ও চলচ্চিত্র কুশলী, নির্মাতা, শিল্পী, প্রদর্শক এবং বুদ্ধিজীবীদের আপত্তির মুখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একুশে টিভিকে ছবি দুটি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

কদিন আগে একুশে টিভির পক্ষ থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়, আসন্ন ঈদের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উল্লিখিত ছায়াছবি দুটি প্রদর্শিত হবে। এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পর পরই চলচ্চিত্র শিল্পী-কুশলী, নির্মাতা ও প্রদর্শকরা এর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ জানাতে শুরু করেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে কোন ছায়াছবি প্রদর্শনের আগে সেন্সর বোর্ডের অনুমতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এদেশের টিভি চ্যানেলে হিন্দি ছায়াছবি প্রদর্শনের কোন রেওয়াজ নেই। কোন সরকারের সময় এটা হয়নি। এ ব্যাপারে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কোন ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা অপসংস্কৃতির ব্যাপারে আমরা খুব সতর্ক আছি। আমরা বাঙালি সংস্কৃতিকে সব সময় ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চাই।

একুশে টেলিভিশন গতকাল (২৬/২/০১) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, একুশে টেলিভিশন ঈদের অনুষ্ঠানমালায় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করবে না। আসন্ন ঈদে একুশে টিভি এদেশের জনপ্রিয় তারকাসমৃদ্ধ নাটক প্রচার করা ছাড়াও জনপ্রিয় বাংলাদেশী ছায়াছবি প্রচার করছে। গুরুত্বপূর্ণ ছুটির সময় সারাদেশের দর্শকদের জন্য সাজানো অনুষ্ঠানমালা বিষয় ও বৈচিত্র্যে আনন্দময় করে তুলতে একুশে টিভি সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হিন্দি ছায়াছবি সম্প্রচারের খবর ও বিজ্ঞাপনে দেশের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিকরা উদ্বেগ প্রকাশ করে এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, একুশে টেলিভিশনের মতো একটি জাতীয় প্রচার দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তারা বলেন, এ ধরনের প্রচার মাধ্যমে বিদেশী বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হলে তা বাঙালি সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

অন্যদিকে একুশে টেলিভিশন হিন্দি ছায়াছবি সম্প্রচার সম্পর্কে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও প্রযোজক মাসুদ পারভেজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মহান একুশে শেষ হতে না হতেই একুশে টিভির হিন্দি ছবি প্রচারের সিদ্ধান্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, সরকার যদি একুশে টিভিকে হিন্দি ছবি প্রচারে অনুমতি দেয় তাহলে সরকারের কাছে প্রশ্ন থাকবে কোন নীতিমালার ভিত্তিতে তারা এ অনুমতি দিল? – দৈনিক যুগান্তর, ২৭/২/০১

একুশে টিভিতে 'আয়েশা মঙ্গল' টেলিফিল্ম প্রচারের প্রতিবাদ

গত ২৮ জুলাই একুশে টিভিতে প্রচারিত টেলিফিল্ম 'আয়েশা মঙ্গল'-কে বিনোদনের নামে রাজনৈতিক চরিত্র হননের একটি অপকৌশল হিসেবে উল্লেখ করে দেশের বিশিষ্ট ক'জন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন, আয়েশা মঙ্গল টেলিফিল্ম ইটিভিতে

www.pathagar.com

প্রচারের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, ডিফেন্সসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অপপ্রচার করা হয়েছে। বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের রাজনৈতিক টেলিফিল্ম রচনা ও ইটিভিতে প্রচার করা একটি গোষ্ঠীর গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তেরই বহির্প্রকাশ। এর আগে ডঃ রাজীব হুমায়ুনের রচনায় ফারুক ভূঁইয়া প্রযোজিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি নাটক বিটিভিতে প্রচার করে আওয়ামী চক্রান্তকারীরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চরিত্র হননে লিপ্ত হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 'আয়েশা মঙ্গল' টেলিফিল্ম এর রচনা ও ইটিভিতে প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারি প্রচার মাধ্যমই হোক আর প্রাইভেট প্রচার মাধ্যমই হোক, কোন রাজনৈতিক দল, কোন বিশেষ সময় এবং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এ ধরনের নাটক, টেলিফিল্ম প্রচারের এই অপকৌশল কোন মতেই মঙ্গল বয়ে আনবে না। ভবিষ্যতে এই ধরনের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতি প্রদানকারীর মধ্যে রয়েছেন বিএনপি'র তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, জাসাস সাবেক সভাপতি রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী, চলচ্চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম, জাসা সভাপতি ওয়াসিমুল বারী রাজিব, সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমেদ, কবি, সাংবাদিক আব্দুল হাই সিকদার, চিত্রনায়ক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল, চিত্রাভিনেতা আহমেদ শরীফ, নাট্য ব্যক্তিত্ব খুরশিদ উজ্জামান উৎপল, গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির, সুরকার আলাউদ্দিন আলী, কবি মুশাররাফ করিম, ছড়াকার আবু ছালেহ, ইমতিয়াজ হোসেন চপল, গীতিকার মুনশী ওয়াদুদ, গীতিকার, সাংবাদিক নাহিদ নজরুল, আনোয়ারুল কবির বুলু, অভিনেত্রী রোজী আফসারী, জিসাস নেতা আবুল হাসেম-রানা, কামালউদ্দিন মৃধা, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

– দৈনিক ইনকিলাব, ৩০/৮/০১

একুশে টিভিতে আয়শা মঙ্গল কার স্বার্থে? শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্টের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে মেতেছে ইটিভি ও তার কর্ণধাররা। এরই অংশ হিসেবে গতকাল (১৮/৭/০১) রাতে একুশে টিভি প্রচার করেছে টেলিফিল্ম আয়শা মঙ্গল।

টেলিফিল্মটি দেখানো হয় '৭৭ সালে অন্যায়ভাবে সেনা ও বিমান বাহিনীর কয়েকশ' অফিসারকে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য দেশী-বিদেশী একটি চক্র অভ্যুত্থান চালায়। ষড়যন্ত্রকারীদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও বিমান বাহিনীর বেশ কিছু অফিসার নিহত হয়। '৭৭ সালে ওইসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার হয় প্রচলিত আইনে।

এখানে উল্লেখ, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে ভূলুণ্ঠিত করে। ওই রাজনৈতিক দলের নেতারাই অতি সম্প্রতি বিডিআরের সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান ঘৃণা করে ভারতের পক্ষে সাফাই গায়।

www.pathagar.com

গতকালের নাটকটি প্রচারের পর পর বেশ ক'জন দৈনিক দিনকালকে টেলিফোনে জানান, আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরা এখন একুশে টিভির কাধে ভর করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীর চরিত্র হননে নেমেছে। তাদের ভাষায় '৭৭ সালে যারা সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কদের সহায়তা করেছিল তাদেরই অনুপ্রেরণায় প্রচার করা হয়েছে আয়শা মঙ্গল।

– দৈনিক দিনকাল, ১১/৩/০১

জনতার অভিমত :

একুশে টিভি সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্র

বিভিন্ন সময়ে একুশে টেলিভিশনের নানা উদ্দেশ্যমূলক, পক্ষপাতিত্বপূর্ণ এবং অশোভন, অশালীন অনুষ্ঠানের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সংবাদপত্র পাঠকবৃন্দ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত জানিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং সংবাদপত্রগুলোও তা ছেপেছেন। আমরা এখানে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেইসব চিঠিপত্র থেকে কয়েকটি চিঠি বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করলাম। একুশে টেলিভিশন সম্পর্কে দেশের সাধারণ জনগণ কি ধারণা পোষণ করতেন এতে তা জানা কিছুটা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

একুশে টিভি কেমন পরিবর্তন চায়?

বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশন বলে তারা "পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ"। প্রবাসী বাংলাদেশী তথা বাংলাদেশের জনগণ খুব খুশী হয়েছিল নতুন এই টিভি চ্যানেলটি দেখে। জনগণ ভেবেছিল একুশে টিভি পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে যখন শুরু হয়েছে তখন নিশ্চয়ই আমরা একটি নিরপেক্ষ টিভি চ্যানেল পাবো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় তাদের নিরপেক্ষতা তারা বজায় রাখতে পারেনি। তাদের অনুষ্ঠান সাজানো, উপস্থাপনা এবং সংবাদ দেখলেই বুঝা যায় তারা কি ধরনের পরিবর্তন চায়। এই টিভি চ্যানেলটির কারা নিয়ন্ত্রণ করেন আমরা জানি না, তবে তাদের অনুষ্ঠানমালা দেখলে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় তারা বাম রামপন্থী কমিউনিষ্টদের এ দেশীয় এজেন্ট। তাদের ভিতরে হয়তো বিদেশী কোনো শক্তিশালী গ্রুপ কাজ করছে। তারা পরিবর্তন করতে চায় এ দেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনা, তারা পরিবর্তন করতে চায় মুসলিম রমণীদের ঐতিহ্যবাহী পর্দা প্রথা, তারা পরিবর্তন করতে চায় ইসলামী সংস্কৃতি, তারা পরিবর্তন করতে চায় এ দেশের মানুষের তাহজীব তামাদ্দুন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করে তারা এ দেশে ভিনদেশীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সংবাদ পাঠ করার সময় তাদের সামান্যতম সৌজন্য বোধটুকুও থাকে না। সংবাদ এর শুরুতে সালাম দেয়াকে তারা সাম্প্রদায়িকতা মনে করে। সংবাদ পাঠিকার মাথায় সামান্য ওড়নাটুকু পর্যন্ত থাকে না। বড় বড় দলগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতা না দেখিয়ে যাদের দলে ১১ জন লোক নেই তাদের সংবাদ ভালো করে দেখায়। বিএনপি, জামায়াতসহ বড় দলগুলোর ভালো খবর

www.pathagar.com

দেখাতে তাদের খুব ব্যথা লাগে। অথচ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে সেটা খুব ভাল করে প্রচার করে। তাদের দুঃখ, ব্যথা এবং পরিবর্তন জনগণ ভালোভাবেই বুঝে। মুসলিম দেশগুলোর সংবাদ পাঠকগণ খবর এর শুরুতে সালাম দেন এবং শেষে আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় নেন। কিন্তু পরিবর্তনের টিভি আল্লাহর নাম নিতে নারাজ, ওনারা স্বাগত জানান এবং শুভরাত্রি বলে বিদায় নেন। অথচ মৃত্যুর সংবাদের সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুল করেন না। তখন আল্লাহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের নাম নিতে বাধ্য হন। কারণ যতো বড় সর্পই হোক না কেন গর্তে ঢুকার সময় সোজা হয়েই ঢুকতে হয়। একুশে টিভি কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত, এটা মুসলমানদের দেশ। এখানে উল্টাপাল্টা পরিবর্তন করতে চাইলে এ দেশের জনগণ ভালোভাবে পরিবর্তন করে দিতে জানেন। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের মুসলিম মিল্লাতের নিকট আবেদন-এদেরকে পরিবর্তনের চেষ্টা করুন, পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকলে এদেরকে বর্জন করুন। সরকারের কাছে আবেদন-এদেরকে ভালোভাবে ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে পরিবর্তন করুন। এদের বক্রপথ পরিবর্তন করে ইসলামের সহজ-সরল পথে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

– এইচ. এম. এ বাকী, দৈনিক সংগ্রাম, ১৮/১০/০১

একুশে টেলিভিশনের নগ্ন প্রচারণা বন্ধ করা হোক

গত রবিবার অফিস থেকে বাসায় গিয়েই দেখতে পাই বাচ্চারা একুশে টিভিতে কার্টুন দেখছে। কাপড় পরিবর্তন করে বসতে বসতেই অনুষ্ঠানটি শেষ হল। শুরু হল সার্কাস প্রদর্শন। পাশে বসা আমার ছেলে এবং মেয়ে (২জনই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে) কি যেন বলতে বলতে দ্রুত উঠে চলে গেল পাশের রুমে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম– কি ব্যাপার। তিনি বললেন, ঐ দেখ একটি নগ্ন মহিলা অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছে, তাই ওরা লজ্জায় উঠে চলে গেছে। আমি অনুষ্ঠানটি দেখলাম। একটি মহিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে একটি পুরুষের সাথে সার্কাস প্রদর্শন করলো। একুশে টেলিভিশন একটু পর পর প্রচার করে একটি কথা 'একুশে টেলিভিশন পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ'। এ কথার অর্থ অনেক দিন বুঝিনি। বুঝেছি সেদিন। এরা পরিবর্তন করতে চায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের ঈমান, আকিদা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি ও সামাজিক মূল্যবোধ। কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ এ পরিবর্তন চায় না। আমরা আমাদের ঈমান, আকিদা, সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে আমরা ভোট দিয়েছি এ আশাতেই যে, তারা আমাদেরকে আমাদের মতো করে বাঁচার পরিবেশ তৈরি করবেন। আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা মানে যার যা খুশি তা করা নয়, তাদের যা খুশি তাই প্রচার করবে। আমরা নতুন সরকারের কাছে এ ধরনের নোংরামি কঠোর হস্তে বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

– এ. এম. পাটওয়ারী, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯/১০/০১

www.pathagar.com

একুশে বা ইটিভি প্রসঙ্গে

জনাব মুয়ীদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাকে (তথ্য-মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বে) খোলা চিঠি ঃ

মহোদয়,

আপনি অবগত আছেন একুশে টিভি একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া। দুর্মুখেরা বলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৪০% শেয়ার একটি পরিবারের সদস্যদের নামে বেনামে আছে। এই মিডিয়াটির জন্মই হয়েছে তখনকার হাসিনা সরকারের সর্বাত্মক আর্থিক ও নৈতিক সমর্থনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে প্রোগ্রাম তৈরি করার সব কাজই করা হয়েছে বিটিভির মাধ্যমে। বিটিভি তার পুরো তিন ঘণ্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রচার করে। শুধু তাই নয়, ইটিভি আজও বিটিভির ছয় নং চ্যানেল ব্যবহার করে সারাদেশের বিটিভির দর্শকদের কাছে প্রচার প্রোপাগান্ডা উপস্থাপন করে যাচ্ছে। বিটিভি যদি আজই ৬ নং চ্যানেল ইটিভিকে ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয় তাহলে তার দর্শকের সংখ্যা ৮০% বেশি কমে যাবে। কারণ তখন অন্যান্য প্রাইভেট চ্যানেলের মত এ চ্যানেলটিও ডিশ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং তখন শুধু বড় শহরগুলোর কিছু সংখ্যক লোকই তা দেখতে পাবে। ফলে তার ব্যবসা লাটে উঠবে।

হাসিনা সরকার তাদের শাসনের শেষের দিকে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, তারা হয়ত পরবর্তীতে সরকার গঠন করতে পারবে না। তাই তারা দৈনিক পত্রিকার মত ইলেকট্রোনিক মিডিয়াকে কব্জা করার জন্য এই প্রাইভেট ইলেকট্রোনিক মিডিয়া ইটিভির সৃষ্টি করে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি, একুশে টিভির জন্ম হবার পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করছে তাতে সরকার তথা জনগণের যে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার একটা বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

একুশে টিভি বা ইটিভি তার আওয়ামী মত পোষণের কারণে ব্যাপকভাবে সারাদেশে সমালোচিত হচ্ছে। একুশে টিভির বিতর্কিত ভূমিকার জন্য তার নাম কেউ কেউ একপেশে টিভি বলে। ইটিভির সংবাদ পরিবেশনে এ ধরনের একপেশে ভূমিকা ও পক্ষপাতিত্ব সাধারণ দর্শকদের বার বার অনেক অভিযোগ মনে করিয়ে দেয়। যেমন ঃ

১. ইটিভি নামটি হাসিনা নিজে দিয়েছেন, শেখ হাসিনা নিজেই এই দাবী করেছেন।

২. শেখ পরিবারের এক কন্যা ও আওয়ামীপন্থী অনেকের কমপক্ষে ৪০% শেয়ার আছে ইটিভিতে নামে কিংবা বেনামে।

৩. ইটিভির বার্তা বিভাগে সাংবাদিক, রিপোর্টার ও কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মূলত আওয়ামী পন্থীদের নেয়া হয়। বর্তমানেও বার্তা বিভাগে কট্টর আওয়ামীপন্থী কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. ইটিভির লাইসেন্স পাওয়ার পেছনে সরাসরি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা ছিল।

৫. ১৯৯৮ সালে গঠিত বেসরকারি টিভি ষ্টেশনের অনুমতি দেয়ার জন্য কারিগরি মানদণ্ড নিরূপণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এ বিষয় আবেদনকারী সতেরটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করে। সবচেয়ে বেশি সন্তোষজনক বিবেচনায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব প্রথম অগ্রাধিকারে রাখা হয়। বিবেচনায় আরো তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম আসে। কিন্তু একুশে চ্যানেল এদের মধ্যে ছিল না। বাকী এগারোটি চ্যানেল যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। একুশে চ্যানেল সর্বশেষ অর্থাৎ তৃতীয় তালিকার পাঁচ নম্বর ছিল। অর্থাৎ তারা র‍্যাংকিং এ এগারো নম্বর থেকে আওয়ামী আর্শীবাদে এক নম্বরে উঠে আসে।

৬. ইটিভি তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়ার বিষয়টিতে বিবিসির নাম ব্যবহার করে। এর পেছনেও সরাসরি আওয়ামী সরকারের হাত ছিল। যখন শেখ হাসিনার আগ্রহে ইটিভিকে নানা যুক্তি দেখিয়ে এক নম্বরে তুলে আনার খেলা চলে তখন ইটিভির যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা তাদেরকে পীড়া দেয়। ফলে তখনকার তথ্য সচিব নিজেই বিবিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভির কোন কোন কাগজ লাগবে তা জানিয়ে দেয়। যার ভিত্তিতে আবেদন করার কয়েক মাস পর সেসব বিষয়ে নতুন কাগজপত্র গোপনে যোগ করা হয়।

৭. ইটিভিকে বাংলাদেশ টিভির নিজস্ব দুইটি ব্যান্ডের ভেতর একটি ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয় আওয়ামী সরকার।

৮. আওয়ামী সরকার তাদের প্রদত্ত লাইসেন্স কারিগরি সুবিধায় ইটিভিকে মনোপলির সুযোগ দিয়ে শর্ত আরোপ করে যে, ইটিভি সম্প্রচারের প্রথম চব্বিশ মাসের মধ্যে অন্য কোন বেসরকারি চ্যানেলকে সম্প্রচার লাইসেন্স দেয়া যাবে না।

৯. আওয়ামী সরকার শুধু ইটিভিকেই বাংলা সংবাদ প্রচারের অনুমতি দেয়।

এতসব বেআইনী সুযোগ-সুবিধা ইটিভি পেয়েছে বলেই তো আওয়ামী লীগের প্রচারকার্যে উঠে পড়ে লেগেছে। মিডিয়া ওয়ার্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত ২২ জুলাই হতে ২৮ জুলাই ২০০১ সালের পলিটিক্যাল কভারেজ ছিল নিম্নরূপ ঃ

আওয়ামী লীগ ৩৩.১১ মি ও বিএনপি ২০.০৫ মিঃ অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ৬০% ও বিএনপি ৪০% অনেকে মনে করে ইটিভির এতসব দূর্নীতি ও সরকারের আর্থিক ক্ষতিগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এখনই খতিয়ে দেখা দরকার এবং একটি শক্তিশালী নিরপেক্ষ তদন্তকারী দল দ্বারা তা তদন্ত করানো উচিত। জনাব মুয়ীদ চৌধুরী সাহেব কি এই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিবেন।

– এস, এম ফজলে আলী, দৈনিক ইনকিলাব, ৯/৯/০১

www.pathagar.com

শবে বরাতের রাতে বাংলা ছবি প্রদর্শন
একুশে টেলিভিশনের এ কোন ভূমিকা

শবে বরাতের পবিত্র রাত্রে সারাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং এটিএন বাংলা যখন মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ, জিকিরে ব্যস্ত ঠিক তখনই একুশে টেলিভিশন ব্যস্ত বাংলা ছবি প্রদর্শনে। এমন একটি রাতে বাংলা ছবি প্রদর্শন করে একুশে টেলিভিশন কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনেই আঘাত করেনি, পবিত্র এই রাতকেও অবমূল্যায়ন করেছে। কিভাবে তারা একটি মুসলিম দেশে এমন করতে পারে এ প্রশ্ন উঠেছে সকলের মনে। একুশে টিভির এই ইসলাম বিরোধী ভূমিকা সরকার কিভাবে দেখছে সেই প্রশ্নও উঠেছে। কারণ বছর দুয়েক আগে পবিত্র শবে বরাতের রাতে মুম্বাই অভিনেত্রী মমতা কুলকার্ণিকে নিয়ে পার্টি দেবার কারণে প্রচণ্ডভাবে ধিকৃত হয়েছিলেন শিল্পপতি আজিজ মোহাম্মদ ভাই। সেই পার্টিতে অংশগ্রহণ করেও সাংবাদিকরা পার্টির বিরুদ্ধেই কলম ধরেছিলেন। এই পার্টি সরকারের বিবেককেও বেশ নাড়া দিয়েছিল। তাইতো প্রচণ্ড খেসারত দিতে হয়েছিল ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে। এমন কি তার স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিভিও সরকার বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনার রেশ না কাটতেই একুশে টেলিভিশন শবে বরাতের রাতে বাংলা ছায়াছবি প্রদর্শন করে তাদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেছে এবং সেটা প্রকাশ্যেই। বাংলাদেশ টেলিভিশন যখন পবিত্র এই রাতের মহত্ত্ব অনুধাবন করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে, এটিএন বাংলাও সেই একই পথ অনুসরণ করে আসছে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ চ্যানেল হওয়া সত্ত্বেও। অথচ একুশে টেলিভিশন এ সবকিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ইসলামের শত্রু হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের স্বার্থেই এদের প্রতিহত করা প্রয়োজন বলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা দাবি জানিয়েছেন। পবিত্র শবে বরাতের রাতে নিজেদের বাড়ীতে বিদেশীদের সম্মানে পার্টি দেবার কারণে আজিজ মোহাম্মদ ভাই যেভাবে ধিকৃত হয়েছিলেন, শাস্তি পেয়েছিলেন। একুশে টিভির অপরাধটা আরো বড়। কারণ একুশে টেলিভিশন সারাদেশের মুসলমানদের মনে আঘাত হেনেছে। এমন রাতে ছবি প্রদর্শন করে মানুষকে ইবাদত করার ব্যাপারে অনুৎসাহী করেছে। – দিনকাল।

একুশে টিভির রাজাকার রাজাকার খেলা

একুশে টিভিতে বেশ কিছুদিন ধরে প্রচারিত হল "বুবুনের বাবা" নামক একটি ধারাবাহিক কিশোর নাটক। নাটকটিতে কিশোর বয়সের চঞ্চলতা চপলতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারকে যথেষ্ট কষ্ট করে কাহিনী বিন্যস্ত করতে দেখা গেছে। বুলবুল আহমদের মত একজন খ্যাতিমান নাট্য শিল্পীকে দিয়ে নাট্যকার যেই ধরনের খেলা খেলেছেন তাতে শুধু তিনিই নন, একুশে টিভিরও কিছুটা লজ্জা পাওয়ার কথা।

দেশের কোমলমতি শিশু-কিশোরদেরকে পাক রাজাকার, আর কে ভারতীয় রাজাকার, এই ছবকটুকু দেয়ার জন্য মাশাআল্লাহ এদেশের রাজনীতিবিদরাই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলকে এই মহামূল্যবান দায়িত্বটুকু মনে হয় কাঁধে না নিলেও চলত। এই টিভি চ্যানেলটি পয়সার জন্য ভাড়া খাটে, অনেক কিছু করে তা আমাদের অজানা নয়। খ্রীষ্টমাস ডেতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে যেই সুন্দর ভূমিকা নিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু ইসলামের প্রতি তার কেন এই বৈরিতা? এদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সংবিধান সম্পূর্ণরূপে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশের পঁচাশি শতাংশ জনগোষ্ঠীই মুসলমান। ইসলামী কোন দিবস তো দূরের কথা, কোরআন-হাদীসের ধারও এই প্রচার মাধ্যমটি কখনও ধারার প্রয়োজন মনে করে না। ধার নাই বা ধারলেন তাই বলে অভদ্র আচরণ করার মত ধৃষ্টতা আপনারা দেখান কেমন করে? আলোচ্য নাটকটিতে পয়সার জন্য পাক রাজাকার বা ভারতীয় রাজাকার (যদিও তা করেন না) যার খুশি তার চৌদ্দ পিঁড়ি উদ্ধার করুন তাতে কি?

যেইভাবে কিছু লোককে দাড়ি টুপি, হাজী গামছা, লম্বা জামা ইত্যাদি পরিয়ে রাজাকার সাজিয়ে বুবুনকে কিডন্যাপের চেষ্টা করানো হয়েছে, বুবুনের বাবাকে কিডন্যাপ করানো হয়েছে, তা দেখে সামান্যতম বিবেক বুদ্ধিমান লোক, নাট্যকার ও টিভি চ্যানেলটিকে ঘৃণা না করে পারেন না।

গত ১৩-৫-০১ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের ৮ম পৃষ্ঠায় দেখলাম, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধারা বলছেন, "আওয়ামী লীগে কোন মুক্তিযোদ্ধা নেই আছে কিছু ভারতীয় রাজাকার"। আলোচ্য নাটক কোন রাজাকার দেখাতে চেয়েছেন? নাটকটিতে রাজাকারদের নারী শিক্ষার অন্তরায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকটিতে স্কুল পোড়ানোসহ শিক্ষায় বাধাদান এই অপকর্মটিকে রাজাকারদের কাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

গত ১৪-০৫-০১ ইং তারিখে দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠার দিকে তাকালে দেখবেন ফুলের তোড়া হাতে যেই সন্ত্রাসীরা দাঁড়িয়ে আছে তারা কোন রাজাকার? আরও একটু এগুলে পাবেন, আরো অনেকের পরিচয়। এই স্কুল পোড়ানো, খুনখারাবী, ধর্ষণের বর্ণনা নাইবা দিলাম। বলতে পারেন একশতটি ধর্ষণের রেকর্ড করার পরও সেই সুসন্তানটির আদৌ কেন বিচার হল না। বলুন তো এই সুসন্তানটি কোন রাজাকার? জানি বলবেন না। স্কুল পোড়ানো, স্কুল ধ্বংসের রিপোর্ট করায় সাংবাদিক টিপুকে জীবনের মত পঙ্গু করে দেয়া হল। কে করেছে এই অপকর্মটি? অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হল, সুচিকিৎসায় অক্ষম এই সাংবাদিক বার বার আবেদন করেও সরকারি সাহায্য পেলেন না। বিচার তো সুদূর পরাহত।

রাহাজানি, সন্ত্রাস, জায়গা দখল, খুন, ধর্ষণ এই সব এই পর্যন্ত ক'জন আলেম-ওলামাকে পেয়েছেন? হ্যাঁ যা দেখিয়েছেন তাও নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য জোর করে তাদের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করেছেন। গুরুজনরা বলেন, 'এক মাঘে শীত যায় না।' একজন মুসলমানের সব ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত। আপনারা অবশ্য ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্মের ব্যাপারে যে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই বলি সাধু সাবধান, তসলিমা নাসরিনদের থেকে শিক্ষা নিন।

সৌজন্য ঃ এম এইচ মঞ্জুর, ইনকিলাব, ২০/৫/০১

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

একুশে টিভি'র বিরুদ্ধে মামলা ঃ বাদী পক্ষের আরজি

THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(ORIGINAL JURISDICTION)
WRIT PETITION NO. 5050 OF 2001.
IN THE MATTER OF :

An application under Article 102(1)(2) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF :

Article 13, 21, 27, 31 and 44 of the Constitution.

AND

IN THE MATTER OF :

The Telegraph Act 1885.

AND

IN THE MATTER OF :

Wireless Telegraphy Act 1933.

AND

IN THE MATTER OF :

A Licensing Agreement dated 09.03.1999.

entered into between the Ministry of Information the Respondent No. 1 and Mr. A.S. Mahmud the Respondent No. 7(Annexure-"F").

AND

IN THE MATTER OF :

A Memo being Memo No. TaMa/Ja1/10(3)/99/182 dated 05.04.1999 (Annexure-"H").

AND

IN THE METTER OF :

www.pathagar.com

1. Dr. Chowdhury Mohmood Hasan Professor, Department of Pharmacy, Dhaka University, Dhaka University Campus, Ramna, Dhaka.
2. Mr. Gias Kamal Chowdhury, President, Bangladesh Federal Union of Journalists, National Press Club, Dhaka.
3. Dr. Mohammad Abdur Rob, son of Late Moulovi Md. Abdun Noor, Professor, Department of Geography and Environment, Dhaka University, Ramna, Dhaka. Petitioners.

Versus

1. Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Information, Government of Bangladesh, Bangladesh Secretariat, P.S. Ramna, Dhaka.
2. Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Finance, Government of Bangladesh, Bangladesh secretariat, P.S. Ramna, Dhaka.
3. Bangladesh, represented by its Secretary, Ministry of Post and Telecommunication Government of Bangladesh, Bangladesh Secretariat, P.S. Ramna, Dhaka.
4. National Broadcasting Authority represented by its Chairman, NBA Bhaban, 121, Kazi Nazrul Islam Avenue, P.S. Ramna, Dhaka.
5. Director General, Bangladesh Television, NBA Bhaban, 121, Kazi Nazrul Islam Avenue, P.S. Ramna, Dhaka.
6. Ekushey Television Ltd. Jahangir Tower, 10 Karwan Bazar, P.S. Tejgaon, Dhaka.
7. A.S. Mahmud, son of late A. B. Md. Israil, Er ctions House (9th Floor), 18, Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka.
8. Mr. Farhad Mahmud, Managing Director, Ekushey Television Ltd. Jahangir Tower, 10 Karwan Bazar, P.S. Tejgaon, Dhaka.
9. Registrar of Joint Stock Companies and Firms, 24-25, Dilkusha C/A., Dhaka-1000.

www.pathagar.com

..... Respondents.

To

Mr. Justice Mahmudul Amin Chowdhury, the Chief Justice of the Supreme Court of Bangladesh and his Companion Justices of the Hon'ble Court.

The humble petition of the petitioners above named most respectfully—

THEWETH :

1. The Petitioners are citizen of Bangladesh. The Petitioner No. 1 is a Professor of Pharmacy of the University of Dhaka and a reputed intellectual of the country. He is also the Dean of the Faculty of Pharmacy and an internationally reputed Scruffiest. The Petitioner No. 2 is a celebrated and reputed newspaper columnist of the country widely known and respected for the rich columns. Currently he is the President of The Bangladesh Federal Union of Journalists, an apex body of the country's several union journalists. The Petitioner No. 3 is a professor of Dhaka University. He has made extensive research in the field geogrophy and geopolitics and to has credit, has a number of publications in these subject.

2. As conscious citizens of the country the petitioners feel duty bound to perform public duties and protect public property as enshrined in Article of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh. As Public spireted citizens, the petitioners feel it their sacred duty to take effective steps to protect the national interest and to secure economic and social justice for its 120 million people. This Writ Petition is therefore filed by the Petitioners in their capacity as citizens of the Republic to protect national interest of Bangladesh by way of public interest litigation.

3. Committed to the welfare of the Republic and to protect public interest the petitioners as public spirited citizens bring this action probono public in respect of the matters set out herein.

4. The matters raised in this petition involve breaches of constitutional publications and statutory duties by and on

www.pathagar.com

behalf of Respondent No. 1, 2, and 3 in dealing with public property in clear violation of legal mandates and public policies. The actions of the Respondent No. 1, 2 and 3 are against the nation's long term economic and security interests, and those actions are of such a magnitude that conscious citizens cannot but feel grave concern. As citizens the petitioners have a duty to invoke the extraordinary Jurisdiction of this court under the constitution in an attempt to oblige the respondent No. 1, 2 and 3 to perform their public duties under the constitution and the laws of Bangladesh and to protect public properties and respect the fundamental principles of state policy. The petitioners are making honest and sincere endeavours to discharge their duties to protect the property under Article 21 of the Constitution.

5. That the Respondent No. 1 is the Ministry of Information represented by its Secretary which is responsible for the administration of radio and Television and all other matters relating to broadcasting and telecasting of television programmes including the framing of policies and guidelines. The Respondent No. 2 is the Ministry of Finance and Respondent No. 3 is the Ministry of Post and Telecommunications.

6. The Respondent No. 4 is a statutory body called the National Broadcasting Authority Ordinance, 1986 (Ordinance No. XXXII of 1986) to control manage operate and develop the radio and television in Bangladesh" and "to implement policy of the Government in respect of radio and television Broadcasting". The Respondent No. 5 is the Director General of Bangladesh Television (herein after referred as "VIB") who is responsible for the matters pertaining to the Bangladesh Television, an exefficio member of the National Broadcasting Authority and also responsible for the implementation of the relevant policies and guidelines. The Respondent No. 6 Ekushey Television Ltd. a limited Company incorporated under the Campus Act 1994.

7. That the Television was introduced as a media during the erstwhile East Pakistan in 1960 by the Pakistan Television Corporation Limited which was subsequently

www.pathagar.com

taken over by the Government of Bangladesh through President's Order No. 115 of 1972 titled as the Pakistan Television Corporation (Taking over) Order, 1972 and since then it had been functioning under the management and control of the Government of Bangladesh.

8. That in 1986 a statutory body called the National Broadcasting Authority (hereinafter "NBA") represented by the Respondent Nos. 4 and 5 created by the National Broadcasting Authority Ordinance, 86, with the Responsibilities, inter alia, to control, manage, operate and develop the Radio and Television in Bangladesh.

9. That the BTV and the Radio Bangladesh are the only electronic media transmitted from Bangladesh for mass communication and the same are controlled and managed by the public agency called the NBA under the authority of the Respondent Nos. 4 and 5. The Respondents are using the air space and airways over the territory of Bangladesh which is vested with the state as public property meaning ownership "by the State on behalf of the people" under Article 13 of the Constitution.

10. In the beginning of 1998 the Ministry of Information invited tenders to install and operate a television channel under private ownership for which advertisements were made in the national dailies. A number of limited companies participated in the tender. On 25 June 1998 the tender was based by the Technical Committee of which Mr. Anisur Rahman, Chief Engineering (acting), BTV was the conveuor and the following 17 enterprises participated in the tender.

i. Multimedia Production Company Ltd.
ii. Global Suppliers Ltd.
iii. Ajker Darshan
iv. UNB
v. Ekushey Television
vi. Minard (Bangladesh) Ltd.
vii. City General Insurance Company Ltd.
viii. Bangladesh News Service.
ix. Bangladesh Sky Network Ltd.
x. Liberation Television Channel of Bangladesh Ltd.

www.pathagar.com

xi. Independent Media Services.
xii. Nationwide Communication Ltd.
xiii. Beximco Media Ltd.
xiv. Prochar Biggaponi Sangstha.
xv. Multimode Transport Consultant Ltd.
xvi. Bangladesh Television Network.
xvii. Bangladesh Independent Television (BITV) (Real Ltd.)

11. The Technical Committee in evaluating the tender took into consideration the following factors.

a. Balanced programmes in socio-economic context.
b. The concept and objective of transmitting the programmes nationally and internationally.
c. Technical proposal for establishment of TV. network;
d. Investment proposal;
e. Seriousness in establishing a TV network.

12. On the basis of the above mentioned criterion the proposals were evaluated by the Technical Committee. One company namely Minard (Bd) Ltd. (Serial No. 6) was declared commercially unsuccessful because it failed to produce its Vat and Income Tax registration certificate.

The following 3 (three) companies' tenders were found to be satisfactory;

Serial No. 15— Multimedia Transport Consultant Ltd.

Serial No. 11— Independent Media Services.

Serial No. 13—Beximco Media Ltd.

13. The Committee also found that the following Companies' tender may be considered as a second preference;

Serial No. 8— Bangladesh News Services.

Serial No. 9— Bangladesh Sky Network Ltd.

Serial No. 14— Prochar Biggaponi Sangstha.

The Committee further found the tender of the following 10 (ten) Companies were unacceptable :

Serial No. 1— Multimedia Production Company Ltd.

Serial No. 2— Global Suppliers Ltd.

Serial No. 3— Ajker Darshan.

Serial No. 4— UNB.

www.pathagar.com

Serial No. 5— Ekushey Television.

Serial No. 7— City General Insurance Company Ltd.

Serial No. 10— Liberation Television Channel of Bangladesh Ltd.

Serial 12— Nationwide Communication Ltd.

Serial No. 16— Bangladesh Television Network.

Serial No. 17— Bangladesh Independent Television (BITV) (Telly Real Ltd.)

14. A copy of the evaluation report together with the comparative studies of the tenders submitted by various Companies' accompanied by a forwarding letter written by the convenor, of the technical committee to the Ministry of Information are annexed herewith and marked as Annexure "A", "A-1" and "A-2".

15. After the submission of the evaluation report by the Technical Committee as mentioned in the paragraph here in above they came under serious pressure by an interested group both inside and outside the bureaucra as a result of which the Technical Committee changed the evalution report and recommended that the tenders of the following companies may be accepted :

Serial No. 5— Ekushy Television.

Serial No. 6— Minard (Bangladesh) Ltd.

Serial No. 8— Bangladesh News Service.

Serial No. 9— Bangladesh Sky Network Ltd.

Serial No. 11— Independent Media Services.

Serial No. 13— Beximco Media Ltd.

Serial No. 14— Proachar Biggaponi Sangstha.

Serial No. 15— Multimode Transport Consultant Ltd.

A copy of the said evaluation report together with a forwarding letter are annexed here with and marked as Annexure B and B-1

16. The Petitioners would like to state here specifically that earlier and original evaluation Minard (Bd) Ltd. was declared as unsuccessful/ unqualified because of its failure to supply the VAT and Income Tax registration certificate and in the rejection list Ekushey Television ranked as Number 5,

www.pathagar.com

where as in the revised evaluation Ekushey Television tops the list and Minard (Bd.) Ltd. becomes second. This evaluation which was also purported to be made on 9.7.1998 and signed by the technical committee members on the date, was totally malafide, unauthorized and unacceptable.

17. By a letter dated 16 February 1999 written by the Ministry of Finance to the Ministry of Information in response to the latter's dated 29.12.1998, the Ministry of Finance set out a member of conditions for granting of license to Ekushey Television which include amongst others, the following clauses :

(a) In order to establish a private radio and channel in the country and for its transmission of the programs the government establish a Regulatory Authority to monitor and regulate its activities.

(b) If the private channel transmits its programs simultaneously when the BTV is also transmitting its programs the private channel shall pay an amount of Tk. 1200 per hour. This hourly charge will be increased to Tk. 1,800 when BTV is not transmitting its programs.

A copy of the letter having No. A : Ma : /A : Bi :/ Ba-8/3-3353-0001-4892(1)/99/7 dated 16.2.1999 is annexed here with and marked as Annexure-"C".

18. The Petitioners like to state here specifically that in the media world it is unprecedented to offer the sale of air time by a national television to a private channel in such a cheap rate. The Petitioners have ascertained that private channels like ATN, Channel-i sell their air time at a rate of Tk. 40 to 50 thousand per hour.

19. Be that as it may, by a letter dated 24 February 1999 written by Mr. Abu Sayed Mahmood, Chairman, ETV to the Hon'ble Finance Minister, Mr. Mahmood wanted the Ministry of Finance to delete the provision of charging Tk. 1200 and Tk. 1800 per hour.

A copy of the said letter dated 24.2.99 is annexed herewith and marked as Annexure-"D".

20. Upon receiving the above representation dated 24 February 1999 the Ministry of Finance by a back dated

www.pathagar.com

Memo of 16.2.1999 deleted the original Paragraph (Cha) of the original memo of the same date issued by the Ministry of Finance as a result of which the ETV was exempted from paying the said hourly charge of Tk. 1200.00 or Tk. 1800.00.

A copy of the said memo dated 16.2.1999 is annexed herewith an marked as Annexure-"E".

21. It is submitted that it will be almost impossible to find such a colossal regularity and /or forgery done by an executive government at such a high level anywhere in the civilezed world. This act shows conclusively that the persons involved in doing it knew very well that what they were doing were totally unlawful and this is precisely the reason why the backdated memo was issued.

22. Having obtained this unlawful concession from the Ministry of Finance, on 9 March 1999 the Government of Bangladesh represented by the Ministry of Information signed a License Agreement with Mr. A.S. Mahmood be Respondent No. 7 in his private capacity as an individual.

A copy of the said license agreement dated 9.3.1999 is annexed herewith and marked as Annexure-"F".

23. It is submitted that the said agreement signed between the Government of Bangladesh and the Respondent No. 7 in wholly unlawful and contrary to public interest in a such as Mr. A.S. Mahmud did not participate in the tender, and furthermore the signing of the agreement with him is contrary to the policy earlier formulated by the Government on this behalf.

24. At the time of the hearing the Petitioners would specifically refer to be various provisions of the said agreement. But two of the important clauses are quoted below :

Clause 7.2 : The Licence cannot be transferred to another person or organisation or any company without first obtaining permission of the Licensor.

Clause 11.3 : After the execution of this agreement the Licensee may with the prior approval of the Licensor transfer the Licence to a private company incorporated under the laws of Bangladesh and of which the Licensee is a promoter and the Licensor shall give necessary effect to such transfer.

www.pathagar.com

25. It is significant to note that before signing the agreement on 9 March 1999 it appears from Annexure-"D" dated 24 February 1999 that a company under the name and title Ekushey Television Ltd. had already come into existence. It is therefore submitted that the license agreement was signed with Mr. A.S. Mahmud was not at all a bonafide one.

26. The Petitioners have learnt from reliable sources which they verily believe to be true that Mr. A. S. Mahmood sold the license to ETV Ltd. at a price of Tk. 200 crores.

27. On 18 March 1999 nine days after signing of the license Agreement Mr. A. S. Mahmood, Respondent No. 7, using the letter head of ETV and representing himself as Chairman made an application to the Ministry of Information seeking permission from the Ministry under clause 11.3 of the license Agreement to transfer the said license to ETV Ltd. on the ground the ETV Ltd. has been incorporated as a Company under the Companies Ltd. 1994 of which he is a promoter. A copy of the Respondent No. 7'sietter dated 18.03.1999 is annexed here with and marked as Annexure—'G'

28. By letter dated 5 April 1999 the Ministry of Information granted permission to transfer the license to ETV Ltd. with a direction to submit all the documents relating to the formation and management of the company (i.e. ETV Ltd.) to the Ministry. A copy of the letter of permission dated 15.04.1999 is annexed here with and marked as Annexure— "H"

29. The petitioners came to know to from reliable sources that Mr. A.S. Mahmud have not yet submitted and documents to the Ministry. Despite theie best have not yet submitted and documents to the Ministry. Despite their best efforts the petitioners also failed to obtain and documents regarding the incorporation of this ETV Ltd. with the registration of joint stock companies and firms, and as such the registrar has been impleaded as a respondent and the petitioners prays for a direction upon him to certify and transmit the entire records of incorporation of ETV Ltd. to the Hon'ble court.

www.pathagar.com

30. Bay a letter dated 29 November 1999 the Ministry of Post and Telecommunications gave permission to ETV. Ltd. to import wireless telegraphy apparatus for transmission of their programme. It is stated that by Section 3 of Wireless & Telegraphy Act 1933 it is unlawful for a person to possess wireless telegraphy apparatus except under and in accordance with a license issued under Section 5 of the Act. It is stated that the ETV. Ltd. has not been granted any license under the Act. The Petitioners have come to learn that in the first week of. September 2001, the Ministry of Post and Telecommunication, the Respondenty No. 3 has issued a notice upon ETV Ltd. asking them to explain how they can import wireless telegraphy apparatus without a valid license. This matter was reported in the national press.

A copy of the Daily Janakantha dated 13.9.2001 is annexed here with and marked as Annexure "I".

31. By a co-site Agreement for TV transmission facilities dated 29 June 1999 signed between the Government of Bangladesh and ETV Ltd., the ETV Ltd. was allowed to install its transmission and broadcasting equipment and associated systems in three phases in Dhaka, Natore, Khulna, Rangpur, Mymensingh, Noakhali, Cox's Bazar and Rangamati. The ETV Ltd. is showed to install its transmitting antenna and related systems and its Microwave equipment and related systems at and upon the Dhaka TV transmitting towers sites. The ETV Ltd. is also permitted to drew its electric lines and telephone line through BTV premises from the PDB's over head lines and BTTB's boxs respectively. Apart from that the ETV Ltd. was allowed to use all other facilities of the BTV but on a very nominal rental Terms.

A copy of the co-site Agreement dated 19.6.99 is annexed here with and marked as Annexure-"J".

32. It is stated that by the said agreement mentioned in the Telegraph here in above the ETV Ltd. was allowed to use the transmission towers of BTV and to co-site the related transmission facilities of ETV Ltd. within the vicinity of BTV towers which BTV installed by spending crocre of taka. BTV has 24 (twenty four) transmission Towers through out the

www.pathagar.com

country. The cost of one tower is estimated to be between taka 10 and 12 corres. Throuth This 24 transmission towers BTV transmits its programme through terristrial technology. In terrestrial system as opposed to the Satellite system and an ordinary antenna with a TV set is sufficient to view a programme. To run a television station under terrestrial system involves large amount fund. It is estimated that ETV is getting benefit of Tk. 300 crores by being able to transmit its programme throuth BTV transmission tower . This is a gift given to ETV Ltd. by the Respondents at the cost of BTV.

33. It is stated that BTV has only two very High Frequency (VHF)channels. Each channel costs Tk. 250 crores. A second channel was introduced by the late President Ziaur Rahman which was used during his period as an educational channel. Subsequently it was closed. The second channel has now been given to ETV Ltd. This is highly prejudicial to the interest of the state. If due to any technical fault the BTV's existing channel become inoperative then BTV will not be able to transmit its programmes through terrestrial method and the ETV will occupy the position of BTV. should not be allowed to do that. This matter was reported in the Daily Inqilab on 12 September 2001.

A copy of the Daily Inqilab dated 12.9.2001 is annexed herewith and marked as Annexure-"K".

34. It is stated that in street law ETV Ltd. cannot broadcast television programmes terrestrially because neither has been granted Satellite News Gathering (SNG) license nor it has got the frequency allocation license. BTV the exclusive holders of these two licences. But ETV is unlawfully allowed have the benefit of these licences without it being holder of licences such which is not only illegal but also against the interest of the state.

35. It is further stated that only 20% to 25% of the total viewers of Bangkadesh can alford to have the satellite channel connection. But because the unlawful terrestrial facilities given to ETV Ltd. it can reach the people across the length and breath of the country side by side with BTV where as such a facility has been legitimately denied to other satellite channels link Channel–1, ATN Bangla, ATV, BBC and CNN.

www.pathagar.com

36. On 17 June 1998 the Government of Bangladesh formulated a policy for establishment of private Television Channel in which a number proconditions were set out to grant license to a private channel, two of which are quoted below.

(a) The applicant enterprise must be position to present a programme which meets professional and technical standards

(b) License can only be granted to a commercial enterprise which has an engineering department, a programme department, a news department.

37. It is submitted that taking all the proconditions as enumerated in the said policy it is highly inconceivable that it was the intention of the policy maker to grant license to an individual. At the time of the hearing the petitioners would specifically refer to the relevant portions of the policy.

38. It is specifically stated that by allowing the ETV Ltd. to set up its office inside the BTV complex at Rampura the security of the BTV has been threatened. BTV is a Key Point Installation (KPI). Foreigners are not normally allowed entry into a KPI unless it is for a limited purpose. Having allowed the main office of ETV Ltd. within the principal office of BTV the security of the BTV has been threatened. This is more so then ETV has employeed a number of foreign officials in its key positions. This was the subject of investigative journalism and the matter was reported by the Daily Inqilab on 12 September 2001.

A copy of the Daily Inqilab dated 13.9.2001 is annexed herewith and marked as Annexure-"L".

39. The fact that a series of irregularities and illegalities have been committed by various departments of Bangladesh in granting license to A. S. Mahmud, and there after indirectly to ETV Ltd. and that the public exchequer has been deprived of its lawful revenues, and that in proper procedures have been followed, and that various government functionaries have manipulated various documents, committed forgery and acted in a highly improper manner have been reported in the "Jai Jai Din" in its 11 September 2001 issue.

A copy of the "Jai Jai Din" is annexed herewith and marked as Annexure-"M".

www.pathagar.com

40. It is submitted that in granting the license for a private television channel the Respondent Nos. I and 2 are under a legal and constitutional obligation to protect national interest but in issuing license to the Respondent No. 7 they have acted in breach a law and the policy formulated by the government and further they have not acted in a way which is honest, fair and reasonable and designed to protect public interest and therefore the license purported to be granted to Mr. A.S. Mahmud and thereafter assigning its benefit to ETV Ltd. should be declared unlawful.

41. It is further submitted that Mr. A.S. Mahmud being a private individual and not being a commercial enterprise and further having not been participated in the tender cannot in law be granted license to install and operate a private television channel.

42. It is also submitted that Ekushey Television's tender having once been rejected by the Technical Committee as having not responsive subsequently the Respondents by grading it as No. 1 enterprise has acted malafide and contrary to public interests.

43. It is also submitted that the Ministry of Finance, the Respondent No. 2, has acted dishonestly and against national economic interest by agreeing not to charge ETV Ltd. any fees for transmitting side by side with simultaneously with the national television channel namely BTV.

44. It is submitted that serious public anxiety has been created by reports and opinions about covert deals and other irregularities in granting license to private television channel without protecting national interest.

45. It is also submitted that violating clear provision of Section 3 of the Telegraph and Wirless Act 1933 and without giving any license to ETV under Section 5 of the said Act giving ETV Ltd. permission to import wireless apparatus is unlawful and contrary to public policy.

46. It is also submitted that while it is the legal and constitutional duty of the Ministry of Information and the Ministry of Finance to protect the economic interest of the country. ETV Ltd. has been allowed to use the transmission towers of the BTV causing losses of crores of taka to the public exchequer.

www.pathagar.com

47. It is also submitted that signing of the Co-site Agreement with ETV Ltd. by the BTV is the result of economic duress and in restraint of trade and contrary to public policy.

48. It is submitted that the entire process of granting license of Mr. A. S. Mahmud, the Respondent No. 7, and thereafter assigning the benefit of the licensing agreement to the ETV Ltd. and forgoing the economic benefit due to the state are all designed to grant undue benefit to a set of private individuals and at the cost of national interest and such actions are malafide, unauthorized, unlawful and without jurisdiction.

49. It is also submitted that allowing ETV Ltd. to function from the office of the BTV which is a Key Point Installation (KPI) is likely to be prejudicial to the national security of Bangladesh.

50. The Petitioners would like to state here specifically that they are not as such against the privatization of electronic media. Their main concern is to protect the national economic interest. There are very many satellite TV stations which are functioning. The Petitioners are not at all opposed to the functioning of ETV Ltd. as a satellite TV network like ATN, Channel-i, BBC and CNN. But the Petitioners are opposed to the ETV Ltd. using the BTV establishment unlawfully. This is contrary to public interest and the Petitioners would pray for an interim order from this Hon'ble Court preventing the ETV Ltd. from broadcasting television programmes terrestrially.

51. Finding no other equally efficacious remedy your Petitioners beg to move this petition on the following amongst other.

GROUNDS

I. For that in granting the license for a private television channel the Respondent No. 1 and 2 are under a legal and constitutional obligation to protect national interest but in issuing license to the Respondent No. 7 they have acted in breach a law and the Policy formulated by the Government

www.pathagar.com

and further they have not acted in a way which is honest fair and reasonable and designed to protect public interest and therefore the license purported to be granted to Mr. A.S. Mahmood and thereafter assigning its benefit to ETV Ltd. should be declared unlawful.

II. For that Mr. A. S. Mahmood being a private individual and not being a commercial enterprise and further having not been participated in the tender cannot in law be granted license to install and operate a private television channel.

III. For that Ekushey Television's tender having once been rejected by the Technical Committee as having not responsive subsequently the Respondents by grading it as No. 1 enterprise has acted malafide and eontrary to public interest.

IV. For that the Ministry of Finance, the Respondent No. 2, has acted dishonestly and against national economic interest by agreeing not to charge ETV Ltd. any fees for transmitting side by side with/simultaneously with the national television channel namely BTV.

V. For that serious public anxiety has been created by reports and opinion about covert deals and other irregularities in granting license to private television channel without protecting national interest.

VI. For that violating clear provision fo Section 3 of the Telegraph and Wireless Act 1933 and without giving any license to ETV under Section 5 of the said Act giving ETV Ltd. permission to import wireless apparatus is unlawful and contrary to public policy.

VII. For that while it is the legal and constitutional duty of the Ministry of Information and the Ministry of Finance to protect the economic interest of the country, ETV Ltd. has been allowed to use the transmission towers of the BTV causing losses of crores of taka to the public exchequer.

VIII. For that signing of the Co-site Agreement with ETV Ltd. by the BTV is the result of economic duress and in restraint of trade and contrary to public policy.

IX. For that the entire process of granting license to Mr. A. S. Mahmood, the Respondent No. 7, and thereafter assigning

www.pathagar.com

the benefit of the Licensing Agreement to the ETV Ltd. and forgoing the economic benefit due to the state are all designed to grant undue benefit to a set of private individuals and at the cost of national interest and such actions are malafide, unauthorised, unlawful and without jurisdiction.

X. For that allowing ETV Ltd. to function from the office of the BTV which is a Key Point Installation (KPI) is likely to be prejudicial to the national security ob Bangladesh.

XI. For that the Impugned Agreement and the approval are otherwise unlawful and unconsititutional.

Wherefore it is prayed that your

Lordships would be pleased

(a) to issue a Rule Nisi calling upon the Respondents to show cause as to why the Licensing Agreement dated 9.3.1999 signed by and between the Ministry of Information, the Respondent No. 1, and Mr. A. S. Mahmood, the Respondent No. 7, (Annexure "F") and the subsequent approval to transfer the said license to the ETV Ltd. (Annexure- "H") should not be declared to have been entered into and granted unlawfully and without any lawful authority and are of no legal effect.

(b) Pending disposal of the Rule direct ETV Ltd., the Respondent No. 6, to stop broadcasting television programme terrestrially only.

(c) Direct the Respondent No. 1 and 2 to certify and transmit all the relevant records and also the Respondent No. 8 to certify and transmit the entire records relating to the incorporation and functioning of the ETV Ltd. to this Hon'ble Court.

(d) Upon hearing the parties make the Rule absolute.

(e) Any other relief to which the Petitioners may be found entitled in law and equity be also granted.

(a) Costs.

And for this act of Kindness the Petitioners, as in duty bound, shall ever pray.

www.pathagar.com

AFFIDAVIT OF THE PETITIONER NO. 1

1. Dr. Chowdhury Mahmood Hasan S/0. Justice M. A. Kuddin Chowdhury, Professor, Department of pharmacy University of Dhaka, University Campus, P.S. Ramna, Dhaka, aged about 50 years, by faith muslim, by profession service, by nationality Bangladeshi by birth do hereby solemnly affirm and say as follows :

1. That I am the Petitioner No. 1 of this petiotion and such acquainted with the facts and circumstances of the same and hence competent to swear this affidavit.

2. That the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Prepared in my office.

(Mohammad Hossain)
Advocate.
The Law Counsel
City Heart, 7th Floor
67, Naya Palta, Dhaka.

Sd/-(Dr. Chowdhury Mahmood Hasan)
Deponent.
The deponent is known to me and identified by me.

(Mohammad Hossain)
Advocate.

Solemnly affirmed before me
by the said deponent this the
19th day of the September, 2001 at.....
COMMISSIONER OF AFFIDAVIT
SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION, DHAKA.

AFFIDAVIT OF THE PETITIONER NO.2.

I. Gias Kamal Chowdhury, S/O. Late Alhaj Rafiuddin Ahmed Chowdhury, President, Bangladesh Federal Union of Journalists. National Press Club, Dhaka, aged about 60 years by faith Muslim, by profession Journalism, by Nationality Bangladeshi by birth do hereby solemnly affirm and say as follows :

1. That I am the Petitioner No. 2 of this petition and such acquainted with the facts and circumstances of the same and hence competent to swear this affidavit.

www.pathagar.com

2. That the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Prepared in my office.

(Mohammad Hossain)
Advocate.
The Law Counsel
City Heart, 7th Floor
67, Naya Paltan, Dhaka.

Sd/-(Dr. Chowdhury Mahmood)
Deponent.
The deponent is known to me and identified by me.

(Mohammad Hossain)
Advocate.

Solemnly affirmed before me
by the said deponent this the
19th day of the September, 2001 at.....
COMMISSIONER OF AFFIDAVIT
SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION, DHAKA.

AFFIDVIT OF THE APTITIONER NO. 3.

I. Dr Mohammad Addur Rob, Late Moulovi Md. Abdun Noor, Professor, Dhaka University, Department of Geography and Environment University, Campus, P.S. Ramna, Dhaka, aged about 46 years, by faith Muslim, by profession service, by Nationality Bangladeshi by birth do hereby solemnly affirm and say as follows :

1. That I am the Petitioner No. 3 of this petition and such acquainted with the facts and circumstances of the same and hence competent to swear this Affidavit.
2. That the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Prepared in my office.

(Mohammad Hossain)
Advocate.
The Law Counsel
City Heart, 7th Floor
67, Naya Paltan, Dhaka.

Sd- (Dr. Chowdhury Mahmood)
Deponent.
The deponent is known to me and identified by me.

(Mohammad Hossain)
Advocate.

Solemnly affirmed before me
by the said deponent this the
19th day of the September, 2001 at.....
COMMISSIONER OF AFFIDAVIT

www.pathagar.com

বিবাদী পক্ষের জবাব

SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION, DHAKA.

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)
Write Petition No. 5050 of 2001
IN THE MATTER OF
Dr. Chowdhury Mahmood Hasan and others
Petitioners

-VERSUS-
Bangladesh, represented by the
Secretary, Ministry of
Information and others

Respondents

AFFIDAVIT IN OPPOSTTION ON BEHALF OF THE RESPONDENT NOS. 6 AND 8.

I, Farhad Mahmud, son of Mr. Abu Sayed Mahmud, Managing Director, Ekushey Television Limited, Jahangir Tower, 10 Kawran Bazar, P.S. Tejgaon, Dhaka, aged about 41 years, by faith Muslim, profession service, nationality Bangladeshi by birth, do hereby solemnly affirm and say as follows :

1. That I am the respondent No. 8 and the Managing Director of the respondent No. 6- Ekushey Television Limited, a private company limited by shares incorporated under the Companies Act, 1994 (hereinafter referred to as the "ETV") in the above Writ Petition and acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent to swear this affidavit on behalf of self and ETV.

2. That the contents of the instant Writ Petition (hereinafter referred to us the "petition") have been read over and explained to me. I have been advised to controvert those statements which are misleading, malafide and not correct and to place the facts and materials which are relevant for

www.pathagar.com

the purpose of proper adjudication of the Rule.

3. That the statements which have not specifically been admitted herein by me shall be deemed to have been denied.

4. The before adverting to the averments made in the writ petition I am advised and submit that the petition is not maintainable on the ground of :

(a) gross laches on the part of the petitioners in filing the writ petition in the form of public interest litigation;

(b) the writ petitioners have no locus-standi as such to maintain this writ petition as public interest litigation, rather the writ petition is manifestly against public interest as it unjustifiably seeks to obstruct the functioning of the only alternative national terrestrial television network in the country and which is extremely popular to the viewers;

(c) nowhere in the petition there is any allegation for infringement of any fundamental rights or of legal injury being caused to the writ petitioners or any group of persons or those of economically and socially disavantaged segments of the society, who are unable to have access to the court; on the contrary, if ETV in any way is interrupted with the broadcasting its programmes then fundamental rights of general public will as such be affected. ETV is effective and popular television network and it should be allowed to continue.

5. That the writ petition filed by the petitioners is not maintainable on the ground of gross laches on the part of the petitioners as the petition was filed on the 19th day of September, 2001, after 2 (two) years 6 (six) months and 10 (ten) days of granting of license to the respondent No. 7 (as proprietor of Ekushey Television) and 1 (one) years 6 (six) months and 11 (eleven) days after Ekushey Television commenced broadcast of programmes terrestrially as a private television network. The petitioners have not explained the cause of delay in coming to this Hon'ble Court except possibly their malafide motive to stop broadcasting election result. In face general public wanted that a private television network should also telecast the election ersult.

6. That the writ petition filed by the petitioners is also not maintainable on the ground of manifest lack of standing of

www.pathagar.com

the petitioners. The statements in the petition do not explain how the petitioners could have any genuine grievance in the telecast of programmes by ETV and the petition having been filed after such a long delay, was moved without giving even a notice of demand of justice, thus denying these respondents any opportunity to inform the petitioners of the correct position, which should have demonstrated to them that there was no ground in law or on facts for filing this writ petition. Such a mode of filing the petition which is sought to be characterised as a public interest litigation and the invocation of Article 102 of the Constitution by the petitioners in the circumstances of the case are wholly unwarranted. The petitioners have not explained how they are aggrieved nor they have stated which fundamental rights of the petitioners have been violated.

7. That the writ petition states that it is in the nature of public interest litigation. Nowhere in the petition there is any allegation for infringement of any fundamental rights or of legal injury being caused to the writ petitioners themselves or any group of persns or those of economically and socially disadvantaged segments of the society, who are unable to have access to the Court. No facts have been stated nor any case made out in the petition of contravention of any fundamental right of the writ petitioners or any group of persons or those of economically and socially disadvantaged segments of the society, who are unable to have access to the court. The writ petitioners describe themselves as distinguished professors of certain disciplines and journalist and that they enjoy the reputation nationally. They also describe themselves as holding the Constitution of the Republic in high esteem and feel that it is the sacred duty to safeguard and defend the constitution. This position and interest of the writ petitioners vis-a-vis of general public is contradictory. In the present of rule of law and democracy one should encourage an independent, impartial and bold television network in Bangladesh and such can only be performed by ETV being the only alternative national terrestrial television network which can be viewed by the general public from every corner of the country.

www.pathagar.com

8. That these respondents further submit that norwithstanding the emineuce and high standing of the writ petitioners the matter in this writ petition relates to broadcasting of programmes though private television network pursuant to the privatisation policy of the government and the writ petitioners have no standing as such to on this writ petition. None of the petitioners was an unsuccessful and who was unjustly denied the right to broadcast terrestrially through private television network. As such the petitioners do not appear to have come before this court bonafide but exfacie with a stray as a busy body or as an officious by stander and for motivations and considerations, which, notwithstanding anything stands disclosed by the petitioners, are opaque and indiscernible. In such situation the filing of the writ petition by the petitioners as a public interest litigation is not maintainable and lacks bonafide. In face it turns to be an ANTI PUBLIC INTEREST LITIGATION. If any general poll is taken by any responsible organisation the above statement will be confirmed.

9. That these respondents also submit that none of the unsuccessful applicants who have not been selected in the tender of awarding the private television network are petitioners before the Court, nor has any of them till this date filed any petition challenging the awarding of the private television network to these respondents. In fact, whatever benefit or rights have been originally granted under the licensing agreement, any other successful applicant would have enjoyed the same rights and benefits. Again none of the governmental bodies alleged in the petition to have been unjustly deprived of benefit has come before this Court challenging such deprivation. In such situation the filing of the writ petition by petitioners as public interest litigation is not maintainalble and lacks bonafide. It is pure and simple a malicious litigation and also anti-public litigation.

10. That reading the statements made in the petition and the prayers made therein, one cannot but come to the conclusion that the writ petition is manifestly against public interest as it unjustfiably seeks to obstruct the functioning of

www.pathagar.com

the only alternative and independent national terrestrial television network which can be viewed by the general public from almost every corner of the country. The private television network pupularly known as Ekushey Television (symbolizing the great upsurge of the language movement of the 21st of February, 1952) has within a period of almost 24 months earned widest possible reputation as being objective, independent and most reliable source of information and popular programmes representing Bengali culture and language, covering all sects of life. It is most popular amongst poor village people because it speaks for them and fights for their rights and demands. The attempt by the petitioners to shut down the best organised national terrestrial television network on the allegations which are manifestly baseless, unfounded and to some extent manufactured and to the detriment of millions of viewers is rather against public interest and policy. For reasons best known to petitioners they have filed an anti-public interest litigation.

11. That the statements made in paragraphs 1-3 of the petition are mostly factual issues. In this regard these respondents very humbly submit that it is immaterial whether the petitioners feel duty bound to "perform public duties and protect public property" as enshrined in Article 21 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, but the petitioners have failed to disclose that any public interest has been affected or that any public property is at risk causing infringement of fundamental rights of the petitioners or of any other group of individuals who are unable to come before this Hob'ble Court.

12. That the statements made in paragraph 4 of the petition are misrepresentation of both law and facts. In this regard it is submitted that the petitioners have failed to state anything in the writ petition as to how the respondents Nos. 1 to 3 have violated the mandates and public policy in dealing with public property. It is submitted that the respondents Nos. 1 to 3 in this writ petition is Bangladesh, i.e. the State itself represented by the Secretaries of the Ministry of Information, Ministry of Finance and the Ministry of Post

www.pathagar.com

and Telecommunications. It is further submitted that Public Policies are prepared by the government for the development of the socio-economic condition of the country. In the instant case prusuant to the policy of the government to invite private investment in public sectors the concerned Ministry, i.e. the Ministry of Information immaterialising the policy of establishing private television network decided to establish a private television network under private investment and consequently invited open tender from the intended participants, selected through this competitive process one of the applicants and eventually entered into the Licensing Agreement with the respondent No. 7 (as proprietor of M/S Ekushey Television). As such the question of violation of public policies are absolutely false and concocted. The allegation of dealing with public property by the respondents Nos. 1 to 3 in clear violation of legal mandates are also untenable and unfounded. In the name of public interest the petitioners have unnecessarily confused with name of the proprietor of the proposed company raising untenable technicalities and finally did not hesitate to rely on some forged and false documents, may be knowingly or innocently. The petitioners claim to be responsible citizens of Bangladesh. So they should not have adopted such means.

13. That the statements made in paragraphs 5 to 8 of the petition are matters of record and as such no comment is made by these respondents.

14. That the statements made in paragraph 9of the petition are incorrect and as such denied by these respondents. Contrary to what has been alleged, BTV and Radio Bangladesh are not the only electronic media transmitted from Bangladesh for mass communication. Ekushey Television is successfully transmitting programmes in and from Bangladesh for mass communication. Similarly, there are other private radio broadcasters who are broadcasting programmes from Bangladesh for mass communication. In addition several dozens of foreign television networks can be viewed by selected viewers upon payment of hefty connection charge and monthly subscription fees. Ekushey Television is

www.pathagar.com

the only other television network besides Bangladesh Television which can be viewed by viewers throughout the country without any monthly subscription and without any aid of dish antenna. The petitioners, if successful in their attempt, the ordinary and general viewers throughout the country will be deprived of the only other national television network which is a Bangladeshi company. The general public and mainly the viewers throughout Bangladesh covering remote corners who could watch a credible alternate national terrestrial television network will be worst affected persons in such situation. They cannot afford to have dish antenna like the petitioners.

15. That with regard to the statements made in paragraphs 10 to 16 of the petition, it is stated that the allegations made in these paragraphs are motivated and misrepresentation of facts, hence denied by these respondents. These respondents submit that pursuant to the publication of the tender in various newspapers the respondent No. 7 participated in the bidding process under the name "Ekushey Television" as the proprietor of the firm. The tender notice clearly allowed participation in the tender by individual or joint venture, local and foreign the notice required the participants to submit financial and technical proposals in sealed cover. Including the respondent No. 7 there were seventeen participants. The respondent No. 7 was the only applicant whose proposal was backed by technical collaboration of BBC Worldwide Limited. In a separate letter dated 24.06.2001 addressed to the Secretary, Ministry of Broadcasting, the Chief Engineer on behalf of BBC Worldwide Limited assured full co-operation in the event Ekushey Television is chosen as the successful applicant. No other applicant submitted any proposal backed by a foreign broadcasting company with international repute. In fact the proposals of all other applicants ran not more than 30 pages in total whereas the proposal of the respondent No. 7 prepared in collaboration with BBC Worldwide ran into more than hundred pages.

The Technical Evaluation Committee evaluated the proposals and found that the proposals of eight participants

www.pathagar.com

merit consideration for granting of license by the Ministry. In the selection process "Ekushey Television" topped the list. The evaluation report was submitted by the Chairman of the Evaluation Committee on 09.07.1998 to the Ministry of Information. Annexure "A(1)" to the writ petition is a forged and manufactured report. This is not in the file of the concerned Ministry. In fact Annexure A(1) of the writ petition is a manufactured one as detailed hereinafter. The MInistry of Information after receiving the Repoft dated 09.07.1998 proceeded of finalise the list. They prepared a Summary Report dated 06.10.1998 for information of the office of the Prime Minister. In the Report the Ministry recommended the name of "Ekushey Television" as the successful candidate for granting of the license. In Paragraph 5 (Uma to Jha) of the report the Ministry gave reason for selecting "Ekushey Television". In the Summary Report it was suggested that the license can be granted against fees and royalty and under both section 4(1) of the Telegraph Act, 1885 and section 5 of the Wireless and Telegraphy Act, 1933. The report further stated that one of the VHF frequencies would be allocated to the licensee who will broadcast the programmes both terrestrially and by satellite so that not only the Bangladeshi viewers but also the viewers of Middle Eastern countries can see the programmes. The report was signed and counter signed by the Additional Secretary and the State Minister. Ministry of Information. [Copy of the Summary Report dated 06.10.2001 is annexed as Annexure "4"].

After preparation of the Summary Report for the office of the Prime Minister but before submitting the same for her approval, there were some reports in newspapers regarding two self contradictory Evaluation Report on the selection process of the contenders for the television license and certain irregularities in the matter. For the sake of transparency, accountability and ensure fairness, the Ministry wanted to verify the reports published in the newspapers. In such situation the Secretary, Ministry of Information himself attested the report dated 09.07.1998 submitted by the Chairman of the Evaluation Committee to him selecting

www.pathagar.com

"Ekushey Television" and seven others as the successful candidates. Along with the attested Report the Secretary, Ministry of Information vide U. O. Note No. তম/সচিব-১/৯৮/৫৭ dated 14.10.1998 enquired from the Director General, BTV to confirm officially from the Chariman, Evaluation Committee, if the report selecting "Ekushey Televisions" and seven other participants was the only report of the Evaluation Committee. The Director General, BTV, fide letter No. বিটিভি (ডিজি)/০৪/৯৮-১০১৬ dated 15.10.1998 enclosed written submission dated 14.10.1998 of the Chief Engineer (In Charge) and Convenor of the Technical Evaluation Committee. In the written submission of the Chief Engineer (In Charge) dated 14.10.1998 he stated that the Committee prepared several provisional evaluation reports. The Chief Engineer (In Charge) confirmed that the final evaluation report as attested by the Secretary of Ministry of Information vide his signature dated 14.10.98 and forwarded to the Chief Engineer (In Charge) under covering letter of the Director General of BTV was the one which was submitted to the Ministry of Information. So there is no other report on record. The allegation of the petitioners has no basis whatsover. The records/files of the Ministry shall confirm that it is the only report of the Committee which was sent to this Ministry. In fact, Annexure A(1) of the writ petition is concocted, false and manufactured report. That is not the official report submitted to the Ministry. From close examination it appears that the signatures in Annexure A(1) are superimposed. These respondents do not know who did it but some one must be responsible for the said manipulation. [Copies of the U. O. Note No. তম/সবিচ-১/৯৮/৫৭ dated 14.10.1998 issued by the Secretary, Ministry of Information, letter No. (বিটিভি (ডিজি)/০৪/৯৮-১০১৬ dated 15.10.1998 issued by the Director General, BTV and Letter dated 14.10.98 of the Chief Engineer (In Charge) are annexed as Annexures "5", "5(a)" and "5(b)".]

16. That the statements made in paragraphs 17 to 21 of the petition are misrepresentation of facts and as such denied by these respondents. The Ministry of Information forwarded a copy of the Letter dated 16.02.99 to the respondent No. 7 vide letter 22.02.99, for comments. The respondent No. 7

www.pathagar.com

found out that the condition (Cha) in the letter dated 16.02.1999 regarding payment of hourly charges of Tk. 1,200.00 and 1,800.00 to BTV which were not at all provided for in the invitation to tender or in the NITIMALA and were introduced unjustifiably imposing as onerous burden for which there was no basis. In fact from the letter annexed by the petitioners it is evident that the then Secretary himself found the imposition unjustifiable in view of the fact that the licensee would be required to pay a license fee and hence there was no justification for paying an additional amount to BTB. Further the condition to pay charges BTV was new and never included in the NITIMALA on the basis of which various participants including the respondent No. 7 participated in the tender. NITIMALA required the participants to pay determinable and ascertainable fees, but no open-ended charges on hourly basis. The respondent No. 7 also raised serious objection to inclusion of such an additional imposition as onerous financial burden not stipulated anywhere either in the NITIMALA or in any documents exchanged between the concerned Ministry and the respondent No. 7. The respondent No. 7 vide letter dated 24.02.1999 raised his objection on, inter alia, three grounds, (a) the private television network would not broadcast their programs through BTV's network or by using BTV's machinery and equipment (b) the implementation of the project would cost Tk. 95.00 crores and the Project would pay license fees at the rate of Tk. 25,00,000.00 per year and in such situation imposition of this additional burden would make the private television network financially non-viable and (c) if collection of revenue is in issue, then the project would generate substantial revenue in crores of taka for the Government as VAT and duties. The respondent No. 7 in a letter dated 24.02.1999 categorically stated that the Government cannot on the one hand give permission for establishing private television network with a cost of about Tk. 95.00 crores and on the other hand impose various financial obligation (not stipulated in the tender document) which could render the project non-viable. The Ministry of Finance agreed to drop the clause and hence the original

www.pathagar.com

letter dated 16.02.1999 was replaced by another letter of the same date. The reason being in the meantime the Licensing Agreement was signed on 09.03.99 with which this letter dated 16.02.99 was annexed. This is a commercial decision taken by the concerned Ministry. There was no malafide. Neither was there any commission of any illegality or forgery by any Ministry. Such allegation has been made without any basis. This was pure and simple case of rectification of mistake. This was done openly and after free and fair discussion with the concerned Ministry.

17. That the statements made in paragraph 22 of the petition are incorrect and denied by these respondents. It is stated that no unlawful concession from the Ministry of Finance was obtained by the respondent No. 7. The respondent No. 7 signed the licensing Agreement as proprietor of "Ekushey Television" and not as an individual.

18. That the statements made in paragraphs 23 to 25 of the petition are incorrect, misleading and denied by these respondents. It is stated that the respondent No. 7 did participate in the tender in the name and style of his proprietorship concern namely "M/S Ekushey Television". Since "Ekushey Television" was neither a natural or a legal person, the license agreement was signed in the name of the proprietor. At the time when the respondent No. 7 participated in the tender, the company was not incorporated/registered. But in the proposal submitted to the Government, the respondent No. 7 had in effect indicated that ultimately the network would be run by a limited company formed under joint venture. In the proposal the respondent No. 7 mentioned of himself being the Chairman and Mr. Simon Dring (a prominent internationally reputed journalist working for BBC) to be the Joint Managing Director of the proposed company. As stated in the proposal, soon after submitting the proposal, ETV was incorporated under the Companies Act 1994. ETV was registered and incorporated with the office of the Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Dhaka under the Certificate of Incorporation No. C-35708(08)/98 dated 01.07.1998. The respondent No. 7 became the chairman and

www.pathagar.com

Mr. Simon dring the first joint Managing Director of ETV. As per the proposal made while submitting the tender and to accommodate the possibility of taking over the license by ETV, at the request of the respondnt No. 7 the Licensor, i.e. the Government was kind enough to incorporate clauses 7.2 and 11.3 in the licensing agreement. Unfortunately petitioners though either omitted to notice those clauses or keeping their eyes closed to those clauses. The respondent No. 7 right from the very beginning of filing application made it very clear that license shall finally be taken in the name of ETV.

19. That the statements made in paragraph 26 of the petition are not only false but imaginary and denied by these respondents. These respondents can not help but to mention that the entire project of ETV was assessed and valued by ANZ Grindlays Bank and other financiers at Tk. 95 crores with projected income for first five years at Tk. 1.00 crore per month. That being the case the allegation of selling the License by the respondent No. 7 to ETV at a price of Tk. 200 crores is absolutely imaginary and baseless. The fact is that ETV was prmoted by the respondent No. 7 along with his immediate family members. Subsequently after the respondent No. 7 was offered the license for the network, he approached foreign as well as local equity participants. Citicorp International Finance Corporation of Delaware, USA (a subsidiary of Citicorp, USA) agreed to take 40% of the total subscribed shares, Industrial Promotion and Development Company of Bangladesh Limited (IPDC) agreed to take 5% shares. The respondent No. 7 and his family members decidd to take 20%. Local sponsors like Square Group, Rangs Group, Eastcoast Group and other prominent investors agreed to take rest 35% of the equity. With the consent of all shareholders, ETV in consideration of transferring the license to it agreed to issue shares of the value of Tk. 1.00 (one) crore under a Vendors Agreement. This figure was arrived at on the basis of a duty audited report on expenses incurred by the respondent No. 7 until the date of issuance of the license. So the respondent No. 7 has not sold the license to anybody for imaginary amount of money as

www.pathagar.com

alleged, rather he being one of the Sponsors of ETV has transferred the license in favour of ETV against 1,00,000 ordinary shares of Tk. 100.00 each.

20. That with regard to the statements made in paragraps 27 t0 29 of the petition, these respondents submit that such statements are not only incorrect but also false and misleading. As stated in teh proposal submitted by the respondent No. 7 to the Government, after issuance of the license, the same was transferred in the name of ETV following the necessary formalities. Had the petitioners made any genuine and sincere attempt to enquire whether the transfer of the license has been made properly, they would be satisfied by the concerned Ministry about the existence of the necessary documents with the concerned officials to this effect. It is also stated that the papers/documents regarding incorporation of ETV are kept with the office of the Registrar of Joint Stock Companies and the same are public documents. ETV was incorporated on 01.07.98 under Incorporation Certificate No. C-35708(08)/98 dated 01.07.98. At present ETV has 16 Directors and 25 shareholders including 9 foreign shareholders. The present paid up capital of ETV is Tk. 30,17,27,000.00 divided into 30,17,270 shares of Tk. 100.00 each.

21. That the statements made in paragraph 30 of the petition are misrepresentation of law and facts and as such denied by these respondents. Contrary to what has been alleged, the license given to the respondent No. 7 and subsequently transferred to ETV was a comprehensive one. Clause 2.1 of the Licensing Agreement stipulates that the license was granted by the Government under Section 4(1) of the Telegraph Act, 1885 and Section 5 of the Wireless and Telegraphy Act, 1933. Clause 2.1 of the said agreement is quoted below :

"2.1 By this Agreement the Licensor grants the Licensee License to establish and operate a privately owned television channel for the production, transmission and broadcast of television programmes within the territory of Bangladesh and abroad pursuant to the powers conferred upon the

www.pathagar.com

Licensor by Section 4(1)of the Telegraph Act of 1885 and Section 5 of the Wireless and Telegraphy Act of 1933."

ETV upon receipt of the show cause notice gave reply vide reply dated 11.09.2001 to the effect that since the license was granted pursuant to the Guidelines (NITIMALA) dated 24.05.1998 prepared by the Government, wherein it was clearly stated that the Government shall grant license under both the Acts i.e. the Telegraph Act of 1885 and the Wireless and Telegraphy Act of 1933 and since in the License it is clearly stated that the said was granted under both the Acts and since the Ministry of Information and Ministry of Post & Telecommunication are under the Government of the People's Republic of Bangladesh, there is no need to obtain any fresh license from the Ministry of Post & Telecommunication. It was further stated in the reply that the Government subsequent to the granting of license both under Section 4(1) of the Telegraph Act of 1885 and Section 5 of the Wireless and Telegraphy Act of 1933, the Director, Wireless of Bangladesh Telegraph and Telephone Board vide Memo No. M(2)/2-13/99 dated 30.06.1999 informed the Ministry of Post & Telecommunication that BTTB has no objection in ETV setting up the broadcasting system (by importing the necessary apparatus). Thereafter an inter Ministerial meeting was held including the Ministry of Post and Telecommunication, wherein decision was taken to permit ETV to set up the private television network. Consequently the Ministry of Post and Telecommunication vide letter No. PT/Sec-5/1-1/99-327 dated 18.07.1999 permitted ETV to set up the facilities (i.e. by import of apparatus) as necessary for broadcasting and distribution of television programs through up link earth station. In the circumstances ETV did not require and separate license under section 5 (not under section 3 as suggested in the show cause notice) for use of wireless telegraphy apparatus. It is rather surprising that this issue had at all been raised almost two years of commencement of the broadcast of programmes. As of the date of filing this affidavit, the concerned Ministry has seemed to have accepted the explanation of the respondents as being satisfactory.

www.pathagar.com

It is further submitted even if, without conceding, no license under section 5 of the Wireless and Telegraphy Act, 1933 was expressly given by the Ministry of Post and Telecommunications (which was the obligation of the said Ministry), but the fact is that the Ministry of Post and Telecommunications have already vide their letter dated 18.07.1999 expressly permitted ETV to set up the facilities (i.e. by import of apparatus) as necessary for broadcasting and distribution of television programs through up link earth station can be treated as license under the said section. It is stated that in any case event if the letter is not considered as a license under the said section, in view of section 6 of the Wireless and Telegraphy Act, 1933 the authority could only impose penalty and/or confiscate the apparatus imported by ETV. But in view of issuance of letter dated 18.07.1999, the provision of section 6 of the said Act is also not applicable in the instant case.

22. That the statements made in paragraphs 31 and 32 of the petition are false and frivolous and as such denied by these respondents. ETV does not broadcast its programmes by use of BTV facilities. ETV is absolutely independent in broadcasting its programmes. ETV broadcasts its programmes by using its own broadcast equipment and transmitters. It only uses the space of BTV and BTTB towers to hoist its antennas and to park transmitters in the nearby premises. Through the Co-site Agreement executed between ETV and the Government represented by Bangladesh Television, ETV has been allowed to hoist its antennas on the BTV tower and park its transmitter on the premises belonging to BTV. The Towers are nothing but mere steel structures of BTV located at different places of the country. ETV is further allowed to use the ground areas around the Towers. No other facilities of BTV as alleged by the petitioners are being allowed to be ETV. ETV is using 4 Towers of BTV against yearly payment of Tk. 27,87,304.00 only for use of space on the Towers. It is further submitted that all Towers used by BRV are not owned by itself. A number of Towers owned by the Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB) are used by BTV. Just like ETV

www.pathagar.com

using BTV Towers, similarly BTTB Towers have also been rented to various private telephone service providers. The cost of erection of such tower is immaterial for the reason that the towers have not been transferred to ETV. BTV has just rented a space in the towers to ETV upon payment of rents.

23. That the statement made in paragraph 33 of the petition are completely misleading, false and frivolous and as such denied by ETV. Contrary to what has been alleged by the petitioners, BTV has not given any channel to ETV. In fact BTV does not own a VHF channel but uses a frequency allocated by the Ministry of Post & Telecommunication BTV transmits its programmes on a Broadcast Frequency in this case a VHF Frequency allocated by the Frequency Board under the Ministry of Post & Telecommunications. A frequency is commonly called as "Channel". BTV used to use a second channel for a short period of time but this was ultimately closed down. That VHF Frequency remained unused and was not allocated to any other user. When the Government considered to award a television broadcast license to the private sector it was decided that the second unused Frequency will be allocated to the successful participant. At it happened, this VHF Frequency was then allocated to ETV for a fee. However, this does not mean that BTV cannot start a second Channel or that ETV has taken over BTV's channel. There are other Frequencies available for use. Further ETV is not using the transmission and broadcasting equipment of BTV. ETV has its own transmission and broadcasting equipment through which it is broadcasting its own programs. BTV has just rented its Towers to ETV for hoisting ETV's antennas. As such the allegation that BTV's channel eas given to ETV is absolutely unfounded, concocted, baseless and complete misrepresentation of facts. ETV has obtained necessary frequency allocation from the Frequency and Wireless Board. Regarding the newspaper report, it is submitted that ETV has made protests to the said news item. Those news items are concocted, false and baseless.

24. That the statements made in paragraph No. 34 of the petition are absolutely misleading, false, frivolous, concocted and malafide and as such denied by these respondents. The

www.pathagar.com

NITIMALA provided that a private television network would broadcast **its programmes both terrestrially and through satellite.** The Licensing Agreement executed with the Government granted ETV permission to broadcast programs **both terrestrially and through satellite.** Satellite News Gathering (SNG) equipment is an equipment for the broadcasting and relaying of television programs. The License covers the use of all equipment necessary for broadcasting and transmission of television programs. As such the question of another license for use of SNG does not arise. It is further submitted that the license for use of SNG does not arise. It is further submitted that the license has been given to broadcast and transmit television programme both terrestrially and through satellite.

25. That with regard to the statements made in paragraph No. 35, these respondents submit that the contents of this paragraph reveal the real purpose or objective to file this petition. The petitioners do not seem to be concerned of national interest but of the interest of other private and foreign based television channels. They want their own national broadcasting to be closed to encourage foreign broadcasters. This is an era of free economy but not at the cost of national interest. ETV is an established institution. If any poll is taken, each and every citizen, from rich to poor, will support ETV. It serves upto remotest village without any extra cost. It speaks for poor, peasants and neglected women-folks. With due respect to the petitioners it seems that they are acting as agents of foreign broadcasters. It is never expected from any nationalist Bangladeshi.

26. That the statements in paragraphs 36 and 37 of the petition are misrepresentation of facts and law and as such are denied by these respondents. It is submitted that the tender was onvited by the Ministry of Information from any person (individual or joint venture). There is no ambiguity in the policy of the government and ETV fulfils those conditions. It is not understood what the petitioners are trying to derive at. The application was made by respondent No. 7 for and on behalf of his proprietorship concern with a clear intimation

www.pathagar.com

that the license will be finally taken over by ETV. This is common practice and has legal backing.

27. That the statements made in paragraph 38 of the petition are false and frivolous and as such denied by ETV. Contrary to what has been alleged, the main office of ETV is not within the premises of BTV. ETV has been allowed to use part of the BTV ground at Rampura near the tower to park its transmitter in a container (measuring approximately 20sft.). For use of the part of the BTV ground ETV has obtained necessary security clearance and permissions from K.P.I.D.C. The appointment of foreign technician by ETV to visit the container has been done upon obtaining necessary approvals and permits from various governmental authorities. This is nothing new or unusual. The mobile telephone service providers are enjoying similar facilities from BTTB (Bangladesh Telephone & Telegraph Board) for using towers for transmitting calls through their own transmitter. The over zealous concern of the petitioners in the matter seems misplaced and unwarranted. Either they have not understood the real mechanism of such transmission or they are lacking in their knowledge about the same. In fact this is a personally motivated misconceived litigation. The petitioners are acting against national interest.

28. That the state made in paragraphs 39 to 50 of the petition are repetition of the earlier paragraphs which are also incorrect, unfounded and as such denied by these respondents. Contrary to what has been alleged, no irregularity or illegality has been committed in granting the license and in allowing ETV to hoist its antenna on BTV's Tower and a transmitter on BTV's premises upon payment of necessary rents. There is no need for concern that the national security of Bangladesh is in any way prejudiced. These repondents are no less concerned for the national security of the country than the petitioners. When there is no reason to be concerned, the raising of such false alarm casts doubts in the sincerity of the petitioners in filing this petition. The petitioners somehow want ETV to stop its telecast and for that purpose they have raised all possible and

www.pathagar.com

impossible pleas which are not only baseless but also malicious. They cannot possibly tolerate the popularity of ETV and that is why at this belated stage they have filed this petition. This petition should be rejected in limine on the ground of delay and laches.

29. That the facts that are relevant for disposal of this petition are :

(a) That pursuant to the policy by the Government of the People's Republic of Bangladesh to allow setting up of a private television network, the Ministry of Information vide Notification No. তম/১০(১)/৯৬-টিভি(অংশ)/৮৫৪ dated 21.08.97 set up a Legal Committee. The said Committee met on 09.09.97 and vide its report dated 12.10.97 gave their recommendation on the legal position to set up private television. Thereafter the Ministry of Information vide Notification No. তম/১০(১)/৯৬-টিভি(অংশ)/১৩০৬ dated 22.12.1997 set up a Technical Committee. The said Committee met on 09.03.98 and vide its report dated 05.04.98 gave their recommendation on the technical aspects to set up private television. Therefore, the Ministry of Information on 06.05.1998 published notice in the news papers inviting financial and technical proposals from "local or foreign firm individually or under joint venture" for establishment and operation of one or more than one private television network. The Financial and Technical Proposals were to be submitted by the intending participants within 25.06.1998.

Copies of the report dated 12.10.97 given by the Legal Committee, report dated 05.04.98 given by the Technical Committee and the **Tender Notice dated 06.05.1998** published in the newspapers are annexed herewith and marked as Annexures "1", "1(a)" and "1(b)"

(b) That after publication of the notice inviting Financial and Technical Proposal, the Ministry of Information formulated a NITIMALA dated 24.05.1998 for establishing and running a television network under private ownership. In the preamble of the NITIMALA it was stated as follows :....

www.pathagar.com

Various allegations raised by the petitioners in the writ petition are as follows :

(a) Reply to paragraphs 1-3 :

No Comment.

(b) Reply to paragraph 4 :

Fact is that Respondent No. 1 perform his duties utmost honestly and sincerely to protect public property lawfully in the interest of the state. All the procedures in establishing a private company has been performed legally.

(c) Reply to paragraphs 5-8 :

No Comment.

(d) Reply to paragraph 9 :

No Comment. Here it may be mentioned that the government has always the right to establish Private Electronic Media in TV and Radio Sector.

(e) Reply to paragraphs 10-11 :

No Comment.

(f) Reply to paragraphs 12-16 :

Seventeen tenders were received in response to the advertisement. A Technical Committee was formed on 23.11.1998 headed by Mr. Anisur Rahman, Chief Engineer (In charge) BTV to evaluate the tenders. The report of the tender Committee vide BTV's Memo No. TV Eng./055.07/38 dated 09.07.1998 was by the Ministry (Annexure A). The report shows that the Committee found 8 tenders as elegible and 9 tenders as not eligible. Ekushey Television was numbered one in the eligible list.

The letter which mentioned in the para-14 of the wirt petition (Annexure A and A1) had not been received by the Ministry. Besides Annexure A is an unsigned letter. Convenor of the technical evaluation committee confirmed that Annexure A1 is not the final recommendation of the committee.

However, since two evalution reports were published in the newspaper, the Secretary, Ministry of Information vide U. O. Note No. Toma/Secy.-1/98/57 dated 14.10.1998 asked the DG Television to clarify the position. The report of the DG

www.pathagar.com

BTV is attached (Annexure-B). The DG BTV vide his memo No. BTV/DG/04/98-1016 dated 15.10.1998 has enclosed the report of the Convenor of the Technical Committee. In this respect the convenor of the Technical Evaluation Committee and Chief Engineer BTV has clearly stated that the Committee evaluatd the tenders several times and the final evaluation report was sent to the Ministry (Annexure B-B1). He also stated that the alleged evaluation report as mentioned in A and A1, is, in no way, **not** the conclusive report of the committee.

Therefore, the Ministry of Information had received only one evaluation report as mentioned in Annexure B-B1 of the writ petition. Hence it is not a fact that some interested group has managed to change the evaluation report.

(g) Reply to paragraphs 17-21 :

The Ministry of Information vide their Memo No. Tama/10(1)/96TV(Part-2)/700 dated 29.12.1998 requested Ministry of Finance to fix up the rate and other things of Private TV Channel. The Ministry of Finance vide their letter dated 16.02.1999 set up some terms and conditions. The Ministry of Knformation forwarded the copy of the letter to Mr. A. S. Mahmud, Ekushey TV. Ekushey TV took up the matter with Ministry of Finacne and Ministry of Finance later issued another substitute letter bearing the same memo no and date. This practice is a common practice in the secretarial business. Therefore, it is not a irregularity and/or forgery done by any of the concerned Ministry.

(h) Reply to paragraphs 22-23 :

No unlawful concession was given to the Ekushey TV. The agreement was signed legally and lawfully.

Mr. A. S. Mahmood (Respondent No. 7) filed the tender on behalf of ETV (Annexure C) as Chairman and Chief Executive of ETV. Therefore, no illegality was done by executing the Licensing Agreement with Mr. A. S. Mahmud (who is the Chairman of ETV).

(i) Reply to paragraphs 24-28 :

No Comment

(j) Reply to paragraphs 29 :

Mr. A. S. Mahmud Chairman ETV submittee petition on

www.pathagar.com

18.03.99 to the Ministry of Information for transferring the license from A. S. Mahmud to ETV Ltd. The Ministry of Information granted permission on 05.04.99 to Mr. A. S. Mahmud to transfer the license to ETV Ltd. and requested to submit necessary documents on formation of company etc. Mr. A. S. Mahmud vide his letter dated 07.04.99 submitted necessary papers. Later the Ministry of Information requested ETV to revise the license agreement. This matter is presently under process.

(k) Reply to paragraph 30 :

No Comment.

(l) Reply to paragraphs 31 :

No Comment. This co-site agreement was executed between BTV and ETV.

(m) Reply to paragraph 32 :

This matter relates to BTV.

(n) Reply to paragraph 33 :

It relates with BTV.

(o) Reply to paragraphs 34 :

It is not a fact. The NITIMALA in establishing private TV channel provides that Private TV Company would broadcast both terrestrially and through satellite. The Licensing Agreement also permits ETV to broadcast programmes terrestrially and through satellite.

(p) Reply to paragraphs 35 :

It is not a fact. The terrestrial facilities was given to ETV Ltd. as per existing law of the country.

(q) Reply to paragraphs 36-37 :

No Comment. The NITIMALA in establishing private TV channel provides the words individual or company (Annexure D)

(r) Reply to paragraphs 38 :

Security Clearance was given by the Key Point Installation Defence Committee which was received through Ministry of Home Affairs (Annexure E)

(s) Reply to paragraphs 39-50 :

All the formalities to establish a private TV Channel was maintained. The tender formalities were done legally. All the

www.pathagar.com

matters were throughly discussed in the several inter-ministerial meetings with Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Post and Telecommunication, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs and NBR. The Ministry of Home Affairs also gave the Security Clearance referring the clearance of KPIDC. The entire matter was submitted to the then Honourable Prime Minister through a self contained summary for approval. So all the procedure and the laws were maintained in allowing a private TV Channel in this country.

(t) Grounds

Licence Agreement was lawfully and validly executed between the parties and it was executed for the interest of the Public.

33. That the statements made above are true to the best of my knowledge and belief which I verily believe to be true and rests are respectful submission before this Hon'ble Court.

Prepared in my office
Advocate

Deponent
The deponent is known to me
and identified by me.
Advocate

Solemnly affirmed before me on this

the 2nd day of February, 2002 at a. m.

Commissioner of Affidavits
Supreme Court of Bangladesh
High Court Division.

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

একুশে টিভির বিরুদ্ধে দূর্নীতি মামলা এবং বিভিন্ন সময়ে আদালতে অনুষ্ঠিত শুনানী

বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ একুশে টেলিভিশনের চাঞ্চল্যকর জালিয়াতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সীমাহীন দূর্নীতি, অন্যায়-অনিয়মের একটি চিত্র দেশবাসীর সামনে উন্মোচন করেন। এই তিন বিশিষ্ট নাগরিক হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগের পরপর দু'বার নির্বাচিত ডীন প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট এর সভাপতি এবং একটানা বার বছর ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রফেসর, দেশের বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী, ভূ-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ লেখক গ্রন্থকার বুদ্ধিজীবী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ যাবৎকালের অন্যতম আলোচিত একুশে টিভি মামলায় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকজন আইনজীবীসহ মোট ২৫ জন আইনজীবী অংশগ্রহণ করেন।

একুশে টিভি মামলা পরিচালনায় বাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন তীব্র প্রখর, চৌকস বুদ্ধিদীপ্ত বাংলাদেশের উদীয়মান শীর্ষ আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন এবং এডভোকেট তাজুল ইসলাম, এবিএম রাজিউর রহমান, মোঃ হাবিবুর রহমান।

একুশে টিভির পক্ষে যারা লড়েছেন তারা হলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা দেশের সবচেয়ে প্রবীণ শীর্ষ আইনজীবী বলে খ্যাত ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা বলে খ্যাত, আন্তর্জাতিক আইনবিদ কোন পরিচয় ছাড়াই যিনি তার শুধু নামেই পরিচিত সেই ড. কামাল হোসেন, দু'জন সাবেক এটর্নি জেনারেল যথাক্রমে মাহমুদুল ইসলাম এবং ব্যারিস্টার রফিকুল হক, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট আব্দুল বাসেত মজুমদার, সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট আব্দুল মালেক, এডিশনাল এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, ডেপুটি এটর্নি জেনারেল ওবায়দুল হাসান প্রমুখ আইনজীবী।

রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এ মামলায় অংশগ্রহণ করেন বর্তমান এটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ।

দীর্ঘ ৯ মাস ১০ দিন জমজমাট উপভোগ্য প্রখর যুক্তি পাল্টা যুক্তির আইনী লড়াই শেষে একুশে টিভির চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয় ২৯ আগস্ট ২০০২। ব্যারিস্টার আব্দুর

www.pathagar.com

রাজ্জাকের প্রখর তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন মেধা এবং যুক্তির কাছে দেশের বাঘা বাঘা শীর্ষ আইনজীবীগণ খেই হারিয়ে যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মামলার তিন বিশিষ্ট বাদীদের রাজনৈতিক পরিচয় ধরে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং গালাগালিতে প্রবৃত্ত হয়। তিন বিশিষ্ট নাগরিককে অখ্যাত, ভুইফোর্ড ছাগলের বাচ্চা পর্যন্ত বলে গালি দেয় মহামান্য আদালতে। মামলা চালাবার টাকা তারা কোথায় পায় বলেও প্রশ্ন তোলেন তারা। ড. কামাল হোসেন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ইটিভির জানাযা পড়ার সাথে সাথে আদালতেরও জানাযা পড়ানোর আবেদন করেন। অথচ এই ড. কামাল হোসেনই ডেমোক্র্যাসি, গুড গর্ভরনেন্স, সুশীল সমাজ, আইনের শাসন, দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য কতইনা নীতিবাক্যের বুলি আওড়ান। একুশে টিভির সীমাহীন দূর্নীতি, জালিয়াতি এবং অবৈধ কর্মকাণ্ড জানা থাকা সত্ত্বেও বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে আইন ব্যবসা এবং টাকার দোহাই দিয়ে যেভাবে তারা দূর্নীতির পক্ষে লড়েছেন তাতে জনগণের সামনে তাদের আসল মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। কোথায় গেল তার ট্রান্সপারেন্সি? নাকি রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে তারা বিবেক বুদ্ধিকে কখনোই উপরে তুলে ধরতে পারেন না?

একুশে টিভি'র চাঞ্চল্যকর জালিয়াতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

বিচারপতি এম এ আজিজ ও বিচারপতি শিকদার মকবুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করে তথ্য সচিব, অর্থ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ চেয়ারম্যান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক, একুশে টিভি লিঃ, একুশে টিভি'র চেয়ারম্যান এ এস মাহমুদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরহাদ মাহমুদ এবং রেজিস্ট্রার জয়েন্ট স্টক কোম্পানির বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করে। 'একুশে টিভিকে প্রদত্ত লাইসেন্স ও ছাড়পত্র অবৈধ ও বেআইনি বলে ঘোষণা করে তা কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য এদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়। রুলনিশি নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত একুশে টিভি'র সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার বিষয়ে মঙ্গলবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ উক্ত আদালতে উভয়পক্ষে শুনানি গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়। বাদী পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক আদালতে মামলার আরজি পেশ করে বলেন, ১৯৯৮ সালে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে ১৭টি কোম্পানি অংশ নেয়। ২৫ জুন '৯৮ তারিখে দরপত্র খোলা হয়। মোঃ মোস্তাকুর রহমান, মনোরঞ্জন দাস, সৈয়দ আবদুল সাকুর এবং আনিসুর রহমানের সমন্বয়ে সরকার একটি দরপত্র আহ্বান কমিটি গঠন করে।

এ কমিটি গত ৯ জুলাই '৯৮ একটি মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করে। এতে দরপত্র প্রদানকারী ১৭টি কোম্পানির মধ্যে মাল্টিমোর্ড ট্রান্স মিশন কোং লিঃ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া ও বেক্সিমকো মিডিয়াকে সন্তোষজনক বিবেচনা করে রিপোর্ট দেয়। পরে বিশেষ বিবেচনায় আরো ৩টি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা হয়। ইটিভিসহ ১০টি কোম্পানিকে অযোগ্য ঘোষণা করে তাদের দরপত্র বাতিল করে। মাইন রর্ড কোম্পানির দরপত্র যথাযথ হয়নি বিধায় তাও বাতিল বলে ঘোষণা করে উক্ত কর্মকর্তাই যৌথ স্বাক্ষর করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের নির্দেশে উক্ত চার কর্মকর্তা টাইপ করা বিজ্ঞপ্তিতে হাতে কেটে অযোগ্য ঘোষিত ইটিভিকে তালিকার শীর্ষে নিয়ে আসে।

১৬ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি প্রদান করে। এতে ইটিভির কাছ থেকে প্রতি ঘন্টায় ১৮০০ টাকা চার্জ স্বরূপ আদায় করে বিটিভিকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৯ ইটিভি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে এ অর্থ মওকুফ করার জন্য আবেদন করে। ইতিমধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় উক্ত চিঠির '১৮০০ টাকা প্রদান করতে হবে' এ অংশটি কেটে দেয়। ফলে ইটিভিকে আর চার্জ দিতে হচ্ছে না।

গত ৯ মার্চ '৯৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয় ইটিভি'র পরিবর্তে শর্তসাপেক্ষে এ এস মাহমুদকে লাইসেন্স প্রদান করে। এতে বলা হয়েছে যে, জনাব মাহমুদ এ লাইসেন্স হস্তান্তর করতে পারবে না। কিন্তু তিনি লাইসেন্সের শর্তভঙ্গ করে ইটিভি লিঃ করে তাকে লাইসেন্স হস্তান্তর করেন।

সারাদেশে বিটিভির ২৪টি টাওয়ার রয়েছে। প্রতিটি টাওয়ার নির্মাণে খরচ হয়েছে ১২ কোটি টাকা। ইটিভি বিনা চার্জে এ টাওয়ারগুলো ব্যবহার করছে। বিটিভি'র দু'টি ট্রান্সফর্মার মেশিন রয়েছে। প্রতিটির দাম আড়াইশ কোটি টাকা। একটির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বিটিভি অপরটি ব্যবহার করে। সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আড়াইশ কোটি টাকা মূল্যের একটি মেশিন ইটিভিকে প্রদান করেছে।

আরজিতে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আরো বলেন, বিটিভি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইটিভি বিটিভি ভবনের কেন্দ্রস্থলে অফিস করেছে। ভারতীয় নাগরিক শ্রী জগজিৎ সিনহাকে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিটিভি ভবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছে। এতে জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে।

আদালতে এসব কারণ উল্লেখ করে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ইটিভির লাইসেন্স বাতিলের আবেদন জানান।

শুনানী : ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ২০০১

বিচারপতি এম এ আজিজ ও বিচারপতি শিকদার মকবুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চে এ বিষয়ের উপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের দীর্ঘ ৩ ঘন্টা শুনানি গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ইটিভির লাইসেন্স বাতিলের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দায়ের করা হয়। ইটিভি'র নজিরবিহীন জালিয়াতি, অবৈধ পন্থায় লাইসেন্স ও অনুমোদন লাভ এবং শত শত কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে এ পিটিশনে।

ইটিভি'র সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার প্রার্থনা জানিয়ে বাদীপক্ষে আদালতে আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে ইটিভির পক্ষে অবস্থান নেন রাষ্ট্রপক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী এটর্নী জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম,

www.pathagar.com

সাবেক এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার, সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট আবদুল মালেক, এডিশনাল এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল ওবায়দুল হাসান প্রমুখ আইনজীবী।

ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, বিগত সরকার বেআইনি ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ইটিভিকে অনুমোদন দিয়েছে। সীমাহীন প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ইটিভি রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকার সম্পদ জবরদখল করে রেখেছে। প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা নষ্ট করছে। তার বক্তব্যের সপক্ষে ব্যারিস্টার যুক্তি ও দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করে বলেন, ইতিপূর্বে দেয়া আদালতের রুলনিশির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় স্বার্থে ইটিভির সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা উচিত।

ব্যারিস্টার রাজ্জাকের বক্তব্যের জবাবে ইটিভি'র পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীগণ বলেন, সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন ইটিভিকে সরাসরি নির্বাচনের ফলাফল প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। এ অবস্থায় ইটিভি'র কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করলে দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জনগণের স্বার্থেই ইটিভির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা উচিত নয়। এদের বক্তব্যের জবাবে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় গণমাধ্যম বিটিভি একাই নির্বাচনী ফলাফল প্রচার করেছে। তখন জাতীয় স্বার্থেই ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। এবারও ইটিভি না থাকলে তাতে কোন সমস্যা হবে না। আদালত উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ শেষে বুধবার ২৬ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে বলে জানিয়েছে।

শুনানী ঃ বুধবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ এবং মঙ্গলবার শুনানীর উপর আদালতের রায়ের সারমর্ম

ইটিভির নজীরবিহীন জালিয়াতিতে হাইকোর্টের বিস্ময় প্রকাশ॥ কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা॥ এতবড় কেলেংকারী কিভাবে হল তা আমাদের মাথায় আসছে না ঃ বিচারপতিগণ

হাইকোর্টের এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে একুশে টেলিভিশনের টেরেস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত সকল প্রকার প্রোগ্রাম ও কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

একুশে টেলিভিশনের কর্মকর্তাদের নজীরবিহীন জালিয়াতি ও তৎকালীন সরকারের সীমাহীন দূর্নীতিতে হাইকোর্ট বিস্ময় প্রকাশ করে বুধবার এক জনাকীর্ণ আদালতে এ আদেশ প্রদান করে।

বিচারপতি এম এ আজিজ ও বিচারপতি সিকদার মকবুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণ শেষে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণসহ দেয়া আদেশে তাৎক্ষণিকভাবে ইটিভির সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করে। আদেশ প্রদান শেষ হলে ইটিভির পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীগণ এবং রাষ্ট্রপক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী এটর্নী জেনারেল, এডিশনাল এটর্নী জেনারেলসহ ডেপুটি এটর্নী জেনারেলগণ একযোগে আদালতের কাছে অন্তত একদিনের সময় প্রার্থনা করেন।

www.pathagar.com

আদালত তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে বৃহস্পতিবারের মধ্যে টেরেস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

আদেশের এক পর্যবেক্ষণে বিচারপতিগণ বলেন, ইটিভির সকল ব্যবস্থাপনাই জালিয়াতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সরকারি কর্মকর্তা ও ইটিভির সমন্বয়ে এতবড় কেলেংকারী যে কিভাবে হল তা আমাদেরও মাথায় আসছে না। পর্যবেক্ষণে আরো বলা হয় যে, ইটিভির লাইসেন্স ও অনুমোদন লাভের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটাই ছিল ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ।

টেন্ডারে অযোগ্য ঘোষণা করার পরও কর্মকর্তারা দূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ইটিভিকে লাইসেন্স দিয়েছে। এটা সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে মারাত্মক হুমকির মধ্যে ফেলে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মূল কেন্দ্রস্থলে ইটিভির পক্ষ থেকে একজন ভারতীয় নাগরিককে কোন প্রকার গোয়েন্দা লাইসেন্স ও রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছাড়াই বসিয়েছে।

পর্যবেক্ষণে বিচারপতিগণ আরো বলেন, আমরা নজীরবিহীন এ জালিয়াতিতে রীতিমত হতভম্ব।

উভয়পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণ শেষে আদালত উক্ত রুলনিশি নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত ইটিভির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন।

শুনানী : মঙ্গলবার ৩০ অক্টোবর ২০০১ এবং এদিন আদালতের রায়ের সারকথা–

সম্প্রচারে ৪ মাস বাধা নেই, শুনানি নিষ্পত্তি করবে হাইকোর্ট

একুশে টেলিভিশনের (ETV) টেরিস্ট্রিয়াল অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের কার্যকারিতা আরো চার মাস অব্যাহতভাবে স্থগিত থাকবে। ফলে চার মাস পর্যন্ত এ সম্প্রচারের কোনো বাধা থাকছে না। তবে ইটিভির বিরুদ্ধে জারি করা রুলনিশির শুনানি ও নিষ্পত্তি করবেন হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ইটিভি লিঃ ও ইটিভির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আপিলের অনুমতির জন্য দুটি পৃথক আবেদনের (লিভ) নিষ্পত্তি করেছেন। একই সঙ্গে আদালত চার মাসের মধ্যে এ মামলার শুনানি সম্পন্ন করার ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উভয় পক্ষের আইনজীবীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

শুনানিতে ইটিভির চেয়ারম্যান এ এস মাহমুদের কৌসুলি ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বলেন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশেই হাইকোর্ট এ মামলায় কার্যত সম্পূর্ণ প্রতিকার দিয়েছেন। এটা আইনসম্মত নয় এবং আপীল বিভাগের রায়েরও পরিপন্থী। দীর্ঘ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে হাইকোর্ট মামলার মূল বিচার্য বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন। রুলের পূর্ণাঙ্গ শুনানি শেষে চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করা যায়।

নির্বাচনের প্রাক্কালে ইটিভির সম্প্রচার বন্ধে এ রিট আবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বন্ধ হলে পুরো ইটিভিই বন্ধ হবে। কেবল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বন্ধের আবেদন প্রশ্নাতীত নয়। এ ধরনের আদেশও হতে পারে না। আন্তবর্তীকালীন আদেশের ক্ষেত্রে সুবিধা ও অসুবিধার ভারসাম্য বিবেচনায় রাখতে হয়– এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিবেচনায় বিষয়টি ইটিভির পক্ষেই যাবে। কারণ সারা দেশের প্রায় ৪ কোটি

www.pathagar.com

দর্শক ইটিভির অনুষ্ঠান দেখে। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে তাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

ইটিভির কৌসুলি ব্যারিস্টার রফিকউল হক বলেন, ইটিভি দুই বছর ধরে চলছে। এ ধরনের সম্প্রচার লাইসেন্সের মাধ্যমেই সম্ভব। সরকার ইটিভিকে সেই লাইসেন্স দিয়েছে। লাইসেন্স বাতিল না করে সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

জবাবে আবেদনকারীদের কৌসুলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, হাইকোর্ট পুরো প্রতিকার দেননি। কারণ, কেবল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। ইটিভি স্যাটেলাইট সম্প্রচার চালাতে পারে।

আদালত প্রশ্ন করেন, বন্ধ হলে দুটিই করতে হবে। একটি কেন? জবাবে কৌসুলি বলেন, পুরো প্রতিকার না দিতেই একটিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

লাইসেন্স বাতিল না করে সম্প্রচার স্থগিত হবে কী করে-আদালতের এ প্রশ্নের জবাবে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছেন। আদালত বলেন, সে কারণেই তো সম্প্রচার বন্ধ করা যাবে না। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আরো বলেন, মূল মামলার শুনানীর আগেই হাইকোর্ট এধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মামলার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করেই হাইকোর্ট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শুনানী : ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে রিট মামলার শুনানিতে এর লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়ার অনিয়ম ও উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে বাদী পক্ষের কৌসুলি বলেছেন, এটা জালিয়াতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলা হয়, লাইসেন্স গ্রহণকারী এএস মাহমুদ ২ কোটি ৫৭ হাজার টাকায় একুশে টিভির কাছে লাইসেন্স বিক্রি করেছেন।

বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে আজ মামলাটির শুনানি শুরু হয়েছে। একুশে টিভির লাইসেন্স বৈধভাবে দেয়া হয়নি এবং যথাযোগ্য মূল্য ছাড়াই অনিয়মের মাধ্যমে তারা বিটিভির সম্পদ ব্যবহার করায় রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে দাবি করে রিট মামলাটি গত সেপ্টেম্বর মাসে দায়ের হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক এমএ রব এবং সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী এই মামলা দায়ের করেন। একুশে টেলিভিশন লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষকে বিবাদী করা হয়। এটর্নী জেনারেল হাসান আরিফ শুনানির প্রথম দিনেই প্রসঙ্গক্রমে আদালতকে জানান, সরকার পক্ষ এই মামলা মোকাবেলা করবে না।

রিট মামলা দায়েরকারীদের কৌসুলি ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক শুনানিতে বলেন, বেসরকারি খাতে টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রদানের টেন্ডারে একুশে টিভি প্রথমে অযোগ্য বিবেচিত হয়। পরে উপরের চাপে দ্বিতীয় একটি রিপোর্টে তাকে যোগ্যতার প্রশ্নে প্রথম বিবেচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

লাইসেন্সের বৈধতা সম্পর্কে তিনি বলেন ১৯৯৮ সালের ২৫ জুন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে ইটিভি। সরকার চিঠি দেয় ইটিভিকে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ১ জুলাই একুশে টিভি লিমিটেড নামের অপর একটি কোম্পানি গঠিত হয়। অপরদিকে সরকার পরের বছর ৯ মার্চ এএস মাহমুদকে টেলিভিশনের লাইসেন্স দেয়। তিনি বলেন, সরকারি প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে সবকিছু সম্পন্ন করে ইটিভি, কিন্তু লাইসেন্স দেয়া হল এএস মাহমুদের নামে। তিনি আরও বলেন, লাইসেন্সের চুক্তির ১১ নম্বর শর্ত ছিল এ এস মাহমুদ নিজে কোন কোম্পানি গঠন করলে সরকার সেই কোম্পানির নামে লাইসেন্স হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

আদালত এ সময় জানতে চান, কোম্পানি গঠনের পরও এই শর্ত লাইসেন্সের চুক্তিতে কেন রাখা হল?

জবাবে কৌসুলি বলেন, এর উদ্দেশ্য ছিল এএস মাহমুদকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ আনুকূল্য দেয়া হয়েছে। এই ব্যক্তিটি যা চেয়েছেন তাই দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মাহমুদ সাহেব লাইসেন্সটি পরে একুশে টিভির কাছে ২ কোটি ৫৭ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। অথচ তৃতীয় কারও কাছে এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়। অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা করা হয়েছে তা জালিয়াতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্যারিস্টার রাজ্জাক পরবর্তী যুক্তিতে বলেন, টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন আইনের আওতায় পৃথক দুটি লাইসেন্স প্রয়োজন। একমাত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এই লাইসেন্স দুটি দিতে পারে। কিন্তু একুশে টিভি এই লাইসেন্স নেয়নি।

তিনি বলেন, লাইসেন্স প্রদানের জন্য এএস মাহমুদের সঙ্গে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংবিধান পরিপন্থী। সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই চুক্তি রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাক্ষরিত হতে হবে। কিন্তু এখানে তা না হওয়ায় লাইসেন্সটি অবৈধ বিবেচিত হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কে পি আই) হিসাবে চিহ্নিত এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কেপিআই কমিটির ছাড়পত্র ছাড়া বাইরের কেউ ব্যবহার করতে পারে না। অথচ একুশে টিভি ২০০০ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে, কিন্তু তাদের কেপিআই ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে দীর্ঘদিন পর ২৯ আগস্ট। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তারা আগেই একুশে টিভিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়, যা উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াসের অপর একটি প্রমাণ।

একুশে টেলিভিশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন বিটিভি চালু থাকা অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় ১ হাজার ২০০ এবং বন্ধ থাকা অবস্থায় একুশে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করলে ঘণ্টায় ১ হাজার ৮০০ টাকা হারে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে প্রদান করবে বলে চুক্তিতে শর্ত ছিল। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এই সিদ্ধান্তটি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এএস মাহমুদের আবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস

www.pathagar.com

কিবরিয়া আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিং ছাড়াই এই অর্থ প্রদানের শর্তটি তুলে দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির সিদ্ধান্তেও বলা হয়, রাজনৈতিক কারণে এই শর্ত বাদ দেয়া হয়। এতে বছরে সরকারের ৬০ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। মামলাটি দায়েরে বিলম্বের প্রশ্নে জবাবদিহি করে তিনি বলেন, এই লাইসেন্স প্রদানের অনিয়ম সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে। এরপর কাগজপত্র সংগ্রহ করে ১৯ সেপ্টেম্বর রিট মামলাটি দায়ের করা হয়। সেদিনই মামলার রুল জারি হয়েছে। মামলা দায়েরে কোন বিলম্ব হয়নি। তিনি এ প্রসঙ্গে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলার উদাহরণ টেনে বলেন, সে মামলাটি হয়েছিল ২২ বছর পর। তার যুক্তি উপস্থাপনের শুরুতেই একুশে টিভির কৌসুলি ব্যারিস্টার রফিকুল হক মামলা দায়েরে বিলম্ব এবং এক্ষেত্রে মামলা দায়েরকারীদের এখতিয়ার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, কারিগরি কমিটি একুশে টিভিকে সঠিকভাবেই লাইসেন্স দিয়েছে। বিটিভির যেসব সুযোগ-সুবিধা তারা নিচ্ছে, সেগুলোর জন্য ভাড়া পরিশোধ করছে। এখন পর্যন্ত এই ভাড়ার টাকা পরিশোধ করা আছে। কিন্তু সমস্যা হল বিটিভির দুটি ফ্রিকোয়েন্সি আছে এবং এর একটি বিটিভি ও অপরটি একুশে টিভি ব্যবহার করছে। এখানে তাদের আপত্তির কারণ হল একুশের জনপ্রিয়তা। গ্রামগঞ্জের মানুষ পর্যন্ত সবাই একুশে টিভি দেখে। সেজন্যই এটা বন্ধ করতে হবে। এটা বন্ধ হলে তারা স্যাটেলাই অনুষ্ঠান প্রচার করতে বাধ্য হবে এবং দেশের মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ একুশের অনুষ্ঠান দেখতে পারবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে এটা জনস্বার্থের মামলা বিবেচিত হবে, নাকি জনস্বার্থবিরোধী মামলা বলতে হবে? জনস্বার্থের মামলা না হলে মামলাকারীদের এই মামলা দায়েরের এখতিয়ার নেই।

মামলাকারীদের কৌসুলি ব্যারিস্টার রাজ্জাকের অসম্পূর্ণ শুনানি আগামীকাল সকালে আবার শুরু হবে। তাকে সহায়তা করছেন আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন লিপু, এবিএম রাজিউর রহমান, মোঃ হাবিবুর রহমান ও তাজুল ইসলাম।

একুশে টিভি কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যারিস্টার রফিকুল হক ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান খান ছাড়াও এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএস মাহমুদের পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এই মামলায় আইনজীবী নিযুক্ত হয়েছেন।

শুনানী : ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে রিট মামলা শুনানির দ্বিতীয় দিনে হাইকোর্টে বিটিভির কোন চ্যানেল তারা ব্যবহার করে কিনা এ নিয়ে উভয়পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে যুক্তিতর্কের লড়াই চলেছে।

একুশে টিভির আইনজীবীরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন বিটিভির টাওয়ারে এন্টিনা বসানো এবং সংলগ্ন জায়গায় বাক্সের আকৃতির ট্রান্সমিটার ছাড়া কোন সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করে না। অতিরিক্ত কিছু ভোগ করছে দেখাতে পারলে তারা মামলার পরাজয় স্বীকার করে নেবেন। মামলায় দাবি করা হয়েছে একুশে টিভি বাংলাদেশ টেলিভিশনের দ্বিতীয়

www.pathagar.com

চ্যানেলটি ব্যবহার করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। মামলা দায়েরকারী পক্ষের কৌসুলি ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক আদালতে বলেছেন, এ ব্যাপারে উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্তি থেকে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করতে কিছু অনিয়ম করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির কারণেই মামলাটি একটি জনস্বার্থের মামলা। এজন্যই মামলা দায়েরকারীদের এই মামলা দায়েরের এখতিয়ার রয়েছে।

বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলছে। গতকাল সারাদিন শুনানির পর আগামী রোববার পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম মুলতবি রাখা হয়। একুশে টিভির লাইসেন্স বৈধভাবে দেয়া হয়নি এবং যথাযোগ্য মূল্য ছাড়াই অনিয়মের মাধ্যমে তারা বিটিভির সম্পদ ব্যবহার করায় রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে দাবি করে রিট মামলাটি গত সেপ্টেম্বর মাসে দায়ের হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক এমএ রব এবং সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী এই মামলা দায়ের করেন। একুশে টেলিভিশন লিমিটেড এর চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পারিচালক ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষকে বিবাদী করা হয়।

ব্যারিস্টার রাজ্জাকের আগের দিনের অসম্পূর্ণ শুনানি শেষ হলে একুশে টিভি কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যারিস্টার রফিকুল হক এবং ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান খান একে একে মামলার নথি থেকে বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দেন। তারা বলেন, প্রতিপক্ষের দাখিল করা কাগজপত্রে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। একুশে টিভির পক্ষ থেকে বলা হয় যে চ্যানেলটি একুশে টিভি ব্যবহার করছে এটা কারও নয়। বিটিভির নামে ১৯৭৭ সালে এই ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ছিল। দীর্ঘদিন ফ্রিকোয়েন্সিটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং সেটাই একুশে টিভিকে দেয়া হয়েছে। এর জন্য একুশে টিভি বছরে ২৭ লাখ ৩২ হাজার টাকা দিচ্ছে। মনিরুজ্জামান খান বিটিভির সুযোগ-সুবিধা বলতে একুশে শুধু টাওয়ারে নিজস্ব এন্টিনা স্থাপন এবং ট্রান্সফরমার রাখা ছাড়া কিছু ভোগ করে না বলে দাবি করেন। একই সুবিধা তারা বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডের টাওয়ার থেকেও নিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, শুধু একুশে নয়– এ সুবিধা অপরাপর মোবাইল ফোন কোম্পানিও বিটিভির টাওয়ার থেকে নিচ্ছে।

টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের জন্য ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের দুটি ডিএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের কাছ থেকে পাওয়া এই ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। তাদের কাছ থেকে এই ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে একুশে সম্পূর্ণ নিজস্ব যন্ত্রপাতি বসিয়ে ব্যবহার করছে। আদালতে এই অনুমতিপত্র ও পত্রের বক্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাককে আদালতে সহায়তা করেন আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন লিপু, এবিএম রাজিউর রহমান, মোঃ হাবিবুর রহমান এবং তাজুল ইসলাম। একুশে টিভি কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যারিস্টার রফিকুল হক এবং ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান খান ছাড়াও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস মাহমুদের পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

শুনানী : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

ইটিভি'র আইনানুগ লাইসেন্স নেই – এটর্নি জেনারেল

ইটভি'র কোনো আইনানুগ লাইসেন্স নেই। সরকারি কাগজপত্রের সাথে আদালতে দাখিলকৃত ইটিভি'র কাগজপত্রের কোনো মিল নেই। বরং রিট পিটিশনারদের কাগজপত্রের সাথে সরকারি কাগজপত্রের মিল রয়েছে। ইটিভি'র বিরুদ্ধে আনীত রিট মামলার শুনানিকালে এটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফ আদালতে এ তথ্য জানান। ইতিপূর্বে শুনানিকালে কার কাগজপত্র জাল– আদালতে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। এটর্নি জেনারেলের এই নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ইটিভিকে লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রের মূল কপি ১৩ মার্চের মধ্যে আদালতে দাখিল করার নির্দেশ দেন। ওদিকে শুনানিকালে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, কাগজপত্রের সামান্য ত্রুটির জন্য একটি জ্বলজ্যান্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ইটিভি সরকারকে ফি, দিচ্ছে। রয়ালটি দিচ্ছে। এমনকি বিটিভি'র যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে সমাধানের সকল ব্যয়ভার ইটিভি বহন করবে। বিচারপতি হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে এ মামলার শুনানি চলছে। শুনানিকালে ইটিভি'র স্বত্বাধিকারী এএস মাহমুদের পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ নিবেদন পেশ করেন। তাকে সহায়তা করেন ব্যারিস্টার নিহাত কবির। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, জাতীয় তরঙ্গ বোর্ড নামে সরকারের একটি বিভাগ রয়েছে। যারা তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এটাই ফ্রিকোয়েন্সির লাইসেন্স। ওই লাইসেন্স ইটিভি'র রয়েছে। এ পর্যায়ে আদালত মন্তব্য করেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাখিলকৃত সারসংক্ষেপে সুনির্দিষ্টভাবে লাইসেন্স-এর কথাই উল্লেখ রয়েছে। জবাবে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, এক্ষেত্রে লাইসেন্স বলতে দু'টি বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। একটি হলো কারিগরি দিক। সেটির অনুমোদন ইটিভি'র আছে। আর ওয়ারলেস অ্যাক্ট-এর ৫ ধারায় যা বলা হয়েছে সেটি হলো টিভি ও রেডিও'র লাইসেন্স। এটি ডাক বিভাগ দেয়। দশ টাকায়ও সেটি পাওয়া যায়। আর আমাদের যে চুক্তি, সেটি কোনো চুক্তি নয়, সেটি হলো লাইসেন্স। আদালত বলেন, এই চুক্তিতো প্রেসিডেন্টের নামে হয়নি?

জবাবে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, এ ধরনের বহু চুক্তি পাওয়া যাবে, যেগুলো প্রেসিডেন্টের নামে সম্পাদিত হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ বিষয়টি যখন উত্থাপিত হয়, তখন আমরা একটি প্রজ্ঞাপন দিয়ে এ ধরনের সকল চুক্তি প্রেসিডেন্টের নামে সম্পাদিত হয়েছে বলে ঘোষণাপত্র জারি করি। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, এমন সামান্য ভুলের জন্য একটি জ্বলজ্যান্ত প্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে যেতে পারে না। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সম্প্রচার সংক্রান্ত কার্যাবলী তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে। সে চুক্তি ইটিভি'র রয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় করে ওয়ারলেস ও টেলিগ্রাফি সংক্রান্ত কার্যাবলী। তিনি বলেন, চুক্তিতে রয়েছে ইটিভি'র সম্প্রচার চালাতে

www.pathagar.com

গিয়ে বিটিভি'র যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে এই দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বসে তার সমাধান করবে। এ জন্য যে ব্যয় হবে তা বহন করবে ইটিভি। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, ইটিভি'র স্যাটেলাইট ও টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু পিটিশনাররা শুধু টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বাতিল চেয়েছেন। অথচ এ বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে তা হবে বিটিভি'র আর চুক্তিতে তো এর সমাধানের পথ রয়েছে। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, শুধু প্রতিষ্ঠানের নামে চুক্তি হতে পারে না। এ জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হিসেবে এএস মাহমুদের সাথে চুক্তি হয়েছে। ইটিভি'র পক্ষে ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, আইন যখন প্রণয়ন হয় তখন বেসরকারি খাতে টিভি থাকবে কেউ ভাবেনি। টিভি নামে একটি বস্তু থাকবে– এমনটিও এক সময় কেউ ভাবেনি। কোনো একটি আইনের জন্য তো আমাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ব্যারিস্টার হক বলেন, সরকারের লাইসেন্স দেয়ার ক্ষমতা আছে। সরকার তাদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেটি করেছে এ জন্য আলাদা কোনো আইনের দরকার পড়ে না। শুনানিকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পৃথক ৩টি জবাবলিপি এটর্নি জেনারেল আদালতে দাখিল করেন।

এটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ বলেন, ইটিভি'র সম্প্রচারের জন্য বিটিভি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিটিভি'র জমিতে ১৪০ মিটার ক্যাবল ব্যবহার করছে ইটিভি। এজন্য কোনো ফি দিচ্ছে না। ইটিভি'র সাথে চুক্তি সম্পাদনের আগে বিটিভি'র কোনো মতামত নেয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। এটর্নি জেনারেল বলেন, বিটিভি একটি জাতীয় প্রচার মাধ্যম। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ইটিভি ব্যবহার করছে। এর সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটিও জড়িত। ইতিপূর্বে ইটিভি'র আইনজীবীরা আদালতে জানিয়েছিলেন, তারা বিটিভি'র কোনো চ্যানেল ব্যবহার করেছেন না। গতকাল বিটিভি'র দাখিলকৃত জবাবে বলা হয়, বিটিভি'র মাধ্যমে দু'টি চ্যানেলের সম্প্রচার চলতে পারে। কিন্তু এখন আর বিটিভি'র সে সুযোগ নেই। কেননা একটি চ্যানেল ইটিভিকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এটর্নি জেনারেল বলেন, ওয়ারলেস সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য ইটিভি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে কোনো আবেদনও করেনি। অনুমতিও নেয়নি। ওয়ারলেস অ্যাক্ট ১৯৩৩ এবং টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট ১৮৮৫ অনুযায়ী ইটিভিকে সরকার কোনো লাইসেন্স দেয়নি। এএফ হাসান আরিফ বলেন, দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত, মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য যে সারসংক্ষেপের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল– সে সব কাগজপত্রের ফটোকপির সাথে পিটিশনারদের কাগজের মিল রয়েছে। কিন্তু ইটিভি'র দাখিলকৃত কাগজপত্রের সাথে তার মিল নেই। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জবাব উত্থাপন করে এটর্নি জেনারেল বলেন, একই তারিখে একই মেমো নম্বরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কি মওকুফের যে সিদ্ধান্ত হয়, তা সাবেক অর্থমন্ত্রীর (শাহ এএমএস কিবরিয়া) একক সিদ্ধান্তে হয়েছিল। শুনানিকালে এটর্নি জেনারেলকে সহায়তা করেন ডিএজি আদিলুর রহমান খান, এওজি কামরুন নাহার রত্না, জামান আখতার বুলবুল।

www.pathagar.com

শুনানী : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

শুনানী সংক্ষেপ ঃ একুশে টিভির লাইসেন্স সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র মূল ফাইল থেকে গায়েব

গত বুধবার হাইকোর্টে বাদীপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটি চক্র জালিয়াতির মাধ্যমে একুশে টিভির লাইসেন্স সংক্রান্ত জরুরি কাগজপত্র গায়েব করে দিয়েছে। সরকারের বিবেকবর্জিত কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতায় মন্ত্রণালয় থেকে এ সকল কাগজপত্র গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। রীট পিটিশনারদের আইনজীবী বলেন, যাদের বিরুদ্ধে এই মামলা তাদের প্ররোচনায় এবং সরকারের দূর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ কর্মচারীদের মাধ্যমে ইটিভি সংক্রান্ত গোপন ফাইল থেকে মূল্যবান কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আদালত যে কাগজগুলো (কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট) জরুরি হিসেবে তলব করে তা ফাইলে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্টে অযোগ্যদের তালিকায় একুশে টিভির অবস্থান ছিল পঞ্চম স্থানে। একুশে টিভিকে কারিগরি কমিটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্টে 'যোগ্য' হিসেবে যে মতামত দেয়া হয় সেই রকম কোনো কাগজপত্র আইনজীবীরা আদালতে দেখাতে পারেননি। বিজ্ঞ আদালত এটর্নি জেনারেল হাসান আরিফকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি মূল কাগজপত্র আদালতে পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই মুহূর্তে মূল কাগজপত্রের জন্য আদালত ফর্মাল অর্ডার ইস্যু করবে।' এই পর্যায়ে বিটিভির মহাপরিচালককে আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়। এতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজিকে আগামী ১৮-২-২০০২ তারিখে মূল কাগজপত্র আদালতে পেশ করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিটিভির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে আদালতে হাজির করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।

একুশে টিভিকে অনুমতি দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনুষ্ঠিত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির একটি সভার কার্যবিবরণী, ইটিভিকে অযোগ্য ঘোষণা বিবেচনার পর মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিবর্তনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত কোনো সভা বা এই সিদ্ধান্তের কারণ অবগত হওয়া সম্ভব, এমন কোনো কাগজপত্র সরকারি নথিতে খুঁজে না পেয়ে গতকাল হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলছে।

প্রয়োজনীয় এসব কাগজপত্র নথিতে না থাকায় একুশে টিভির বিরুদ্ধে রিট মামলা দায়েরকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক আদালতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ফাইলে নেই, তাহলে সরালো কে? নিশ্চয়ই যার স্বার্থ আছে তারাই সরিয়েছে। বিবেকবর্জিত সরকারি কর্মকর্তারা সরিয়েছে। আবার সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে এ রকম অসংলগ্ন নথি তৈরি করা হতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যেভাবেই হোক না কেন এথেকে স্পষ্ট হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এসব করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আদালতে বেশ গুঞ্জন ছিল যে মামলায় একুশে টিভি যাতে হেরে না যায় সে উদ্দেশ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে ফাইলের মূল কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে হাই কোর্টের অবকাশকালীন একটি বেঞ্চে ইটিভির টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। ওই আদালতে সরকারের উর্ধ্বতন মহলের চরম জালিয়াতি হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে আদেশটি একই আদালতে স্থগিত করা হলে সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে বর্তমান বেঞ্চে শুনানি অব্যাহত আছে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আদালতে এটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে ইটিভির মূল ফাইল তলব করার পর দেখা যায়– এখানেও চরম জালিয়াতির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ইতিপূর্বে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক এই মামলা চার মাসের মধ্যে সমাধান করার আদেশ দেয়া হয়। যা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যাবে। আদালত গত বুধবার উল্লেখ করেছে, এই সময়ের মধ্যে মামলার রায় দেয়া সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, এতে সময় বৃদ্ধি না হলে আইন অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারিই পূর্ববর্তী আদেশটি কার্যকরী হবে। তবে এর আগেই ইটিভির আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করবেন বলে জানা যায়। রীট পিটিশনার প্রফেসর মাহমুদ হাসান, প্রফেসর ড. আব্দুর রব এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর পক্ষে এই মামলাটি পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। তাকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন লিপু প্রমুখ। সরকার পক্ষে এটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ ও ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান শুভ্র মামলা পরিচালনা করেন। একুশে টিভির পক্ষে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান প্রমুখ মামলা পরিচালনা করেন। আগামি ১৮ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) একই আদালতে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান কিছুদিন আগে বিদেশ চলে গেছেন।

কিছু জরুরি কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না

বিচারপতি হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। একুশে টিভির আইনজীবীরা বলেন, একুশে টিভি কিভাবে লাইসেন্স অনুমতি পেয়েছে তা প্রধানমন্ত্রীর সামারিতে উল্লেখ করা আছে। তা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইটিভি কিভাবে শুরু হল। এ সময় আদালত উল্লেখ করেছে সেটা প্রধানমন্ত্রীর সন্তুষ্টির ব্যাপারে। কিন্তু আদালতের সন্তুষ্টির জন্য মূল কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

মামলা দায়েরকারী এবং একুশে টিভির পক্ষ থেকে আদালতে দাখিল করা সরকারি অনুমতি প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কাগজপত্রে গরমিল পাওয়া যায়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সরকার পক্ষের দাখিল করা একই কাগজপত্রের ফটোকপিতে এই গরমিল আরও সুস্পষ্ট হলে আদালত মূল নথি দাখিল করতে সরকার পক্ষকে নির্দেশ দেন। গতকাল এটর্নি জেনারেল বিটিভি, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত নথিপত্র আদালতে জমা দেন। এসব নথি থেকে আদালত কয়েকটি বিষয় অনুসন্ধানকালে উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেন। বেসরকারি টেলিভিশন প্রকল্প সংক্রান্ত বিটিভির মূল

www.pathagar.com

নথিতে দেখা যায় ১৯৯৮ সালের ২ জুলাই অনুষ্ঠিত কমিটির সভায় ৬ জুলাই চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল। এমনকি এই রিপোর্ট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ২টায় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এরপর আর কোন সভা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোন রেকর্ড ফাইলে নাই। অথচ ২ জুলাই তারিখের সভার সিদ্ধান্তবলী স্বাক্ষর করা হয়েছে ২৭ জুলাই। নথি অনুযায়ী চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট ৮ জুলাই তারিখের। কিন্তু এরমধ্যে কবে, কোন সভায়, কি আলোচনা হয় এর কোনো রেকর্ড ফাইলে নেই। এমনকি রিট আবেদনের সঙ্গে দাখিল করা ইটিভির যোগ্যতা না থাকার প্রথম মূল্যায়নপত্র এবং দ্বিতীয় দফায় মূল্যায়নপত্রের শীর্ষে ইটিভিকে স্থাপন করে রিপোর্ট বদলের বিষয়েও নথিতে কোনো রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়নি।

এ পর্যায়ে একুশে টিভির দুই কৌসুলি ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এবং ব্যারিস্টার রফিকুল হক আবেদনকারীদের মামলা দায়েরের এখতিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত শুনানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাদের সব বক্তব্যই শোনা হবে বলে আদালত আশ্বস্ত করেন। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কিনা দেখার কাজ অব্যাহত রেখে আদালত বলেন, প্রথমে নিশ্চিত হতে হচ্ছে অনুমতি প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ যথার্থ কিনা। এ অভিযোগ ঠিক না হলে এরপর অন্যান্য অভিযোগের প্রসঙ্গ আসবে।

শুনানী : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

শুনানীর মূল বক্তব্য ঃ একুশে টিভির আইনজীবী আমাকে হুমকি দিয়েছেন : এজি দুর্ভাগ্যজনক ও মারাত্মক ঘটনা : আদালত

এটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ গতকাল হাইকোর্টকে জানান, একুশে টেলিভিশনের একজন আইনজীবী তাকে টেলিফোনে হুমকি দিয়েছেন। তবে এটর্নি জেনারেল হুমকি প্রদানকারী আইনজীবীর নাম প্রকাশ করেননি। এ সময় আদালত মন্তব্য করেন রাষ্ট্রের শীর্ষ আইন কর্মকর্তাকে হুমকি দেয়া 'আন ফরচুনেট অ্যান্ড ডেঞ্জারাস' ঘটনা। বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে একুশে টিভির মামলার শুনানি চলছিল। এটর্নি জেনারেল তাকে হুমকি প্রদানের ঘটনা আদালতকে অবহিত করার পর একুশে টিভির অন্যতম আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক আদালতকে বলেন, বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শুক্রবার আমি অপর একটি আরবিট্রেশন মামলার বিষয়ে এটর্নি জেনারেলকে টেলিফোন করি। তার সঙ্গে এই মামলার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তাকে বলেছিলাম রফিকুল হক এখনও মরেনি। এখন আবারও বলছি, রফিকুল হক এখনও মরেনি। তার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাৎক্ষণিকভাবে ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান খান দাঁড়িয়ে বলেন, আরবিট্রেশন মামলা ছিল আগের দিন বৃহস্পতিবার। তবে এটর্নি জেনারেল এ বিষয়ে আর অগ্রসর হননি। এদিকে হাইকোর্ট বেঞ্চে একুশে টিভির মামলায় সাবেক তথ্যসচিব আকমল হোসেনকে আদালতে তলব করা হয়েছে। নথিতে না পাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ বর্তমানে অবসর প্রস্তুতির ছুটিতে থাকা এই সাবেক সচিবকে

www.pathagar.com

আগামী ৪ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সশরীরে বেঞ্চে হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারি নথি তলব করেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফাইলে না পেয়ে আদালত মন্তব্য করেন, আগে প্রিন্টার্স ডেভিলের কথা (ছাপাখানার ভূত) শুনতাম। এখন অপিসেও ডেভিল থাকবে এবং সরকারি অফিস থেকে কাগজপত্র সরিয়ে ফেলবে। তাহলে চলবে কি করে?

আদালতের নির্দেশে বেসরকারি টিভির অনুমতি দিতে সরকারের পক্ষ থেকে দাখিল করা নথিপত্র মিলিয়ে দেখতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি কাগজপত্র না পেয়ে এবং বিটিভির মহাপরিচালকের পাঠানো জবাব দেখে বিচারপতি হামিদুল হক এই মন্তব্য করেন।

এটর্নি জেনারেল বিটিভির মহাপরিচালকের অনুমোদন করা এবং বর্তমান প্রধান প্রকৌশলীর অনুস্বাক্ষরে বেসরকারি টিভির জন্য গঠিত টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য বিটিভির প্রকৌশল ব্যবস্থাপক মুস্তাকুর রহমানের বক্তব্য আদালতে দাখিল করেন। লিখিত জবাবে তিনি আদালতকে বলেন, টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান বিটিভির তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান সে সময় তাদের জানান, কমিটির রিপোর্ট দেয়ার পর তথ্য সচিব বলেছেন উপরের চাপ আছে; সে অনুযায়ী রিপোর্ট পরবর্তন করুন। এই ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট পরিবর্তন করেছি। এ সংক্রান্ত সব কাগজপত্রই সচিবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এজন্যই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা বা সভার কোনো কাগজপত্র বিটিভির কাছে রাখা হয়নি।

একুশে টেলিভিশনের অনুমতি প্রদানকালে অনুসরণ করা প্রক্রিয়া যথাযথ ছিল কিনা দেখার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জরুরি কাগজপত্র হাইকোর্টে দাখিল করা সরকারি নথিতে না পেয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালককে এসব আগজপত্র ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদালতে হাজির করতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান বিটিভির তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমানকেও ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হতে বলা হয়। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই এটর্নি জেনারেল বিটিভির জবাব দাখিল করেন। আনিসুর রহমান চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে চিকিৎসার জন্য ভারতের মাদ্রাজে অবস্থান করছেন বলেও এটর্নি জেনারেল আদালতকে অবহিত করেন।

এটর্নি জেনারেল বিটিভি, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে আদালতের দেখতে চাওয়া বিভিন্ন কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন। মূল্যায়ন কমিটির প্রথম রিপোর্টে ইটিভিকে অযোগ্য ঘোষণার মূল্যায়নপত্র বিটিভির নথিতে ফটোকপি আকারে পাওয়া যায়। কিন্তু এর মূল কপি পাওয়া যায়নি। আবার অযোগ্য ঘোষণার রিপোর্ট পরিবর্তন করে যোগ্যতার ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করতে কমিটির মূল্যায়ন রিপোর্টের মূলকপি এই নথিতে পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কাগজে দেখা যায় একপ্রস্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ৯ জুলাই রিপোর্টটি পাঠানো হয়। এই রিপোর্টটি তথ্য সচিবের সত্যায়িত ছিল না। কিন্তু একুশে টিভির দাখিল করা জবাবে সংযোজিত একই মেমো নম্বর ও তারিখের রিপোর্টের ফটোকপিতে দেখা যায় সচিব ১৪ অক্টোবর রিপোর্ট পাঠানোর কাগজ সত্যায়িত করেছেন। এতে তিনপ্রস্থ

www.pathagar.com

রিপোর্ট তৈরির কথা উল্লেখ রয়েছে। একই তারিখের অভিন্ন মেমো নম্বরের কাগজের মধ্যে এই ভিন্নতায় কোনটি সঠিক মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়নের প্রক্রিয়া যথাযথ ছিল কিনা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে একুশে টিভির জবাবের সত্যতা নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আদালত তৎকালীন তথ্য সচিবকে আদালতে তলব করার আদেশে আরও বলা হয়, তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সহকারী সচিবের নোটে বলা আছে, "মূল্যায়ন রিপোর্টের ফটোকপিসহ অপরাপর কাগজপত্র প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয়ের নথিতে মূল মূল্যায়ন রিপোর্টসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র না থাকায় তা প্রদান করা সম্ভব নয়। কারণ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র তৎকালীন সচিব ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

এই আদেশ দেয়ার আগে মামলা দায়েরকারীদের কৌসুলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আদালতে বলেন নথিতে পাওয়া কাগজপত্র অনুযায়ী মূল্যায়ন রিপোর্ট দুটো ছিল এবং তা অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করার বক্তব্যকেই সমর্থন করে। অপরদিকে একুশে টিভির কৌসুলিদের বক্তব্য অনুযায়ী দ্বিতীয় মূল্যায়ন রিপোর্টের পর আগের রিপোর্ট থাক বা না থাক সেটির কোনো কার্যকারিতা নেই।

এটর্নি জেনারেলকে আদালতে সহায়তা করেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান শুভ্র সহকারী এটর্নি জেনারেল জামান আক্তার বুলবুল এবং কামরুন নেসা রত্না।

একান্ত সাক্ষাৎকারে এটর্নী জেনারেল

রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার প্রধান দায়িত্ব : হুমকির ব্যাপারে আদালতের বাইরে কিছু বলতে চাই না

এম এ নোমান : এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ বলেছেন, বিচার বিভাগের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি এবং বিচারকার্য ত্বরান্বিত করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। একুশে টেলিভিশনের পক্ষ থেকে তাকে টেলিফোনে হুমকি প্রদানের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে এটর্নী জেনারেল বলেন, এটা দুঃখজনক। আদালত এ ঘটনাকে বিস্ময়কর ও অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে উল্লেখ করেছে। আমি এ ব্যাপারে আদালতের বক্তব্যের বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলে বিচার বিভাগের মর্যাদা ও সুনাম ক্ষুণ্ন করতে চাই না। রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা হিসেবে এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলা শোভনীয় নয়।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৪ অক্টোবর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এক আদেশবলে সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এ এফ হাসান আরিফকে দেশের এটর্নী জেনারেল নিযুক্ত করেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এটর্নী জেনারেল আদালতে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারাধীন একুশে টিভি মামলার শুনানিকালে এটর্নী জেনারেল আদালতে রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তা হিসেবে শুনানি পেশ করছেন। সম্প্রতি এটর্নী জেনারেল উক্ত মামলার শুনানিকালে আদালতে বাংলাদেশ টেলিভিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও ডাক তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে তিনটি

www.pathagar.com

জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত এ জবাবগুলো রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হলেও তা একুশে টিভির স্বার্থে আঘাত হানে এ ঘটনার রেশ ধরেই ইটিভির পক্ষ থেকে এটর্নী জেনারেলকে টেলিফোনে হুমকি দেয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীগণ বলেছেন, এ ধরনের ঘটনা দেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম। ইতিপূর্বে আমরা এ ধরনের ঘটনার কথা কল্পনাও করতে পারিনি। এ ঘটনা গোটা বিচার বিভাগের উপর একটা আঘাত স্বরূপ।

সাক্ষাৎকারে এটর্নী জেনারেল আরো বলেন, কোন পক্ষ বা কোন ব্যক্তিকে বড় করে দেখা আমার দায়িত্ব নয়। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য আদালতে আইনী লড়াইয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালানোই হচ্ছে আমার নৈতিক দায়িত্ব।

শেখ মুজিৰ হত্যা মামলার ব্যাপারে অপর এক প্রশ্নের জবাবে এটর্নী জেনারেল বলেন, এ মামলার ব্যাপারে কোন পক্ষেরই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। আইন ও আদালতের কার্যক্রম তার নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতেই চলবে। সরকার ইতিমধ্যেই তার নজির রেখেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ মামলার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন কর্মকর্তার বাইরে বিশেষ পিপি হিসেবে নিযুক্ত এডভোকেট সিরাজুল হককে বহাল রাখা হয়েছে। বেঞ্চ পুনর্গঠনের পর স্বাভাবিকভাবেই এ মামলার কার্যক্রম চলবে।

হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে এটর্নী জেনারেল বলেন, প্রয়োজনীয় সাপোর্ট ও অভিজ্ঞ আইনজীবীর স্বল্পতার কারণেই হাইকোর্টে বিপুল পরিমাণ মামলা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধাপে ধাপে মামলা জট কমিয়ে আনার চেষ্টা ও তৎপরতা শুরু হয়েছে।

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগকে সফল করতে এটর্নী জেনারেলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে এটর্নী জেনারেল বলেছেন, আইন প্রণয়নের জন্যই জনগণ সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত করে। সংসদে যোগ দিয়ে সংসদ সদস্যগণ জনকল্যাণে আইন প্রণয়ন করবে এটাই জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা।

হাইকোর্ট থেকে চিহ্নিত ও দাগী সন্ত্রাসীদের জামিন লাভ প্রসঙ্গে এটর্নী জেনারেল বলেন, হাইকোর্টের বিচারকগণ জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে বিবেচনা করে না। বিচারকগণ দেখেন মামলার নথিপত্র, নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশ এবং সাক্ষ্য প্রমাণ। নথিপত্র, পুলিশ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য-প্রমাণে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণেই সন্ত্রাসীরা জামিন পেয়ে যায়। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২০/২/০২, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এম এ নোমান।

শুনানী : ৪ মার্চ, ২০০২

একুশে টিভিকে লাইসেন্স প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত টেন্ডারের পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন রিপোর্ট সম্পর্কে হাইকোর্টে দাখিল হওয়া টেন্ডারে মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়কের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী সচিবের নির্দেশে ইটিভিকে যোগ্য দেখিয়ে রিপোর্ট পরিবর্তন করে একই স্মারক নম্বরে এবং একই তারিখ দিয়ে এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় মূল্যায়ন রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল।

www.pathagar.com

বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে ঈদের অবকাশের পর মামলাটির শুনানি আবার শুরু হলে আজ জবাবটি হাইকোর্টে দাখিল হয়। ডেপুটি এটর্নী জেনারেল আদিলুর রহমান খান এ সংক্রান্ত একটি চিঠি হাইকোর্টে দাখিল করেন। একই দিনে সাবেক তথ্য সচিব আকমল হোসেন হাইকোর্টে উপস্থি হয়ে বেসরকারি টিভির লাইসেন্স প্রদানের টেন্ডার মূল্যায় সম্পর্কে আদালতের প্রশ্নের জবাব দেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপনকারী সাবেক তথ্য সচিব পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন রিপোর্টের সময় নিজের বাইপাস সার্জারির জন্য ভারত ছিলেন এবং ফিরে এসে একথা জেনেছিলেন বলে আদালতকে অবহিত করেন। তিনি ফেরার আগেই অতিরিক্ত সচিব মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে তিনি জানান। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান বিটিভির তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমানের লিখিত জবাবের সঙ্গে সচিব মৌখিকভাবেই আদালতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। আদালত তার বক্তব্য এফিডেভিট আকারে লিখিতভাবে দাখিল করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে মামলাকারী পক্ষের কৌসুলি টেন্ডার কমিটির আহ্বায়কের বক্তব্যটি বিধিবদ্ধ নিয়মে মামলার জন্য একটি দলিলে পরিণত করতে এফিডেভিট আকারে গ্রহণের যুক্তি দেখান। হাইকোর্ট পরে উভয়ের বক্তব্যই এফিডেভিট আকারে দাখিল করতে আদেশ দিয়েছেন।

এফিডেভিট করতে সচিবকে সহায়তা প্রদান নিয়ে আদালতে বিতর্ক দেখা দিলে উভয়ের এফিডেভিট সরাসরি সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সম্পাদন করার ব্যবস্থা করা হয়। মামলার কোন পক্ষ না হওয়ার পরও এসব সাবেক কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত ব্যাখ্যায় বলেন, আশ্চর্য লাগছে এই যে– যেকোন টেন্ডারেই নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার কমিটির একটি নিজস্ব ফাইল থাকার কথা। সমগ্র টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার যাবতীয় কাগজপত্র এই ফাইলে থাকার কথা। এই টেন্ডারের সেই ফাইলটি কোথায়? ফাইলটি পেলে মামলার সবকিছু সহজেই শেষ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সে ফাইলই নেই। কাজেই ওগুলো ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এজন্যই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন যারা তাদের বক্তব্য জানার প্রয়োজন হচ্ছে। আদালত এ সময় মন্তব্য করেন, প্রথম থেকেই তারা কি জানত যে এ নিয়ে মামলা হবে।

সাবেক তথ্য সচিব আকমল হোসেন আদালতের প্রশ্নের জবাবে জানান, মন্ত্রণালয় নীতিনির্ধারণী কাজে যুক্ত থাকে। কোন কারিগরি বিষয় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়। তিনি ১৯৯৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ওপেনহার্ট সার্জারি করতে ভারতে গিয়েছিলেন এবং মাসের শেষ দিকে ফিরে দু'টি মূল্যায়ন রিপোর্টের কথা জানতে পারেন। বিটিভির তৎকালীন মহাপরিচালক সালাহউদ্দিন জাকির কাছে এ বিষয়ে জানতে চান। তিনিই তাকে একটি কারিগরি রিপোর্ট হতে হবে বলার পর জাকি জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত সচিব ইতিমধ্যেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ছেন।

বিটিভি থেকে আদালতকে এর আগে জানানো একটি বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, নথিপত্র রিসিভ করে সচিবের অফিস। ব্যক্তিগতভাবে সচিব গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন না। তিনি নিজেই এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র স্পর্শ করেননি। মূল মূল্যায়ন রিপোর্ট দু'টি সম্পর্কে অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক সচিব বলেন, সরকারি অফিসের ওপর এখন আর তার কোন কৃতিত্ব বহাল নেই।

তাকে উভয়পক্ষের আইনজীবীরা এ সময় প্রশ্ন করতে চাইলে আদালত তাদের বিরত করেন। বিচারপতি হামিদুল হক বলেন, আমরা কোন শর্টকাট বিচার করতে চাই না। আমরা পরিপূর্ণ সত্যটা কি জেনেই বিচার করতে চাই। কিন্তু অবসর গ্রহণ করলেও সচিব তার বক্তব্য শুরু করার সময়ই বলেছেন, অবসর গ্রহণের সময়ও তাকে সরকারের প্রতি অনুগত থাকার স্বীকারোক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছে। আদালত আরও বলেন, মূল কপি আমাদের সামনে নেই। কেউ জানে না মূল কপি কোথায় আছে। তিনি সাবেক সচিবকে তার বক্তব্য দিনের মধ্যেই এফিডেভিট করে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিয়ে এটর্নি জেনারেল অফিসকে এই কাজে সহায়তা করতে বলেন। তবে একুশে টিভির আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক আপত্তি জানিয়ে বলেন, এটর্নি জেনারেল একটি পক্ষ সমর্থন করে বসেছেন।

শুনানী : ৫ মার্চ, ২০০২

মূল বিষয় ঃ সাবেক তথ্য সচিবের হলফনামার জবাব দাখিলের জন্য ইটিভিকে নির্দেশ

সাবেক তথ্য সচিব ও মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়কের দাখিলকৃত হলফনামার জবাব ১১ মার্চের মধ্যে দাখিল করতে ইটিভি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ নিয়ে আগামী ১৭ মার্চ শুনানি হবে। বিচারপতি মোহাম্মদ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আদেশ দিয়েছেন। আদালতে এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক আনিসুর রহমানের হলফনামা আদালতে পেশ করেন। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে আসন্ন এম আকমল হোসাইনের হলফনামা আদালত থেকে সকল পক্ষকে দেয়া হয়। এতে তিনি বলেন, মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত করার সময়ে তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। তার জায়গায় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব। অতিরিক্ত সচিবই মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান।

অন্যদিকে মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক বিটিভির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমানের দাখিলকৃত বক্তব্যে বলা হয়, তদানীন্তন তথ্য সচিবের নির্দেশে মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন পরিবর্তন করে ইটিভিকে যোগ্য ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্য সবাই আগের প্রতিবেদনের একই স্মারক ও তারিখসহ পরিবর্তিত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর দেন। প্রতিবেদন পেশের পর সচিব তাকে ডেকে ইটিভিকে যোগ্য ঘোষণার জন্য প্রতিবেদন পরিবর্তন করতে বলেন। সচিব বলেছিলেন, এটা উপরের আজ্ঞা। আদালতে এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়কের এই হলফনামা আদালতে পেশ করেন। আদালত এ সব হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে ইটিভি'র পক্ষ থেকে সরাসরি শুনানি করা হবে না-কি লিখিত জবাব দাখিল করা হবে, তা জানতে চান। জবাবে

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ও ব্যারিস্টার রফিক-উল হক লিখিত জবাব দাখিলের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পরে সকল পক্ষের পরামর্শক্রমে আদালত ১১ মার্চের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দেন।

একুশে টিভি'র লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যাপারে সাবেক তথ্যসচিব আকমল হোসেন কিছুই জানেন না বলে আদালতকে অবহিত করেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ইটিভিকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে কিছুই জানায়নি বলে তিনি আদালতে উল্লেখ করেন। ইটিভির ব্যাপারে তার কাছে কোন তথ্য বা নথিপত্র নেই।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক তার জবাবে বলেছেন, বিগত সরকার তাকে না জানিয়েই ইটিভিকে বিটিভি'র কেন্দ্রস্থলে অফিস স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। ইটিভির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো আবেদনও করা হয়নি।

এ দু'জনের বক্তব্যে ইটিভি কর্তৃপক্ষের কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ১১ই মার্চের মধ্যে আদালত হলফনামার মাধ্যমে তা দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুনানিকালে আদালতে বাদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, এডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন ও এডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল আদিলুর রহমান খান, সহকারী এটর্নী জেনারেল গিয়াস উদ্দিন মিঠু ও কামরুন্নেছা রত্না। ইটিভির পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রফিকুল হক ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান।

শুনানী : ২০ মার্চ, ২০০২

এ দিনের শুনানীর ওপর দু'টি হেড লাইন দিয়ে দু'টি রিপোর্ট এখানে দেয়া হল– মামলার যথার্থতা, সরকারি কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও আবেদনকারীদের আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার শুনানিতে একুশে টেলিভিশনের আইনজীবীরা মামলার যথার্থতা, মামলার আবেদনকারীদের মামলার খরচ চালানোর উৎস এবং মামলায় সরকারের কয়েকজন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ডের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চে আজ প্রায় সারা দিনই এ মামলার শুনানি চলে। একুশে টেলিভিশনের প্রধান প্রকৌশলী ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ আদালতকে বলেন, বেসরকারি টেলিভিশন সরকারের একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত। সরকার এ মামলায় কোনও পক্ষ নেয়নি। তিনজন ভূঁইফোড় সিনিয়র সহকারি সচিব এফিডেভিট করে তাদের বক্তব্য আদালতে দিয়েছে। তারা সরকারের নীতি ও মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তের বাইরে যায় কি করে? এরা কেউ বর্তমান রুলস অব বিজনেস জানে না। জনতার মঞ্চে যোগদানকারী সরকারি কর্মকর্তাদের বর্তমান অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, এদের অবস্থা হবে মঞ্চে যোগদানকারীদের অনুরূপ। তিনি বলেন, এটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা নয়। কারণ, যারা মামলা করেছেন তাতে তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নন। তিনি বলেন, যে লোকগুলো মামলা দায়ের করল তারা একদিনের জন্যও

www.pathagar.com

কোর্টে আসেননি। তাদের দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একজন সাংবাদিক। তারা মামলা চালান কি করে। আইনজীবীদের টাকা আসে কোত্থেকে। ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ইশতিয়াক আহমদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, আমাকে কিভাবে টাকা দেওয়া হয় সেটা বিচার্য বিষয় নয়। এ সময় আদালত বলেন, টাকা কোথা থেকে আসে এটা কোনও বিষয় নয়, জনস্বার্থের মামলা একজন বিনা টাকায়ও করতে পারেন।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, বৈধ হোক আর যাই হোক একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার কাজের জন্য কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ফেলেছে। এটা বন্ধ করে দিলে তাদের অনেক ক্ষতি হবে। শুনানিতে তাকে সহায়তা করেন এ্যাডভোকেট জিয়াউল হক ও এ্যাডভোকেট মাহবুব হাসান।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কোনও কিছু বেআইনি কি না আদালত তা পরীক্ষা করে দেখবে। কোনও কিছু বেআইনি হলে আদালত তাকে বেআইনি ঘোষণা করবে। এতে কে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল সেটা আদালতের দেখার বিষয় নয়। আদালতও এ প্রসঙ্গে তাজমহল রক্ষার জন্য এর আশপাশের শ' শ' কোটি টাকার কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

ইটিভির অপর আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট একটি সুপারিশমাত্র। রুলস অব বিজনেসের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী যে কোনও বিষয় অনুমোদন করতে পারেন। আমি বিজনেসম্যান– প্রধানমন্ত্রী যদি পক্ষপাত দেখিয়ে কিংবা পয়সা খেয়ে বিষয়টি অনুমোদন করে থাকেন তাহলে কোর্টের কি করার আছে? শুনানিকালে তাকে সহায়তা করেন ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান।

শুনানিকালে এ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ, ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান খান শুভ্র আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শুনানিতে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাককে সহায়তা করেন এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন লিপু ও এ্যাডভোকেট মোঃ তাজুল ইসলাম। শুনানি শেষে আদালত আগামী রোববার আবার শুনানির দিন ধার্য করে।

একুশে টিভি মামলার শুনানিতে ব্যারিস্টার রফিকুল হক : সাবেক প্রধানমন্ত্রী টাকা খেয়ে অনুমতি দিলেও সে এখতিয়ার তার রয়েছে

একুশে টিভির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আনীত রিট মামলার শুনানিতে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, চুক্তির বিরোধিতা করে যে তিনজন ভূঁইফোঁড় সহকারী সচিব আদালতে হলফনামা দিয়েছেন তাদের অবস্থা হবে জনতার মঞ্চে যোগদানকারীদের মতো। ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী টাকা খেয়েও যদি একুশে টিভিকে সম্প্রচারের অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সে এখতিয়ার তার রয়েছে। এখানে আদালতের কিছু করার নেই। অন্যদিকে পিটিশনারদের পক্ষে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, লাশ গুম করলে যে অপরাধ হয় সাবেক তথ্য সচিব আকমল হোসাইন সে ধরনের অপরাধ করেছেন। তিনি একুশে টিভির অযোগ্য ঘোষণাপত্র গুম করেছেন। বিচারপতি মোহাম্মদ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সবন্বয়ে গঠিত ডিভিশন

www.pathagar.com

বেঞ্চে গতকাল দিনভর এ মামলার শুনানি হয়। শুনানির শুরুতেই ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক তার নিবেদনে বলেন, যে প্রতিষ্ঠানটি বেআইনি তাকে বহাল রাখলে বেআইনি কার্যক্রমকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে। আদালতের কাজ হচ্ছে আইনের পক্ষে থাকা। সত্যের পক্ষে থাকা। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, 'তাজমহল'কে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে শ' শ' কালকারখানা সেখানে বন্ধ করে দেয়া হয়। পুনরায় ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, একুশে টিভি কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটি পরে দেখা যাবে– তবে যেটি অবৈধ সেটিকে টিকিয়ে রাখার কোনও সুযোগ নেই। তিনি বলেন, প্রথম মূল্যায়ন রিপোর্টটি বিটিভির ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান তথ্য সচিবের কাছে জমা দিয়েছিলেন। সেখানে একুশে টিভিকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ওই রিপোর্টটিই ফাইলে নেই। সেটি গেল কোথায়। তার কোনও জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। আনিসুর রহমান বলেছেন, সচিব ফাইলটি নিজের কাছে রাখতেন কিন্তু ওই ৪৫ দিন ফাইল কোথায়, কিভাবে ছিল তার কোনও তথ্য নেই। অযোগ্য ঘোষণার রিপোর্টটি লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। খুন করে যেমন মানুষ গুম করা হয়– তেমনি ওই রিপোর্টটি তথ্য সচিব গুম করেছেন।

একুশে টিভির পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, বেসরকারিখাতে টিভি স্থাপন সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। সরকার একুশে টিভিকে অনুমোদন দিয়েছে। এ কারণেই সরকার এ মামলায় কোনও পক্ষ নেয়নি। যে ভূঁইফোঁড় সহকারী সচিবরা এই হলফনামা দিয়েছেন তাদের অবস্থা হবে জনতার মঞ্চে যোগদানকারীদের মতো। মঞ্চে যোগদানকারীদের কি অবস্থা হচ্ছে তা তো আপনারাই দেখছেন। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, ওই সহকারী সচিবরা সরকারের নীতি এবং সন্ত্রাসীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় কোথায়? এই অর্বাচীন সহকারী সচিবরা 'রুলস অব বিজনেস' কি তা জানে না। তারা শিখেছে পুরনোটি তখন ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি আর এখন সংসদীয় সরকার। এ সরকারে মন্ত্রীরাই হলেন মন্ত্রণালয় প্রধান। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, আনিসুর রহমান লিখেছেন, 'তথ্য সচিবের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মূল্যায়ন রিপোর্ট সচিবের কাছে প্রেরণ করা হলো।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই দিকনির্দেশনা হলো– কিভাবে রিপোর্ট দিতে হবে। আর দিকনির্দেশনা কি– সেটি সরকার বলবে। প্রকৌশলীরা তো বলতে পারে না। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, পিটিশনাররা তো অভিযোগ করছে চাপের মুখে করা হয়েছে? জবাবে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, একুশে টিভির সাথে তো চুক্তি হয়ে গেছে। কোনও পক্ষ যদি সেটি অবৈধ না বলে তাহলে আদালত পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন। আপনারা তো বলছেন, এটা চুক্তি নয়, লাইসেন্স। চুক্তিতো বলছে অপর পক্ষ। জবাবে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, এটা একটি বলবৎযোগ্য দলিল। উভয়পক্ষের সম্মত বলবৎযোগ্য দলিলই হলো চুক্তি। আর আনিস সাহেব যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, সেটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন নয়। আরেকটি মূল্যায়ন রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে সেটি কোথায়? আনিস বলেছেন, তিনি সরকারি কাগজের পরিবর্তন করেছেন। কোনও সরকারি কর্মকর্তা কি তা করতে পারেন। এ অপরাধের জন্য তো তার বিচার হওয়ার কথা।

একুশে টিভির অপর আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, মূল্যায়ন কমিটির দু'টি রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি অপরপক্ষ জমা দিয়েছেন। সেটি

www.pathagar.com

একটি সাধারণ কাগজ। এতে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের নাম ছাড়া আর কিছু নেই। আর আমরা যেটি আদালতে জমা দিয়েছি সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। তার মধ্যে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সব প্রতিষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে। তিনি দু'টি রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করে বলেন, আশা করি আদালতও দু'টি রিপোর্টের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

এ পর্যায়ে ব্যারিস্টার হক বলেন, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম প্রধানমন্ত্রী টাকা খেয়ে বা প্রভাবিত হয়ে একুশে টিভিকে অনুমোদন দিয়েছেন। তাহলে কি কিছু করার আছে। ব্যারিস্টার হক 'রুলস অব বিজনেস'-এর ২৩ ধারা উল্লেখ করে বলেন, এই ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সব বিধির উর্ধ্বে। প্রধানমন্ত্রী তার এখতিয়ার বলেই সেটি দিয়েছেন। এখানে আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ নেই।

ব্যারিস্টার হক আরও বলেন, টেলিফোন অ্যাক্ট ১৮৮৫-এর ৪(১) এবং টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর ৫ ধারা ও বেসরকারিখাতে টেলিভিশন দেয়া সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দেন। তিনি বলেন, বিনিয়োগ বোর্ড আইন ১৯৯০-এর ৩ নম্বর ধারায় বলা আছে 'বাংলাদেশে অন্য যে আইনই থাকুক বিনিয়োগ বোর্ড আইনই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এখান থেকে অনুমোদন নিলে অন্য কোথাও অনুমোদন লাগবে না। কেননা, বাংলাদেশের সব আইনের উর্ধ্বে এ আইন। এর ধারা ১১-তে বলা আছে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন সরকার মানতে বাধ্য। ১৪ ধারায় আছে সব সরকারি প্রতিষ্ঠান এ আইন মান্য করবে। একুশে টিভি বিনিয়োগ বোর্ড আইন অনুযায়ী অনুমোদন নিয়েছে। ফলে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন এখানে প্রযোজ্য নয়। আদালতে একুশে টিভির আইনজীবীদের সহায়তা করেন ব্যারিস্টার নিহাদ কবির ও ব্যারিস্টার ফাহিমুল হক ও এডভোকেট জাফর আহমেদ চৌধুরী। ব্যারিস্টার রাজ্জাককে সহায়তা করেন এডভোকেট মোঃ হোসেন নিপু।

২৭ মার্চ, ২০০২

এ পর্যন্ত শুনানী শেষে আদালতের রায়
লাইসেন্স সংক্রান্ত চুক্তিনামা বাতিল
জালিয়াতির কারণে ইটিভির সকল কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা
রাষ্ট্রের অনেক উঁচু পর্যায়ে অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে– আদালত
আদালত মূল কাগজপত্রের হদিস পায়নি
অবৈধভাবে বিটিভির স্থাপনা ব্যবহার
জালিয়াতির ঘটনা নজীরবিহীন
১০ দিনের মধ্যে আপীল করার নির্দেশ

সীমাহীন জালিয়াতি ও দূর্নীতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় হাইকোর্ট একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স বাতিলসহ সকল কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করেছে। বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে

www.pathagar.com

গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দীর্ঘ শুনানি গ্রহণ শেষে আজ এক জনাকীর্ণ আদালতে এ ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন।

হাইকোর্টের এ রায়কে মামলার বাদী ও বাদী পক্ষের আইনজীবীগণ অসত্য মিথ্যা, জালিয়াতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ রায় যুগান্তকারী। শুধু বাংলাদেশের বিচার ইতিহাসেই নয় এ ঐতিহাসিক রায় বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন নজীর স্থাপিত হল।

ইটিভি কেলেংকারিকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে এতদিন মূলতঃ দেশের শীর্ষ আইনজ্ঞদের লড়াই চলছিল। ইটিভির সীমাহীন জালিয়াতি ও অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে হাইকোর্টে বাদী পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। হাইকোর্টে ইটিভির পক্ষে অবস্থান নিয়ে লড়েছেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার রফিকুল হক। অপরদিকে সরকার পক্ষে অবস্থান নেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ।

সত্য ও ন্যায়ের অবিস্মরণীয় বিজয়ের মাধ্যমে হাইকোর্টের দীর্ঘদিনের এক দারুণ আইনী লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

আজ বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে ডিভিশন বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় প্রদান শুরু করেন। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে রায় প্রদান সমাপ্ত হলে ইটিভির পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক ১০ দিনের সময় চেয়ে আবেদন করেন। আদালত আগামী ১০ দিনের জন্য উক্ত আদেশ স্থগিত ঘোষণা করে। এ সময়ের মধ্যে ইটিভি কর্তৃপক্ষকে আপীল করার নির্দেশ প্রদান করে।

রায়ের এক দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, আমরা বার বার নির্দেশ প্রদান সত্ত্বেও ইটিভির লাইসেন্সের পক্ষে কোন কাগজপত্র পাইনি। ইটিভি বনাম সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তারও কোন নথিপত্র পাওয়া যায়নি। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটিরও কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

গত বছর ১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী, বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ও ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ আব্দুর রব এবং বিশিষ্ট ফার্মাসিস্ট অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান বাদী হয়ে হাইকোর্টে ইটিভির লাইসেন্স ও সকল কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেন। একইদিন হাইকোর্ট "কেন ইটিভির লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হবে না" মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য অর্থ সচিব, তথ্য সচিব, টিএন্ডটি চেয়ারম্যান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ বিটিভির মহাপরিচালক, একুশে টিভি লিঃ এ এস মাহমুদ চেয়ারম্যান একুশে টিভি, ফরহাদ মাহমুদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইটিভি এবং রেজিস্ট্রার জয়েন্ট স্টক কোম্পানির বিরুদ্ধে রুল নিশি জারি করেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর একই আদালত এক অন্তবর্তীকালীন আদেশ দিয়ে ইটিভির টেরেস্ট্রিয়াল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন। শুনানিকালে হাইকোর্টে ব্যারিস্টার রাজ্জাককে সহায়তা করেন এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, এডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন লিপু,

www.pathagar.com

এডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, এডভোকেট রাজিউর রহমান প্রমুখ। রাষ্ট্রপক্ষে এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফকে সহায়তা করেন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল আদিলুর রহমান খান। সরকারী এটর্নী জেনারেল জামান আক্তার বুলবুল, গিয়াসউদ্দিন মিঠু ও কামরুন্নেছা রত্না।

শুনানী : ৩০ মার্চ, ২০০২

২৩ এপ্রিলের মধ্যে আপীল দাখিলের নির্দেশ

একুশে টিভির লাইসেন্স বাতিলসহ সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের কার্যকারিতা আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। ইটিভির দাখিল করা একটি আবেদনের উপর শুনানি গ্রহণ শেষে আপীল বিভাগের চেম্বার জজ এম রুহুল আমিন এ স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। একই সাথে আদালত উক্ত তারিখের মধ্যে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লীভটু আপীল দায়েরের জন্য ইটিভি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করে।

২৭ মার্চ বুধবার হাইকোর্ট এক রায়ে ইটিভির লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একই দিন হাইকোর্ট এ রায় আগামী ১০ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছিল। আপীল বিভাগের চেম্বার বেঞ্চে ইটিভির পক্ষে শুনানি পেশ করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ব্যারিস্টার রফিকুল হক ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান খান। ইটিভির বিপক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক।

শুনানী : ৩১ মার্চ, ২০০২

টেন্ডার কমিটির কোনো রিপোর্টই ছিলো না– এটর্নী জেনারেল
ক্ষতিয়াতি হলে প্রতিকার হওয়া উচিত –ডঃ কামাল

একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স বাতিল ও সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপীলের উপর পূর্ণাঙ্গ শুনানি শুরু হয়েছে। প্রধান বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চে আজ রোববার লীভ টু আপীলের উপর শুনানি শুরু হলে ইটিভি কর্তৃপক্ষ ও তাদের বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে শুনানি পেশ করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান প্রমুখ। সকাল সাড়ে ৯টায় আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে ইটিভির পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, একুশে টিভির জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ৩ জন অখ্যাত ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে। এ মামলায় কোনো জনস্বার্থ জড়িত নয়। জনগণের স্বার্থের বরিুদ্ধে এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আদালত তার বক্তব্যের আইনগত ব্যাখ্যা তলব করলে ব্যারিস্টার রফিকল হক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। আদালত তাকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার কিভাবে ইটিভি কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স দিয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

ইটিভির পক্ষে নিযুক্ত অপর আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বলেন, ইটিভির লাইসেন্স বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বিধিসম্মত হয়নি। এ রায় ছিলো মেলাফাইডি।

www.pathagar.com

ইটিভির মার্কিন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সিটি করপ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ও ওয়াটার ফোর্ড পার্টনার্স এলএলসি'র পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেন বলেন, ইটিভির লাইসেন্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যে ৩ জন বুদ্ধিজীবী মামলা দায়ের করেছেন নিঃসন্দেহে তারা দায়িত্ববান ও সচেতন ব্যক্তি। লাইসেন্সের ক্ষেত্রে জালিয়াতি হলে অবশ্যই এর প্রতিকার হওয়া উচিত আইনসম্মতভাবে। তিনি বলেন, এখানে ইটিভিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে যেনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টিও দেখতে হবে।

রাষ্ট্রপক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী এটর্নী জেনারেল এএফ হাসান আরিফ বলেন, ইটিভি'র লাইসেন্সের ব্যাপারে সরকার কোনো কাগজপত্র পায়নি। যা পাওয়া গেছে আদালতে তাই জমা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া টেন্ডার কমিটির কোনো রেকর্ডও পাওয়া যায়নি।

এটর্নী জেনারেলের বক্তব্যের পর সোমবার পর্যন্ত আদালত শুনানি কার্যক্রম মুলতবি ঘোষণা করছে।

শুনানী : ১ জুলাই, ২০০২

একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা লীভ টু আপীলের উপর শুনানি গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিচারপতি এম রুহুল আমিন, বিচারপতি কেএম হাসান, বিচারপতি আবু সাঈদ আহমদ ও বিচারপতি কাজী এটি মনোয়ার উদ্দিনকে নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চে সকল পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণ সম্পন্ন হয়। একুশে টিভির পক্ষে দাখিল করা আপীল গ্রহণ করা হবে কি হবে না আপীল বিভাগ এ বিষয়ে আগামী কাল মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

একুশে টিভির জালিয়াতি ও কেলেংকারীকে কেন্দ্র করে আপীল বিভাগে গতকাল এবং আজ দেশের খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞগণ এক দারুণ আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একুশে টিভির সীমাহীন জালিয়াতি ও বিগত সরকারের নজিরবিহীন প্রতারণার বিবরণ দিয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখার পক্ষে যুক্তি-তর্ক পেশ করেছেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। অপরদিকে ইটিভিকে জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার জন্য আদালতের কাছে নিবেদন জানিয়ে শুনানি পেশ করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান। সরকারের পক্ষে আদালতে আইনী ব্যাখ্যা পেশ করেন দেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নী জেনারেল এএফ হাসান আরিফসহ এডিশনাল এটর্নী জেনারেল ও ডেপুটি এটর্নী জেনারেলগণ।

সরকারের প্রতি আদালতের শো-কজের জবাবে এটর্নী জেনারেল হাসান আরিফ বলেন, একুশে টিভির ব্যাপারে আদালত সরকারের কাছে যে সকল নথিপত্র চেয়েছে মন্ত্রণালয়ের ফাইলে তার কিছুই পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে আদালতে তা দাখিল করা হয়েছে।

আবেদনকারীদের প্রধান কৌসুল ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, সীমাহীন জালিয়াতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একুশে টিভির কার্যক্রম বন্ধ

www.pathagar.com

ঘোষণা করে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তা আইনসম্মত। নজিরবিহীন প্রতারণার উপর ভিত্তি করে কোনো প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ইটিভি কেলেংকারীর ঘটনা একটি মহা-কেলেংকারী। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের লংঘন করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ইটিভিকে সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছে।

অপরদিকে কেলেংকারী ও জালিয়াতির ঘটনা স্বীকার করে ইটিভি'র পক্ষের আইনজীবীগণ বলেন, আমেরিকার দু'টি প্রতিষ্ঠান ইটিভিকে অর্থ যোগান দিয়েছে। জালিয়াতির অভিযোগে ইটিভি বন্ধ হলে আমেরিকাসহ গোটাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। ভবিষ্যতে বিনিয়োগকারী কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে অর্থ বিনিয়োগ করবে না।

ইটিভি পক্ষের আইনজীবীদের এ বক্তব্যের জবাবে আদালত বলেন, "বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ হওয়ার আশংকায় একটি বড় জালিয়াতি ও দূর্নীতিকে কি আশ্রয় দেয়া যায়? তাছাড়া বাংলাদেশের কোনো বিনিয়োগকারী যদি আমেরিকার কোনো প্রতিষ্ঠানের জালিয়াতের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে সেদেশের আদালত এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেবে? আমেরিকার জুজুর ভয় দেখিয়ে তো রায় আদায় করা যাবে না। আইন, বিধি-বিধান ও নথিপত্রের উপর ভিত্তি করেই রায় প্রদান করতে হবে।" মামলার বাদী সম্পর্কে ইটিভি'র পক্ষের আইনজীবীর কটূক্তির জবাবে আদালত বলেন, "এ মামলার চূড়ান্ত রায় কি হবে জানি না। যদি এমন হয় যে, রায়ে ইটিভি'র লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম বন্ধ করা হয় তাহলে এর কারণ পিটিশনার (বাদী) কিংবা আদালত নয়। এ জন্য ইটিভি কর্তৃপক্ষের জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ততাই হয়তো দায়ী হবে।"

আপীল বিভাগের কার্যতালিকা অনুযায়ী আজ সকাল সাড়ে ৯টায় আদালতে ইটিভি মামলার শুনানি কার্যক্রম শুরু হলে এটর্নী জেনারেল এএফ হাসান আরিফ তার পূর্বদিনের বক্তব্যের জের ধরে আদালতে বলেন, ফাইলে টেন্ডার কমিটির মূল্যায়নের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে আদলতে তাই হুবহু দেয়া হয়েছে।

ইটিভি পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্যের জবাবে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, একুশে টিভি জালিয়াতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করে ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ফেলে তৎকালীন সরকার ইটিভিকে সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। এ অনুমতিপত্রে প্রেসিডেন্টের কোনো স্বাক্ষরও নেই। ইটিভি অবৈধভাবে জনগণের সম্পদ ব্যবহার করছে। জনগণের পক্ষে ৩ জন বিশিষ্ট নাগরিক ইটিভির জালিয়াতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। হাইকোর্ট জালিয়াতির বিরুদ্ধে আইনসম্মত রায় দিয়েছে।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে সরকার ইটিভিকে বিটিভির কেন্দ্রস্থলে অফিস স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে যে কোনো নাগরিকই হাইকোর্টে মামলা করতে পারে।

বিলম্বে মামলা দায়েরের কারণ ব্যাখ্যা করে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, গত ৮ই মার্চ ২০০০ তারিখে ইটিভি সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। বাদীগণ ১৯ই সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তিনি বলেন, এ জালিয়াতির ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত

www.pathagar.com

গোপনীয়তা অবলম্বন করে। এ কেলেংকারী প্রকাশ হতে কিছু সময় লেগেছে। তাছাড়া বিলম্বের কারণে মামলা বাতিল হয় না। ব্যারিস্টার রাজ্জাক বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতের বেশকিছু নজির উপস্থাপন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু মামলা দায়ের হয় ঘটনার ২০ বছর পর। এ মামলাও আদালত বাতিল করেনি।

ইটিভির কেলেংকারীর বিবরণ আদালতে ধরে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, ১৯৯৮ সালের জুন মাস থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত যাবতীয় দাফতরিক কাজ হয়। ৯ মার্চ '৯৯ এএস মাহমুদের নামে লাইসেন্স হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় লাইসেন্সের অনুমতি প্রদান করে। এ ব্যাপারে ডাক তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে কোনো যোগাযোগ হয়নি। এতে প্রেসিডেন্টেরও কোনো সম্মতি নেয়া হয়নি। এটা সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ১৮ই মার্চ '৯৯ এএস মাহমুদ ইটিভি'র কাছে লাইসেন্স হস্তান্তরের জন্য সরকারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। ৫ এপ্রিল '৯৯ সরকার তাকে অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু এর আগেই ২৩শে মার্চ '৯৯ এএস মাহমুদ লাইসেন্স হস্তান্তর সম্পন্ন করেন। ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, এ লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্টের কোনো বৈধতা নেই। হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তা ছিলো আইনসম্মত।

সকল পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণ শেষে আপীল গ্রহণের প্রশ্নের আজ সিদ্ধান্ত প্রদান করবে বলে আদালত জানায়।

শুনানিকালে ব্যারিস্টার রাজ্জাককে সহায়তা করেন এডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন, জসিম উদ্দিন সরকার, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, রাজিউর রহমান, তানভীর পারভেজ প্রমুখ।

২ জুলাই, ২০০২

আপিলের উপর শুনানী শেষে রায়

আপীল খারিজ ॥ হাইকোর্টের নিষিদ্ধ ঘোষণার রায় বহাল

রিভিউ পিটিশনের জন্য ৫ সপ্তাহ সময়দান

একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স বাতিল ও সম্প্রচার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা লীভ টু আপীল খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ। একই সাথে আদালত একুশে টিভির উপরে হাইকোর্টের সম্পূর্ণ রায় বহাল রেখেছে। তবে আগামী ৫ সপ্তাহ একুশে টিভির সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত আপীল বিভাগের বিচারপতি এম রুহুল আমিন, বিচারপতি কেএম হাসান, বিচারপতি আবু সাঈদ আহমদ ও বিচারপতি কাজী এটি মনোয়ার উদ্দিন আহমদকে নিয়ে গঠিত ফুলবেঞ্চ উভয় পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণ শেষে এক জনাকীর্ণ আদালতে এ আদেশ প্রদান করেন।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ঐতিহাসিক এ রায়ের ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংগঠিত একটি ভয়ংকর জালিয়াতি ও নজীরবিহীন প্রতারণার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

আপীল বিভাগের ৫ সেকেন্ডের রায়

চাঞ্চল্যকর এ জালিয়াতি মামলায় রায় ঘোষণার জন্য আজ মঙ্গলবার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল। সকাল ৯টা ১৫ মিনিট প্রধান বিচারপতিসহ ৫ জন বিচারপতি এজলাসে উঠেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করলেন, "আপীল গ্রহণ করা হলো না।" রায় ঘোষণা করার সাথে সাথে আইনজীবীগণ আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। এ সময় ইটিভি পক্ষের আইনজীবীদের চেহারায় ছিল আকাশ ভাঙ্গা দুঃখের ছাপ আর বাদী পক্ষের আইনজীবীদের হাসিখুশী বদনে ছিল কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

৫ সপ্তাহ সময় প্রদান

আপীল বিভাগের রায় ঘোষণার পর বেলা ১২টায় ইটিভি পক্ষের আইনজীবীগণ আপীল বিভাগের উক্ত ফুল বেঞ্চে একটি আবেদন নিয়ে হাজির হন। এতে তারা আপীল বিভাগের দেয়া রায় পুনঃবিবেচনার জন্য একটি রিভিউ পিটিশন দাখিলের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আবেদন জানান। এ আদালত আগামী ৫ সপ্তাহের জন্য রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করে। এ সময়ের মধ্যে ইটিভি কর্তৃপক্ষেকে রিভিউ পিটিশন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে।

এ ছিল এক জমজমাট আইনী লাড়াই

একুশে টিভি কেলেংকারী মামলাকে কেন্দ্র করে আদালতে দেশের খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞদের জমজমাট আইনী লড়াই ছিল। একুশে টিভিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান খান প্রমুখ। অপরদিকে জালিয়াতি এ প্রতারণার বিরুদ্ধে আইনগত যুক্তি প্রদান করেন সুপ্রীম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন দেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নী জেনারেল এএফ হাসান আরিফ।

আজ রায় ঘোষণার সময় আদালতে আইনজীবীদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ, সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, এডভোকেট নোওয়াব আলী, মোহাম্মদ হোসেন, জসিম উদ্দিন সরকার, জয়নাল আবেদীন, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

সরকারী আইন কর্মকর্তাদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল এজে মোহাম্মদ আলী, আব্দুর রেজ্জাক খান, ফিদা এম কামাল, ডেটুটি এটর্নী জেনারেল আদিলুর রহমান খান, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, আতাউর রহমান খান, সহকারী এটর্নী জেনারেল এসএম এমদাদুল হক, জামান আক্তার বুলবুল, গিয়াস উদ্দিন মিঠু প্রমুখ।

www.pathagar.com

২০ জুলাই ২০০২

ইটিভি রক্ষায় হুমায়ুন আহমেদ, আসাদুজ্জামান নূরদের মামলা এবং শুনানী

ইটিভি সীমাহীন অনিয়ম ও লাইসেন্স জালিয়াতির দায় স্বীকার করে নিয়েছে একুশে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ। একুশে টিভি নামে নতুনভাবে একটি 'সঠিক লাইসেন্স' প্রদানের জন্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করা হয়। সরকার কেন একুশে টিভি নামে নতুন করে একটি লাইসেন্স প্রদান করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর আবেদন জানিয়ে ইটিভির পক্ষে মামলা দায়ের করেন আসাদুজ্জামান নূর, রফিকুন্নবী, আফসানা মিমি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন, আনিস আহমেদ, জুয়েল আইচ প্রমুখ।

বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান ও বিচারপতি আরায়েশ উদ্দিন আহমদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চে আজ শনিবার মামলার বাদী পক্ষে শুনানি পেশ করেন ডঃ জহির ও ব্যারিস্টার তানিয়া আমির। অপরদিকে সরকার পক্ষে শুনানি পেশ করেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল তারিকুল হাকিম ও আদিলুর রহমান খান, সহকারী এটর্নি জেনারেল মুখলেছুর রহমান জাহিদ ও ফিরোজুর রহমান।

বাদী পক্ষে আদালতে মামলাটি দায়ের করে ড. জহির বলেন, একুশে টিভি একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। লাইসেন্স জালিয়াতির কারণে তা বন্ধ হয়ে গেলে দেশবাসী বিশষ করে দেশের সংস্কৃতিবান ও শিল্পমনা ব্যক্তিগণ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই একুশে টিভির লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। সুপ্রীম কোর্টও সে রায় বহাল রেখেছে। এ অবস্থায় নতুনভাবে একটি সঠিক লাইসেন্স প্রদান না করলে ইটিভি বন্ধ হয়ে যাবে। এতে দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ডঃ জহিরের বক্তব্য শেষ হলে আদালত মামলার বাদীদের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাদীরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ইটিভির স্বার্থের সাথে তাদের স্বার্থও জড়িত রয়েছে। লাইসেন্স জালিয়াতির কারণে তা বন্ধ হয়ে গেলে গোটা জাতির সাথে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আদালত বলেন, ইটিভির লাইসেন্স বাতিল করে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। আপীল বিভাগও সেই রায় বহাল রেখেছে। বর্তমানে এ মামলার রিভিউ চলছে। এ অবস্থায় আপনাদের মামলা আমলে নেয়ার মত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখছি না। লাইসেন্স বাতিল হওয়ায় একুশে টিভি বন্ধ হলে আপনারা নতুন লাইসেন্সের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।

সরকার পক্ষের আইনজীবীগণ বলেন, সীমাহীন জালিয়াতির উপর ভিত্তি করে একুশে টিভি চলছে। ইতোমধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত একুশে টিভির লাইসেন্স বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। এখানে আবার নতুনভাবে লাইসেন্স প্রদানের আবেদন করার কোন আইনগত ভিত্তি নেই। উভয় পক্ষের সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে আদালত আগামী শনিবার মামলার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে আরো শুনানি শেষে আদেশ প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

ইটিভি কর্তৃপক্ষ আপীল বিভাগের রায় বিবেচনার জন্য একটি রিভিউ পিটিশন দাখিলের অনুমতি চাইলে আদালত তাদেরকে সে অনুমতি প্রদান করে। রিভিউ আপীল এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। তার আগেই ইটিভি কর্তৃপক্ষ তাদের পুরাতন লাইসেন্স জালিয়াতির কথা স্বীকার করে একটি সঠিক লাইসেন্স প্রদানের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে ইটিভি'র পক্ষে একটি মামলা দায়ের করলো।

শুনানী : ২৭ জুলাই, ২০০২

ইটিভি ঃ নাগরিকদের রীট খারিজ

একুশে টেলিভিশনকে (ইটিভি) নতুন করে লাইসেন্স প্রদানের জন্য ১৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের রীট আবেদন হাইকোর্ট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। আজ শনিবার বিচারপতি শাহ আবু নাঈম, মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি মোঃ আরায়েসউদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

রীটের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে আপত্তি তুলে আদালতে অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল বলেন, হাইকোর্টের রায়ে ইটিভির লাইসেন্স অনিয়ম ও জালিয়াতির কারণে অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল অনুমতির আবেদন খারিজ করে রায় বহাল রেখেছেন। আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন বিচারাধীন রয়েছে।

নতুন করে লাইসেন্স প্রদানের বিরোধিতা করে তিমি বলেন, লাইসেন্স প্রদান আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি প্রক্রিয়া। টেন্ডার দাখিল, তা মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি তার অংশ। এসব বাদ দিয়ে আদালতের রায়ে লাইসেন্স দেওয়া যায় না।

সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন, বিশিষ্ট লেখক ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, শিল্পী রফিকুন নবী, জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, অভিনেত্রী আফসানা মিমি ও আশরাফুজ্জামান খানসহ ১৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক যৌথভাবে এ রীট আবেদন দাখিল করেন।

মামলা পরিচালনায় ফিদা এম কামালের সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান খান এবং সহকারী এটর্নি জেনারেল ফিরোজুর রহমান ও কাদির তালুকদার। আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন ড. এম জহির।

২৯ আগস্ট, ২০০২

চূড়ান্ত শুনানী এবং চূড়ান্ত রায়

রিভিউ আবেদন খারিজ ॥ হাইকোর্টের পূর্বের রায় বহাল ॥
ইটিভি'র সম্প্রচার বন্ধ ॥

দীর্ঘ ৯ মাস ১০ দিন জমজমাট আইনী লড়াই শেষে আজ প্রধান বিচারপতি মাঈনুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে একুশে টেলিভিশনের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এর মানে হল

www.pathagar.com

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ হাইকোর্ট এক অন্তবর্তীকালীন আদেশে, ২৭ মার্চ ২০০২ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এবং ২ জুলাই ২০০২ হাইকোর্টের আপিল বিভাগ সীমাহীন দূর্নীতি, জালিয়াতি, অনিয়ম আর অবৈধ পথে জন্ম নেয়ার কারণে একুশে টিভির সকল কার্যক্রম বন্ধের যে নির্দেশ দিয়েছিল তা বহাল রইল। অর্থাৎ আজ থেকে ইটিভি আর কোন কার্যক্রম চালাতে পারবে না। চালানোর কোন বৈধতা তাদের নেই। যদি চালায় তবে তা হবে একটি স্বাধীন দেশের আইন আদালত এবং সংবিধানকে উপেক্ষা করা। আদালতের অবমাননা করা। কিন্তু তারা সেই ধৃষ্টতার কাজটি করেছে। দুপুর ১১টা ৩৫ মিনিটে ইটিভি বন্ধের রায় ঘোষণা করা হয়। এ রায় তারা শুনেছে। উচিত ছিল রায় ঘোষণার পরপরই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি সম্মান জানিয়ে ইটিভি কর্তৃপক্ষের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু তারা যেমন শেখ হাসিনার বিশেষ ক্ষমতাবলে পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম-কানুনকে ও ন্যায়-নীতিকে উপেক্ষা করে জোচ্চুরির মাধ্যমে পেছনের দরজা দিয়ে সিধ কেটে এসেছিল তেমনিভাবে সীমাহীন ধৃষ্টতা দেখিয়ে তারা সবকিছুকে অবজ্ঞা করে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিকেল পাঁচটায় সরকার আদালতের আদেশে টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে তাদের ভূ-মণ্ডলীয় প্রচার আকস্মিক বন্ধ হয়ে যায়। এর পরও তারা প্রচার বন্ধ করেনি। আরো একধাপ আদালত, অবমাননার ধৃষ্টতা দেখিয়ে তারা স্যাটেলাইট প্রচারের উদ্যোগ নেয় এবং প্রচার শুরু করে। শেষ পর্যন্ত রাতে তাদের অফিসে পুলিশ উপস্থিত হয়ে যন্ত্রপাতি জব্দ করা শুরু করলে তারা ১১টা ৫০ মিনিটে প্রচার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই মৃত্যু ঘটল অবৈধ একুশে টেলিভিশনের।

এর আগে ইটিভি তাদের সম্প্রচার অব্যাহত রাখলে সরকারিভাবে জানানো হয় আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। ইটিভি জানিয়ে দেয়, তারা সম্প্রচার বন্ধ করবে না। টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনে আবেদন জানানো হয়েছে। এর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সম্প্রচার চলবে। তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম বলেন, স্যাটেলাইটের জন্য তারা কোনও আবেদনই জানায়নি। তাই আবেদন বিবেচনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তারা যদি আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তবে আমরা সম্প্রচার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবো।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ বলেছেন, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা টেলিযোগাযোগ কমিশনের নেই। কমিশনের ৩ ধারায় (২) উপ-ধারায় (খ) তে বলা হয়েছে, বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা উক্ত কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে না কমিশন। শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

লিভ টু আপিল খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তার রায়ে উল্লেখ করেন, সবকিছু বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইটিভিকে লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম হয়েছে। লাইসেন্স গ্রহণের প্রতিটি স্তরে গোপন সমঝোতা হয়েছে। এছাড়া কিভাবে আইনকে পাশ

www.pathagar.com

কাটিয়ে নির্বাহী ক্ষমতাধারীরা দূর্নীতিপরায়ণ হতে পারে সেটাও ফুটে উঠেছে। এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমলারা জনদায়িত্বে থেকে কিভাবে তাদের হাতকে দূরে রেখে আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা না রেখে দূর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন। রায়ে বলা হয়, হতে পারে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ওপর এই রায় প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। নিজের ভাষায় কথা বলবে। বিদেশী বিনিয়োগকারী স্থানীয় ও বিদেশী ব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারী কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগ না কোনও জনসেবামূলক অবদান না মুক্ত গণমাধ্যমের জন্য কোনও মহৎ উদ্দেশ্য। যাই হোক, এটা একটি সাধারণ বিনিয়োগ। বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রের ভেতরে যারা আছেন তারা সকলেই বাংলাদেশের আইনের শাসনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব একুশে টেলিভিশনের বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এ নীতির বাইরে নন। আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রায়ের পর এটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ বলেন, এই রায়ের পর ইটিভি সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার কোনও আইনগত বৈধতা নেই। একুশে টিভির আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, ইটিভিকে আদালতের রায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইটিভি লিমিটেডকে নয়। তাই একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আইনগত বাধা নেই। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেছেন, রায় ঘোষণার সাথে সাথে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাধারণত এ ধরনের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর হয়। এ রায়ের পরিণতি হলো সম্প্রচার আর চলতে পারে না।

২ বছর ৪ মাস ১৫ দিন চলার পর বন্ধ হয়ে গেছে একুশে টেলিভিশন। ৯ মাস ১০ দিনের আইনী লড়াইয়ে হেরে গেলে আজ ১১টা ৪০ মিনিটেই ইটিভি বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এ ঘোষণা করা হয়। রায়ের পরও প্রায় সাড়ে ৫ ঘন্টা পর ইটিভি'র টেরেস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট সব ধরনের প্রচার অব্যাহত থাকে। বিকেল পর্যন্ত উচ্চ আদালতের রায়ের পর ইটিভি ভবনে ছিল হতাশা। প্রধান বিচারপতি মাঈনুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ৬ দিনের দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন। একই সাথে আপিল বিভাগ ইটিভির চেয়ারম্যান ও ইটিভিতে বিনিয়োগকারী বিদেশী কোম্পানির পৃথক দুটি রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেয়। আপিল বিভাগ রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছে, নতুনভাবে ইটিভি লাইসেন্সের জন্য টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের কাছে পেশ করা আবেদনের ক্ষেত্রে আপিল বিভাগের রায় কোনও প্রভাব ফেলবে না। এ ব্যাপারে কমিশন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। প্রধান বিচরপতি মাঈনুর রেজা চৌধুরী ছাড়াও আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি এম রুহুল আমিন, বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম, বিচারপতি কেএম হাসান, বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেন, বিচারপতি ফজলুল হক। আজ সকাল ৯টায় আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে ষষ্ঠ দিনের মতো রিভিউ আবেদনের শুনানি শুরু হয়। আজ রীট আবেদকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক তার

www.pathagar.com

বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আবেদনকারীদের আইনজীবী জানিয়েছেন, রিভিউ আবেদন খারিজ করে আপিল বিভাগের এ আদেশের ফলে ইটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় সম্প্রচার শুরু করার জন্য সরকারের কাছ থেকে ইটিভিকে নতুনভাবে লাইসেন্স নিতে হবে। অন্যদিকে একুশে টেলিভিশনের আইনজীবীরা বলেছেন, ইটিভির সম্প্রচারের সাথে রায়ের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ ইটিভি লিমিটেডকে লাইসেন্স হস্তান্তর অবৈধ ঘোষণা করেনি। তবে এটর্নি জেনারেল বলেছেন, রিভিউ আবেদন খারিজের অর্থ হলো হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের দেয়া রায় বহাল রয়েছে। এ অবস্থায় ইটিভির সম্প্রচার অব্যাহত রাখার মতো কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, ইটিভির রিভিউ আবেদনের কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। এছাড়া এ রিভিউ আবেদন গ্রহণ করা হলে বিচার ব্যবস্থায় একটি খারাপ নজির প্রতিষ্ঠিত হবে। তার বক্তব্যের শেষে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের স্বার্থে রিভিউ আবেদন গ্রহণ করার জন্য আদালতের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর ড. কামাল হোসেন বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়ালে আদালত বলেন, আমাদের একজন সহকর্মী মারা গেছেন। কিছুক্ষণ পরই তার জানাযায় যেতে হবে। ডঃ কামাল হোসেন ৫ মিনিটের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করবেন বলে আদালতকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি "আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই জানাযার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ও সংবিধানের জানাযাও শেষ করেন। আমরা একুশে টিভি মামলা শুরু করেছিলাম এক উৎসব মুখর পরিবেশে কিন্তু আজ এই মামলা শেষ হচ্ছে জানাযার মধ্য দিয়ে। জানাযায় দোয়া করেন যেন সকল মোনাফেকরা ধ্বংস হয়।" অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ড. কামাল হোসেন আরো বলতে থাকেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে দেশের সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক সরকার ও রীট আবেদনকারীদের আইনজীবী মিলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এটা আইনের অপব্যবহার। তিনি এ ধরনের সুযোগ না দেয়ার জন্য আদালতের প্রতি আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ড. কামাল হোসেনকে উদ্দেশ্য করে ধমকের সুরে বলেন, চুপ করুন। সে সময় কয়েকজন আইনজীবী আব্দুর রাজ্জাকের সমর্থনে ইয়েস বলে চিৎকার করে ওঠেন। ওই সময় আদালত মন্তব্য করেন, সিনিয়র আইনজীবীদের কাছ থেকে আদালত এটা প্রত্যাশা করেন না। এরপরই আদালত ১৫ মিনিটের জন্য কার্যক্রম মুলতবি করেন। ১৫ মিনিট পর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অন্য বিচারপতিরা পুনরায় আসন গ্রহণ করেন। আসন গ্রহণ করার পরই আদালত দুপুর ১১টা ৩৫ মিনিটে ইটিভির আপিল খারিজ করে দেন। গত ২৪ আগষ্ট থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মোট ৬ দিনে রিভিউ আবেদনের ওপর প্রায় ২১ ঘন্টা শুনানি হয়েছে। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এত দীর্ঘ সময় রিভিউ আবেদনের শুনানি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। দীর্ঘ ৯ মাস ১০ দিন আইনী লড়াইয়ের পর আজ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত

www.pathagar.com

রায় ঘোষণা করা হয়। শুনানিকালে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে সহযোগিতা করেন ব্যারিস্টার তানভীর পারভেজ, এডভোকেট এবিএম রাজিউর রহমান, এডভোকেট হাবিবুর রহমান ও এডভোকেট মুনসাত হাবিব। রায় ঘোষণাকালে ইটিভির চেয়ারম্যান এএস মাহমুদের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ইটিভির আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক ও ইটিভিতে বিনিয়োগকারী দু'টি বিদেশী কোম্পানির পক্ষে ড. কামাল হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এডভোকেট আসাদুজ্জামান, এডভোকেট জিয়াউল হক ও ব্যারিস্টার তানজীব-উল আলম উপস্থিত ছিলেন। সরকার পক্ষে এটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফ, অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল ও ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান খান আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

এটর্নি জেনারেল ঃ এটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফ বলেন, রিভিউ পিটিশন খারিজের অর্থ হলো হাইকোর্ট, আপিল বিভাগের রায় বহাল থাকলো। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, অবৈধ পন্থায় এই লাইসেন্স হাসিল করা হয়েছিল। সেই লাইসেন্স বাতিলযোগ্য। আপিল বিভাগ রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দেয়ার পর থেকে তাদের বৈধ কোনও লাইসেন্স নেই। রেগুলেটরি কমিশনের কাছে তাদের দরখাস্ত দেয়া আছে, তার প্রেক্ষিতে আরো কিছুদিন একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে- সেটাও সঠিক নয়। কারণ, ওই কমিশন কোনও এখতিয়ার রাখে না কোনও টেলিভিশন সেন্টারকে লাইসেন্স দেয়ার। সুতরাং তারা সেখানে অন্য কোনও আবেদন করতে পারে। কিন্তু তাতে সম্প্রচার অব্যাহত রাখার মত আইনগত কোনও সাপোর্ট তাদের নেই। এটর্নি জেনারেল বলেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখলে আজ থেকেই একুশে টেলিভিশনের উচিত সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া। সেটা আরো জোরালো হয় যখন হাইকোর্টের রায়ের পর একটা আদেশ তারা চেয়েছিলেন রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য। হাইকোর্ট রায় স্থগিত করেছিলেন। পরবর্তীতে আবার আপিল বিভাগে মামলা দায়ের করা হলে সেখানেও এই রায়ের স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়। এর অর্থ রায় কার্যকর হলে ইটিভির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স অবৈধ হওয়ার পর এখন আইনের মাধ্যমে তাদের আর করার কিছুই নেই।

আইনী যুদ্ধের অবসান ঘটল যেভাবে–

আইনযুদ্ধে হেরে গেল একুশে টেলিভিশন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজ বৃহস্পতিবার দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলটির প্রাণরক্ষার রিভিউ আবেদন ডিসমিস করে দিয়েছে। একুশে টিভিকে লাইসেন্স দেবার প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে এর বিরুদ্ধে মামলাকে আমলে নিয়ে হাইকোর্ট এর আগে বাতিল করে দেয় একুশে লাইসেন্স। পরে সেই আইনযুদ্ধ গড়ায় সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রীমকোর্টও হাইকোর্টের রায়ের প্রতি অটল থাকায় বিষয়টি রিভিউ মামলা পর্যন্ত উন্নীত হয়। গত ছয় দিন এ নিয়ে শুনানি হয়েছে আপীল বিভাগে। একুশে টেলিভিশন এতে পরাস্ত হয়েছে। অবসান হয়েছে আইনযুদ্ধের।

www.pathagar.com

ইটিভি মামলার রায়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০০২ সালের ২৭ মার্চ প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনকারীগণ ২০০১-এর ৫০৫০ নং রীট পিটিশনের মাধ্যমে সিক লিভের আপীলের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রুলকে সন্দেহাতীত হিসেবে প্রতিপক্ষের জন্য আপীল করেন। ২০০২-এর ৫০৪ নম্বর সিভিল পিটিশন লিভ আপীলটি করেন একুশে টেলিভিশন লিমিটেড এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরহাদ মাহমুদ। ২০০২-এর ৫১০ নম্বর সিভিল পিটিশন লিভ আপীলটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন আপীল যা বিদেশী কোম্পানিগুলো দায়ের করে।

২০০২-এর ৬১৭ নম্বর সিভিল পিটিশন লিভ আপীলটি করে একুশে টেলিভিশন লিমিটেড ও এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ এস মাহমুদ। ২০০২-এর ৬৩৬ নং সিভিল লিভ পিটিশন আপীলটি করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক। আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত সবগুলো লিভ পিটিশন আপীল একইরকম প্রতিপন্ন হওয়ায় এই বিচারে তা বাতিল হল। উল্লিখিত লিভ পিটিশনগুলোর উপস্থাপনায় যে পারিপার্শ্বিকতাগুলো উঠে এসেছে, সেগুলোর সম্মিলিত বক্তব্য সংক্ষেপে এ রকম ঃ

২০০১-এর ৫০৫০ নম্বর রীট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন একটি রুলনিশি জারি করে। এতে গত ১৯৯৯ সালের ৯ মার্চ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয় (বিবাদী নম্বর ১) এবং এ এস মাহমুদের (বিবাদী নম্বর ৭) সাথে সম্পাদিত চুক্তি এবং কথিত ঐ লাইসেন্স একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের কাছে হস্তান্তরে তৎপরবর্তী সম্মতিসমূহকে কেন বেআইনী বলে গণ্য করাসহ এর বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে না– তার কারণ দর্শাতে বলা হয় বিবাদীগণকে।

১ ও ৩ নম্বর রীট পিটিশনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ২ নম্বর রীট পিটিশনকারী বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস-এর সভাপতি। পিটিশনকারীদের কাছে মনে হয়েছে যে, রীট পিটিশনে উত্থাপিত বিষয়ের দ্বারা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ১, ২ এবং ৩ নম্বর বিবাদীগণ দ্বারা এবং তাদের পক্ষে আচ্ছাদিত জনসম্পত্তি পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে জনরায় জননীতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে পিটিশনকারীরা এই আদালতের কাছ থেকে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারী বিচারসহ বাংলাদেশের সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী রীট পিটিশনের ১, ২ এবং ৩ নম্বর বিবাদীগণকে পরিচালিত হতে বাধ্য করানোর আবেদন জানান। ব্যক্তি-মালিকানাধীনে একটি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও তা পরিচালনের নিমিত্তে গত ১৯৯৮ সালের ৬ মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে একক অথবা যৌথভাবে প্রস্তাবনা চেয়ে টেন্ডার আহ্বান করে। এই টেন্ডারে মোট ১৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। গত ১৯৯৮ সালের ২৬ জুন টেকনিক্যাল কমিটি ঐ টেন্ডারটি আহ্বান করে। বিটিভির ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব

www.pathagar.com

আনিসুর রহমান ছিলেন ঐ কমিটির আহ্বায়ক। ঐ টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক টেন্ডারগুলো মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো ছিল–

(ক) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারসাম্যপূর্ণ কর্মসূচী।

(খ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রচারযোগ্য কর্মসূচীর ধারণা এবং বিষয়বস্তু।

(গ) টিভি নেটওয়ার্ক স্থাপনে কারিগরি প্রস্তাবনা।

(ঘ) বিনিয়োগ প্রস্তাবনা।

(ঙ) একটি টিভি নেটওয়ার্ক স্থাপনে কর্মতৎপরতা।

সেই মোতাবেক অংশগ্রহণকারীদের টেন্ডারসমূহ মূল্যায়িত হয় এবং এতে মোট ১৭টি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেডকে বাণিজ্যিকভাবে অসফল ঘোষণা করা হয়। বাদবাকি অংশগ্রহণকারীদের মোট তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর তিনটি কোম্পানী সন্তোষজনক বলে বিবেচ্য হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তিনটি অংশগ্রহণকারীকে। এদের পেশকৃত টেন্ডারগুলোকে দ্বিতীয় স্তরের হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাকি ১০টি কোম্পানীর পেশকৃত টেন্ডারগুলোকে টেকনিক্যাল কমিটি অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে। ঐ তৃতীয় শ্রেণীর কোম্পানীগুলোর মধ্যে একুশে টেলিভিশনের অবস্থান ছিল ৫ নম্বরে। রীট পিটিশনের পরিশিষ্ট-এ ১ সংযোজিত টেকনিক্যাল কমিটির ঐ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৯৯৮ সালের ৯ জুলাই তারিখে আহ্বায়কের লেখা পত্রযোগে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়। রীট আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের পর আগ্রহী চক্রের তরফ থেকে টেকনিক্যাল কমিটির ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে টেকনিক্যাল কমিটি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিবর্তন করে এবং আগে পেশকৃত মূল প্রতিবেদন বাতিলকৃত একুশে টেলিভিশন সন্তোষজনক অংশগ্রহণকারীদের তালিকার শীর্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। রীট পিটিশনকারীরা অভিযোগ করেন যে, একই তারিখে (৯-৭-১৯৯৮) টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর সংবলিত ঐ সন্দেহভাজন নকল রিপোর্টটি পুরোপুরি অনাদিষ্ট, অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রীট পিটিশনকারীরা আরও অভিযোগ করেন, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়কে লেখা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি বিধিতে একুশে টেলিভিশনকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো শর্ত জুড়ে দেয়। এগুলোর একটি শর্তে বলা হয়, যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন চ্যানেল বিটিভি'র সাথে একই সাথে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে তাহলে ঘণ্টাপ্রতি ঐ ব্যক্তি মালিকানাধীন চ্যানেলকে এক হাজার ২০০ টাকা করে পরিশোধ করতে হবে এবং যখন বিটিভি কোনও অনুষ্ঠান প্রচার করবে না সে সময়ে ঘণ্টাপ্রতি ঐ চার্জ দাঁড়াবে এক হাজার ৮০০ টাকায়। পিটিশনকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘণ্টাপ্রতি ধার্যকৃত ঐ চার্জ এটিএন, চ্যানেল আই-এর মতো অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন চ্যানেলের চেয়েও অনেক অনেক কম। ঐ চ্যানেলগুলোর ঘণ্টাপ্রতি এয়ারটাইমের বিক্রয় মূল্য ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা।

www.pathagar.com

রীট আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন, ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইটিভি'র চেয়ারম্যান এএস মাহমুদ উত্থাপিত আবেদনের সাথে যুক্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের পেছনের তারিখে ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রণয়নকৃত চিঠিতে একই তারিখে ঐ মন্ত্রণালয়ের মূল চিঠির একটি প্যারাগ্রাফ বাদ দেয়া হয়। এভাবে পেছনের তারিখে চিঠি ইস্যুর মাধ্যমে ঘণ্টাপ্রতি ইটিভি'র ১ হাজার ২০০ এবং ১ হাজার ৮০০ টাকা করে পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দেয়ার মাধ্যমে সরকারি ভাণ্ডারে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রীট আবেদনকারী আরও দাবি করেন, যেহেতু জনাব এ এস মাহমুদ ইটিভি'র পক্ষে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেননি, সেহেতু এএস মাহমুদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষর টেন্ডার নোটিশের ব্যত্যয়। এছাড়াও প্রতীয়মান হয়, একুশে টেলিভিশন লিমিটেড নামে কোম্পানিটি ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই অস্তিত্বশীল হয়। পিটিশনকারীরা আরও দাবি করেন, সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পরই জনাব এ এস মাহমুদ একুশে টেলিভিশন লিমিটেড-এর কাছে ২০০ কোটি টাকায় লাইসেন্স হস্তান্তর করেন। পিটিশনকারীরা আরও অভিযোগ করেন, একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে টেন্ডারে অংশগ্রহণ না করে একজন একক ব্যক্তি হিসেবে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনের লাইসেন্স পান। এভাবেই জনাব এ এস মাহমুদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।

আবেদনকারীরা তাদের পিটিশনে দাবি করেন, ১৯৩৩ সালের অয়ারলেস এবং টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট-এর ধারা-৫ এবং ১৮৮৫ সালের ধারা-৪(১) অনুযায়ী চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। তারা অভিযোগ করে বলেন, যেহেতু ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে কোনও লাইসেন্স নেয়া হয়নি এবং ইটিভি লিমিটেড কোনও যন্ত্রপাতি আমদানি করেনি, তাই মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টি অবৈধ হয়ে দাঁড়ায়। পিটিশনকারীরা আরও অভিযোগ করেন, বিটিভি ও ইটিভির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ ভাড়ার বিনিময়ে ইটিভিকে বিটিভি'র টাওয়ার এবং এর সুবিধাদি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়। সর্বশেষ রামপুরাস্থ বিটিভি ভবন চত্বরেই ইটিভির নিজস্ব অফিস স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। যা বিটিভির নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করার শামীল। আর এভাবেই বিবাদীরা আইন এবং সাংবিধানিকভাবে জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক আরোপিতি বাধ্যবাধকতার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নীতি ও আইন লঙ্ঘন করেছেন। রীট পিটিশনের ৬ ও ৮ নং বিবাদী অর্থাৎ একুশে টেলিভিশন এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জনাব ফরহাদ মাহমুদ যুক্তভাবে এফিডেভিট পেশ করেন। ঐ রীট পিটিশনে ৬ ও ৮ নম্বর বিবাদীর পিটিশনে কেস ফাইলে কোন 'লোকাস স্ট্যান্ডি' বা যৌক্তিকতা নেই। রীট পিটিশনটি নানা রকম প্রতিবন্ধকতা এবং কালক্ষেপণের সম্মুখীন হয়েছে। পরিশিষ্ট এ-১ এর মূল্যায়নে ইটিভিকে টেন্ডারে একটি ব্যর্থ অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখানো হয়েছিল। সেটা ছিল একটি বানানো রিপোর্ট। সারণী-এ-১'এ দস্তখতগুলো 'সুপার ইমপোজ' করা, রিপোর্টে পরিবর্তনের অভিযোগ সঠিক নয়। তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী এবং মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবরের এক চিঠিতে জানান, বেশ কয়েকটি মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে এবং ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর সচিব সত্যায়িত রিপোর্টটিই হচ্ছে চূড়ান্ত

www.pathagar.com

মূল্যায়ন রিপোর্ট। ইটিভি যথাযথভাবে যোগ্য বিবেচিত হয়, জনাব এ এস মাহমুদের সাথে লাইসেন্সের চুক্তি আইনসম্মতভাবেই হয়েছে। পরবর্তীতে ইটিভির কাছে লাইসেন্স হস্তান্তর প্রক্রিয়াও সঠিক এবং আইনসম্মত হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আইনগতভাবেই লাইসেন্স চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা রয়েছে। ইটিভি'র আলাদাভাবে লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস-এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়কে লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদনে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং ১৯৮৫ সালে টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট-এর ধারা ৪ এবং ১৯৩৩ সালের অয়ারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট-এর ৫ ধারা বলে চুক্তিটি সম্পাদিত হতে পারে। ইটিভি আইন বহির্ভূতভাবে দ্বিতীয় ভিএইচএফ চ্যানেলসহ বিটিভির কোন কিছু ব্যবহার করছে না। অর্থমন্ত্রী সঠিকভাবেই ইটিভির কাছ থেকে ঘণ্টা প্রতি ১২০০ (বার শত) টাকা চার্জ মওকুফ করেছেন। ওদিকে বিটিভির ঘন্টা প্রতি অনুষ্ঠান সম্প্রচার ব্যয় ১৮০০ (আঠারো শত) টাকা। বিটিভির স্থাপনা ব্যবহারের ইটিভি'র 'কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন ডিফেন্স কমিটি'র কাছ থেকে অনুমোদন রয়েছে। রীট পিটিশনে সাত নম্বর বিবাদী এএস মাহমুদ একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ছয় এবং আট নম্বর বিবাদীর সমর্থনে মামলায় বক্তব্য রেখেছেন। তিনি দাবি করেন, তিনি একুশে টেলিভিশনের মালিকানা বলেই টেন্ডারে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সাত নম্বর বিবাদী দাবি করেন, তার বক্তব্যের সমর্থনে দাখিল করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ তার হাতে রয়েছে। তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। যেমন, তিনি দেশের অন্যতম সফল ইংরেজী দৈনিক দ্য ডেইলী স্টার-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, প্রকাশক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান, বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের একজন পরিচালক, ইউনিডেভ প্রোডাকশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স-এর সাবেক সভাপতি প্রভৃতি। তিনি চার বছর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি ছিলেন। যেহেতু টেন্ডার নোটিশে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছিল যে, ব্যক্তিবিশেষ কিংবা যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় এবং বিদেশী যে কেউ টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন, কাজেই সে মতেই তিনি ১৯৯৮ সালে ২৫ মে তারিখের চিঠির মাধ্যমে দরপত্রে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আবারও একুশে টেলিভিশনের স্বত্বাধিকারী হিসেবে টেন্ডারে অংশ নেন। তিনি ছিলেন একমাত্র আবেদনকারী যার প্রস্তাবের পেছনে বিবিসি ওয়ার্ল্ডওয়াইড লিমিটেডের কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের কথা উল্লেখ ছিল। তিনি আরও দাবি করেন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির (টেকনিক্যাল ইভালুয়েশ কমিটি) বিবেচনায় একুশে টেলিভিশন তালিকার শীর্ষে স্থান পায়। এক নম্বর বিবাদী তথ্য মন্ত্রণালয় , রীট পিটিশনে এফিডেভিট দাখিল করেননি এবং রুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। রীটের শুনানির অগ্রগতিকালে দুই, তিন এবং পাঁচ নম্বর বিবাদী হলফনামা দাখিল করেন। দুই নম্বর বিবাদী বাংলাদেশ সরকার এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে। হলফনামায় বলা হয়, ১২০০ (বার শত) টাকা চার্জ ধার্য এবং আরও কিছু শর্ত আরোপের বিষয়গুলো নির্ধারিত করা হয় আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে। বলা বাহুল্য, বৈঠকে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। জনাব এ এস মাহমুদ পরে ত

www.pathagar.com

ৎকালীন অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি ১২০০ টাকা চার্জের বিষয়টিতে ছাড় দেন। তিন নম্বর বিবাদী সরকারের পক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব। তিনি তার হলফনামায় বলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইটিভিকে ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি আমদানির কোনও অনুমতি দেয়নি। ১৯৯৭-২০০২ ইমপোর্ট পলিসি অর্ডারে বলা হয়েছে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ সাপেক্ষে বেসরকারী খাতে ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি আমদানি করা যেতে পারে। কিন্তু ৬ নম্বর বিবাদী একুশে টেলিভিশন লিমিটেড কিংবা ৭ নম্বর বিবাদী জনাব এএস মাহমুদ কেউই নো- অবজেকশন সার্টিফিকেট বা অনাপত্তিপত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করেননি। আরও বলা হয়, যেহেতু লাইসেন্সের জন্য আবেদনই করা হয়নি, তাই ১৯৩৩ সালের অয়ারলেস অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট-এর নীতিমালা অনুযায়ী ইটিভি লিমিটেড কোন লাইসেন্স লাভ করেনি।পরিশেষে আরও বলা যায়, মন্ত্রণালয়ের ২০০১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে ইটিভিকে লাইসেন্স নিতে বলা হয়। ইটিভি জবাবে জানায়, তাদের এধরনের কোনও লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। পাঁচ নম্বর বিবাদী, বিটিভির মহাপরিচালক তার হলফনামায় বলেছেন, বিটিভি এবং ইটিভির মধ্যে একটি 'সহ-স্থান (কো-সাইট) চুক্তি হয়েছে, যা মূল চুক্তিতে স্থান পেয়েছে। এই চুক্তির ভিত্তিতে ইটিভিকে ঢাকা, নাটোর, খুলনা এবং রংপুর টিভি স্টেশনসমূহের টাওয়ার ও সংলগ্ন ভূমি বা স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। হলফনামায় আরও বলা হয়, 'কো-সাইট এগ্রিমেন্ট'-এ সিলেট স্টেশন ব্যবহার করার কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশের ভিত্তিতে ইটিভি সিলেট স্টেশন ব্যবহার করছে। তিনি আরও বলেন, বিটিভি টাওয়ার ব্যবহারে ইটিভি'র খরচ ১৫ কোটি টাকার কম নয়। হলফনামায় আরও বলা হয়, যদিও বিটিভি এবং ইটিভির মধ্যে একটি 'কো-সাইট এগ্রিমেন্ট' রয়েছে, কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট অনুযায়ী ভাড়া ধরা হচ্ছে এবং পিডব্লিউডি একটি মুখ্য স্থাপনা পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট খরচ নির্ধারণ করতে পারে না। এই কো-সাইট এগ্রিমেন্টটি আইন মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখার কথা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ইটিভিকে চুক্তিটি আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানোর সময় দেয়া হয়নি। কো-সাইট এগ্রিমেন্ট বর্ণিত ফি একেবারেই নামমাত্র এবং বিটিভির জন্য তা বিরাট লোকসানের কারণ। আরও বলা হয় যে, টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সারা বাংলাদেশ থেকে দেখা যায়। অন্যদিকে স্যাটেলাইট সম্প্রচার উপভোগ করতে পারে কেবল দেশের ২০ শতাংশ দর্শক। আর বলা হয় ৫ নম্বর বিবাদী জানেন না যে, বিটিভি স্টেশনের মতো একটি জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ব্যবহারে ইটিভি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে কোনও ছাড়পত্র নেয়নি। বিটিভি এমন একটি স্থাপনা যার জন্য রয়েছে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চুক্তির অধীনে একটি বেসরকারি সংস্থার সে জন্য কোন খরচই নেই। চুক্তি অনুযায়ী বিটিভি তার ভবন প্রভৃতিসহ অবকাঠামো সুবিধাগুলো ইটিভিকে ব্যবহার করতে দিতে হচ্ছে। এতে বিটিভির লোকসান গুনতে হচ্ছে। আদালতের এক তদন্তে দেখা যায়, ৫ নম্বর বিবাদী, তথ্য মন্ত্রণালয় সহকারী সচিবের মাধ্যমে ২০০২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে আদালতকে অবহিত করেন, ২০০২ সালে ৫৩৬ নম্বর লিভ টু আপীল পিটিশনের সারসংক্ষেপসহ যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

বরাবর যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি প্রধানমন্ত্রী বরাবর পাঠানো হয়েছে। মেমোর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

১। সার সংক্ষেপসহ ফটোকপিগুলো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পাঠানো হয়।

২। মন্ত্রণালয়ের ফাইলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মূল মূল্যায়ন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। কারণ এগুলো তৎকালীন সচিব জনাব আকমল হোসেনের ব্যক্তিগত হেফাজতে ছিল।

৩। মন্ত্রণালয়ের ফাইলে মূল্যায়ন রিপোর্টসহ নথিপত্রের কোনও 'নোটিং অব রেফারেন্স' পাওয়া যায়নি। ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর বিটিভির মহাপরিচালক বরাবর তৎকালীন সচিব জনাব আকমল হোসেন প্রেরিত ইউ.ও. নোট থেকে জানা যায়, মূল্যায়ন রিপোর্টটি বিটিভির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব আনিসুর রহমান তৎকালীন তথ্যসচিব জনাব আকমল হোসেনের কাছে হাতে হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে সচিব সাহেব রিপোর্টটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি দিয়েছেন মর্মে মন্ত্রণালয়ের ফাইল কিংবা ডাক রেজিস্ট্রারে কোনও প্রমাণ নেই। এ অবস্থায় মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ফাইলে এর মূল কপি পাওয়া যায়নি।

৪। এটা সত্য যে, বিটিভি মহাপরিচালক বরাবর ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর ও ১৫ অক্টোবর তৎকালীন সচিব জনাব আকমল হোসেনের পাঠানো ইউ.ও. নোটগুলো মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। মূল ইউ. ও. নোটগুলো সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়নি। এগুলো সচিবের অফিস থেকে সরাসরি পাঠানো হয় এবং দু'টি ইউ.ও. নোটের মূলকপি পরে তৎকালীন সচিবের রেখে যাওয়া ফোল্ডারে পাওয়া যায়।

৫। বিটিভি'র তৎকালীন মহাপরিচালক ১৯৯৮ সালের ১৫ অক্টোবর তৎকালীন সচিবের ইউ. ও. নোটের জবাব দেন। সচিবের অফিসে তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মুভমেন্ট রেজিস্ট্রারে চিঠিটি সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই।

৬। সচিবের দপ্তর বিটিভির তৎকালীন মহাপরিচালক সালাহউদ্দিন জাকীর চিঠিসহ বিটিভির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমানের ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবরের একটি চিঠিও যথারীতি গ্রহণ করে। কিন্তু সেটিও সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়নি।

৭। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তৎকালীন তথ্য সচিবের কাছে রক্ষিত ছিল এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট ফাইলে মন্ত্রণালয়ের নোট শিটে এর কোন রেকর্ড নেই।

দু'পক্ষের শুনানির ওপর ভিত্তি করে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী হাইকোর্ট ডিভিশন রুল জারি করে যে, মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিবর্তন করা হয়েছিল, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থী ইটিভিকে যাতে যোগ্য করা হয়েছে। রিপোর্ট তৈরির পুরো প্রক্রিয়াই অস্পষ্ট। মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিবর্তন করার পর থেকে পরবর্তী সকল পদক্ষেপই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পরিবর্তিত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরের সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়। অধিকন্তু হাইকোর্ট ডিভিশন দেখতে পেয়েছে, লাইসেন্সের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর বা তারপরে ইটিভি লিঃ-এ রূপান্তর আইনবহির্ভূত ছিল না। হাইকোর্ট ডিভিশন আরও দেখেছে, এএস মাহমুদের সাথে লাইসেন্সের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে সরকার

www.pathagar.com

টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট-১৮৮৫, অয়ারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট-১৯৩৩-এর বিধান এবং সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করেনি। এদিক থেকে চিন্তা করলে লাইসেন্সের চুক্তি অনিয়মের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এটা অবৈধ নয়। আদালত আরও সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছে যে, বিটিভির মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ১২শ' টাকা সরকারকে দেয়ার কথা থাকলেও তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ইটিভি থেকে তা না নেয়ার পক্ষে কাজ করেন। বিটিভি'র স্থাপনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিফেন্স কমিটি ইটিভিকে যে অনুমতি দিয়েছে তাতে কোনও ভুল ছিল না। কিন্তু একই সময়ে দেখা গেছে, ইটিভি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেলেও এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ইটিভি সম্প্রচার স্থাপনা স্থাপনের অনুমতি পায়নি। একেবারে শুরুর দিকে ইটিভি'র প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈধভাবে গৃহীত হয়ো উচিত ছিল।

কিন্তু যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক কর্তৃক লিখিত মূল্যায়ন রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র তৎকালীন তথ্য সচিব আকমল হোসেনের কাছে পাঠানো হয়নি। তথ্য সচিব ২০০২ সালের ৪ মার্চ তার হলফনামায় বলেন, মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিবর্তন এবং যোগ্য প্রার্থীর তালিকায় ইটিভিকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোনও নির্দেশনা তিনি বিটিভি মহাপরিচালকের কাছ থেকে পাননি। তার বিবৃতির লিভ পিটিশন হচ্ছে ২০০২-এর ৬৩৬। একুশে টেলিভিশন ও এর মহাপরিচালক ফরহাদ মাহমুদের কৌসুলি রফিকুল ইসলাম রীট পিটিশনের যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। জনস্বার্থের যুক্তি মাথায় রেখে মধ্যস্থতা করার আপীল বিভাগের নীতিমালাকে এড়িয়ে গেছে হাইকোর্ট ডিভিশন। আসলে এখানে অবৈধভাবে প্রশ্নটি বড়। ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বচ্ছতার বিষয়টি যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন দুর্ভাগার বিরুদ্ধেও সরকারি মামলা রুজু হতে পারে। আর তখনই জনস্বার্থের যৌক্তিকতা বেড়ে যায়। ইটিভি এবং অন্য সাত প্রার্থীর বাছাইয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব ছিল। এদিক থেকে পুরো বাছাই প্রক্রিয়াই ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ১৯৯৮ সালের ১৫ অক্টোবর টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানের এক চিঠিতে বলা হয়, বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হাইকোর্ট ডিভিশন এ ধরনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাবের ক্ষেত্রে ইটিভিকে দায়ী পায়নি। ইটিভির মধ্যেও কোনও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব ছিল না। সরকার কর্তৃক ইটিভিকে লাইসেন্স থেকে বঞ্চিত করে হাইকোর্ট ডিভিশন নিরপেক্ষ কোনও রুল জারি করেনি। সকল প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর জনস্বার্থের মামলার নামে ইটিভিকে বন্ধ করা মারাত্মক বেআইনি হবে।

রীট পিটিশনটি বিলম্বে দাখিলের কারণে তা আমলযোগ্য নয়। তারপরও হাইকোর্ট এটা স্থগিত না করে ভুল করেছেন। হাইকোর্ট ডিভিশন কঠোর ও সুদূরপ্রসারী রায় দেয়ার আগে বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট-১৯৮০ এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট-১৯৮০-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান বিবেচনা করেননি। একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা এ এস মাহমুদের আইনজীবী সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ৬১৭-২০০২-এ বলেন, জনস্বার্থ মামলা হিসেবে দায়েরকৃত রীট

www.pathagar.com

পিটিশনের অভিযোগ-লাইসেন্স প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়াই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট ডিভিশনের রুল জারি ছিল আইনের দিক থেকে মারাত্মক ভুল। এই অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে তথ্য মন্ত্রণালয় ও এএস মাহমুদের মধ্যে সম্পাদিত লাইসেন্স চুক্তি এবং পরবর্তী সকল অনুমোদন কেন বাতিল করা হবে না বলে যে রুল জারি করেছে, তা ছিল আইন বহির্ভূত। এই চুক্তিকে বেআইনি ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হয়নি বলে হাইকোর্ট ডিভশনের ঘোষণা সঠিক নয়। চুক্তি আইন ও কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট-১৮৭২-এর সাথে সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ ছাড়াই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দায়ের করা রীট পিটিশনের মাধ্যমেই একটা সম্পাদিত চুক্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে হাইকোর্ট ডিভিশন বেআইনি কাজ করেছে। কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের অধীনে যে কোনও দিক থেকে চিন্তা করলে সরকার পক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এমনকি প্রতারণা করলেও চুক্তি অবৈধ হবে না। তিনি আরও যুক্তি দেখান, উদ্দেশ্যপ্রণোদনের অভিযোগ খুঁজে বের করার দায়িত্ব হাইকোর্ট ডিভিশনের নিজের কাঁধে নেয়া মোটেও উচিত হয়নি। রীটের আওতায় মারাত্মক বিতর্কিত প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে রায় দিয়ে হাইকোর্ট ডিভিশন মারাত্মক একটা ভুল করেছে। সিটি করপোরেশন ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন এবং ওয়াটারফোর্ড পার্টনারস এলএলসি'র কৌসুলি ড. কামাল হোসেন সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ৫১০-২০০২-এ যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, ইটিভি লিমিটেড যথাযথ কর্তৃপক্ষ ছাড়াই লাইসেন্স লাভ করেছে বলে রায় দিয়ে হাইকোর্ট ডিভিশন প্রশংসা কুড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট-১৯৮০ এবং বাইল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটি বিটুইন বাংলাদেশ, অ্যান্ড ইউএসএ'র অধীনে পিটিশনারদের অবস্থান ব্যাখ্যা এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী হিসেবে তাদের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে হাইকোর্ট ডিভিশন ভুল করেছেন। সরকারের ইস্যুকৃত লাইসেন্সের ওপর ভিত্তি করে ৮ নং বিবাদী গত দু'বছর ধরে ইটিভি'র সাথে ব্যবসা করে আসছে। তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে। বিদেশী বিনিয়োগকারী হিসেবে ইটিভির অন্য পিটিশনারদের সাথে কাজ করে আসছে। এ রায়ের ফলে ঐসব আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, বিপুল পরিমাণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নং ৮ বিবাদীর ক্রমবর্ধমান দর্শক শ্রোতার অধিকার খর্ব হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকের আইনজীবী এর্টনি জেনারেল হাসান আরিফ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ৬৩৬-২০০২-এ যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, সরকার/বাংলাদেশ টেলিভিশন ফাইলসহ রেকর্ড আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ বলে হাইকোর্ট ডিভিশন বেআইনি কাজ করেছে। রেকর্ডের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই বলা ঠিক হয়নি। তিনি আরও যুক্তি দেখান, প্রাসঙ্গিক ফাইল উপস্থাপন করা হয়নি এবং /বা আসল ফাইল দেরিতে উপস্থাপন করেছে বলে হাইকোর্ট ডিভিশন ভুল ধারণা পোষণ করেছে। কিন্তু হাইকোর্ট ডিভিশন এখানে নিশ্চিত রেকর্ড দেয়ার সময় উল্লেখ করতে পারেনি। হাইকোর্ট যে রেকর্ডকে দেরিতে উপস্থাপন করেছে বলে উল্লেখ করেছে তাতে রেকর্ডের ওপর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা রয়েছে। সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ৫১৬-২০০২-এ কৌসুলি আবদুর রাজ্জাক বলেন, হাইকোর্ট ডিভিশন সংবিধানের ১৪৫ নং অনুচ্ছেদের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে তার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একইভাবে বিবাদী ৭-এর সাথে তথ্য

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স চুক্তিতে ১৪৫ অনুচ্ছেদ এবং ব্যবসা আইনের লঙ্ঘন হয়েছে কিনা হাইকোর্ট ডিভিশন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অনুবিধি তথা ব্যবসা আইনের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে ব্যবসা আইনের ৩৩ ধারার অধীনে প্রধানমন্ত্রীর কোনও কর্তৃত্ব নেই বলে বৈপরীত্য সৃষ্টি বা টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট-১৯৮৫-এর সেকশন-৫ এবং অয়ারলেস টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট-১৯৩৩-এর সেকশন-৫-এ উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ অনুবিধির ব্যতিক্রম বলে সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

হাইকোর্ট ডিভিশনের ধরা উচিত ছিল যে, টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট-১৮৮৫-এর সেকশন-৪-এর অধীনে বাংলাদেশ সরকার এবং অয়ারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট-১৯৩৩-এর সেকশন-৫-এর অধীনে বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের মহাপরিচালকের একটি সংবিধিবদ্ধ লাইসেন্স দরকার ছিল ইটিভি লিমিটেড-এর। এই সংবিধিবদ্ধ লাইসেন্স ইটিভি'র আছে কিনা তা দেখতে পারতো ইটিভি।

তিনি আরও যুক্তি দেন যে, হাইকোর্ট ডিভিশন দেখেছেন যে, ৭ নম্বর বিবাদী টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেননি এবং ১৯৯৮ সালের ১ জুলাই একুশে টেলিভিশন একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে গঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ মার্চ ৭ নম্বর বিবাদী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাঝে এর লাইসেন্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে একুশে টেলিভিশন লিমিটেড-এর কাছে ১৯৯৯ সালের ৫ এপ্রিল লাইসেন্স হস্তান্তর ছিল বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এবং আইনী সীমার বাইরে, তাই সেটা অকার্যকর। তিনি আরও যুক্তি দেখান, হাইকোর্টে ডিভিশন আইনগতভাবে ভুল করেছে। তারা কোনও সিদ্ধান্ত আসেননি যে ইটিভি বেআইনীভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের দ্বিতীয় ভিএইচএফ চ্যানেলসহ আরও বিভিন্ন স্থাপনা ব্যবহার করেছে যা চুক্তির বিশেষ ধারার লঙ্ঘন। বিটিভিকে প্রদেয় অর্থ প্রদানের ব্যাপারে ইটিভি লিমিটেডকে বিরত রাখা, সরকারি অর্থ ভান্ডারের বিনিময়ে ইটিভি লিমিটেড-এর জন্য বেআইনী পন্থায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার অনুমোদন প্রদান এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে এর প্রতিরক্ষা কমিটির পূর্ব অনুমতি চাড়া বিটিভি ভবনকে ইটিভির ব্যবহার হচ্ছে বেআইনি এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকারক।

প্রাথমিক যুক্তিতর্ককে অব্যাহত রাখেন বিজ্ঞ ব্যারিস্টার জনাব রফিক উল হক এবং সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ। পিটিশন শুনানির আগে পিটিশনকারীদের কোনও লোকস স্ট্যান্ডি বা যৌক্তিকতা না থাকায় সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। লোকাস স্ট্যান্ডি'র প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সংবিধানের ১০২ ধারা মোতাবেক বিচার বিভাগীয় প্রতিবিধান ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যিনি সরকার বা রাষ্ট্র কর্তক তার নৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের কারণে নৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

সংবিধানের ১০২ ধারায় ব্যবহৃত 'aggrieved person' শব্দটির কঠোর ব্যাখ্যা থাকায় যারা লোকাস স্ট্যান্ডি হতে পূর্বে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাদের জন্য এর সম্প্রসারণে লিগ্যাল কমিউনিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ড. মহিউদ্দিনের কেস (৪৯ ডিএলআর (এডি/১))-এর অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ... 'সরকারি কারণ জড়িত থাকায়

www.pathagar.com

যদি কোনও ক্ষতি বা সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এতে যদি কোনও ব্যক্তি, সরকার বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হন বা না হন, তবে একজন ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হতে পারেন যদি সেটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য হয় এবং সংবিধানের উদ্দেশ্যে হয়'।

লোকাস স্ট্যান্ডির প্রশ্নে কাজী মোখলেসুর রহমানের মামলায় (২৬ ডিএলআর (এডি/৪৪) কয়েকটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

প্রস্তাবগুলো হচ্ছে ঃ

১. ১০২ ধারা মোতাবেক হাইকোর্ট ডিভিশন কোনও\ব্যক্তিকে শুনানির জন্য বিচার ব্যবস্থায় অভাব বোধ করবে না।

২. যদি মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত থাকে তবে ইম্পাঞ্জড ম্যাটারটি বাদীকে কেবল তার ব্যক্তিগত অধিকার ব্যাহত করবে না। যদি ঐ অধিকার কোনও ব্যক্তি অন্য সাধারণ মানুষের সাথে ভোগ করে তাতেই চলছে।

৩. মৌলিক অধিকার বিবেচনা করে 'Any person aggrieved' শব্দগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. এটা হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচক্ষণতার প্রশ্ন যে, তারা একজন ব্যক্তিকে Aggrieved বলে বিবেচনা করবেন কিনা।

৫. হাইকোর্ট ডিভিশন প্রত্যেকটি মামলার ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে এ ধরনের বিচক্ষণতার অভ্যাস করবেন।

মহিউদ্দিন ফারুকের মামলায় বিচারকগণ পৃথক রায় দিলেও প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজাল বলেছেন, একজন ব্যক্তির যদি সংঘাতের ব্যাপারে পর্যাপ্ত আগ্রহ থাকে, তবে তাকে একজন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সংবিধানের কিছু ধারার লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্তব্য পালনে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, একজন ব্যক্তি যদি সরকারের ত্রুটি বা ক্ষতির বিচার চাইতে আদালতে শরণাপন্ন হয়, তবে বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি তার পর্যাপ্ত আগ্রহ থাকে, যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত আগ্রহ বলতে কি বোঝানো হয়েছে, সেটা মূলত ঘটনা এবং আইনের প্রশ্ন। এটা আদালতই নির্ধারিত করবে। আইনের শাসনের মতো কোনও মৌলিক অধিকারই যান্ত্রিকভাবে পরিমাপের বিষয় নয়। সেগুলোকে পরিমাপ করা হয় আমাদের মানবিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থাৎ আদালত এবং মানুষের মাধ্যমে অর্থাৎ বিচারকদের আইন প্রয়োগের মাধ্যমে। অতএব অপেক্ষমাণ পিটিশনের জন্য আদালতকে সব সময়ই বিচক্ষণতার বিষয়টি ব্যবহার করতে হয়। আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ বিচারকার্যে আদালত তার প্রথাগত অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এর মাধ্যমে বিচারের নীতিকে যেভাবে বহু বছর অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, তা ভাঙ্গা হয়েছে এবং লোকাস স্ট্যান্ডি-এর মতবাদের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

এই বিশেষ রীট পিটিশনে বলা হয়েছে, সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ত্রুটি ঘটানো হয়েছে যা অস্বচ্ছতা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কলুষিত হয়েছে। অভিযোগ

www.pathagar.com

করা হয়েছে বিবাদীগণ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং আইনকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করেছেন যা বিশেষভাবে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতি না করলেও সাধারণ মানুষের ক্ষতির কারণ হয়েছে। পিটিশনারগণ দাবি করেছেন যে, সমাজের সচেতন নাগরিক হয়ে তারা তাদের কার্যক্রমের জন্য সাংবিধানিকভাবে চ্যালেঞ্জ করতে আগ্রহীইপটিশনারগণ জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে, সরকারি দায়িত্ব পালনে কর্তৃপক্ষ সাধারণ জনগণের কাছে দায়ী। কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা কোনও শ্রেণী বা সংগঠনের কাছে দায়ী নন। পিটিশনারগণ বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও কাজ অব্যাহত রাখার অধিকার রাখেন, কেননা তাদের পর্যাপ্ত আগ্রহ রয়েছে। তাদের বাধা দেয়া এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে সাধারণ নাগরিকদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে অস্বীকার করা হবে।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রত্যেক নাগরিকের সুবিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনার সাথে অন্যান্য ধারা এবং উপ-ধারায় দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করে দিয়েছে। সর্বোপরি সংবিধান সকল ক্ষমতাকে জনগণের ওপর অর্পণ করেছে। ৭ নম্বর ধারায় একে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, আইন, বিচার এবং প্রশাসনিক সর্ব ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের ওপর প্রদান করেছে।

লোকাস স্ট্যান্ডি-এর প্রাথমিক আলোচনা এবং বিবাদীদের বিজ্ঞ ব্যারিস্টারগণের উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তি আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এখন অভিযোগ অনুসারে কোনও ধরনের সরকারি দায়িত্ব লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে বিবেচনার জন্য রীট পিটিমনের দিকে অগ্রসর হতে পারি। আইনের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর গুরুত্ব খুবই বেশি। তাদের মধ্যে আদালতের একটি দায়িত্ব হচ্ছে প্রশাসনের দুর্নীতি এবং জবরদস্তি থেকে সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা করা। এছাড়া প্রশাসনের জবাবদিহির প্রশ্নের ব্যাপারে আদালত সব সময়ই একটি চাপের মাঝে থাকে। আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং চাপের মধ্যেও স্বচ্ছ প্রশাসনের আশা করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এদের স্বচ্ছতা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। হাইকোর্ট ডিভিশন তার রায় দেয়ার ব্যাপারে এই মামলার ক্ষেত্রে বিস্তারিত পরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন যে, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল খোলার টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীদের রিপোর্ট মূল্যায়ন এবং তাদের অধীনে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। পরিশেষে দেখা গেছে, প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অভিযোগ হচ্ছে, টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্টের মূল্যায়ন পরিবর্তন করা হয়েছে। হাইকোর্ট ডিবশন দেখেছে, মূল্যায়ন রিপোর্ট হচ্ছে দু'টি। টেকনিক্যাল কমিটির দু'টি মূল্যায়ন রিপোর্টই একই নম্বরের এবং একই তারিখের। এতে টেকনিক্যাল কমিটির চারজন সদস্যই স্বাক্ষর করেছেন। অ্যানেক্সার-এ(১) প্রথম নামের মূল্যায়ন রিপোর্টটি একটি লেটারের মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এতে অ্যানেক্সার-এ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। একইভাবে একটি চিঠির মাধ্যমে অ্যানেক্সার-বি(১) সংযুক্ত করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অ্যানেক্সার-এ(১)-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে

www.pathagar.com

একুশে টেলিভিশন ছিল পঞ্চম স্থানে এবং অন্যান্য আরও ১০টি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু অ্যানেক্সার-বি(১)-এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এতটাই পরিবর্তন করা হয়েছিল যে, সাড়া না পাওয়ায় একুশে টেলিভিশনের অবস্থান দেয়া হয় সবার ওপরে। মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডকে স্থান দেয়া হয় অ্যানেক্সার-বি(১)-এর মাঝের দিকে। যেখানে অ্যানেক্সার-এ(১)-এর মধ্যে তার স্থান ছিল সবার ওপরে।

এছাড়া অ্যানেক্সার-বি(১) তৃতীয় অনুচ্ছেদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে একটি বাক্য যোগ করা হয়েছে। যাতে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবনা বিবেচনার ব্যাপারে কিছু শর্ত বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এ বাক্যটি অ্যানেক্সার-এ(১)-এর মধ্যে কোনওভাবেই উল্লেখ ছিল না। শর্তগুলো কি ছিল রিপোর্টে তা উল্লেখ করা হয়নি এবং কি শর্তগুলো তৈরি করেছে বা সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাও রিপোর্টে উল্লেখ নেই। সাড়া না পাওয়া ইটিভিকে সাড়া প্রদানকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তনের ব্যাপারেও কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। হাইকোর্ট ডিভিশন দেখেছেন, 'আশ্চর্য হয়ে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, প্রতিযোগীদের প্রস্তাবনার মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে আট অংশগ্রহণকারীর প্রস্তাবে সাড়া পাওয়া গেছে। বরং উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি প্রস্তাবনা বিবেচনার ব্যাপারে কিছু শর্ত বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এ বাক্যটি অ্যানেক্সার-এ(১)-এর মধ্যে কোনওভাবেই উল্লেখ ছিল না। শর্তগুলো কি ছিল রিপোর্টে তা উল্লেখ করা হয়নি এবং কে শর্তগুলো তৈরি করেছে বা সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাও রিপোর্টে উল্লেখ নেই। সাড়া না পাওয়া ইটিভিকে সাড়া প্রদানকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তনের ব্যাপারেও কোনও ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। হাইকোর্ট ডিভিশন দেখেছেন, 'আশ্চর্য হয়ে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, প্রতিযোগীদের প্রস্তাবনার মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে আট অংশগ্রহণকারীর প্রস্তাবে সাড়া পাওয়া গেছে। বরং উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি বিশেষ শর্তগুলো পূর্ণ করা হয়, কেবল সে ক্ষেত্রেই তাদের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। হাইকোর্ট আরও দেখেছে যে, কোথাও শর্তগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট আদালতে হাজির করার পূর্বে সেটা প্রস্তুতের জন্য দু'টি আদেশ জারি করে। কিন্তু সেটা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফাইলটি প্রস্তুত করা হয়নি এবং ফাইলটির কি হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। আট অংশগ্রহণকারীর প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো এখনও অজানাই রয়ে গেছে।

হাইকোর্ট ডিভিশনে বিটিভির একটি ফাইল, যার নম্বর টিভি (প্রকল্প) ০০৫, ০০৭ উপস্থাপনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে ২ জুলাই একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে ১৯৯৮ সালের ৬ জুলাইয়ের মধ্যে কমিটিকে একটি রিপোর্ট দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই ফাইল থেকে উল্লেখ করা যায় যে, কমিটির চেয়ারম্যান ১৯৯৮ সালের ৬ জুলাই বৈঠক ডাকেন। ইতিপূর্বে সকল সদস্যকে যথারীতি চিঠিও দেয়া হয়। কিন্তু সেই বৈঠকের 'মিনিট' বা আলোচিত বিষয়ের ওপর কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতে করে হাইকোর্টে সকল নথি বা ফাইল জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে

www.pathagar.com

সন্দেহের উদ্রেক হয়। অফিসিয়াল রেকর্ড ও কাগজপত্র মূলত জনগণের সম্পত্তি এবং আদালতে চাওয়া মাত্র সেগুলো দাখিল করা উচিত। পিটিশনার, বিটিভি মহাপরিচালক তার লিভ পিটিশনে (নম্বর ৬৩৬/২০০২) দাবি করেছেন, ফাইল চাওয়ার পর পরই তা আদালতে পেশ করা হয়। তবে ফাইলে ১৯৯৮ সালের ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত বৈঠকের 'মিনিট' ছিল না। এর কারণ হতে পারে, প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কিংবা নোটিশে কোনোও ফাইলই সেখানে ছিল না। অথবা বলা যায়, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল খোলার লক্ষ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ছিল না।

কাজেই আমরা হাইকোর্টের সাথে একমত হয়ে এ মর্মে উপসংহার টানতে পারি যে, সারণি 'বি' মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি একটি 'পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট' নয়। একুশে টেলিভিশন শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় শীর্ষে স্থান পেতে পারে এমন কিছু ঐ রিপোর্টে নেই। এমনকি শর্তাবলী টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকলের কাছে প্রকাশও করা হয়নি। তাছাড়া মূল্যায়ন রিপোর্টে আনা পরিবর্তন কিংবা একই তারিখে একই মেমো নম্বরে একাধিক রিপোর্ট তৈরির কারণ সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। কাজেই ইটিভি বাছাই প্রক্রিয়ায় টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আইন মতে, শর্তাবলীতে যে কোনেও রকমের পরিবর্তন আনা হলে স্বচ্ছতার খাতিরেই তা টেন্ডারে অংশগ্রহণেচ্ছু সকল প্রতিযোগীকে জানাতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা জানানো হয়নি। অন্য সব প্রতিযোগীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। এতে তারা টেন্ডারে অংশগ্রহণ এবং সমান অধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

হাইকোর্ট বিভাগ অবশ্য মূল্যায়ন রিপোর্ট দু'টির কোনওটিতেই জালিয়াতির কিছু পায়নি। বিবাদীদের প্রাথমিক যুক্তিতর্কের জের ধরে প্রথম রিপোর্টটি জালিয়াতিপূর্ণ এবং স্বাক্ষরগুলো সুপার ইম্পোজকৃত বলে বলা হচ্ছে। তবে টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক দ্বিতীয় রিপোর্টটি জালিয়াতিপূর্ণ বলে কখনও দাবি করেননি। ৬ এবং ৮ নম্বর বিবাদীর হলফনামায় এমনটিই বলা হয়েছে। আরও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সারণ-বি(১) হিসেবে যুক্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট এবং সারণী-৫(বি)-এর অধীনে বিবাদী ৬ ও ৮-এর এফিডেভিট-ইন-অপোজিশনের ১৭৮ থেকে ১৭৯ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত রিপোর্টের কপি একই। দু'টি কপির মধ্যে পার্থক্য এই যে, সারণ-বি(১) তথ্য সচিব কর্তৃক সত্যায়িত ছিল না। অন্যদিকে সারণী-৫(বি)-এর সাথে সংযুক্ত রিপোর্ট তথ্য সচিবের সত্যায়িত ছিল যাতে সত্যায়নের তারিখ ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর। পূর্বের সারণী থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দু'টি মূল্যায়ন রিপোর্টেরই তারিখ ছিল ১৯৯৮ সালে ৯ জুলাই। কিন্তু তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয় উভয় রিপোর্টের একেকটি সত্যায়িত করতে ৩ মাস অপেক্ষা করছিল। অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটা সারমর্ম জমা দেয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে পাওয়া গেছে। আইনজীবী রফিকুল হক দাবি করেন, দু'টি রিপোর্টের মধ্যে শুধু ৫(বি) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সারণী এ-১ হিসেবে বিটিভির ফাইলে পাওয়া চিঠির ফটোকপি তার দাবিকে সমর্থন করে না। সেই চিঠি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মূল্যায়ন রিপোর্ট সারণী এ-এ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর দেয়া হয়েছে। সারণী ৫-এর লিভ পিটিশনের ৪১২ পাতার তথ্য মতে, বিটিভি'র ডাক বহি

www.pathagar.com

এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের ইউ. ও. নোট এই দাবিকে সমর্থন করে। এটা সত্য যে, টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেনি কোর্ট। কিন্তু আদালত এর পরের সকল রীতি-নীতি এবং নীতিমালা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেছে। ইটিভি'র লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার দিকে তাকালে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, একই সংখ্যা এবং তারিখ দেয়া একাধিক মূল্যায়ন রিপোর্ট রয়েছে। ইটিভি'র সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবে একটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা আরও সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, একুশে টেলিভিশনকে লাইসেন্স দেয়ার পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল অস্বচ্ছ।

এ পর্যায়ে তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করাটা দরকার মনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রীট পিটিশনের বিবাদী ৬ ও ৮ এফিডেভিট-ইন-অপোজিশনের সারণী-৫-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা ১৯৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর তথ্য সচিব আকমল হোসেনকে অনানুষ্ঠানিকভাবে দেয়া হয়েছিল। এতে দু'টি মূল্যায়ন পত্রের অস্তিত্বের ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, এক সাংবাদিকের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যায়ন পত্রের একটি কপির রশিদ এবং দু'টি মূল্যায়ন রিপোর্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে তিনি বিটিভি'র মহাপরিচালকের রিপোর্ট অনুসন্ধান করেন। পরে তাকে বলা হয়েছিল, তার সত্যায়িত রিপোর্টের একটিকে ফাইনাল রিপোর্ট হিসেবে নেয়া হয়েছে। ২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিটিভি'র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাকে বলা হয়, উচ্চ মহলের আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে ইটিভিকে যোগ্য প্রার্থী করতে রিপোর্ট পরিবর্তন করতে হবে। পরে ইটিভিকে যোগ্য করার জন্য বিস্তারিতভাবে আরেকটি সুপারিশমালা লেখা হয়। ইটিভির প্রথম রিপোর্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ করে তারিখ, রেফারেন্স ঠিক রেখে দ্বিতীয় সুপারিশমালায় কমিটির সকল সদস্য স্বাক্ষর করেন। প্রথম রিপোর্ট অনুযায়ী ইটিভি যোগ্য প্রার্থী ছিল না। ঐ চিঠিও তথ্য সচিব বরাবর জমা দেয়া হয়। এসব কিছু মূল্যায়ন পত্রের সাথে তৎকালীন তথ্য সচিব আকমল হোসেনের সংশ্লিষ্টতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। মূল্যায়ন পত্র সংশ্লিষ্ট যা কিছুই ঘটেছে তার সব কিছুই তথ্য সচিবের জানা ছিল। এমনকি, তখন আরেকটি গল্প (!) তৈরির সাথেও থাকতে হয়েছে তাকে। (সারণী-৫) প্রথমবারের মতো এক সাংবাদিক থেকে পাওয়া দু'টি রিপোর্টের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তিনি জানতেন। দুই রিপোর্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার অস্বীকৃতি এবং মূল মূল্যায়নমূলক রিপোর্টের সাথে মুস্তাফিজুর রহমানের বক্তব্যের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে তিনি যে দাবি করছেন, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এই মামলার সাত নম্বর বিবাদী, ইটিভি চেয়ারম্যান এ এস মাহমুদের ভূমিকা সন্দেহজনক এবং তা তৎকালীন তথ্য সচিবের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। ইটিভির ঘটনাবলী যে পর্যায়ে গড়িয়েছে তাতে জনাব মাহমুদের প্রতি সন্দেহ আরোও ঘনীভূত হয়েছে। একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ঘন্টা হিসেবে বিটিভির পাওনা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে যথারীতি সেই সুবিধা পেয়েছেন এবং তারপর ইটিভির পক্ষ থেকে নয়, বরং একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সরকারের সাথে একটি চুক্তি করেছেন। এই চুক্তিতে সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব।

www.pathagar.com

রেকর্ডপত্র সূত্রে দেখা যায়, এ এস মাহমুদ টেন্ডার বা দরপত্রে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯৯৮ সালের ৫ জুনের টেন্ডার নোটিশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এতে স্থানীয় কিংবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে কিংবা যৌথ উদ্যোগের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি প্রস্তাব পেশ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ আমন্ত্রণ কোনওভাবেই একক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে টেন্ডার নোটিশে বর্ণিত শর্ত সঠিকভাবে পালিত হয়নি। ইটিভির পক্ষে টেন্ডারে অংশগ্রহণের পর সরকারের সাথে সম্পাদিত লাইসেন্স চুক্তিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সই করেন।

রেকর্ডে আরও দেখা যায়, রীট পিটিশনে সাত নম্বর বিবাদী এ এস মাহমুদ ১৯৯৮ সালের ২৫ জুন একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল পরিচালনার লক্ষ্যেই ব্যক্তিগতভাবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। উল্লেখ্য, ইটিভি তার আগেই চালু ছিল। ইটিভি ইতোপূর্বে ১৯৯৮ সালের ২১ জুন তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছিল। উল্লেখ্য, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, ১৯৯৯ সালের ১৮ মার্চ সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ৯ দিন আগেই ৭ নম্বর বিবাদী এ এস মাহমুদ নিজেকে চেয়ারম্যান উল্লেখ করে ইটিভি লেটারহেড ব্যবহার করে তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর এক আবেদনে ইটিভি'র লাইসেন্স হস্তান্তরের জন্য অনুমতি চেয়েছেন। তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালের ৫ এপ্রিলের এক চিঠিতে ঐ আবেদন মঞ্জুর করে। প্রতিষ্ঠানটির অর্গানোগ্রাম এবং বিবিসি'র সাইমন ড্রিং সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইটিভির পরিবর্তে ব্যক্তি জনাব এ এস মাহমুদের সাথে কেন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা বোধগম্য নয়। ৬ ও ৮ নং বিবাদীর এফিডেভিটে আরও প্রতীয়মান হয় যে, ইটিভির কাছে লাইসেন্স হস্তান্তরে অনুমতি প্রদানের সময় জনাব এ এস মাহমুদকে সব কাগজপত্র ও তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বলা হয়েছিল।

আরও অবাক ব্যাপার হলো, ইটিভি'র কাছে লাইসেন্স হস্তান্তরে সরকারি অনুমতি প্রদানের আগেই ১৯৯৯ সালের ৩ মার্চ একুশে টেলিভিশন ও এএস মাহমুদের সাথে ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯৯ সালের ৫ এপ্রিল স্বাক্ষরিত চুক্তির ১১(৩) ধারা অনুযায়ী বিক্রেতা হিসেবে এ এস মাহমুদ ঐ লাইসেন্স হস্তান্তরে এবং ইটিভি তা কিনতে রাজি হয়।

সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে উল্লেখ করেন, সব কিছু বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইটিভিকে লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম হয়েছে এবং এ লাইসেন্স গ্রহণের প্রতিটি স্তরে গোপন সমঝোতা হয়েছে। এছাড়া, কিভাবে আইনকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহী ক্ষমতাধারীরা দূর্নীতিপরায়ণ হতে পারে সেটাও ফুটে উঠেছে। এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমলারা জনদায়িত্ব থেকে কিভাবে তাদের হাতকে দূরে রেখে আইনের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা না রেখে দূর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন। যদি ইটিভি সম্পর্কিত বিষয় ক্ষমতার অপব্যবহার আদালতে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি না দেয়া হয় তবে সংবিধানের নিয়মনীতিকে অবজ্ঞা করা হবে। এ মামলায় যা ঘটেছে তা প্রকাশিত হলে সরকার এবং জনগণের চোখ খুলবে যে নির্বাহী ক্ষমতা কত

www.pathagar.com

পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। যদি নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য পরিপন্থী কোনও কার্যকলাপ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা না নেয়া হয় তাহলে দূর্নীতির পথ প্রশস্ত হবে। এটা সাধারণ জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রত্যাখ্যানের শামিল হবে। এ আদালত সংবিধান সমুন্নত রাখার আদালত এবং আইনের শাসনকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ মামলায় যদিও রীট আবেদনকারীরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি কিন্তু সংবিধান পরিপন্থী কাজ সম্পর্কে তারা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ রকম মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কাজ রীট আবেদনকারীদেরকে যুক্তিসঙ্গত কারণে আবেদন করার অধিকার দিয়েছে। এ অবস্থায় আদালত যদি সাড়া না দেয় তাহলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে জনস্বার্থ পরিপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে। সুতরাং আমরা ইটিভির পক্ষে রীট আবেদনকারীদের যুক্তিসঙ্গত কারণ সম্পর্কিত উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তি নামঞ্জুর করছি। যেহেতু এর সাথে আইনের শাসন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। স্মরণযোগ্য যে, জনক্ষতিকর কাজের ক্ষেত্রে কখন কোনও আবেদনকারীদের মামলা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে তা পরিষ্কার করে আইন করা সম্ভব নয়। যুক্তিসঙ্গত কারণ আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কিত কোনও মামলা নয় কিন্তু ইহা আদালতের একটি ক্ষমতা। যে ক্ষমতা শুধুমাত্র ঘটনার উপরে এবং যেখানে আইনের বিষয় জড়িত আছে, সেখানেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। যা ইতোমধ্যে মোখলেসুর রহমানের মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে, যে রীট আবেদনকারীদের এখানে মামলা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে সিদ্ধান্ত হলে আদালতের দরজা ব্যাপকভাবে খুলে যাবে এবং আদালতের উপর একটি অতিরিক্ত চাপ আসবে, যা ভালো হবে না। আদালতের দরজা খোলার যে ক্ষমতা তা সব সময়ই আদালতের উপরই নির্ভর করে। যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে উপরোক্ত কারণে।

বিবাদী পক্ষ আদালতের কাছে আবেদন করেন যে, ঘটনার দীর্ঘদিন পরে রীট আবেদনকারীরা তাদের প্রার্থনা নিয়ে আদালতে এসেছেন। সুতরাং দীর্ঘ সময় পরে আসার কারণে তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়া উচিত। সর্বোপরি যখন এ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তখন একমাত্র অবহেলার কারণে প্রকাশ্য অনিয়মটা টিকতে পারে না। আলোচ্য মামলায় ইটিভিকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল ১৯৯৯ সালের ৯ মার্চ এবং তারা সম্প্রচার শুরু করেছে ২০০০ সালের ৮ মার্চ। ইটিভি কিভাবে লাইসেন্স পেয়েছে সে সম্পর্কে সাপ্তাহিক যায় যায় দিন ১৯৯৮ সালের ২২ জানুয়ারি, ১ সেপ্টেম্বর ও ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সর্বশেষ রিপোর্টটি প্রচ্ছেদ কাহিনী হিসেবে প্রকাশিত হয় ইটিভি'র সম্প্রচার কার্যক্রম শুরুর পর। সুতরাং রীট আবেদনকারীদের দাবি আদালতে আসার ক্ষেত্রে তাদের কোনও দেরি হয়নি। হাইকোর্ট ডিভিশন রীট আবেদনকারীদের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা (আপীল বিভাগ) ব্যাখ্যা গ্রহণ না করার কোনও কারণ দেখছি না।

বিবাদী পক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেখান যে, যখন কোনও চুক্তি সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় তখন ঐ চুক্তির কোনও শর্ত ভঙ্গ হলেই তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। কিন্তু

www.pathagar.com

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তা হয় না। এ ধরনের যুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হাইকোর্ট ডিভিশনে চুক্তি শর্ত ভঙ্গের কারণে রীট আবেদনটি দাখিল করা হয়নি। এই সুনির্দিষ্ট মামলায় হাইকোর্ট ডিভিশন ইটিভিকে কি পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল তা বিবেচনা করেছেন এবং সংবিধানের ১০২ ধারায় এখতিয়ার প্রয়োগ করেছেন। যা আমাদের মতে সর্ম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

বিবাদী পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট ফাইল ও মূল্যায়ন রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য হাইকোর্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কেন আদালত নিজে থেকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ খোঁজার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাদের মতে, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব রীট আবেদনকারীদের ওপর। যেহেতু তারাই দাবি করেছেন, কাজটি উদ্দেশ্যমূলক। এর উত্তর হলো যদি কোনও রীট মামলায় হাইকোর্ট ডিভিশনের কোনও বিচারক বিবেচনা করেন যে, তদন্ত করা যুক্তিযুক্ত। সে ক্ষেত্রে পক্ষগুলোকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। এধরনের তদন্ত সাংবিধানিক উদ্দেশ্যকে খুঁজে বের করতে আদালতকে সহযোগিতা করবে। এধরনের আদেশ মৌলিক অধিকার কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আদালতের একটি বিশেষ ক্ষমতা। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট ডিভিশনকে তার অধিক্ষেত্রের ভেতর যে কোনও পক্ষকে আদেশ দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

বিবাদী পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় যে, বিদেশী কোম্পানি বিনিয়োগ করেছে এবং এতে ৩য় পক্ষের একটি অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এখন ইটিভির টেরিস্ট্রিয়াল চ্যানেল বন্ধ করা হয় তাহলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ঘটনায় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রভাব ফেলবে।

এ ব্যাপারে রায়ে উল্লেখ করা হয়, হতে পারে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এবং নিজের ভাষায় কথা বলবে। বিদেশী বিনিয়োগকারী, স্থানীয় ও বিদেশী ব্যাংক এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগ না কোনও জনসেবামূলক অবদান, না মুক্ত গণমাধ্যমের জন্ম কোনও মহৎ উদ্দেশ্য। এটি একটি সাধারণ বিনিয়োগ। যেমন অন্যান্য বিনিয়োগ করা হয় সে রকমই একটি বিনিয়োগ ইটিভিতে করা হয়েছে। এছাড়া, ৩য় পক্ষে উত্থাপিত অধিকার যেহেতু একুশে টেলিভিশনের সাথে সম্পৃক্ত ও একীভূত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের নীতি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধারণ আইনের অধিক্ষেত্রের ভেতরে। সর্বোপরি বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রের ভেতরে যারা আছেন তারা সকলেই বাংলাদেশের আইনের শাসনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব একুশে টেলিভিশনে বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও এ নীতির বাইরে নয়।

উল্লিখিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিবর্তন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে হাইকোর্ট ডিভিশন যে রায় প্রদান করেছে তার সাথে আমরা একমত। এছাড়া মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরিতে কোনও স্বচ্ছতা ছিল না এবং পরিবর্তিত মূল্যায়ন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গৃহীত পরবর্তী পদক্ষেপ উদ্দেশ্যমূলক এবং একুশে

www.pathagar.com

টেলিভিশনকে যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে তা আইনসম্মত হয়নি। আমরা আরও খুঁজে পেয়েছি, ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ আইনের ৪ ধারা ও ১৯৩৩ সালের অয়্যারলেস টেলিগ্রাফি আইনের ধারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সর্বোপরি হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ের উপর হস্তক্ষেপ করার মতো আমরা কোনও অসংলগ্নতা খুঁজে পাইনি।

লাইসেন্স অবৈধ হলে স্বাভাবিকভাবে আনুষঙ্গিক সবকিছু অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে : আদালত

ইটিভির লাইসেন্স বৈধ : কৌসুলি

হাইকোর্টে একুশে টিভি লিমিটেডের দাখিল করা রীট আবেদন প্রসঙ্গে আদালত বলেছেন, লাইসেন্স সম্পর্কে আপীল বিভাগের দু'দফা রায়ের পর হাইকোর্টের জন্য বিষয়টি বিবেচনা করা একটি 'ডিফিকাল্ট টাস্ক' এই রিটের শুনানিকালে আদালত একুশে টিভির কৌসুলিকে বিষয়টি নিয়ে আপীল বিভাগে যাওয়া অথবা জরুরী বিষয় নিষ্পত্তির জন্য গঠিত, অবকাশকালীন বেঞ্চের পরিবর্তে বিষয়টি বিবেচনার জন্য ছুটির পর নিয়মিত বেঞ্চে লাইসেন্স উত্থাপন করে দেখার জন্য পরামর্শ দেন। এ পর্যায়ে কৌসুলি দু'টি পৃথক রিট আবেদন করা হয়েছে বলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় এবং এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে চাওয়ায় দ্বিতীয় আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে শুনানি আগামী রোববার পর্যন্ত মূলতবি রাখা হয়েছে।

বিচারপতি এমএ মতিন ও বিচারপতি এসকে সিনহা সমন্বয়ে গঠিত অবকাশকালীন বেঞ্চে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। একুশের অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চেয়ে দায়ের করা রিট আবেদন দু'টির ওপর শুনানির এক পর্যায়ে আদালত জানতে চান, সোর্স অব পাওয়ার না থাকলে আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ কোথায়? জবাবে কৌসুলি বলেন, নতুন কারণ উদ্ভূত হওয়ায় আমরা আদালতে এসেছি। তিনি বলেন, এটা দরকার ছিল না, যদি আপীল বিভাগের রায়ের পর দরকার অন্য সব ধরনের অনুমোদন ও লাইসেন্স বাতিল না করে দিত। আদালতে বলেন, যে লাইসেন্সের ভিত্তিতে তারা সম্প্রচার চালাত সেটা অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় স্বাভাবিকভাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এজন্যই তো হাইকোর্টের রায়ের পর আপনারা স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন। আপীল বিভাগের রায়ের পর সেই স্থগিতাদেশের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

একুশে টিভি লিমিটেডের নতুন আইনজীবী আজমালুল হোসেন (কিউসি) এই শুনানি পরিচালনা করছেন। এর একটিতে ইটিভি থেকে যন্ত্রপাতি জব্দ করার বৈধতার চ্যালেঞ্জ করে এ সম্পর্কিত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাকে সংবিধানপরিপন্থী দাবি করা হয়েছে, অপর রিট আবেদনে বিটিভির সঙ্গে একুশে টিভির চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত গত ২৯ আগস্টের চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে, টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্সের কোন বিধান আইনে নেই এবং এজন্যই তাদের সম্প্রচারে বাধা সৃষ্টির কোন বৈধতা সরকারের নেই। উভয় রিট আবেদনে বিবাদী করা হয়েছে টিএন্ডটি সচিব, তথ্য

www.pathagar.com

সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, বাংলাদেশ টেলিভিশন, টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন, টিএন্ডটি বোর্ডের চেয়্যারম্যন, ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার ও তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে। সরঞ্জাম জব্দের ব্যাপারে দাখিল করা রিট আবেদনে সরঞ্জাম জব্দ করাকে কেন বেআইনি ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না– বিবাদীদের কাছে তার কারণ দর্শাতে রুল চাওয়া হয়। একই সঙ্গে জব্দ করা সরঞ্জাম ফেরত দিতে অন্তর্বর্তী আদেশ এবং রিট আবেদনকারীর অনুষ্ঠান প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সরঞ্জাম অপসারণ বা বন্ধ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে।

আজমালুল হোসেন শুনানির শুরুতেই বলেন, সরকার রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করে পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। আপীল বিভাগের কোথাও সম্প্রচার বন্ধের কথা ছিল না। তাছাড়া অতীতের দু'টি আইন অনুযায়ী টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্সের দরকার ছিল না। ২০০১ সালের নতুন আইনেও এই লাইসেন্সের কোন বিধান নেই। শুধু বেতার তরঙ্গের বরাদ্দ ও অনুমোদন নিতে হবে বলা আছে। অথচ এই লাইসেন্স প্রসঙ্গ নিয়েই যত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আদালত এ প্রসঙ্গে বলেন, লাইসেন্সের বিষয়ে হাইকোর্টের পর আপীল বিভাগেও নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কৌসুলি বলেন, রায়ে এএস মাহমুদের লাইসেন্স অবৈধ বলা হয়েছে। একুশে টিভি লিমিটেডের হাতে থাকা লাইসেন্সকে তিনি বৈধ দাবি করে বলেন, হাইকোর্টের রায়ে লাইসেন্স হস্তান্তরকে ম্যালাফাইডি বলা হলেও অবৈধ বলা হয়নি। হস্তান্তর যেহেতু অবৈধ নয়, সেহেতু আমাদের বৈধ সম্প্রচার করার অধিকার আছে। এর ভিত্তিতেই ইটিভি লিমিটেড অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছিল। তাছাড়া হাইকোর্ট বা আপীল বিভাগ থেকে সম্প্রচার সম্পর্কে কোন আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের রিটের বিষয় হচ্ছে ইটিভির সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে। আমাদের আবেদন রেগুলেটরি কমিশনে পেন্ডিং রয়েছে এবং এজন্যই আমরা বৈধভাবেই রসঞ্জাম রাখতে পারি।

আদালত বলেন, রিট আবেদনে সম্প্রচার সম্পর্কে কোন আদেশ চাওয়া হয়নি বলেই কোন আদেশ রায়ে ছিল না। সোর্স অব পাওয়ার না থাকলে আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ কোথায়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইটিভি বন্ধ হলো যেভাবে

দেশের সর্বোচ্চ আদালত একুশে টিভিকে অবৈধ এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে সকাল ১১.৩৫ মিনিটে ২৯ আগস্ট, ২০০১। কিন্তু একুশে টিভি এ রায় ঘোষণা জানা সত্তেও আদালতের চূড়ান্ত রায়কে অমান্য করে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। একুশে টিভি চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়া যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখনও তারা পরবর্তী মাসের অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাত ১১ টায় পুলিশের উপস্থিতিতে তারা প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। দূর্নীতির মাধ্যমে শুরু হওয়া ইটিভি বন্ধ করার পূর্বে সর্বশেষ একটি মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে শেষ করে। একুশে টিভির সংবাদ পাঠক শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম রাত ঠিক পৌনে এগারোটায় এক মিথ্যা ঘোষণা নিয়ে টিভি পর্দায় হাজির হয়। ঘোষণায় তিনি বলেন, "সুপ্রীম কোর্ট বৃহস্পতিবার একুশে টেলিভিশনের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এরপর সরকারও এক রকম জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে টেরিস্ট্রিয়াল প্রচার কার্যক্রম। স্যাটেলাইট প্রচার কার্যক্রম বন্ধেরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। সেজন্য আইনজীবীদের পরামর্শে তারা তাদের প্রচার কার্যক্রম বন্ধে করে দিতে বাধ্য হচ্ছে"। ইটিভি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা সরকারকে দায়ী করেছেন। আসলে ইটিভি সরকার বন্ধ করেনি। সীমাহীন জালিয়াতি, দূর্নীতি আর অবৈধভাবে চালু হওয়া ইটিভির লাইসেন্স না থাকার কারণে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমস্ত প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ আদালতের নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য। তারা তাই করেছে। সরকারকে দায়ী করে ইটিভির এই সর্বশেষ কথাটিও ছিল একটি মিথ্যাকথা। নিজেদের পাপের দায়ভার তারা সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে নির্লজ্জভাবে। একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন খারিজ হয়ে যাবার পরবর্তী কয়েক ঘন্টা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুপ্রীম কোর্ট ইটিভির সকল ধরনের সম্প্রচার বাতিল ঘোষণার পর আদেশের কপি ইটিভি কর্তৃপক্ষের হাতে পৌছেছে বিকেল ৫টায়।

এই সময়ে টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের জন্য টিএন্ডটির মাইক্রো লিংক চ্যানেলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ইটিভির সাংবাদিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা জাহাঙ্গীর টাওয়ারে সমবেত হয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করেন। সেখানে বাইরে থেকে সকল ধরনের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, আদালতের আদেশ হতে আসার পুর্বেই ইটিভির কলা-কুশলী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্প্রচার চালিযে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। আদালতের রায় বিপক্ষে যেতে

www.pathagar.com

পারে, এই প্রস্তুতি নিয়ে তারা আগেই স্যাটেলাইট সম্প্রচারের যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটায়। আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ৫টায় টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বন্ধ হবার ১ ঘন্টার মধ্যেই স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু হয়ে যায়। বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবহিত হবার সাথে সাথেই করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আদালতের রায় সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ বলেছেন, এই রায়ের পর ইটিভির প্রচার কার্যক্রম চালানোর সকল অধিকার হারিয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নী জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে। সকলকেই এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। এটর্নী জেনারেল বলেন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি'র) কোন লাইসেন্স ইস্যু করার কিংবা ইটিভির মত কোন বেসরকারি ব্রডকাস্টিং হাউজকে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, এই রায় ঘোষণার পর স্যাটেলাইট বা টেরিস্ট্রিয়াল কোন চ্যানেলই সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার অধিকার ইটিভির নেই।

সুপ্রিমকোর্টের রায় ঘোষণার পর বেলা আড়াইটায় এটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ তথ্য সচিবকে একটি চিঠি দেন। এতে তিনি বলেন, আপিল বিভাগ ইটিভির সিভিল রিভিশন পিটিশন খারিজ করে দিয়েছেন। এর ফলে ইটিভির লাইনেন্স বাতিলের এই আদেশ জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান। চিঠিতে এটর্নি জেনারেল বলেন, একুশের সিভিল রিভিউ পিটিশন ৭৮, ৭৯, ৮০-২০০২ ও সিভিল পিটিশন ৫০৪, ৫১০ ও ৫১৭-২০০ সুপ্রিমকোর্ট খারিজ করেছেন। এই চিঠি পাওয়ার পর তথ্য সচিব তাসাদ্দুক হোসেন বেগ বিষয়টি নিয়ে তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তথ্যমন্ত্রী নিজেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাওয়ার পর তথ্য সচিব ইটিভির সব সম্প্রচার বন্ধের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইটিভির চেয়ারম্যান, বিটিভির মহাপরিচালক ও টিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি দেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তম/টি/চ-৩/৭/১১/২--২/২৫৪/(২)- ২৯/৮/২০০২ নম্বর স্মারকের চিঠিতে তথ্য সচিবের পক্ষে সিনিয়র সহকারী সচিব রতন চন্দ্র পণ্ডিত বলেন, উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে, সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক একুশে টেলিভিশনের বিষয়ে এর আগের আপিল বিভাগের প্রদত্ত রায় রিভিউ করার আবেদন খারিজ করা হয়েছে। ফলে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্সের কোন আইনগত বৈধতা নেই মর্মে এর আগে প্রদত্ত রায় বলবৎ হয়েছে। এ অবস্থায় একুশে টেলিভিশনের সব ধরনের সম্প্রচার কার্যক্রম এ মুহূর্ত থেকে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক তথ্য সচিবের এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকাল পৌনে ৫টায় তাদের প্রকৌশলীদের ইটিভির টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। বিটিভির প্রকৌশলীরা বিকাল ৫টায় এই আদেশ কার্যকর করেন। তবে এ সময় ইটিভির স্যাটেলাইট সম্প্রচার অব্যাহত থাকে। ইটিভি

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৪টি ও টিএন্ডটির ২টি টাওয়ার ব্যবহার করে দেশব্যাপী তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছিল। এই টাওয়ারগুলো ছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, নাটোর ও রংপুর। ইটিভি কর্তৃপক্ষ তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করত। রাত সাড়ে ১০টায় সিটি এসবির এডিশনাল এসপি আলমগীর আলমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ইটিভি ভবনে যান। এ সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ একুশে টিভি ভবন ঘিরে রাখে। এসপি সুপ্রিমকোর্টের রায়ের কপি নিয়ে একুশে টিভি কর্তৃপক্ষকে তা কার্যকর করার অনুরোধ জানান। এ সময় একুশে টেলিভিশনে স্যাটেলাইটে 'দৃষ্টি' নামক একটি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার চলছিল। পুলিশের চাপে একুশে টিভি কর্তৃপক্ষ রাত পৌনে ১১টায় তাদের সব সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একুশে টিভির সংবাদ পাঠক শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম রাত ঠিক পৌনে ১১টায় এক ঘোষণায় বলেন, 'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সরকারের নির্দেশে একুশে টেলিভিশনের স্যাটেলাইট সম্প্রচারও বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। ইটিভির অগণিত দর্শক শ্রোতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে, আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে আমরা আবার ফিরে আসব।' এই ঘোষনার পর বেসরকালি একুশে টেলিভিশণ তার উদ্বোধনী দিনের অনুষ্ঠানের সঙ্গীত 'একুশের পাল তুলে' পরিবেশন করে। তারপরই বন্ধ হয়ে যায় একুশে টেলিভিশনের সব সম্প্রচার।

ইটিভি ছিল–টক অব দ্য টাউন

২৯ আগস্ট, ২০০২ বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই নগরীর সর্বত্র প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল ইটিভি মামলা। অফিস, আদালত, সাংবাদপত্র অফিস, প্রেসক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মার্কেট সর্বত্র ছিল একই আলোচনা। দুপুর থেকে সংবাদপত্র অফিসে আসে শত শত টেলিফোন। উৎসাহী মানুষ জানতে চেয়েছেন, এই রায়ের ফলে একুশে টিভি কি বন্ধ হয়ে যাবে? একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছেন না। কেউ কেউ এই রায়কে মিডিয়ার প্রতি আঘাত বলেও মন্তব্য করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, লাইসেন্স না নিয়ে এতবড় একটি প্রতিষ্ঠান এতদিন চলেছে কিভাবে? সত্যিকারেই লাইসেন্স ছাড়া যদি ইটিভি চলে থাকে তবে কোর্ট উপযুক্ত বিচারই করেছেন। তারপরও একুশে টিভির সম্প্রচার অব্যাহত থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে এ নিয়েও চলেছে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক ও ব্যাখ্যা। অনেকেই বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত একুশে টিভির সম্প্রচার অব্যাহত দেখে আশাপ্রদ হয়ে বলেছেন, ইটিভি কর্তৃপক্ষ টিএন্ডটির রেগুলেটরি কমিশনের কাছে নতুন করে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছেন। এই লাইসেন্স ইস্যু করার সময়সীমা ১৮০ দিন পর্যন্ত ইটিভির সম্প্রচার অব্যাহত থাকবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোর্ট লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা করায় একুশে যদি তাদের সম্প্রচার অব্যাহত রাখে তবে তা হবে বেআইনি। এরকম নানা অভিমত ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে বৃহস্পতিবার ২৯ আগস্ট ২০০২।

www.pathagar.com

একুশের সম্প্রচার চলা নিয়ে বিতর্ক

একুশে টিভি ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়মন ড্রিংকে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হচ্ছে জানতে চাওয়া হলে তিনি তাদের কৌসুলি ব্যারিস্টার রফিকুল হককে দেখিয়ে দেন। এ সময় রফিকুল হক বলেন, এই রায়ের মধ্য দিয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে লাইসেন্স হস্তান্তর অবৈধ বলা হয়নি। সেই রায়ের ভিত্তিতেই একুশে টিভি লিঃ এর হাতে লাইসেন্স আছে। অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে একুশে টিভি লিমিটেড। একুশে টিভি লিমিটেডের বিরুদ্ধে এই রায় প্রযোজ্য নয়। নতুন আইন অনুযায়ী হস্তান্তরের তিন মাসের মধ্যে নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন করা হয়েছে এবং এজন্য টাকাও জমা দেয়া হয়েছে। সেজন্যই একুশে টিভি লিমিটেড ২০০৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সম্প্রচার অব্যাহত রাখতে পারে। ড. কামাল হোসেন এবং ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদও তাকে সমর্থন করেন। ড. কামাল হোসেন বলেন, টেলিযোগাযোগ অ্যাক্টের অধীনে যে রেগুলেটরি কমিশন আছে সেখানে যা কিছু করণীয় তা করতে এই রায় বাধ্য হবে না। রায়ে আদালত সুস্পষ্টভাবে একথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ কমিশনের যা ক্ষমতা আছে তার প্রয়োগ তারা করতে পারবেন। ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, নতুন আইন কার্যকর হওয়ার আগে যত লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তার সবই নতুন আইনের ক্ষমতায় দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে। নতুন আইনে বলা আছে, এক বছরের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। লাইসেন্সের জন্য আমাদের দরখাস্ত টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের কাছে দেয়া আছে। সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রশ্নে এই রায়ের কোন প্রভাব পড়বে না বলে আপীল বিভাগ থেকে বলে দেয়া হয়েছে। মামলায় একুশের প্রতিপক্ষ রিট মামলার আবেদনকারী পক্ষের কৌসুলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক তার প্রক্রিয়ায় বলেন, আমরা আইনকে প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করেছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই মামলা করেছিলাম। একুশে টিভির চলতে বাধা নেই বলে তাদের আইনজীবীদের অভিমতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, ইটিভির কার্যক্রম চলতে পারে না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ইটিভির লাইসেন্স হাইকোর্টের রায়ে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বাতিলকৃত টিভি কি করে কাজ করবে? যতক্ষণ টেলিযোগাযোগ বোর্ড তাদের নতুন লাইসেন্স ইস্যু না করবে এবং যতক্ষণ সরকার তাদের লাইসেন্স না দেবে সে পর্যন্ত ইটিভি সম্প্রচার সংক্রান্ত কোন কাজই করতে পারবে না। অর্থ্যাৎ কোন সম্প্রচারই তারা করতে পারে না।

এটর্নি জেনারেল যা বলেন

এটর্নি জেনারেল এফ হাসান আরিফ বলেন, রিভিউ আবেদন খারিজ হলে আগে হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ থেকে দেয়া রায় বহাল থাকে। এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় বহাল হয়েছে। আপীল বিভাগের রায় ঘোষিত হওয়ার সময় থেকেই একুশে টিভির লাইসেন্স নেই। তারা আর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারবে না। দাবি করা হচ্ছে, কমিশনের কাছে নতুন দরখাস্ত বিবেচনাধীন রয়েছে। কিন্তু লাইসেন্স প্রশ্নে আইনটি হচ্ছে,

www.pathagar.com

এর ৩(২) ধারায় বলা আছে, কোন কিছু সম্প্রচার, টিভি স্টেশন, রেডিও স্টেশনের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না।

তিনি বলেন, এর পরও তারা যদি সম্প্রচার অব্যাহত রাখে তা হবে বেআইনি। তিনি বলেন, রেগুলেটরি কমিশনের সম্প্রচারের অনুমতি বা লাইসেন্স দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই। এগুলো এখতিয়ারের বা এর থাকায় অন্য কোন আবেদন সেখানে বিবেচনাধীন থাকলেও সম্প্রচার প্রশ্নে কোন সুবিধা তারা দিতে পারেন না। একুশে টিভির সঙ্গে টেরিস্ট্রিয়াল সুবিধা দেয়ার চুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, যে লাইসেন্সের ভিত্তিতে বিটিভির সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য তারা চুক্তি করেছিল, আইনের মাধ্যমে সেই লাইসেন্সটিই বাতিল হয়ে গেছে। এরপর চুক্তির সুযোগ-সুবিধা তারা আর পেতে পারে না। তাছাড়া লাইসেন্স না থাকলে টেরিস্ট্রিয়াল বা স্যাটেলাইটের কোনটিতে সম্প্রচারেরই কোন এখতিয়ার থাকে না। একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধের জন্য লিখিতভাবে আদালতের রায়ের প্রতীক্ষা করার কোন সুযোগ নেই বলেও তিনি জানান। এটর্নি জেনারেল বলেন, তাদের নিয়োগ করা আইনজীবী রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া তাদের কর্তৃপক্ষও আদালতে থেকে আদেশ শুনেছেন।

ইটিভি নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের মামলা ও শিল্পীদের জমায়েত

দূর্নীতি, অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে হাইকোর্ট কর্তৃক একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণার পর একটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল মাঠে নেমেছিল। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এরা জমায়েত হয়েছিলেন জাতীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। 'পরিবর্তনের অঙ্গীকার বদ্ধ শ্লোগান নিয়ে যাত্রা করা একুশে টিভির ওপর সর্বোচ্চ আদালত থেকে জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হবার পর গত ২১ এপ্রিল এক জমায়েত বক্তব্য রাখা হয়। দাবি উত্থাপন করা হয় আদালতের রায়ের বিপক্ষে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলাল চৌধুরী, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, সেলিনা হোসেন, আনিসুল হক, রাহাত খান, মামুনুর রশিদ, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিক আনাম, ফাল্গুনী হামিদ, আজিজুল হাকিম, শহিদুজ্জামান সেলিম, জয়া আহমেদ, জয়শ্রী কর, শারমিন শিলা প্রমুখ। এছাড়া হুমায়ূন আহমেদ 'ইটিভি কি চলে যাচ্ছে' শিরোনামে কলম হাতে মাঠে নামেন আইনের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ভুল নামকরণ দৃষ্টান্ত হিসেবে এনে তিনি সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে খাটো করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এছাড়া তিনি একটি রীট মামলাও হাইকোর্টে দায়ের করেন একুশে টিভিকে লাইসেন্স পাইয়ে দেবার জন্য। প্রশ্ন উঠেছে 'এটিভি' নামে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলটি রাতের অন্ধকারে আওয়ামী লীগ সরকার বন্ধ করে দিলে তারা ছিলেন উল্লসিত। অথচ কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে সর্বোচ্চ আদালত থেকে অভিযুক্ত একুশের জন্য হুমায়ূন আহমেদ রীট মামলা দায়ের করেন মূল মামলা চলা অবস্থায়ই। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত গত ২৭ জুলাই, ২০০২ তা খারিজ করে দেন। এই মামলার অন্যরা হলেন আফসানা মিমি, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন্নবী, ফয়েজ আহমেদসহ ১৫ জন। মামুনুর রশিদ গংরা বিটিভি কর্তৃক প্রতিষ্ঠা পেয়ে ইটিভি থেকে ব্যবসা করার জন্য এ ধরনের প্রকাশ্য জমায়েতে মিলিত হন

www.pathagar.com

বলে অভিযোগ ওঠে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা থাকার পর তা নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিল, সমাবেশ, জমায়েত করা যায় কিনা তাই প্রশ্ন তুলেছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এসব শিল্পী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এখনো বিটিভিতে অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন অভাবিতভাবে। যারা আইনের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত থাকেন সব সময়।

একুশে টিভি বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলের প্রতিক্রিয়া :

ইটিভির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এরা হচ্ছেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগের অধ্যাপক এবং দুইবার নির্বাচিত ডীন চৌধুরী মাহমুদ হাসান, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট এর সভাপতি সাংবাদিকতা জগতের প্রবাদ পুরুষ গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক, দেশের প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং ভূ-রাজনৈতি বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আবদুর রব। এখানে প্রথমে বাদীপক্ষের তিনজনের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হল।

অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান :

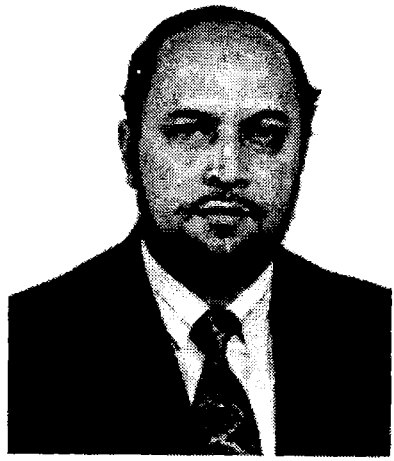

ইটিভি মামলার অপর বাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান বলেন, আমরা রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের দূর্নীতির প্রতিকারের জন্য এই মামলা করেছিলাম। আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছি।

ইটিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। আমার আপত্তি হলো তারা কেন অবৈধ পন্থায় কার্যক্রম চালাবে। তারা বৈধ পথে আসুক আমি তাদের স্বাগত জানাবো। এ মামলায় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চাওয়া-পাওয়া কিছু ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম উচ্চ পর্যায়ে যে দূর্নীতি হয়েছে তার প্রতিকার হউক।

গিয়াস কামাল চৌধুরী :

জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, ইটিভি এসেছে সিঁদ কেটে। চোরের মতো অবৈধ পথে এসে ডাকাতের মতো আচরণ শুরু করে। তারা আমাদের ইতিহাস–ঐতিহ্য, লালিত মূল্যবোধ ধ্বংসের পাঁয়তারা শুরু করে। এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, ইটিভিতে কেউ কখনো বিসমিল্লাহ শুনেছেন, আজান শুনেছেন, খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম শুনেছেন? অন্যদিকে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের লালিত মূল্যবোধ ও রীতি-নীতির পরিপন্থী অনেক কিছুই সেখানে দেখা গেছে। তারা যদি বৈধ পন্থায় আসতো

www.pathagar.com

তাহলে একটা কথা ছিল। তা না করে, অবৈধ পন্থায় পেছনের দরজা দিয়ে এসে তারা আমাদের আকাশ দখল করে রেখেছিল প্রায় আড়াই বছর। আমাদের রাষ্ট্রের কী-পয়েন্ট ইনস্টলেশন তারা দখল করে রেখেছিল। সেখানে এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার বসে থাকত ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ আমাদের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে শুরু করে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় কোথায় কি হচ্ছে সব ছিল তাদের নখ দর্পণে। এসব তারা কিভাবে করে সেটাই একটু দেখার জন্য মামলা করেছিলাম। তিনি বলেন, মামলা তিন ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়। এগুলো হচ্ছে– প্রাইভেট ইন্টারেস্ট, গ্রুপ ইন্টারেস্ট, পাবলিক ইন্টারেস্ট মামলা। আমাদের মামলা ছিল শেষোক্ত ধরনের, পাবলিক ইন্টারেস্ট মামলা। আমরা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে মামলা করিনি। জনস্বার্থে মামলা করেছিলাম। তিনি বলেন, আড়াই বছর আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাষ্ট্রীয় সত্তা, জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির মুখে ছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এই হুমকি দূর হয়েছে। জাতীয় অস্তিত্ব বিরোধী কার্যক্রমে সমাপ্তি ঘটেছে।

জনাব চৌধুরী বলেন, এমনিতে আমি অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাসী। আমাদের সংবিধানে সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার নামে কেউ আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে তাতো হতে পারে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের নামই হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। অর্থাৎ এদেশের মালিক হচ্ছে জনগণ। আমাদের সংবিধানে মানবতার মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু ইটিভিকে যারা বাংলাদেশ বিরোধী কার্যক্রমের সুযোগ দিয়েছিল তারা মনে করতো মানুষ নয়, জনগণ নয় তারাই এদেশের মালিক হয়ে গেছে। এদেশকে তারা মগের মুল্লুকে পরিণত করেছিল। এজন্যই কোন রকম অইন-কানুন, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রের শত শত কোটি টাকার সম্পদ একটা কোম্পানিকে বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছিল। জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, এসব তো চলতে দেয়া যায় না।

তিনি বলেন, আদালতের রায়ে ইটিভি বন্ধ হওয়ায় অবশ্যই আমি খুশি। তবে এ নয় যে, আমি অবাধ তথ্যপ্রবাহের বিরোধিতা করি। একটি বহুবাচনিক সমাজের জন্য (প্লুর‍্যাল সোসাইটির জন্য) অবশ্যই অবাধ তথ্যপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ এ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোন সমাজই অগ্রগতি সাধন করতে পারে না। বিষয়টির প্রতি আমরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এই কারণে যে, যারা এই টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তারা অত্যন্ত গর্হিতভাবে রাষ্ট্রের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। তারা বৈধপন্থায় রাষ্ট্র সত্তাকে সমুন্নত রেখে যদি খোলা দরজা দিয়ে

www.pathagar.com

আসত, তাহলে আমি তাদের আলিঙ্গন করতাম। তারা শত শত কোটি টাকা ফাঁকি দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বঞ্চিত করেছে। বর্তমান পর্যায়ে অধিষ্ঠিত জোট সরকারকে অবশ্যই এই রাজস্ব আদায় করে নিতে হবে আইনগতভাবে। প্রয়োজনে যারা দায়ী তাদেরকে শাস্তির আয়ত্তে আনতে হবে।

রাষ্ট্রযন্ত্রকে অবশ্যই কঠোরভাবে সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলে আমরা যত উন্মুক্তই হই না কেন ঘোলা পানি ঢুকতে পারবে না; কচুরিপানাতো নয়ই। কারণ স্বচ্ছতার বাতাবরণে যারা ঘোলা পানিতে শিকার সন্ধানী, তাদের চেহারাটা জাতির সামনে তখন পরিষ্কার দেখা যাবে।

আওয়ামী লীগ সরকার এক সময় চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার দহনে দগ্ধ হয়ে সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে প্রেস ট্রাস্ট অব পাকিস্তানের কাছ থেকে পাওয়া দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পাক্ষিক আনন্দ বিচিত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল।

বর্তমান প্রতিনিধিত্বশীল জোট সরকারকে তাদের প্রদত্ত নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের স্বার্থেই এই ঐতিহ্যবাহী ভবনের তালা ভেঙ্গে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত সাংবাদিকসহ দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমসের সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পাক্ষিক আনন্দ বিচিত্রা প্রকাশনার প্রত্যেকটি লোককে পুনর্ব্যাসিত করতে হবে। তথা এই প্রকাশনা ভবনের প্রত্যেকটি পুনঃপ্রকাশের তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জোটের প্রত্যেকটি শরীক দল উচ্চকণ্ঠে নির্বাচনী ইশতেহারে এই দাবি মানার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমরা একথা ভুলিনি, ভুলব না এবং আমাদের সংগ্রাম ও লড়াই চলবে। যতক্ষণ না বিজয়ী হই, আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আশা করি, যথাযথ দায়িত্বশীল মহল এই নিহিত সত্য অবিলম্বে অনুধাবন করতে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুর রব ঃ

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সব বিচারপতিগণ যারা বেঞ্চে ছিলেন তারা সর্বসম্মতভাবে এই রায় দিয়েছেন। এই রায়ের ফলে সংবিধান সমুন্নত হয়েছে। ইনসাফ, সত্য কায়েম হয়েছে। মিথ্যা, দূর্নীতি, অনিয়মের যে বোঝা ছিল জাতির কাঁধে, সেটা প্রমাণিত হলো এবং সেটা অপসারিত হলো। সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেড ডিভিশনের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে আইনের পথে চলছে, ইনসাফের পথে চলছে, এখানে যে বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে না, সেটা প্রমাণিত হলো।

আমরা আসলে মুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রবাহের পক্ষে। সংবাদ জনগণের অধিকার।

www.pathagar.com

সেই সংবাদ অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক এবং দেশ-জাতি-ধর্ম ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু যে সংবাদ মাধ্যমের জন্ম হয় নিদারুণ অন্যায়, দূর্নীতি এবং সীমাহীন অনিয়মের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি যা ওয়েল ডকুমেন্টেড প্রমাণিত হয়েছে, তা টিকিয়ে রাখাটাও অন্যায়। একুশের পক্ষের আইনজীবীরা পর্যন্ত বলেছেন যে, দূর্নীতি হয়েছে। তারা বলেছেন, না হয় জন্মটা পাপের মধ্যে হলো। এখন কি এটা বাঁচতে পারে না? মানে তারা স্বীকার করে নিয়েছেন তাদের জন্মটা, উৎপত্তিটা হয়েছে নিতান্ত অনিয়মের মধ্যে। এক বিচারপতিতো উনার শুনানীর সময় বললেনই, রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে এমন অনিয়ম কিভাবে হয়, আমরা এতে বিস্মিত হয়েছে। আবার প্রধান বিচারপতি সেদিন ইটিভির আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক-এর একটি উক্তি– 'আপনারা যে রায় দিয়েছেন তা পড়লে হয়তো আপনাদেরই লজ্জা হবে, এর জবাবে বললেন, যে প্রক্রিয়ায় ইটিভি লাইসেন্স পেয়েছে, তা যদি আপনারা জানেন, তবে আপনাদেরই লজ্জিত হওয়া উচিত, ব্যারিস্টার রফিক সাহেব পরে ক্ষমা চেয়েছেন তার উক্তির জন্য। এভাবে দেখা যায়, এই যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ১৩ কোটি মানুষের– যারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশকে স্বাধীন করেছে, সেখানে যদি এই পর্যায়ের লোকেরা অন্যায়ের পক্ষে যায়, সেখানে যদি কেউ প্রতিবাদে প্রতিকারে এগিয়ে না আসতো, তাহলে তা এখানে অন্যায়ের দ্বারা গড়া একটা প্রতিষ্ঠান শুধু অন্যায়েরই বিস্তার করে যেতো। তারা আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করতো, আমাদের নতুন প্রজন্মকে, আমাদের বাচ্চাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতের মন-মগজ বদলে দিয়ে চারিত্রিক সততা ধ্বংস করে দিতো। কারণ, অসততার মাধ্যমে যার জন্ম, সে মানুষকে সততার পথে নিতে পারে না। সেখানে ছিল চক্রান্ত। অনেকে বিদেশী বিনিয়োগের কথা বলে।

এর জবাবে একজন বিচারপতি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের কোন বাংলাদেশী, যদি দূর্নীতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতো, তবে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে প্রশ্রয় দিতো? মোটেই দিতো না। তাহলে আমরা কেন দূর্নীতির মধ্যে জন্ম নেয়া একটা প্রতিষ্ঠানকে, যারা দুরভিসন্ধি নিয়ে কাজ করছে, তাদের প্রশ্রয় দেব? সন্দেহ নেই যে, তাদের প্রোগ্রামগুলো আকর্ষণীয় ছিল। খবর উপস্থাপনায় চমক ছিল এবং তাদের বিনোদন ব্যবস্থা মানুষকে মোহিত করেছে। যার ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ যারা এই টেকনিক্যাল একাডেমিক লিগ্যাল আসপেক্ট সম্পর্কে অনবহিত, তারা তো অ্যামিউজমেন্ট রিক্রিয়েশনের দিকেই তাকাবে। সুতরাং অনেকে বলে যে, বাচ্চারা কাঁদছে, অনেকে টিভিই দেখছে না, এটা স্বাভাবিক। ইটিভিতে সুন্দর, চাকচিক্যময় বিনোদনের কিছু বিষয় ছিল। কিন্তু এই বিনোদনের আড়ালে যে ষড়যন্ত্র, বিনোদনের আয়োজনটার যে ক্ষতিকর দিক– অনিয়ম, দূর্নীতি, জালিয়াতি, ফ্রডালিটি, ফর্জারি এগুলো তো সাধারণ মানুষ বুঝবে না। এগুলো বুঝবে বুদ্ধিজীবী, সমাজ সচেতন একাডেমিক, অভিজ্ঞ সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ তারা। সুতরাং তারা যদি এর প্রতিবাদে প্রতিরোধে না আসে, তাহলে দূর্নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। একটা দূর্নীতি যদি প্রশ্রয় পায়, তাহলে দূর্নীতি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। ইটিভি যদি টিকে যেত, তাহলে এরকম আরো দশটা প্রতিষ্ঠান বেরিয়ে আসতো। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট মোতাবেক

www.pathagar.com

বাংলাদেশ পর পর দু'বার শীর্ষ দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের এতো সুন্দর একটা দেশ, এতো প্রিয় মাতৃভূমি, তার ললাট থেকে এই কলঙ্কের কালিমা কি আমরা সরাবো না? আমাদের দেশপ্রেমের তাগিদ থেকেই রাষ্ট্র থেকে যে শ্বেতহস্তির মতো দূর্নীতি হয়েছে তা থেকে জাতিকে রক্ষার চেষ্টা করেছি আমরা। সরকার হয়তো এখন রাষ্ট্রের এইউচ্চ পর্যায়ের দূর্নীতিবাজদের ধরবেন। কারা জালিয়াতি করেছে, দূর্নীতি করেছে, জোচ্চুরি করেছে, ঘুষ খেয়েছে তা বেরিয়ে আসবে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেড়িয়ে আসবে দেখবেন। কেউ কেউ বলছে তারা পালিয়ে যাবেন। বিদেশে পালানোর পথ খুঁজছে তারা। যারা অসৎ তারা এটা করতে পারে। এখন কেউ যদি এই প্রতিবাদ না করতো, প্রতিরোধ না করতো, তাহলে দূর্নীতিতে দেশ আরো পিছিয়ে যেতো। সুতরাং এটা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হয়েছে। এটাই আমার বিশ্বাস। সীমাহীন দূর্নীতি, জালিয়াতি, অনিয়ম আর ষড়যন্ত্রের পাপের ভারে স্বখাত সলিলে ডুবে গেছে ইটিভি। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।

ড. আব্দুর রব বলেন, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম গড়ে ওঠার প্রথম শর্ত হবে যে, আমাদের জনগণ সুশিক্ষিত হবে। যারা উদ্যোগ নেবে, তারা দায়িত্বশীল হবে। যারা আয়োজন করবে, যারা বিনিয়োগ করবে, যারা উদ্যোক্তা এবং যারা এটাকে সরকার থেকে অনুমোদন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, দুই পক্ষেরই সততা, দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সিনসিয়ারিটি, এই মূল্যবোধগুলো থাকবে। দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। জনগণের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আদর্শ, মূল্যবোধ এগুলোকে সম্মান দেখাতে হবে। এগুলোর ওপর যাতে আঘাত না আসে এবং বিদেশী শক্তিগুলো যাতে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের সুযোগ না পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। দেখবেন আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এমনকি ইন্ডিয়ায়ও ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের বিরুদ্ধে কোন উদ্যোগ তারা নেয় না। পয়সার ক্ষতি হয়ে যাবে শত শত কোটি টাকা। কিন্তু জাতীয় অস্তিত্ব, জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেবে না। যেমন– ভারতে অনেক স্যাটেলাইট চ্যানেল আছে। কিন্তু টেরিস্ট্রিয়াল চ্যানেল হিসেবে কোন চ্যানেলকে তারা লিজ দেয়নি। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাতেও কোন চ্যানেলকে টেরিস্ট্রিয়াল লিজ দেয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র দেশ, গরিব দেশের দুইটাই মাত্র টেরিস্ট্রিয়াল চ্যানেল ছিল। একটা দিয়ে দিলাম। তাহলে আমাদের ন্যাশনাল যেটা থাকবে, যার রেভিনিউ সরকার তথা জনগণ পাবে, তা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। অন্যটার বিজ্ঞাপন বাবদ বা অন্যভাবে আয়ের মাত্র পাঁচ বা দশ পার্সেন্ট সরকার পাবে আর ৯০ পার্সেন্টই পাবে লিঃ কোম্পানির গুটিকতক ব্যক্তি।

তারা ফুলে ফেঁপে উঠবে। শত শত কোটি টাকা ব্যবসা করবে, অথচ আমাদের জনগণ হবে বঞ্চিত। এখানেই আমাদের ইন্টারেস্ট। জনগণের স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্বার্থ, অস্তিত্বের স্বার্থ সেইগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে সংবাদ মাধ্যমের লোকদের । এই মাধ্যমে যারা আসবে, তারা সৎ হবে, তাদের আন্তরিকতা থাকবে, তাদের দেশপ্রেম থাকবে এবং কোন ধরনের ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে না। এই প্রিন্সিপালগুলোকে সামনে রেখে উৎকৃষ্ট বিনোদন, শিক্ষামূলক বিনোদন, জাতি গঠনমূলক বিনোদন এবং সত্য, বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপ্রবাহ, যাতে দেশে-বিদেশে মানবিকতার বিকাশে সহযোগিতা হবে, এমন সংবাদ মাধ্যমই গড়ে তোলা দরকার সংবাদ মাধ্যমের লোকদের।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ জনস্বার্থে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করেছিলাম। শুরুতে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তিকর কথা বলা হয়েছে। মামলা করার টাকা কোথায় পেলাম তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যারা এ ধরনের কথা বলেছেন, তারা আমাদের পরিচয় জানেন এবং এটাও জানেন যে জনস্বার্থে একটি মামলা করার সামর্থ্য আমাদের আছে। আমাদের আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে এ মামলা চালিয়ে গেছেন এবং বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সফলও হয়েছেন। সুকান্তের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ড. রব বলেন, 'যতদিন এ দেহে আছে প্রাণ প্রাণপণে সরাব পৃথিবীর জঞ্জাল, এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে রেখে যাবো'। মূলত এ লক্ষ্যেই আমরা মামলা করেছিলাম। আমরা মনে করি, যেভাবে ইটিভি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষতি মানে জনগণের ক্ষতি। জনগণের সম্পদ যাতে একটি প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্যই এ মামলা করা হয়েছিল।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ঃ

ইটিভি মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী চৌকাস বুদ্ধিদীপ্ত। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী এবং দেশের অন্যতম শীর্ষ আইনবিদ ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ইটিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার প্রতিকৃয়া ব্যক্ত করে বলেন– 'ইটিভি নিয়ে একটা ঝড় উঠেছে। এই ঝড় থেমে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান থাকবে। আইনের শাসন থাকবে। ইটিভি নিয়ে যে উচ্চ পর্যায়ের দূর্নীতি হয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে, তাতে আইনের শাসনের গায়ে আঁচড় লেগেছে। অর্থাৎ সংবিধান লংঘন হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের কাজ সংবিধানের হেফাজত করা। আর আমরা সংবিধান রক্ষার জন্য এসেছি। এর চেয়ে বড় বিষয় আদালতের কাছে আর কি হতে পারে'? ইটিভি মামলার রিভিউ পিটিশনের শুনানির সময় বাদীপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আদালতে এই যুক্তি দেন। সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ব্যারিস্টার রাজ্জাকের এ কথা ছিল হাজার কথার এক কথা। ইটিভি নিয়ে আদালতে এবং আদালতের বাইরে যত যুক্তিতর্ক দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা এটি। ব্যারিস্টার রাজ্জাকের এই যুক্তি খণ্ডন করতে পারেননি প্রতিপক্ষের ব্যারিস্টার ইশতিয়াক, ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার রফিকুল হকের মতো জাদরেল আইনজীবীরা। এই তিন আইনজীবী একাধিক ভুল এমনকি মিথ্যা তথ্যও আদালতে দিয়েছেন। ড. কামাল নিজে রাজনৈতিক দলে যুক্ত থেকেও ব্যারিস্টার রাজ্জাকের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতাকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'তার রাজনৈতিক পরিচয় ও দুরভিসন্ধি আছে'।

www.pathagar.com

শুনানির সময় ড. কামাল ইটিভিতে আমেরিকার সিটি কর্পের বিনিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, ইটিভি বন্ধ হলে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ ব্যাহত হবে। এর জবাবে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেছিলেন, ইটিভি মামলায় আদালত দূর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আইনের শাসনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাই এতে বিদেশী বিনিয়োগ তো আরো উৎসাহিত হওয়ার কথা। কারণ এ রায় দেখে বিদেশীরা বুঝবে বাংলাদেশে আইনের শাসন আছে। ন্যায়বিচার আছে। এখানে শীর্ষ ক্ষমতার যোগসাজশে দূর্নীতি করেও পার পাওয়া যায় না। আর বিশেষ করে আমেরিকানরা এতে স্বস্তিবোধ করার কথা। কারণ তারা প্রতি বছর এদেশের আইনের শাসন, মানবাধিকার এসব বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে তারা নানা সবক দেয়। ইটিভি মামলার রিভিউ চলাকালে বিবাদী পক্ষের সর্বশেষ আবেদন এই ছিল যে, যা হবার হয়ে গেছে এখন আদালত যেন ইটিভিকে নতুন করে লাইসেন্স নেয়ার সুযোগ করে দেন। এ ব্যাপারে ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, নতুন লাইসেন্স দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটা দেখবে রাজনীতিকরা অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। আদালতের এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। আদালতের বিবেচ্য বিষয় ছিলো একটাই আর তা হলো ইটিভির লাইসেন্স নেয়ার প্রক্রিয়াটা বৈধ ছিল কিনা, আইনানুগ পদ্ধতিতে এ লাইসেন্স নেয়া হয়েছে কিনা। আদালত এ সম্পর্কিত যাবতীয় নথিপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে দেখেছেন, এক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে অনিয়ম হয়েছে, আইনকে পাশ কাটানো হয়েছে এবং নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আসলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা এই মামলা করিনি। ইটিভিতে যারা কাজ করেছেন সাংবাদিক আছেন, পরিচালক আছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আমরা আইনের শাসনকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করেছি এবং সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে শেষ যে কথাটা বলেছেন তা হলো, সংবিধানের একটা বেসিক ফিচার হচ্ছে আইনের শাসন। সেই আইনের শাসনের সাথে ইটিভি যেভাবে ডিসকোয়ালিফাইড ছিল, আবার কোয়ালিফাইড হলো। ফলে আইনের শাসনের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে। আমি আনন্দিত এজন্য যে, আইনের শাসন সমুন্নত হয়েছে। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি কাউন্টেবিলিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রায় গণতন্ত্রকে সুসংহত করবে, আইনের শাসনকে সুসংহত করবে। এই রায়ের ফলে ভবিষ্যতে সরকারি কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত আছেন তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দশবার চিন্তা করবেন।

ইটিভি বন্ধের ব্যাপারে অনেকে বলছেন যে, একটি গণমাধ্যমকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে দেখা আসলে ঠিক হবে না। এটা চালু করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দূর্নীতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদকে অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের মামলার প্রেক্ষিতে এটা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বন্ধ করা হয়েছে। দূর্নীতিমুক্তভাবে এটা চালু করা হলে এর পরিণতি এমন হতো না। আর এটাতো সত্য যে, দূর্নীতিহীন সমাজ গড়তে দূর্নীতি মুক্ত তথ্য মাধ্যম দরকার।

তিনি বলেন, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমকে আমরা সবাই এনকারেজ করি। এটা গড়ে ওঠা উচিত। শুধুমাত্র প্রিন্ট মিডিয়াই নয়, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও এটা হওয়া উচিত এবং

www.pathagar.com

আমি মনে করি, বিটিভির স্বায়ত্তশাসন দেয়া উচিত। এখন যেভাবে সরকার এটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে, এটা সঠিক নয়। যেমন– ইংল্যান্ডেও বিবিসি ১, বিবিসি ২ আছে। এরা স্বাধীনভাবে কাজ করে। সরকারের টাকাটা আসলে জনগণের টাকা। জনগণের টাকায় স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম গড়ে উঠবে, এটা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলেও সত্য, আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া হিসেবে যেটা আছে, সেটা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়নি।

তিনি আরো বলেন, শুধু টেরেস্টিরিয়াল নয়, বাংলাদেশের ভিতর থেকে ইটিভি কোন প্রকার সম্প্রচার চালাতে পারবে না। রায় ঘোষণার পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আদালতের রায় অমান্য করে ইটিভি কোন ধরনের সম্প্রচার চালালে সরকার নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নিবে। কারণ আদালতে ইটিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা করেছে। লাইসেন্স অবৈধ হলে সে স্যাটেলাইট চ্যানেল হোক আর টেরিস্টিরিয়াল চ্যানেল হোক কোনটাই চালাতে পারে না। তিনি বলেন মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। এ রায়ের ফলে আইনের শাসন সমুন্নত হয়েছে। আইনের শাসনকে সমুন্নত করতে এ মামলাটি করেছিলাম। এ রায়ে কার্যক্রম চলবে কি-না প্রশ্নের জবাবে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, এ রায়ের পর ইটিভির কার্যক্রম চলতে পারে না যতক্ষণ রেগুলেটারী কমিশন ওদের লাইসেন্স না দেয়। এখন আগের যে লাইসেন্স ছিল তা বাতিল হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রেগুলেটরী কমিশন ওদেরকে লাইসেন্স দেবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা ইটিভি সম্প্রচার করতে পারবে না। এটাই আমি মনে করি। রিভিউকে ডিসমিস করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আগের রায়গুলো বহাল থাকলো। যখন থেকে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, তখন থেকেই রায় কার্যকর হবে। এ রায়ের পর ইটিভি আইনত বন্ধ থাকা উচিত। তিনি বলেন, কারো প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। কারো বিরুদ্ধে আমরা নই। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছি। আমরা যে অভিযোগ এনেছিলাম সুপ্রীম কোর্ট তা গ্রহণ করেছে। এ রায়ের ফলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের গণতন্ত্রকে এই রায় আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

আপীল বিভাগের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আদালতের এ ঐতিহাসিক রায় একটি উজ্জ্বল নজীর হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে।

ইটিভি পক্ষের তিন আইনজীবীর প্রতিক্রিয়া

ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ ঃ

ইটিভির চেয়ারম্যান এএস মাহমুদের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সুপ্রীম কোর্টের আদেশের বাইরে একটি কথাও বলবো না। তিনি বলেন, নতুন আইন কার্যকর হওয়ার আগে যত লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তার সবই নতুন আইনে প্রদত্ত বলে গণ্য হবে। নতুন আইনে বলা হয়েছে আবেদনকারীকে এক বছরের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের আবেদন টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি বোর্ডে দিয়েছি। সেই আবেদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আদালতের রায়ের প্রভাব

www.pathagar.com

পড়বে না। ইটিভির লাইসেন্স আছে বলছেন, তাহলে কেন নতুন আবেদন করেছেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নতুন আইনে বলা হয়েছে আগে লাইসেন্স থাকলেও তা নবায়নে আবেদন করতে হবে। এ কারণেই নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ডঃ কামাল হোসেন ঃ

বহুল আলোচিত একুশে টিভির মামলায় ডঃ কামাল হোসেনের বক্তব্য ছিল আদালতে সবচেয়ে আলোচিত। ২৯ আগস্ট ২০০২ সকাল ১১-১০ মিনিটে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মাঈনুর রেজা চৌধুরী আদালতে বলেন, বিচারপতি মাকসুদুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। এ সময় ডঃ কামাল হোসেন আদালতে তার বক্তব্য পেশ করছিলেন। তিনি আদালতের উদ্দেশে বলেন, এই জানাযার সঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট ও সংবিধানের জানাযাও শেষ করেন। আমরা একুশে টিভির মামলা শুরু করেছিলাম এক উৎসবমুখর পরিবেশে কিন্তু আজ এই মামলা শেষ হচ্ছে জানাযার মধ্যে দিয়ে। জানাযায় দোয়া করেন যেন সকল মোনাফেকরা ধ্বংস হয়। অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ডঃ কামাল হোসেনের এই বক্তব্য নিয়ে আদালতে ছিল নানা মুখরোচক আলোচনা।

তিনি বলেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে একুশে টেলিভিশন (ইটিভির) সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সরকার যে দাবি করেছে তা সঠিক নয়। সরকার ইটিভিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এর দায়-দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের ঘাড়ে চাপানো সরকারের উচিত হয়নি। তিনি বলেন, পুনর্বিবেচনা আবেদন খারিজ করে দেওয়া রায়ে আপীল বিভাগ ইটিভি বন্ধ করে দেওয়ার কোন নির্দেশনা দেননি। বরং তাতে বলা হয়েছে, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন লাইসেন্সের জন্য ইটিভির আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আইনানুগ সিদ্ধান্ত নেবে এবং সে ক্ষেত্রে এই রায় কোন প্রভাব ফেলবে না। ড. কামাল হোসেন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ইটিভির বিরুদ্ধে রিট আবেদন দাখিল হয়। সে সময়ে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে রুলনিশির জবাবের জন্য এটর্নি জেনারেল অফিসে অনুচ্ছেদভিত্তিক বিবৃতি পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়েছিল, সকল আইনকানুন অনুসরণ করে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এ সংক্রান্ত সকল বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পর্শকাতর স্থাপনা ব্যবহারের ব্যাপারে ছাড়পত্রও দেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই বিবৃতি হাইকোর্টে ইটিভির পক্ষ থেকে দেওয়া রুলনিশির জবাবে পেশ করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐ অনুচ্ছেদভিত্তিক বিবৃতিকে অস্বীকার না করে বিপরীত কোন অবস্থান নেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু তিনি আদালতে এই অবস্থান নিয়েছেন। ফলে একটি নতুন ইস্যু তৈরি হয়েছে, যার জন্য পুনর্বিবেচনা আবেদন মঞ্জুর করা ছিল অবধারিত।

ড. কামাল হোসেন বলেন, একুশে টেলিভিশনকে প্রথমে যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টের রায়ে তাকে অবৈধ বলা হয়েছে। কিন্তু হাইকোর্টের এ বক্তব্য সম্পর্কে আপীল বিভাগের রায়ে কিছু বলা হয়নি।

জবাব ঃ ঠিক আছে যদি আদালত রায়ে একথা বলে থাকেন যে, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন লাইসেন্সের জন্য ইটিভির আবেদন বিবেচনা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং

www.pathagar.com

আইনানুগ সিদ্ধান্ত নেবে সেক্ষেত্রেই এই রায়– কোন প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু মাননীয় ড. কামাল হোসেন জবাব দেবেন কি যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত দীর্ঘ সময় নিয়ে সর্ব বিবেচনায় চূড়ান্তরূপে যে সংস্থাটিকে চরম জালিয়াতি, অনিয়ম ও দূর্নীতি ও জোচ্চুরির দায়ে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে রায় দিয়েছে তাকে আবার টেলিযোগাযোগ সংস্থা অনুমতি দেয় কি করে? এটা তো আদালতের প্রতি চরম অবমাননা এবং সেজন্য আদালত অবমাননা ও অবৈধ জিনিসকে সম্প্রচারের অনুমতি দানের অভিযোগ– এ দু'দিক থেকেই আবার তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

ব্যারিস্টার রফিকুল হক ঃ

একুশে টিভি দূর্নীতি মামলায় ইটিভির পক্ষের অন্যতম আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক রায় ঘোষণার পর বলেন, "একুশে টিভি লিমিটেডের লাইসেন্স আছে। এই রায়ের পর একুশে টিভি লিমিটেডের লাইসেন্সের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। নতুন আইনে আমাকে ক্ষমতা দিচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আবেদন বাতিল করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইটিভির কার্যক্রম চলবে। ইটিভি চলবে কি চলবে না সেটা এ রায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তিনি বলেন, এ রায়ের ফলে ইটিভির সম্প্রচার বন্ধ হবে না। ইটিভি চলছে, চলবে। তিনি বলেন, সরকার আমাদের আবেদন খারিজ করে দিলে বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, নতুন আইনে সকল ক্ষমতা কমিশনের হাতে চলে গেছে। কমিশনের দেয়া অনুমতি অনুযায়ী ২০০৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের অনুমতি আছে।

মওদুদ আহমদ ঃ

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ইটিভি'র রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ার পর তা ৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, অবৈধ পন্থায় লাইসেন্স গ্রহণের পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতে ইটিভি'র লাইসেন্স বিধিবহির্ভূত প্রমাণিত হয়েছে। এখন ইটিভি সম্প্রচার চালু রাখার আর কোন সুযোগ নেই। আইনমন্ত্রী বলেন, ইটিভি কর্তৃপক্ষ রায়ের কপি না পাওয়ার অজুহাতে সম্প্রচার চালু রাখলে তা তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে। কারণ আদালতের রায় তারা জানেন, এখন তাদের কাজ হবে নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা এবং সেদিকে মনযোগী হওয়া। বন্ধের মধ্যে আদালত বসা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, আদালত প্রয়োজন বোধ করলে এভাবে বসতে পারে। তিনি বলেন, আদালত হয়ত মনে করেছে, দু'মাস বন্ধের পর আবার শুনানি হলে মামলার গতি ব্যাহত হতে পারে।

তিনি আরো বলেন, আইনের শাসনের স্বার্থে ইটিভি চলতে দেয়া যায় না। একদিকে আমরা আইনের শাসনের কথা বলবো আবার ইটিভি চালু রাখতে বলবো এটাতে হয় না। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলেছে ইটিভির লাইসেন্স অবৈধ ও অকার্যকর। আইনের শাসন চাইলে আদালতের রায়ের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

তরিকুল ইসলাম ঃ

তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম বলেছেন, প্রচলিত আইন অবজ্ঞা করে একুশে টেলিভিশন (ইটিভি'র) কার্যক্রম পরিচালনার লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আজ এটি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী তার সচিবালয় কার্যালয়ে বাসস-এর সঙ্গে আলাপকালে আরো বলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ইটিভি'র লাইসেন্সকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং এ রায়ের প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।

বৈচিত্র্যপূর্ণ টেরিস্ট্রিয়াল চ্যানেল অনুষ্ঠানের প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার এ ব্যাপারে অবগত আছে এবং এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের বিষয় বিবেচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার টেলিকাস্টিংয়ে একটি শক্তিশালী বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে বিশ্বাসী। ইটিভির বৈধতা প্রশ্নে দীর্ঘদিনের আইন লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বিশিষ্ট ৩ নাগরিক গত বছর (২০০১) ১৯ সেপ্টেম্বর আদালতে ইটিভির লাইসেন্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন।

তিনি বলেন, মামলায় তারা সরকারকেও অংশ নিতে বাধ্য করেন। কোন আইনসঙ্গত কারণ নয় বরং অতীতে লাইসেন্স অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিগত আওয়ামী লীগের অবৈধ কাজকে সমর্থন করার জন্য ইটিভি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগী বিবাদী হিসেবে সরকারকেও আদালতে হাজির হতে হয়। তরিকুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সরকারকে তার পূর্বসুরির অন্যায় ও অবৈধ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে– যে ব্যাপারে এ সরকারের কোন হাত ছিল না। তিনি বলেন, মামলায় বিব্রত হওয়া সত্ত্বেও সরকার চাহিবা মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রমাণিত ও কাগজপত্র সরবরাহসহ আদালতকে সব ধরনের সহযোগিতা করে। তিনি বলেন, হাইকোর্টের একটি পূর্ববর্তী আদেশ রিভিউ করার মাধ্যমে আদালত চূড়ান্ত আদেশ জারি করেছে এবং এখন সবাইকে এ আদেশ মেনে চলতে হবে। সরকারও আদালতের এ আদেশের প্রতি সম্মান দেখাবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে।

তিনি বলেছেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ইটিভি'র লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণার পর কার্যত ইটিভি চলতে পারে না। জনসমক্ষে যে রায় ঘোষিত হয়েছে সে রায় তখন থেকেই কার্যকর বলে ধরে নিতে হবে। আদালত যে রায় দেবে নির্বাহী বিভাগ হিসেবে সরকারও তা বাস্তবায়ন করবে।

ইটিভি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ২৯ আগস্ট, ২০০২ বৃহস্পতিবার সর্বশেষ রায়ের পর তিনি সন্ধ্যায় 'যুগান্তর'কে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় একথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দেবে তার প্রতি সরকার পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। সমগ্র জাতিরও আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উচিত। রায় ঘোষণার দিন দুপুরে তথ্যমন্ত্রী তার সচিবালয় কার্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের বলেন, একুশে টিভির এই মামলায় সরকারও অভিযুক্ত হয়ে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একুশে টিভিকে অবৈধভাবে লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট এই লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা করার পর সুপ্রীম কোর্ট লিভ টু আপীলও খারিজ করেন। পরবর্তী সময়ে আপীল বিভাগ রিভিউ পিটিশনও খারিজ করে দেন। তাই সর্বোচ্চ কোর্টের এই রায়ই কার্যকর হবে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, একুশে টিভি'র লাইসেন্স বাতিলের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পৃক্ততা নেই। বরং সরকারই অভিযুক্ত হয়েছে কোর্টের কাছে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, বিএনপি সরকারই এর আগেরবার স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনুমোদন দিয়ে আকাশ সংস্কৃতিকে উন্মুক্ত করেছিল। তাই সরকার এর বিরোধিতা করতে পারে না।

সন্ধ্যায় টেলিফোনে তিনি 'যুগান্তর'কে আরও বলেন, নতুন করে ইটিভি যদি আবেদন করে তাহলে আইন বা বিধি অনুযায়ীই সেটা বিবেচনা করা হবে। তবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। – দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক দিনকাল।

মোহাম্মদ আবদুল গফুর :

দেশের প্রথিতযশা প্রবীন সাংবাদিক, ভাষা সৈনিক বর্তমানে দেশের বিশিষ্ট কলামিস্ট বুদ্ধিজীবী মোহাম্মদ আব্দুল গফুর ইটিভি বন্ধ হওয়ায় তার প্রতিকৃয়া ব্যক্ত করে দৈনিক ইনকিলাবে ৫/৯/২০০২ উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন– "শেষ পর্যন্ত তাহলে 'শুভসন্ধ্যা' বন্ধ হলো"! তীর্যক ভঙ্গিতে কথা ক'টি বললেন আমার এক প্রতিবেশী। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁর দিকে তাকাতেই খোলাসা করে বললেন, "ঐ যে আপনাদের ইটিভি, না কিটিভি! শেষ পর্যন্ত বন্ধ হলো ওটা।" খুশি গদগদ কণ্ঠে বলে চললেন ভদ্রলোক– "শুভসন্ধ্যার জ্বালাতন থেকে বাঁচা গেল।" সাতে নেই, পাঁচে নেই, নিরীহ ভদ্রলোক বলেই জানতাম তাঁকে। তাঁর মধ্যেও যে এত ক্ষোভ জমা হয়েছিল, কে জানত আগে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মাস্টার্সের এক ছাত্র সেদিন বলছিল– আমি নামাজে মোটেই রেগুলার নই। তবে ইটিভি বন্ধ হওয়ার খবর শুনে আল্লাহর ওয়াস্তে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছি।

একুশে টেলিভিশন বন্ধ হওয়ার পর কিছু কিছু লোকের দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি এটাও ছিল আরেক বাস্তব চিত্র। ইটিভি বন্ধের পর 'সরকারি মহল উল্লসিত' বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় কোন কোন পত্রিকায়। ইটিভি বন্ধে তুষ্ট বা রুষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারী সরকারি বা বিরোধী কোন পক্ষেরই লোক এরা নয়। এরা সরকারি বা বিরোধী কোন রাজনৈতিক পক্ষেরই অন্ধ সমর্থকও নয়। প্রকৃত অর্থেই এরা নিরপেক্ষ। এদের যেমন সরকারের অন্যায় কাজের নির্মম সমালোচনা করতে দেখা যায়, তেমনি দেখা যায়, বিরোধী দলের অন্যায় কর্মকাণ্ডেরও কঠোর নিন্দা করতে। তবে একটা ব্যাপারে এরা নিরপেক্ষ নয়, তা হলো দেশের স্বার্থ। বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা, জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রশ্নে এরা নিরাপোস। ইটিভি বন্ধে যারা বলেছেন, একটি নিরপেক্ষ টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হল, তাদের সাথে এরা মোটেই একমত নন। রাজনৈতিক বা দলীয় প্রশ্নে ইটিভি নিরপেক্ষ ছিল কি ছিল না, এ প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর। এদের মতে ইটিভি মোটেই নিরপেক্ষ টিভি চ্যানেল ছিল না। এটি এমন এক টিভি চ্যানেল ছিল, যার সুপরিকল্পিত প্রয়াস ছিল বাংলাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সুকৌশলে ভুলিয়ে ছদ্মাবরণে দেশের সাংস্কৃতিক এই স্বাতন্ত্র্য বিলোপের অপচেষ্টা ইটিভি চালিয়ে যায় শেষ দিন পর্যন্ত– এটাই এদের বক্তব্য।

আমার সহজ-সরল প্রতিবেশী, যিনি ইটিভি ন্ধ হওয়ায় খুশি, তিনি কিন্তু রাজনীতি করেন না। না বিএনপি, না আওয়ামী লীগ, না জামায়াত বা জাতীয় পার্টি। তবে তিনি স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বজাতির প্রতি অনুগত– এর কোনটার উপর আঘাতকে তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করেন। আসলে আমাদের দেশে এরকম লোকের সংখ্যা কিন্তু মোটেই কম নয়। আবার এমন লোকের সংখ্যাও মোটেই কম নয়, যারা নির্বাচনকালে কোন দলকে ভোট

www.pathagar.com

দিলেও তাদের অনেক নীতিই সমর্থন করে না। আওয়ামী লীগের ভারত-ঘেঁষা নীতি পছন্দ করে না, অথচ বহুদিন ধরে আওয়ামী লীগ করে, এরকম ধর্মপ্রাণ মুসলমানও এদেশে একেবারে কম নেই। তারাও ইটিভির ইসলামী সংস্কৃতি-বিরোধী ভূমিকায় খুশি ছিল না।

একটা জাতীয় টিভি চ্যানেলের কাছে জাতি কী আশা করে? একটি টিভি চ্যানেল একই সাথে শিক্ষা ও বিনোদনের মাধ্যম। টিভি ট্যানেলের কাছে জাতি যেমন সুস্থ বিনোদন আশা করে, তেমনি জাতীয় টিভি চ্যানেলের জন্য জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি তুলে ধরাও তার মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্গত। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সম্ভাষণরীতি রয়েছে। ভারতের টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম শুরু বা শেষ করার সময় মেজরিটি জনগোষ্ঠীর রীতি হিসেবে 'নমস্তে' বা 'নমস্কার' ব্যবহার করা হয়। এটা এতই স্বাভাবিক যে, এ নিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তোলে না। ভারতের 'নমস্কার' বা 'নমস্তের' মত আমাদেরও জাতীয় সম্ভাষণ 'আসসালামু আলাইকুম'। অনুষ্ঠান শেষে 'খোদা হাফেজ' মানুষের দেশে কতজন 'আস-সালামো আলায়কুম', 'খোদা হাফেজ', 'আল্লাহ হাফেজ' ব্যবহার করেন, আর কতজন সাইমন ড্রিংদের কালচারের 'গুড ইভিনিং', 'গুড নাইট'-এর বাংলা 'শুভসন্ধ্যা', 'শুভরাত্রি' ব্যবহার করেন তার হিসাব নেয়ার গরজ অনুভব করেননি মিঃ ড্রিং।

মিঃ ড্রিং নিশ্চয়ই জানেন, এদেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোন শুভ কাজের সূচনা করেন। কিন্তু ইটিভির কর্মসূচি থেকে মনে হত পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকে তারা পারলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন। কারণ ভুলেও তারা এ কাজটি কখনও করেননি। অথচ ভারত থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সমস্ত দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি অঙ্গনে ধর্মকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। ইটিভিতে ভারতে তৈরি বহু প্রোগ্রামই হুবহু সম্প্রচার করা হত। ভারতে টিভি চ্যানেলগুলোতে হিন্দু ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম কতটা গুরুত্ব পায়, তা ইটিভির নীতি-নির্ধারকদের নিশ্চয়ই জানা থাকার কথা। ভারতে টিভি চ্যানেলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিরাট অংশ জুড়ে থাকলে দোষ হয় না কিন্তু মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে ইসলামের ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সকল প্রোগ্রামকেই যে ইটিভি সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখত, তা নিশ্চয়ই মৌলবাদের ছোঁয়া থেকে ইটিভির 'পবিত্রতা' বজায় রাখার জন্য। ইটিভির জনৈক চামচা কোন পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে প্রশ্ন তুলেছেন, ইটিভিকে আদালত নাকচ করে দিলেও ইটিভি প্রশ্নে গণভোট হলে বুঝতেন, দেশের কত লোক ইটিভিকে চায়। আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, প্রতিবেদক মহোদয় কি ইটিভির উল্লেখিত এসব অমার্জনীয় অপরাধ দেশের কতজন মানুষ সমর্থন করে, তা যাচাই করতে রাজি আছেন?

না, শুধু কোরআন তেলাওয়াত বা সম্ভাষণ প্রশ্নেই নয়, ইটিভির সমগ্র সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই ছিল উৎকট বিজাতীয় প্রভাব। জাতীয় টিভি চ্যানেলের একটি প্রধান কর্তব্য দর্শকদের জাতির সঠিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আমরা যে গুড ইভনিং, গুড নাইট সংস্কৃতির অনুসারী শাসকদের কবল থেকে ৫৫ বছর আগেই মুক্তি পেয়েছি, তা যেন ইটিভি বিশ্বাস করতেই চাইত না। ইতিহাসভিত্তিক যেসব প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাতিকে আমাদের ২১৪ বছরের গৌরবজনক স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেত, তার গুরুত্ব ইটিভি কোনদিনই দেয়নি। অথচ বাংলাদেশের আজকের

www.pathagar.com

স্বাধীন জাতিসত্তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে এ ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়ার কোন বিকল্প নেই, থাকতে পারে না।

যারা বলতে চান, ইটিভি একটি নিরপেক্ষ টিভি চ্যানেল ছিল, তারা নিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝেন জানি না। ইটিভি যে অতীতে স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপর প্রোগ্রাম প্রচারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সে খবর তারা রাখেন কি? বেসরকারি টিভি চ্যানেল হয়েও ইটিভি যেভাবে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিটিভির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার যন্ত্রপাতি বিনা খরচায় ব্যবহার করে এই দরিদ্র দেশটির জাতীয় কোষাগারকে কোটি কোটি টাকার আয় থেকে বঞ্চিত করেছে সে অপরাধ জনগণ ভুলবে কি করে? শুধু তাই ভিত্তিপ্রস্তরী জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে ইটিভি শুধু নিরপেক্ষতাই হারায়নি, জাতিদ্রোহিতার অপরাধেও অপরাধী প্রমাণিত হয়েছিল।

জাতীয় সংস্কৃতি-বিরোধী ইটিভি তের কোটি মানুষের শ্রমের ফসল বিটিভির কোটি কোটি টাকার প্রপার্টি বিনা পয়সায় অবৈধভাবে ব্যবহার করেছে। তের কোটি মানুষের রক্ত ও ঘামের সম্পদ জনগণের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি-বিরোধী প্রোগ্রামে ব্যবহার করায় ইটিভি জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। জাতির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা তথা জাতীয় বেঈমানীর পেছনে ইটিভি ছাড়া আর কারা কারা জড়িত ছিল, তাদেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কারণ জাতীয় সংস্কৃতি তথা আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতিসত্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেই চক্রান্তের শামিল।

ইটিভির বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার অবকাশ এ ক্ষুদ্র পরিসরে নেই। সে পর্যালোচনায় গেলে দেখা যেত– ইটিভির বিভিন্ন প্রোগ্রামেই বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মুসলিম বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে চাপা দেয়ার যেন সযত্ন প্রয়াস সেখানে ছিল প্রকট। কখনও জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের অমার্জনীয় অবমূল্যায়ন, কখনও ভারতে নির্মিত ধারাবাহিক নাটক সম্প্রচার, কখনও 'দেহতরী' মার্কা প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা কখনও সাক্ষাৎকারভিত্তিক 'সরাসরি' প্রোগ্রামে বাছাই করা চিহ্নিত ব্যক্তিদের বাচনিকে সূক্ষ্ম পথে জাতীয় ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস, মোটকথা, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে যেন ইটিভি কর্তৃপক্ষ কখনও শান্তি পেত না। এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। ইটিভির সৌভাগ্য, জাতিসত্তার বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেও ইটিভিকে এই অমার্জনীয় অপরাধের কারণে বন্ধ হতে হয়নি। ইটিভি বন্ধ হয়েছে তার জন্ম প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে চরম অনিয়ম ও দূর্নীতির অপরাধে। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ইটিভি বন্ধ হয়ে গেছে। ইটিভির জন্ম যে অবৈধ পথে হয়েছিল, এটা কোনমতেই অস্বীকার করতে না পেরে একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ইটিভিকে যমুনা সেতুর সাথে তুলনা করে বলতে চেয়েছেন, যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজে যারা জড়িত ছিল সেইসব কন্ট্রাক্টার বা নির্মাতারা যদি আইনগত প্রক্রিয়ায় কাজের অনুমতি সংগ্রহ না করে থাকে, সে-ক্ষেত্রে যমুনা সেতুকে কি ধ্বংস করে দিত হবে? যমুনা সেতুর সাথে ইটিভির তুলনা চলে না। কারণ সেতুর নির্মাণ কর্মের অনুমতি সংগ্রহে যত অনিয়মই হোক, সেতুর নির্মাণ কর্মটিতে যদি কাঙ্ক্ষিত কারিগরি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয়ে থাকে এবং যমুনা

www.pathagar.com

সেতুর কাছ থেকে জনগণ যে সার্ভিস আশা করে, সেতুর কাছ থেকে সে সার্ভিস যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেতু ভেঙে দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সেক্ষেত্রে নির্মাতা ও কন্ট্রাক্টারদের দূর্নীতির শাস্তি দিলেই চলে। কিন্তু নির্মাণ কর্মের অনুমতি সংগ্রহে অনিয়ম ও দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করার পর নির্মাণ কর্মেও একইরূপ দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কোন সেতুকে ত্রুটিপূর্ণভাবে তৈরি করা হয় এবং সে কারণে সেতু পারাপারে যদি মানুষের জীবনের জন্য ঝুকিপূর্ণ প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে সেতুটিকে ধ্বংস করে নতুন করে তাকে নির্মাণ করতে হবে। ইটিভির কর্তৃপক্ষ ও নীতি নির্ধারকদের অপরাধ তারা শুধু ইটিভির জন্ম পর্যায়েই অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়নি, তাদের এই অশুভ ইচ্ছাকে তারা এই প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণ ও প্রগ্রাম প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছিল জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে বেঈমানীর লক্ষ্যে। জন্মই যার আজন্ম পাপ, এ কথাটি ইটিভির জন্ম প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে যতটা প্রযোজ্য, ততটাই তা প্রযোজ্য ছিল তার সোয়া দু'বছরের অবৈধ বিতর্কিত অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে।

একটি প্রাইভেট সংস্থার হয়ে এভাবে শেষ দিন পর্যন্ত বিটিভির রাষ্ট্রীয় সম্পদের অবৈধ ব্যবহার করেও যারা এতটুকু অনুতাপ বোধ করেনি, তাদের হাতে জাতীয় সংস্কৃতিও যে নিরাপদ থাকতে পারে না, তা ইটিভির শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেগ্রামে সুপ্রমাণিত হয়েছে। দেশের তের কোটি মানুষ সেই তিন বিশিষ্ট নাগরিকের কাছে কৃতজ্ঞ যারা ইটিভির জন্ম প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আইনগত পন্থায় জাতিসত্তাবিরোধী এই অভিশাপের কবল থেকে মুক্তি পেতে জাতিকে সাহায্য করেছে। এখন জাতি আশা করে যাদের অন্যায় প্রশ্রয় ও সহযোগিতায় রাষ্ট্র কোটি কোটি টাকার আয় হতে এভাবে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে, ইটিভিতে বিদেশীদের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৪২ ভাগ এবং ইটিভি বন্ধ হওয়ায় বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হতে পারে। শিল্পখাতে বিদেশী বিনিয়োগকে আমরা অবশ্যই উৎসাহিত করব, কিন্তু শিল্পখাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে মিডিয়া খাতে এই বিনিয়োগের পেছনে কী মতলব থাকতে পারে, তাও আমাদের একটু খতিয়ে দেখা দরকার। মিডিয়া এমন একটা ক্ষেত্র, যার সাথে গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার ওতপ্রোত সম্পর্ক। ধনতন্ত্রী সমাজের বৈষম্য বন্ধের লক্ষ্যে অনেক সময় বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ প্রগতিশীল কর্মপন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এরপরও সংবাদপত্রের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কখনও গণতন্ত্রের সহায়ক বিবেচিত হয় না। বাকশাল আমলে সকল সরকারবিরোধী সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে মাত্র ৪টি সরকারি সংবাদপত্র রাখা যে কারণে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি মনে করা হয়েছিল, একই কারণে একটি স্বাধীন দেশের সংবাদপত্র বা মিডিয়া ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে বাধ্য। মিডিয়া দেশে জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এ কারণে কোন দেশে মিডিয়া খাতে বিদেশী বিনিয়োগের কখনও অনুমতি দেয়া হয় না। বিদেশী মূলধনের মালিকরা তাদের স্বদেশের স্বার্থ বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবে, এমনটা আশা করাই অন্যায়।

এ ব্যাপারে আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট আইন যদি না থেকে থাকে তবে দেশপ্রেমিক

www.pathagar.com

সরকারের উচিত হবে, অবিলম্বে এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে মিডিয়া ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করে দেয়া। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত আইনগত সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকাতে কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী পার্টি এই ফাঁক-ফোকড়ের সুযোগ গ্রহণ করে ইতোমধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছে। আর যাতে কেউ এই সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, সেজন্য অবিলম্বে আমাদের একটি বলিষ্ঠ মিডিয়া নীতি প্রণয়ন এবং তার আলোকে জাতীয় শিল্পনীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। নইলে একই ভুলের বারবার পুনরাবৃত্তির আশংকা থেকেই যাবে।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা মিডিয়ার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নই। আমরা মিডিয়া ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে বিদেশী অর্থে ও স্বার্থে আমাদের মিডিয়া পরিচালিত হবে, আমরা তার ঘোরতর বিরোধী। কারণ জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে তা অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।"

এবনে গোলাম সামাদ :

দেশের প্রখ্যাত প্রবীন সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী এবনে গোলাম সামাদ ইটিভি বন্ধ হয়ে যাবার পর তার মতামত জানিয়ে দৈনিক সংগ্রামে ৮/৯/২০০২ তারিখে উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন– "আমাকে কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, ইটিভি বন্ধ হওয়া সম্বন্ধে আমার মতামত। আমি বলি, "এ ব্যাপারে আমার কোন পৃথক মতামত থাকতে পারে না। জালিয়াতির ফলে ইটিভি বন্ধ হলো। এটা উচ্চতম আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের রায়। এটাকে সবার মেনে নিতে হবে। মেনে নিতে হবে আইনের শাসনের স্বার্থে। এটার মূলে একটা রাজনীতি কাজ করে থাকতে পারে। তবে আদালতের রায় কোন রাজনীতির ফলে প্রভাবিত হয়েছে, এরকম ভাববার কোন অবকাশ এখানে নেই।" ব্যক্তিটি আমাকে আরো প্রশ্ন করেন, "বুদ্ধিজীবী সমাজ যদি এই বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে নামে, তবে কি হবে?" আমি বলি, "সেটা একটা ভিন্ন প্রশ্ন। আইনের এলাকায় সেটা আসে না। তাছাড়া সব বুদ্ধিজীবী একভাবে ভাবছেন না। ভিন্ন মতের বুদ্ধিজীবীরাও আন্দোলনের বিপক্ষে করতে পারেন পাল্টা আন্দোলন। অনেক লোকের চাকরি গেল। কিন্তু একটা কোম্পানি দেউলে হলেও অনেকের চাকরি যায়। জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত একাধিক কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে উঠে যাচ্ছে। আর সে কারণে বহু লোক হচ্ছে বেকার। এই বেকার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় নেই। ইটিভি উঠে যাওয়া নিয়ে কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করছে। আমার কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না মোটেও। কারণ, আমার কাছে আগাগোড়াই ইটিভিকে মনে হয়েছে দেশের স্বার্থ বিরোধী একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে।" মনে হলো, আমার বক্তব্য, প্রশ্নকর্তার খুব পছন্দ হলো না। তিনি মনে হয়, চাচ্ছিলেন, আমি এই বন্ধ হবার বিপক্ষে কিছু বলি। বলি, এটা করে প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। আর ক্ষতি করা হলো দেশে গণতন্ত্র বিকাশের।

আমি প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি মনে করি স্বাধীনতার সীমা আছে। আর তা হতে হয় আইন দিয়ে সুরক্ষিত। প্রচার মাধ্যমে যারা কাজ করেন, তারা যদি নিজেদের দেশের আইনের উর্ধ্বে বলে মনে করেন তাহলে সেটার ফল হতে পারে দেশের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। প্রচার মাধ্যমে সবার বক্তব্যই প্রচার করা উচিত। যে প্রচার

www.pathagar.com

মাধ্যম পক্ষপাতিত্ব করে না, তেমন প্রচার মাধ্যমকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তার থাকে একটা ভিন্ন সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু ইটিভির তা আদৌ ছিল না। ইটিভি আসলে ছিল, আওয়ামী লীগের প্রচার যন্ত্র। ইটিভিকে জালিয়াতির সহায়তা করেছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। আদালতের রায় আসলে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তির ক্ষতি করলো। আওয়ামী লীগ সরকার ভয়ঙ্কর এক কাঁচা কাজ করেছিল ইটিভিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের টাওয়ার ব্যবহার করতে দিয়ে। আজ ইটিভির জালিয়াতি, কার্যত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারকেই প্রমাণ করছে এক জালিয়াত সরকার। অন্তত এই ক্ষেত্রে। কোন সরকারকেই উচিত নয়, এ ধরনের জালিয়াতিতে সহায়ক হওয়া। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে তা করেছে। গুজব শুনেছিলাম, ইটিভির মালিক নাকি শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা। এই গুজবের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে ভবিষ্যতে হতেও পারে। কারণ গুজবটা ছিল খুব ব্যাপ্ত। আর নির্বাহী সরকারি কর্মকর্তা মহলেও প্রচলিত। আমি নিয়মিত ইটিভির "আজকের পত্রিকায়" অনুষ্ঠানটি দেখতাম। এতে সেই সব পত্রিকাকেই সামনে আনার চেষ্টা ছিল, যারা একটি বিশেষ মহলের বলে পরিচিত। ইনকিলাবকে কদাচিত দেখা যেত ঐ অনুষ্ঠানে। সংগ্রামকে কখনই দেখা যেত না। যারা সংবাদ পর্যালোচনা করতেন, তারা তা এমনভাবে করতেন, যেন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পায়। এমন একটা অনিরপেক্ষ প্রচার মাধ্যম বন্ধ হওয়ায়, কোন একটা দল হয়ত খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু দেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তা বলতে পারি না। কিন্তু তবুও হয়ত প্রতিবাদ করতাম, যদি না আদালতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষভাবেই জালিয়াতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে রায় দিত। বিচারে আদালত পক্ষপাতিত্ব করেছেন, এরকম কথা বলছেন কামাল হোসেন। তিনি একজন নামকরা উকিল। কারো বা কোন পক্ষের কাছ থেকে সম্মানী নিয়ে তিনি তার বা তাদের হয়ে ওকালতি করতেই পারেন। সে লাইসেন্স তার আছে। কিন্তু আদালত সম্পর্কে তার মন্তব্য কতটা শোভন, সেটা বিশেষ বিতর্কেরই বিষয়। তিনি ওকালতি করেন। এ বিষয় তার মন্তব্য, তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে না। যেভাবে তিনি আদালতের বাইরে জালিয়াতদের পক্ষ নিচ্ছেন, তাতে কারও কারও মনে হতে পারে, তিনি জালিয়াতদেরই সাথী। জালিয়াতদের সঙ্গে এরকম মৈত্রী তার রাজনৈতিক ভিত্তিকে শক্ত করছে না। অবশ্য তার আগের রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা এখন আর নেই। অনেক দিন আগেই তিরোহিত হয়েছে। ফিরে আসবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

তিনি ইতঃপূর্বে তসলিমা নাসরিন-এর হয়ে ওকালতি করেন। যে তসলিমা লিখেছেন, বাংলাদেশের মানচিত্রের সীমা তিনি মুছে দিতে চান। তসলিমার ধর্ম সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু দেশের সীমানা মুছে দেয়া, দেশদ্রোহীতা ছাড়া আর কি হতে পারে। কামাল হোসেন যদি পেশার যুক্তিতে কেবলই দেশের শত্রুদের পক্ষ নেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই তাকে এ দেশের মিত্র ভাবতে পারি না।

বাংলাদেশে আরো বেসরকারি টিভি চ্যানেল আছে। তাদের বন্ধ করে দেয়ার কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। বাংলাদেশে তাই বক্তব্য প্রচারে স্বাধীনতা নেই, এই অভিযোগ উঠতে পারে না। তাদের বন্ধ করার কারণ ঘটেনি। কারণ, তারা কোন জালিয়াতির সঙ্গে এখন পর্যন্ত জড়িত নয়। তাছাড়া এরা সবাই খবর পরিবেশন করছে যথেষ্ট নিরপেক্ষভাবে।

www.pathagar.com

তাদের খবর প্রচারের মান অনেক উন্নত আর তথ্যনির্ভর। মানুষ কখনও শতকরা একশত ভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। কিন্তু ইটিভি দেখিয়েছে নগ্ন পক্ষপাত। তাই তার বন্ধ হওয়াতে আমাদের অনেকের মনে জাগছে না কোন ক্ষোভ। মনে হচ্ছে, "একটা আপদ গেছে, ভাল হয়েছে।" আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে লাঠি মিছিল করে আদালতকে বিশেষ এক মামলার জন্যে ভয় দেখিয়েছিল। আবার তারা লাঠি মিছিল করতে পারে। কিন্তু এরকম মিছিল তাদের গণবিচ্ছিন্নই করবে, রাজনীতিতে শক্তি যোগাবে না। তাছাড়া একপক্ষ লাঠি মিছিল করলে আরেক পক্ষও চুপ করে থাকবে না। দু'পক্ষ থেকেই আরম্ভ হয়ে যাবে লাঠালাঠি। কার জোর কোথায় যেয়ে শেষ হবে, কেউ বলতে পারে না। জালিয়াতি একটি গুরুতর অপরাধ। ইটিভি জালিয়াতির মাধ্যমে বিটিভি'র টাওয়ার ব্যবহার করেছে। সর্বোরি তাদের কোন বৈধ অনুমোদনই ছিল না সম্প্রচারের। একটা দেশের প্রচলিত আইনকে লংঘন করেছে ইটিভি। সেটা তারা করতে পেরেছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল বলে। স্বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করেই ইটিভিকে দিয়েছে টেলিস্কোপের অধিকার। যেটা কোনভাবেই সমর্থনীয় নয়। আমার কাছে এ দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীর আচরণ অনেক জটিল মনে হয়। এঁরা আইনের শাসন চান। কিন্তু আদালতের রায় তাঁদের বিপক্ষে গেলেই বলেন, মানব অধিকার লংঘনের কথা। এমনকি, টেনে আনেন স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির চক্রান্তের কথা। আদালতের যে রায় নিয়ে আমরা বর্তমানে আলোচনা করছি, তা এতই স্বচ্ছ যে, তা নিয়ে কোন বিতর্ক তোলার অর্থ আদালতের কোন ক্ষমতাকেই স্বীকার করতে না চাওয়া।

আমরা জানি, আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। আইন না মানলে আমাদের সবার স্বাধীনতাই বিপন্ন হতে বাধ্য। কোন কোন সময় একটা আইনকে আমরা অসঙ্গত বলে তা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করতে পারি। কিন্তু সব আইনকে অগ্রাহ্য করে কোন সমাজ চলতে পারে না। থাকতে পারে না ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মর্যাদা। আইনজীবী কামাল হোসেন বলেছেন, সরকার ইটিভির মালামাল জব্দ করতে পারে না। তিনি যদি মনে করেন, কাজটা আইনসিদ্ধ হয়নি, তবে তিনি এর প্রতিকারের জন্য হতে পারেন আদালতের দ্বারস্থ। সে পথ তো খোলাই আছে। কেউ বন্ধ করে দেয়নি। অযথা গলাবাজি করবার যুক্তি কোথায়!

আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি সর্বপ্রকার প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতায়। কিন্তু দেশের আইনকে লংঘন করে অথবা ফাঁকি দিয়ে নয়।

দেশে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী আর সাংবাদিকের অভাব নেই। শেখ মুজিব দেশে মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে দেশের আর সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছিলেন প্রায় ৫০০ সাংবাদিক। যাঁদের অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন, আর বলছেন প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা!

গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতা থাকতে হবে। থাকতে হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় এবং রেডিও-টেলিভিশনে স্বাধীন চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন লোককে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য কতটুকুই বা সুযোগ প্রদান করা হয়। সর্বত্র আজ কাজ করে চলেছে রাজনৈতিক চক্রান্ত। কেবল রাজনৈতিক চক্রান্ত নয়, সর্বত্র কাজ করে

www.pathagar.com

চলেছে কোটারি' গড়বার মনোভাব। যেটা শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সৃষ্টিতে করছে প্রতিবন্ধকতা। যাঁরা এখন স্বাধীনতার কথা বলেন, অন্যের স্বাধীনতার প্রতি তাদের কতটুকু শ্রদ্ধাবোধ আছে? স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করলে অন্যকেও দিতে হবে স্বাধীনতা। কেবল নিজেদের স্বাধীনতার মধ্যেই তা সীমিত থাকতে পারে না।

ইটিভির কর্তা ব্যক্তিরা জালিয়াতি করেছেন। জালিয়াতির জন্যেও এদের বিরুদ্ধে হতে পারে মামলা। আর তাতে হতে পারে তাঁদের শাস্তি। ইটিভি ছিল একটা গভীর ষড়যন্ত্রেরই ব্যাপার। সম্ভবত আরো অনেক কথাই আমরা জানতে পারব নিকট ভবিষ্যতে। যারা না জেনে এতে চাকরি নিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই আছে যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতা। আর আমরা মনে করতে পারি, আপন দক্ষতার কারণেই তারা অন্য প্রচার মাধ্যমে পেতে পারবেন চাকরি। তারা নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন বেকার থাকবেন না।

প্রাচীন যুগে রাজা-বাদশাহরা তাঁদের জয়গান গাইবার জন্য পেশাদার গায়কদের নিযুক্ত করতেন। এক রাজার রাজত্ব অন্য রাজা জয় করে নিলে এসব গায়করা নতুন রাজার জয়গান করতো। নতুন রাজার চাকরি নিত। ভাবত না পুরাতন পরাজিত রাজার কথা। রাজতন্ত্রের যুগ, এটা আর নয়। কিন্তু গণতন্ত্রেও আছেন রাজনৈতিক নেতারা, আছে রাজনৈতিক দল। নেতাদের দলের স্তাবকতার জন্যেও প্রয়োজন হয় প্রাচীন যুগের মতই গায়কদের। আগে এখনকার মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখন বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকবার জন্যে প্রয়োজন হয় শিল্পীর। শুনছি নতুন এক টিভি চ্যানেল হচ্ছে। আমার মনে হয়, ইটিভি উঠে যাবার কারণে যারা আপাতত চাকরি হারালেন, তাদের অনেকেই চাকরি পেয়ে যাবেন। তাদের যথাসময়ে ডাক পড়বে। কিছু লোকের চাকরি যাবার কথা ভেবে জালিয়াতদের প্রশ্রয় দেয়া যায় না। বিচারকদের মন্দ বলাও চলে না। তাহলে দেশে কখনোই আইন বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। আমরা দেশে আইন চাই, আইনের প্রয়োগও চাই। খারাপ কোন আইন কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সেটা নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনও চাই। কিন্তু ইটিভি বন্ধের ক্ষেত্রে কোন নতুন আইনের প্রয়োগ করা হয়নি। প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই বিচার হতে পেরেছে প্রচলিত পদ্ধতিতে। আমরা চাই জালিয়াতদের বিচার করা হোক। বিচারের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক তাদের বিপক্ষে।

সহানুভূতি পেতে হলে বিনয়ী হতে হয়। মানুষ ভুল করতে পারে। কিন্তু ভুলের জন্য কেউ অনুতপ্ত হলে আমরা তার উপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। কিন্তু ইটিভি দেখিয়েছে প্রচণ্ড দম্ভ। তারা চায়নি আদালতের রায় মানতে। রায় প্রদানের পরেও তারা চালিয়েছে সম্প্রচার। সরকারকে দেশের আইনের স্বার্থেই বন্ধ করতে হয়েছে ইটিভির এই সম্প্রচার। প্রশ্ন হলো, এতো সাহস এরা পায় কোথা থেকে। এরা নাকি আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। কিন্তু ইটিভিতে শেয়ার আছে সায়মন ড্রিং নামে এক বিদেশীর। উনি দেশের কতটা মিত্র, আমাদের তা জানা নেই। আর কি করেই বা তিনি শেয়ার কিনতে পেরেছেন তাও একটা অজানা ব্যাপার আমাদের অনেকের কাছে। দেশবাসীর কাছে সরকারের উচিত হবে ইটিভি সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ করা। যাতে করে দেশবাসী অবগত হতে পারে, কতবড় চক্রান্ত কাজ করেছে ইটিভি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে। সাযমন ড্রিং ইহুদী চক্রের লোক হয়ে কি কাজ করছিলেন আমাদের দেশে। এই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় কি?"

www.pathagar.com

ড. মাহবুব উল্লাহ ঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রোভিসি, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. মাহবুব উল্লাহ ইটিভি বন্ধ হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ৭/৯/০২ দৈনিক ইনকিলাবে লিখিত প্রবন্ধে বলেন– "একুশে টিভির মৃত্যু ঘটেছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে শেষ পর্যন্ত ইটিভি বন্ধ হয়ে গেল। যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম ছল-চাতুরি, মিথ্যাচার ও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠান এমন ভাগ্য বরণ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কেউ বলতে পারবে না ইটিভির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আইন তার স্বাভাবিক গতিতে চলেছে এবং স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছেছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ গঠন করে ইটিভির পক্ষে দায়েরককৃত সর্বশেষ রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে। কোর্টের প্রদত্ত রায়কে বহাল রেখে গত ২৯ আগস্ট সর্বোচ্চ আদালতের দেয়া এই রায়ের ফলে ইটিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ঘোষিত রায়ে লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে জালিয়াতিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। অবৈধভাবে লাইসেন্স দেয়ায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ভর্ৎসনাও করেছে। ইটিভি কর্তৃপক্ষ আপীল বিভাগে গেছেন, আপীল করেছেন এবং তাদের অনুরোধে রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় সাত মাসব্যাপী আইনী লড়াই করে, আপীল বিভাগ আগের রায়কে বহাল রাখে। লিভ টু আপীল দায়ের করেও ইটিভি কর্তৃপক্ষ সফল হতে পারেনি, গত ২ জুলাই তা খারিজ হয়ে গেছে। সবশেষে তারা রিভিউ পিটিশন পেশ করেছে এবং গত বৃহস্পতিবার ২৯ আগস্ট সর্বোচ্চ আদালত সেটাও খারিজ করে দিয়েছে। একই সাথে এ সম্পর্কিত অন্য কতিপয় আবেদনও খারিজ হয়ে গেছে। অন্যদিকে বহাল রাখা হয়েছে প্রথমে প্রদত্ত রায়টিকে- যেখানে জালিয়াতি অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইটিভির লাইসেন্স গ্রহণের প্রতিটি স্তরে গোপন সমঝোতা করার বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। আইনকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহী ক্ষমতাধরদের দুর্নীতি প্রসঙ্গেও রায়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, আদালত ইটিভিকে সর্বাধিক উপায়ে আইনের সুযোগ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত রেখেছিল। সুতরাং কেউ বলতে পারবে না, ইটিভির প্রতি কোন অবিচার করা হয়েছে। দূর্নীতি, জালিয়াতি, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের পাশাপাশি ইটিভির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণের অভিযোগ আরও গুরুতর। কখনও অতি সূক্ষ্মভাবে আবার কখনও অত্যন্ত স্থূলভাবে ইটিভি এ দেশের জনগণের চিরায়ত মূল্যবোধ ও অনুভূতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছিল। একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে দুর্বল করে ফেলার সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার হল মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম। সর্বোপরি প্রচার মাধ্যমটি যদি হয় টেলিভিশনের মত একটি মোহনীয় মাধ্যম, তাহলে তো আর কোন কথা নেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে সম্ভাষণ জানানোর রীতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের মানুষ কারোর সাথে সাক্ষাৎ হলে বলে 'আসসালামু আলাইকুম'। আবার বিদায় নেয়ার সময় বলে, 'আল্লাহ হাফেজ'। এই রীতি ধর্ম বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হলেও এটা আমাদের কালচারে পরিণত হয়েছে। মোতাহার হোসেন চৌধুরী লিখেছিলেন, ধর্ম সাধারণ মানুষের কালচার, কালচার সাধারণ মানুষের ধর্ম।

www.pathagar.com

ইটিভি সাধারণ মানুষের ধর্মকে অবজ্ঞা দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আধুনিকতা ও প্রগতির নামে ইটিভি চালু করেছিল 'শুভ সন্ধ্যা', 'শুভ রাত্রি' প্রভৃতি সম্ভাষণ। মতলবটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এ দেশের মানুষকে তার চিরায়ত রীতির বন্ধন থেকে ছিন্ন করে এমন এক গহ্বরে নিক্ষেপ করা, যা থেকে তারা আর কখনও উঠে আসতে পারবে না। এই ধীর বিষক্রিয়া যদি সফল হতো তাহলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিচয়ের বিলুপ্তি ঘটত– শুধু পরিচয় নয়, খোদ বাংলাদেশেরই বিলুপ্তি ছিল ইটিভির আরদ্ধ– এই অভিযোগ কেউ উত্থাপন করলে ইটিভির কাছে খণ্ডন করার মত কোন যুক্তি আছে কি? আজ ইটিভির মৃত্যুতে যারা মাতম করছে তাদের জিজ্ঞাসা করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্র 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন দূরদর্শন থেকে শুরু করে যতগুলো প্রাইভেট টেলিভিশন রয়েছে সেগুলো কি দর্শকদের 'নমস্তে' ছাড়া অন্য কোন শব্দে দর্শকদের সম্বোধন করে? ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান যারা দেখেন তারা লক্ষ্য করে থাকবেন এই সব চ্যানেলে হিন্দু পৌরণিক উপাখ্যান থেকে দেব-দেবীর কাহিনী, নমস্তে–নমস্কার ও অঞ্জলির দৃশ্য প্রতিনিয়ত দেখান হয়। এতে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয় না এবং ভারতীয়রা এজন্য কোন প্রকার হীনম্মন্যতায় ভোগেন না। অথচ আমাদের দেশে বিশাল একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী আছে যাদের কাছে সালাম-দোয়া বা আল্লাহ হাফেজের মত শব্দগুলো সাংস্কৃতিক রুচিহীনতার পরিচায়ক। ইটিভির কলাকুশলী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এদেরই আদর্শ অনুসরণ করে তথাকথিত 'কুরুচি' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ইটিভিতে প্রচারিত নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে কখনও প্রচ্ছন্নভাবে আবার কখনও স্থূলভাবে ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করারও প্রয়াস চালান হয়েছে। এ রকম একটি নাটকের ডায়লগ– 'নবীজির দেশনা'! কিছু অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গের পরপরই নাটকের একটি চরিত্রের এই উক্তির মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুদয়ের দেশ ও ইসলামকে ঘিরে কটুকাটব্য করা হচ্ছিল। ইটিভি এই আচরণের জবাব কী দেবে? রবীন্দ্রনাথের সৌদামিনি নাটক প্রচার করতে গিয়ে দারোগার বাসার শয়ন কক্ষের দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল ছবির দৃশ্য ইটিভি বারবার দেখিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু আমার আপত্তিটা ভিন্ন কারণে। বিবেকানন্দ অখণ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতন বিশাল দর্শকদের দৃষ্টিতে বারবার বিবেকানন্দকে দৃশ্যমান করানোর আসল মতলবটি কি শেষ বিচারে দর্শক মনে অখণ্ড ভারতের আদর্শ প্রোথিত করে দেয়া নয়? কোন সুদূরপ্রসারী দুরভিসন্ধি থাকলে মিডিয়া এ ধরনের কৌশলেরই আশ্রয় নেয়। ইটিভি সেই কাজটিই করেছিল। ব্রিটিশভক্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী দারোগার ঘরে দুর্গার প্রতিকৃতি রাখা হলে আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হতো না। নাটকের প্রয়োজনে এটাকেই স্বাভাবিক মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে যখন একটি ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম বিশেষ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিশেষ উদ্দেশে বড় করে দেখায় তখনই বিপত্তিটা ঘটে। ইটিভি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে মুসলমান সম্প্রদায় ও তাদের নেতা-নেতৃত্ব অবজ্ঞাভরে প্রায় উপেক্ষিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মামুনুর রশিদকে ধুতি পরিহিত অবস্থায় উপস্থাপনা করতে দেখা গেছে। ইতিহাসের কোন চরিত্রের প্রসার যদি ধুতি হয়, তাহলে অবশ্যই সেই চরিত্রকে তার পোশাকের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়েই দেখাতে

www.pathagar.com

হবে। এটনবারের গান্ধী সিনেমায় গান্ধীকে গান্ধীর মত করেই দেখান হয়েছে। না দেখালে ইতিহাস ও গান্ধী চরিত্রের প্রতি অবিচার করা হত। কিন্তু শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সে জন্য এদেশের ইতিহাস-সচেতন মানুষ এটনবারোর মত প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকেরও ক্ষুদ্র সমালোচনা করেছে। কিন্তু একজন উপস্থাপক নিছকই একজন উপস্থাপক, অভিনেতা নয়। কাজেই তার স্বাভাবিক পোশাক পাল্টিয়ে অস্বাভাবিক পোশাক পরাটা একদিকে যেমন কাম্য নয়, অন্যদিকে বেখাপ্পাও বটে। ইতিহাসের কাহিনী উপস্থাপন করতে গিয়ে মামুনুর রশিদ কেন যে ধুতি পরে ইটিভির পর্দায় হাজির হলেন তা আজও আমার বোধগম্য হয়নি। যদি পীযূস বন্দ্যোপাধ্যায় এই পোশাকে আসতেন তাহলে কোন প্রশ্নই উঠত না। কারণ এটাই তার স্বাভাবিক পোশাক। একান্ত নির্দোষভাবে দেখলে বলতে হয়, ইটিভি ধর্মীয় সমন্বয়বাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু এই সমন্বয়বাদী চর্চায় মুসলমানদের কৃষ্টি-আচারের সাথে সম্পর্কিত প্রসঙ্গগুলো যত্নের সাথে প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহৎ প্রয়াস বটে! যে কোন দর্শক যার ইতিহাস চেতনা আছে, যার জাতীয় পরিচয়বোধ প্রগাঢ় এবং যার শেকড়ের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে তার কাছে ইটিভির এই সব অভিনব, উদ্ভট ও ঐতিহ্যবিরোধী প্রয়াস ইতোমধ্যেই হাজারও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যদি ইটিভির প্রচারিত সমস্ত অনুষ্ঠানের ক্যাসেট সংগ্রহ করা যেত তাহলে কনটেন্ট এনালাইসিস-এর মাধ্যমে দেখান যেত– ইটিভি কীভাবে আমাদের জাতীয় স্বকীয় চেতনার মর্মমূলে আঘাত হানতে চেয়েছিল। সরকার যদি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে দৃঢ়চিত্ত হয় তাহলে সরকারের উচিত হবে এই সব ক্যাসেট বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা এবং জনগণকে জানান ইটিভি কীভাবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের মর্মমূলে আঘাত হানতে চেয়েছিল। আজ যারা ইটিভির জন্য অশ্রুপাত করছেন এবং ইনিয়ে বিনিয়ে ইটিভির পক্ষে প্রচার-প্রচারণা জুড়ে দিয়েছেন তাদের কাছে প্রশ্ন– ইটিভি যা করছিল এরই নাম কি অসাম্প্রদায়িকতা, এরই নাম কি প্রগতি, এরই নাম কি ইতিহাস চেতনা, এরই নাম কি স্বদেশপ্রেম। এ দেশের জনগণকে একটি গোষ্ঠী অতীতে অনেক সুগারকাটেট ট্যাবলেট গিলিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে বৃহৎ ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা। সেই একই সুগারকোটেট ট্যাবলেট গেলানোর হাজার রকম কোশেশ করেছে ইটিভি। তার জন্য এত বেদনাবোধ কেন? ইটিভির পক্ষে বাঘা বাঘা আইনজীবীরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনী প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব না দিয়ে পল্টনি ঢঙে বক্তৃতা করেছেন। একজন আইনজীবী তো পবিত্র সংবিধানের এবং সেই সাথে সর্বোচ্চ আদালতের জানাজা পাঠের কথা উচ্চারণ করেছেন। ভেবে অবাক হই, কীভাবে একজন প্রথিতযশা আইনজীবী এভাবে আদালতের অবমাননাসূচক মন্তব্য করতে পারেন? তিনি কী করে ভুলে গেলেন, আদালতের কাছে আবেগ ও মেঠো বক্তৃতার কানাকড়ি মূল্য নেই। ইটিভির প্রশংসা করারও কিছু আছে। অনুষ্ঠান প্রচার ও উপস্থাপনায় ইটিভি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ইটিভি অত্যন্ত নিপুণভাবে তার প্রচার কৌশল নির্ধারণ করেছে। ইটিভির কলাকুশলীরা বেশ মেধাসম্পন্নও বটে। ইটিভির ক্যামেরার ব্যবহার ও দৃশ্য প্রক্ষেপণের টেকনিক প্রশংসনীয়। কিন্তু এই সব চমৎকার সব গুণ ব্যবহৃত হয়েছে বদমতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে। সেটাই ছিল ইটিভির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক।

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে এ দেশে যারা প্রাইভেট টিভি চ্যানেল খোলার প্রয়াস নেবেন তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নান্দনিক বোধ থেকে ইটিভিকে অতিক্রম করা এবং একই সাথে ইটিভির দেশদ্রোহী ঐতিহ্যের কবর রচনা করে দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও দেশীয় ঐতিহ্যকে সমধিক সমুন্নত করা।"

অধ্যাপক ডা. ইকবাল হাসান মাহমুদ

জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব অধ্যাপক ড. ইকবাল হাসান মাহমুদ ইটিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ৪/৯/২ দৈনিক ইনকিলাবে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেন– "একুশে টিভি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে পেছনে ফেলে এসেছে এক বোঝা কলংকের ইতিহাস। যে অশুভ পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে তারা জাতির উপরে সওয়ার হয়েছিল গণমানুষের ধিক্কারে তা স্তব্ধ হয়ে গেছে। একুশে টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়মন ড্রিং বলেছেন,. একটি স্বপ্নের অপমৃত্যুতে আমাদের হৃদয় ভেঙে গেছে। তিনি বলেছেন, 'একুশে আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার'। তবে দেশপ্রেমিক মানুষ কিন্তু সায়মন ড্রিং-এর সাথে একমত নন। তারা মনে করেন, একটি ষড়যন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে। সায়মন ড্রিং-এর হৃদয় ভেঙে গেলেও এই অবৈধ একুশে টিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের স্বকীয়তা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন, একুশে টিভি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক একুশে টিভির লাইসেন্স বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে একশ্রেণীর সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে একুশে টিভি কর্তৃপক্ষের সাথে তারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। একই সাথে চিহ্নিত কয়েকটি পত্রিকাকেও একুশে টিভির অপকর্ম আড়াল করে ব্যাপক প্রচারণার উদ্দেশ্যে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদের মতামত ও অনলাইন জরিপের নামে এসব পত্রিকা একুশে টিভির পক্ষে কথিত জনমত গঠন করবে। এছাড়া একাধিক বামঘেঁষা এবং ভারতপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠনও একুশে টিভির পক্ষে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি একটা কথা বুঝি না যে, একুশে টিভিকে জালিয়াতির মাধ্যমে নেয়া লাইসন্সকে অবৈধ, বেআইনী ও অকার্যকর বলে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন, সেটিকে রক্ষার নামে আন্দোলনের প্রস্তুতি কি আদালতের রায়ের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শনের শামিল নয়? দেশনেত্রীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু করে একুশে টিভি বন্ধ হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তাদের পরিবেশিত সংবাদ শুনলে মনে হতো যেন বাংলাদেশে এর আগে কোনদিন সন্ত্রাস ঘটেনি। সেজন্যই আমি একটি কলামে লিখেছিলাম, সন্ত্রাস যেন শুধু একুশেই। তাদের সংবাদের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই থাকত শুধু সন্ত্রাসের খবর। যার প্রভাব ইতোমধ্যেই মানুষের মধ্যে পড়ে গেছে। মানুষ এখন ভাবছে যে, সন্ত্রাস দমনের কথা বলে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, তারা তো সে সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারল না বরং সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসে দেশ ভরে গেছে। আসলে মিডিয়ার শক্তি বিএনপি'র একশ্রেণীর নেতারা বোঝে না। বুঝলে ইটিভির ব্যাপারে সরকারেরই উচিত ছিল

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নেয়ার। কারণ, একুশে টিভি দেশ, জাতির যে ক্ষতি করে গেছে তা তারা বুঝতে অক্ষম ছিল। আমি বারবার সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছি যে, নিজেদের এবং নিজেদের পক্ষের মিডিয়া শক্তিকে বাড়ান তাতে করে বিরোধী পক্ষকে মোকাবিলা করা সহজ হবে। কিন্তু আমার কথায় সরকার কোন দিন কর্ণপাত করেনি। আমরা যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ' গাছটির পরিচর্যা করছিলাম, তারা দেখছি অবহেলা-অযত্ন আর উপেক্ষায় সে চারাটি এখন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। বসন্তের ছোঁয়া বোধহয় সে চারাটিকে আর জীবন ফিরিয়ে দেবে না। আর রুদ্ধদ্বার মুক্ত প্রাণের ছোঁয়ায় বাঙালী জাতীয়তাবাদীর চারাটি এখন মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। নয়তো আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই অথচ আবেদ খান, মুনতাসির মামুন আর বিলাতি গাফফার চৌধুরীরা কিন্তু দিনে দিনে হৃষ্টপুষ্ট হয়েই চলেছে। আর আজ বিএনপি ক্ষমতায় অথচ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকার ধারক আর বাহক বুদ্ধিজীবীরা 'আমি কার খালু' পর্যায়েই দিন যাপন করছে ঃ যারা সব সময় হৃষ্টপুষ্ট তারাই পারে সর্বোচ্চ আদালতের সর্বসম্মত রায়ের বিরোধিতা করতে। কারণ তাদের খুঁটির জোর আছে। তারা জানে তাদের প্রটেকশন দেয়ার মানুষ আছে। অনেকে হয়ত আমার লেখা পড়ে ভাববেন আমি একই কথা কেন বারবার লিখি। বারবার লিখি এই কারণে যে, ইতোমধ্যেই আমি অনেক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী কলামিস্টদের বলতে শুনেছি, আর লিখে কী হবে, লিখে লিখে শুধু শত্রু বাড়িয়ে লাভ কী? আমাদের তো প্রটেকশন দেবার মত কেউ নেই।' এক নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে আমি অনেককেই দেখেছি।

যাই হোক, আমি আবার একুশে টিভির কথায় ফিরে আসছি। সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষণার পর টানা ৭ ঘণ্টা সম্প্রচার করে তারা আদালতের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছে। দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শন করে দীর্ঘ আড়াই বছর সম্প্রচার করার পর তারা সর্বশেষ ঔদ্ধত্য দেখাল। আদালতে প্রমাণিত হয়েছে তারা লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে তাদের সম্প্রচার চালিয়েছে। তারা টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনকে ফাঁকি দিয়েছে ১৫ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, একুশে টিভি যেসব যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিল তার কোন ইমপোর্ট লাইসেন্স নেই। তাই তাদের এসব অনিয়ম, দূর্নীতি সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

পরিবর্তনের অঙ্গীকারবদ্ধ শ্লোগান নিয়ে যাত্রা করা একুশে টিভির ওপর সর্বোচ্চ আদালত থেকে জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর ঢাকায় নাকি উদীচী নামের একটি বামপন্থী সংগঠন মিছিল-সমাবেশ করেছে। এছাড়া বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক অন্যান্য সংগঠনও একুশে টিভির পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোপনে সংগঠিত হচ্ছে বলে পত্রিকায় সংবাদ এসেছে।

সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনাদের গোয়েন্দারা কি এসব খোঁজ-খবর রাখছেন? এসব ব্যাপারকে দয়া করে হালকাভাবে উড়িয়ে দেবেন না। ভুলে গেলে চলবে না, গত বছর মে মাসে বিএনপি'র পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠান নির্মাণ করে তা অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারের জন্য ইটিভির প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ইটিভি কর্তৃপক্ষ অসৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে বিএনপি'র প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সেই অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপন আকারেও প্রচারের অসম্মতি জ্ঞাপন, শহীদ জিয়ার সাথে ও বিএনপি'র সাথে সরাসরি রাজনৈতিক বিদ্বেষ পোষণের শামিল।

একটি বেসরকারি টেলিভিশনের এমন আচরণ এ দেশের সচেতন জনগণের বিবেচনায় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। অথচ জন্মলগ্ন থেকেই একুশেওয়ালারা বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ, স্বাতন্ত্র্য এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অথচ কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করে। শহীদ জিয়া সংবিধানের শুরুতেই বিসমিল্লাহ্ প্রতিস্থাপন করে গেছেন। অথচ লক্ষ্য করা গেছে, তাদের খবর থেকে শুরু করে কোন অনুষ্ঠানেই বিসমিল্লাহ্, আল্লাহ হাফেজ বা সালাম দেয়ার নিয়ম বন্ধ ছিল। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এরা সব সময়ই শুভ সকাল, শুভ সন্ধ্যা ইত্যাদি দিয়ে শুরু করত। প্রগতিশীলতা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে তারা সব সময়ই ইসলাম ধর্মকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন রাতে নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের সময় তারা বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করে। সে রাতে যখন ঐক্যজোটের বিজয়ের সুসংবাদ আসছিল তখন হঠাৎ করে তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর প্রচার শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় একুশে টিভি শাহরিয়ার কবির গংদের কাল্পনিক গল্পের ব্যাপক কভারেজ দেয়া শুরু করে দেয়। একুশে টিভি আজ অবৈধ ঘোষিত। অথচ অতীব দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে তাদের লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা এবং তার ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই এই চ্যানেলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ও আগে এ দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত সুশীল সমাজের লোকেরা এমন সব বক্তব্য, মন্তব্য ও বিবৃতি প্রদান করছেন, যা রীতিমত আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু নয়। ইটিভি পক্ষের প্রখ্যাত আইনজীবীরা বারবার জনপ্রিয়তা আর মার্কিন বিনিয়োগের কথা বলে ইটিভির অবৈধ কার্যক্রমকে জায়েজ করতে আদালতের আইনের শাসন নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি রায়ে একুশের লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণার পরও তা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছেন। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, দীর্ঘ ১০ মাসব্যাপী ডঃ কামাল হোসেন কর্তৃক আদালতে এবং আদালতের বাইরে দূর্নীতি আর অনিয়মের সন্তান একুশে টিভির বৈধতা প্রমাণে নিয়োজিত থেকেও সর্বোচ্চ আদালতে একুশে টিভির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার দুদিন পর গম কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিচার দাবীসহ দূর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বড় বড় বুলি আওড়ালেন; সত্যিই বিস্ময়কর।"

এলাহি নেওয়াজ খান ঃ

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং বিখ্যাত সাংবাদিক এলাহি নেওয়াজ খান ইটিভি বন্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক প্রবন্ধে লেখেন "বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা এবং ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই এই বেসরকারি টিভি চ্যানেলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ও আগে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও

www.pathagar.com

তথাকথিত সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা এমন সব বক্তব্য মন্তব্য ও বিবৃতি প্রদান করছেন, যা রীতিমতো আইনের শাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু নয় বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে একটি অবৈধ কার্যক্রমকে বৈধ হিসেবে মেনে নেয়ার যে চেষ্টা করা হয়েছে তাতে দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছে, রায় তাদের পক্ষে গেলে সঠিক এবং বিপক্ষে গেলে বেঠিক। এই আচরণের মধ্যদিয়ে সমাজের এমন একশ্রেণীর মানুষের চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়েছে– যারা প্রতিনিয়ত দেশে সুশাসন কায়েম, দূর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অহরহ বাণী প্রদান করে থাকেন। শুধু তাই নয়, এই ব্যক্তিরাই প্রতিনিয়ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবি জানিয়ে আসছেন। অথচ সর্বোচ্চ আদালতের রায় মানতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, হতে পারে ইটিভি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে একটা নির্লজ্জ অবৈধ কার্যক্রমকে কোন জাতি কিংবা কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না। ইটিভির পক্ষের প্রখ্যাত আইনজীবীরা বার বার জনপ্রিয়তা ও মার্কিনী বিনিয়োগের কথা বলে অবৈধ কার্যক্রমকে আইনের শাসন নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি রায়ে ইটিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণার পরও তা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বলে পরিচিত ও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন ড. কামাল হোসেন তার প্রতিপক্ষ আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে তার রাজনৈতিক পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। কেবল এখানেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি, তিনি বলেছেন, 'আমরা এই মামলাটি একটি উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যদিয়ে শুরু করেছিলাম; কিন্তু আজ জানাযার মধ্যদিয়ে শেষ করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেছেন, এই জানাযা কি সুপ্রীম কোর্টে সংবিধানের জানাযা। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ড. কামাল হোসেন ঐ মন্তব্য করে সংবিধানের রক্ষক সুপ্রীম কোর্টকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে আদালত অবমাননার শামিল কাজ করেছেন। অর্থাৎ বিষয়টি কি এমন দাঁড়িয়েছে যে, ড. কামাল হোসেনের মত আইনজীবীরা আইন-আদালতের উর্ধ্বে উঠে গেছেন। কিংবা তারা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেন, যেখানে তাদের ইচ্ছা-অভিলাষই আইন। সেটা না হলেই সংবিধানের জানাযা হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ঃ ইটিভির আইনজীবীদের ভাষায় জনপ্রিয়তা। এখন যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় স্মাগলিং খুব জনপ্রিয় ব্যবসা। এই ব্যবসার মাধ্যমে রাতারাতি কোটিপতি হওয়া যায়। এখন কি এই জনপ্রিয়তার কারণে আদালত স্মাগলিং বৈধ ব্যবসা হিসেবে ঘোষণা করবেন? কিংবা বাংলাদেশে বহু ডাকাতের সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে যে, তারা ডাকাতি করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ফলে জনপ্রিয়তার কারণে কি ঐসব ডাকাতের ডাকাতিকে কোন আদালত বৈধ ঘোষণা করবেন? তৃতীয়ত, ইটিভির আইনজীবীরা বলেছেন, মার্কিনী বিনিয়োগ ইটিভিতে রয়েছে। অর্থাৎ তারা কি বলতে চান মার্কিনী বিনিয়োগ থাকলেই অবৈধকে বৈধ বলা যায়? আর আমেরিকার ৪০ কোটি টাকার বিনিয়োগ রক্ষা করতে কি বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৩'শ কোটি টাকার ক্ষতি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে? দারিদ্র বিমোচনের কথা বলেন, তারা যখন এ দেশের দরিদ্র মানুষের ক্ষতি করে মার্কিনী বিনিয়োগকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, তখন দারিদ্র বিমোচনের শ্লোগান সম্পূর্ণ হাস্যকর হয়ে পড়ে। তখন তাদের স্বচ্ছতার বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

www.pathagar.com

চতুর্থতঃ তারা বলেছেন, অন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সেটা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এজন্য ইটিভি কেন দায়ী হবে? এটা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে আমাদের দেশের সকল দুর্নীতিই একটা বৈধতা লাভ করবে। তাছাড়া যে প্রক্রিয়ায় ইটিভি লাইসেন্স পেয়েছে, সে প্রক্রিয়ার দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইটিভির মালিক একটি অবৈধ কাজ করেছেন। আর সেটা সত্য হলে কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কেন এককভাবে দায়ী হবেন? যে ব্যবসায়ীরা অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ কাজটি করেছেন, তারাও সমভাবে অপরাধী। কারণ অন্যায় করা এবং অন্যায় করতে বাধ্য করা দুটোই সমান অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ইটিভি ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। সেটা যদি আমাদের মেনে নিতে হয়, তাহলে এ প্রশ্ন অবশ্যই আসবে যে, টেন্ডার প্রক্রিয়া যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হত, তাহলে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি যাদের সন্তোষজনক বলে মতামত দিয়েছিল, তাদের কেউ আরও ভাল পারফরম্যান্স দেখাতে পারত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একটি অন্যায়কে ঢাকার জন্য কি ইটিভির আইনজীবীরা অসংখ্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার তাগিদ দিয়েছেন? সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তাদের কাম্য নয়। তাহলে কিভাবে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর তারা ইটিভিকে সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন? এটা কি আদালতের রায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না? লাইসেন্স ছাড়া বৈধতাই থাকে না। যে দেশে লাইসেন্স ছাড়া একটি মুদির দোকান দেয়া যায় না, সে দেশে ইটিভির মত একটি সেনসেটিভ মিডিয়া চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান কি দেশের আইনকে অমান্য করা নয়? পক্ষান্তরে ইটিভি মামলার রায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সর্বোচ্চ আদালত আবারও প্রমাণ করলেন যে, অবৈধ কর্মকাণ্ড সমাজের যত প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী ব্যক্তিরাই হোক না কেন আইনের চোখকে এড়িয়ে তিনি পার পেতে পারেন না"।

মুফতি ফজলুল হক আমিনী ঃ

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, প্রচার মিডিয়া একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ। অবৈধ লাইসেন্স নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এটা হতে পারে না। তিনি বলেন, দূর্নীতির মাধ্যমে যারা এ ভুয়া লাইসেন্স দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের সভাপতি অধ্যাপক রমজান আলী এবং সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দীন সুমন এক বিবৃতিতে বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে দেশের বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, দূর্নীতির মাধ্যমে ইটিভি জন্ম নিয়েই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভারতীয় কৃষ্টি-কালচারকে এদেশের জনগণের মধ্যে প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

নোমান ইরফান ঃ

একুশে টিভির সীমাহীন দূর্নীতি, জালিয়াতি, জোচ্চুরি অনিয়ম আর অবৈধ প্রক্রিয়ার কথা জানিয়ে সর্ব প্রথম প্রতিবেদন লিখেছিলেন এদেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজের মাঝে সর্বাধিক পঠিত এবং বহুল প্রচলিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পত্রিকার অত্যন্ত চৌকস বুদ্ধিদীপ্ত লেখক জনাব নোমান ইরফান। দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক একুশে টিভি

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর তিনি তার মতামত জানিয়ে "ইটিভি ঃ দূর্নীতিতে শুরু মিথ্যা দিয়ে শেষ" শিরোনামে যায়যায়দিন ৩/৯/০২ সংখ্যায় একটি অতি চমৎকার নিবন্ধ লেখেন। এছাড়া দেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ২৭ মার্চ ইটিভি নিষিদ্ধ ঘোষণার রায় দেয়ার পরও তিনি "আদালতে হেরে যাওয়া এক টিভি" শিরোনামে যায়যায়দিন ২/৪/০২ সংখ্যায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এখানে তা তুলে ধরা হল।

"একুশে টেলিভিশন, যারা শুরু করেছিল জালিয়াতি দিয়ে তাদের শেষটাও ছিল ধাপ্পাবাজিতে ভরা। চূড়ান্ত রায়ের দিন ২৯ আগস্ট এদের আইনজীবীরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। আপিল বিভাগের সাতজন বিচারপতি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দেশের সেরা জাস্টিসদের চোখে চোখ রেখে এই ল'য়াররা ভুল তথ্য দিয়েছেন। বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে সুপ্রীম কোর্ট সর্বোচ্চ আস্থা, সম্মান ও মর্যাদার স্থান। সেখানে দাঁড়িয়েও অসত্য-অসাধু-অসৎ পথ অবলম্বনে এদের বুক কাঁপে না।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ এতোটাই জোর দিয়ে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছিলেন যে, সেদিন আপিল বিভাগকে তাদের রায়ে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়েছিল। ২৯ আগস্ট দেয়া রায়ে আদালত বলেছে, "পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলো খারিজ হলো। ইটিভি লিমিটেড কৌসুলি নিবেদনে বলেছেন, ইটিভি টেলিভিশন লাইসেন্সের জন্য ২০০১ সালের টেলিযোগাযোগ আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (টিআরসি) আবেদন করেছে। কমিশন কর্তৃক আইন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ওই আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে আমাদের রায় কোনো প্রভাব ফেলবে না"।

প্রথমতঃ ব্যারিস্টার ইশতিয়াকের যে নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত তাদের দেয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দুটি যোগ করেছেন, সেই নিবেদন একেবারেই তথ্যভিত্তিক ছিল না। লাইসেন্সের জন্য ইটিভি আসলে তখনো কোনো আবেদনই করেনি টিআরসি'র কাছে।

দ্বিতীয়তঃ ২০০১ সালের টেলিযোগাযোগ আইনের ৩/(২) ধারায় বলা হয়েছে, "এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না : (ক) কোনো কিছু সম্প্রচার, (খ) বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা উক্ত কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স প্রদান।" আইনে যেখানে এমন স্পষ্ট করে টিআরসি-র এখতিয়ার সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে সেখানে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক ভাওতা দেয়া ছাড়া অন্য কি কারণে সুপ্রীম কোর্টে মিথ্যা কথা বলেছেন?

একুশে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ টিআরসি-র কাছে লাইসেন্সের জন্য তখনো আবেদনই করেনি এবং তেমন কোনো লাইসেন্স দেয়ার ক্ষমতা কমিশনের নেইও। এই দুটি তথ্য গোপন করে এবং পুরোপুরি উল্টে দিয়ে ভুল পথে আদালতকে নিয়ে যাবার অপচেষ্টার দায়েই ব্যারিস্টার ইশতিয়াকের বিচার হতে পারে। আইন পেশায় নিয়োজিত এবং সেখানে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি বিচারকদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা ঘটিয়ে মাফ পেয়ে যান তাহলে বাংলাদেশে আইন, আদালত ও বিচার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশবাসী শেষ পর্যন্ত তাহলে কার ওপর ভরসা করবে?

ড. কামাল হোসেনের আচরণ আরো বিপজ্জনক। তিনি এপিলেট ডিভিশনের রায় পুনর্বিবেচনার শুনাতিতে ২৯ আগস্ট তার শেষ বক্তব্যটুকু দিতে গিয়ে যেসব কথা বলেছেন

www.pathagar.com

তা দেশের সংবিধান, সুপ্রীম কোর্ট ও আইন পেশার জন্য হুমকিস্বরূপ। সেদিন দুপুরে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মকসুদুর রহমানের মরদেহ জানাযার জন্য নিয়ে আসার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। তিনি সেই জানাযার তথ্য উল্লেখ করে তার বক্তব্যে বলেছেন, "আর একটু পরে আমরা একজন আইনজীবীর মৃত্যুতে জানাযায় যাবো। আমরা কি একই সঙ্গে সংবিধান এবং এই সুপ্রীম কোর্টের জানাযা পড়বো?"

এমন বক্তব্য কি ধমক দিয়ে রায় আদায়ের অপচেষ্টা নয়? ড. কামাল হোসেন কে? তার অধিকার কি দেশের আর দশজন সাধারণ নাগরিকের চেয়ে বেশি? আপিল বিভাগকে বলতে হবে, কি তার বিশেষ অবস্থান যেখানে দাঁড়িয়ে একজন আইনজ্ঞ দেশের সংবিধান ও সুপ্রীম কোর্টের জানাযার আহ্বান জানাতে পারেন? এমন ভাষার ব্যবহার আইন আদালতের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধারই বহিঃপ্রকাশ। একজন সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে এই ধরনের বক্তব্য যদি আদালত অবমাননার অপরাধ হয় তাহলে ড. কামালের বেলায় অন্যথা হবে কেন?

একুশে টেলিভিশন ও আওয়ামী সরকারের দূর্নীতির বিরুদ্ধে যিনি জনস্বার্থে, বিনা পয়সায় মামলা পরিচালনা করেছেন সেই সফল আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক-এর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলে রায়কে প্রভাবিত করার শেষ ও হীন চেষ্টা চালাতে ড. কামাল পিছপা হয়নি। অত্যন্ত নিম্নরুচির পরিচয় দিয়ে আদালতে তিনি বলেছেন, "এটা জনস্বার্থের মামলা নয়। আবেদনকারী ও তাদের কৌসুলির রাজনৈতিক পরিচয় এবং দুরভিসন্ধি আছে"।

দেশের রাজনীতি সচেতন মহল জানে, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি, তিনি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কি বেআইনি কাজ? তাই যদি হবে তাহলে সবার আগে গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন এর আদালত ছাড়া উচিত। আসলে তাকে নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন। তিনি কি রাজনীতিক, না আইন ব্যবসায়ী, না বিদেশী পর্যটক? তিনি যে তার কোনো একটি পেশার প্রতিও সুবিচার করতে পারছেন না তা গত সাতাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানেন। ইটিভি আইনি লড়াইয়ে তার হেরে যাওয়া কি এই সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে না?

তাছাড়া চূড়ান্ত বিচারে প্রমাণ হয়েছে, ব্যারিস্টার রাজ্জাক দূর্নীতি বিরুদ্ধে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে মামলা পরিচালনা করেছেন। বিপরীতে ড. কামাল দূর্নীতি, অসাধুতা ও জালিয়াতিকে আড়াল করতে আদালতে দাঁড়িয়েছেন কোম্পানির পক্ষে। এটা সর্বোচ্চা আদালতের দেয়া রায়ের অনুচ্চারিত আরেক সত্য।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ ও ড. কামাল হোসেন সম্পর্কে যে সকল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এর সব কিছুই ঘটেছে পুনর্বিবেচনার রায় ঘোষণার আগে, আদালতে। কিন্তু ব্যারিস্টার রফিক-উল হক ঘটিয়েছেন সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা। তিনি রায় ঘোষণার পর লিখিত অভিমত দিয়ে ইটিভিকে জানিয়েছেন, সম্প্রচার অব্যাহত রাখতে আইনগত কোনো বাধা নেই।

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ গত ২ জুলাই ইটিভির লিভ টু আপিল খারিজ করে

www.pathagar.com

হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত জারি রেখে যে রায় দিয়েছিল তাতে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। রায়ে তারা বলেছেন, "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিবর্তন করা হয়েছে, এই বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগ যে রায় দিয়েছে তার সঙ্গে আমরা একমত। তাছাড়া মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরিতে কোনো স্বচ্ছতা ছিল না, পরিবর্তিত মূল্যায়ন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত পরবর্তী পদক্ষেপ উদ্দেশ্যমূলক এবং একুশে টেলিভিশনকে যে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তা আইনসম্মত হয়নি। আমরা আরো খুঁজে পেয়েছি ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ আইনের ৪ ধারা এবং ১৯৩৩ সালের ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফী আইনের ধারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি"। এই রায়ের বিরুদ্ধে যে সকল পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করা হয়েছিল সেগুলোই গত ২৯ আগস্ট আপিল বিভাগ প্রত্যাখ্যান করেছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যারিস্টার রফিক চূড়ান্ত বিচারে সম্প্রচার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়া কোম্পানিকে টেলিভিশন ব্রডকাস্ট চালিয়ে যাবার ভুল পরামর্শ দেন কি করে? এটা একজন অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষের সাধারণ ভুল নয়– বিজ্ঞ, শিক্ষিত, জ্ঞানী আইনজীবীর সচেতন অপরাধ। এই আচরণ কি আদালতের অবমাননা করা নয়?

অদ্ভুত মানসিকতা! রায় মনঃপূত না হলে তা মানবে না। ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে, অপরাধকর্ম চালিয়ে যাবার প্ররোচণা দেয়া হবে প্রকাশ্যে সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য রেখে। এমন আচরণের বিহিত না হলে, সুপ্রীম কোর্ট সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবহেলা, তাচ্ছিল্য ও অমর্যাদার বিপজ্জনক মনোভাব সৃষ্টি হবে। বিচারপতিরা নিশ্চয়ই জানেন, অবাধ তথ্য প্রবাহের বর্তমান যুগে সহজেই সব কিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলদায়ক, কষ্টকর ও পরিশ্রম সাধ্য কর্মসাফল্যের সঙ্গে খুব ধীরে শ্রদ্ধা, মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জিত হয় কিন্তু অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা বিস্তার লাভ করে খুব দ্রুত, সংক্রামক ব্যাধির আকারে।

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলায় শুধু সরকারের শাসন বিভাগের সীমাহীন দূর্নীতি ও অনিয়মই উন্মোচিত হয়নি, একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে এই দূর্নীতিবাজদের প্রভাব সমাজে কতোটা গভীর। এদের পক্ষে শুধু ভাড়া করা আইনজীবীই নয়, সংবাদপত্র তাদের সকল লাজ লজ্জা ভুলে দাঁড়িয়ে যায়। কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা, সমাবেশ-অনশন-বিবৃতির ঝড় সৃষ্টি করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের ২০০১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলেছে, বাংলাদেশ দুনিয়ার নিকৃষ্টতম দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ। এই কলঙ্কজনক পরিচিতি পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। কারণ এ দেশের এক শ্রেণীর আইনজীবীসহ পেশাজীবী, প্রধান সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যম এবং কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা দূর্নীতির সমর্থক, দূর্নীতি প্রতিপালক, দূর্নীতির সুবিধাভোগী। একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ দায়ের করা মামলায় সমাজের নেতৃস্থানীয় মহলগুলোর ভূমিকাই এ সত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা সকলেই চলমান নানান দূর্নীতির বিভিন্ন আকার-প্রকার ও ছায়া মাত্র।

ইটিভির লাইসেন্স অবৈধ। আদালতের এই রায় মেনে নিয়ে বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা একুশে টেলিভিশনকে বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স দেয়ার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে বলেছে। এমন দাবী উত্থাপনকারী সম্পাদকদের এই ক্ষেত্রে দুটো বিষয় শিখতে হবে।

এক. চূড়ান্ত রায়ের পর তারা বলেছে, ইটিভিকে অবৈধ লাইসেন্স সরকার দিয়েছে। ফলে অপরাধী হচ্ছে সরকার। অর্থাৎ লাইসেন্সদাতা অপরাধ করেছে, একুশে একেবারেই

www.pathagar.com

সাধু। বর্তমান পর্যায়ে এসে দলবাজ পত্রিকাগুলো অন্তত এই দুটি বিষয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, লাইসেন্সটি অবৈধ এবং অপাধ কর্মটি করেছে সরকার। কিন্তু ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ দায়ের করা এই রিট মামলার পর গত ১১ মাস সময় লেগেছে এদের এটুকু সত্য অনুধাবন করতে। হাই কোর্টে মামলা চলাকালীন এই পুরো সময় এরা একদিনের জন্যও বাদী বা অভিযোগকারীদের বক্তব্য তাদের পত্রিকায় ছাপেনি। অভিযুক্তদের বক্তব্য প্রকাশ করে এবং তাদের পক্ষে বিভিন্ন রিপোর্ট, বিবৃতি ও সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখে এবং পৃন্ট করে এই সকল সংবাদপত্র পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছে এরা নিরাপরাধ, নির্দোষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপন্থী সাধু পুরুষ।

অন্যায় যে করে, অন্যায় যিনি বা যারা সম্পাদন করান এবং অন্যায়ের যে বা যারা ফলভোগী তারা যে সকলেই অভিন্ন অপরাধে অপরাধী এই সত্যটি উল্লিখিত সাংবাদিক, সম্পাদক ও লেখকরা মানতে চাইছেন না। ঘুষ দেয়া ও ঘুষ নেয়া যে সমান অপরাধ এটাও তারা আজ অস্বীকার করতে চাইছেন। চুরির মাল (অবৈধ লাইসেন্স) যার হাতে পাওয়া যাবে তিনিই চোর। তাকেই প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তারপর প্রমাণের পালা। সেই স্তরে তদন্ত ও অনুসন্ধান প্রমাণ করে তিনি নিজে চুরি করছেন, না চোরাই মাল কিনেছেন। একুশে টেলিভিশনের মামলায় আদালতের বিচারে প্রমাণ হয়েছে, অভিযুক্তরা আওয়ামী সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে এই লাইসেন্স চুরি করেছিল।

এই সকল দলবাজ সাংবাদিক, সম্পাদক ও লেখকদের অচল-আবদ্ধ মস্তিষ্কে প্রাণসঞ্চার জরুরী। তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে হবে যিনি বিরল লাইসেন্সের সুবিধা ভোগ ও উপভোগ করবেন এটা তার দায়িত্ব-লাইসেন্সটি কালো বা নকল অথবা অবৈধ কিনা তা জেনে-বুঝে গ্রহণ করা। কারণ বাংলাদেশে দুই নাম্বারি ড্রাইভিং লাইসেন্স, দুই নাম্বারি পাসপোর্ট নিয়ে অনেকে গাড়ি চালান বা ঘুরে বেড়ান ধরা না পড়া পর্যন্ত। সমস্যা হয়েছে একুশে টেলিভিশন ধরা পড়ে গেছে এবং প্রমাণ হয়েছে এ দেশে দুই নাম্বারি লাইসেন্স নিয়ে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করেও সম্প্রচার চালানো যায়।

দুই. আওয়ামী সরকার টেন্ডার করেছিল। কিন্তু তাতে জালিয়াতি প্রমাণিত হওয়ায় আজ ইটিভি বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে বিএনপি সরকারকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, টেন্ডার না করে সরাসরি লাইসেন্স দিয়ে একুশের পুনঃপ্রচার সঞ্চার করতে। টেন্ডার ছাড়া কোন আইনে এমনটি করা সম্ভব? এটা কি শেখ হাসিনার দূর্নীতির চেয়ে বড় দূর্নীতির প্রস্তাব নয়? দূর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার পাহাড় গড়ে যারা এদেশে প্রভাবশালী পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক হয়েছেন শুধু তাদের পক্ষেই এমন অনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব। সততা ও নীতি-নৈতিকতার কোনো চিহ্ন এদের লেখনিতে নেই।

একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের যাত্রা শুরু হয়েছিল দূর্নীতি, অনিয়ম ও জালিয়াতি দিয়ে। এদের শেষটাও মিথ্যা, ধাপ্পাবাজি ও জালিয়াতিতে ভরা। বাংলাদেশে আজকে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের একটি বাণী মনে রাখা উচিত। নীতিজ্ঞানহীন, অসৎ ও চতুর লোকদের এ কথাটি জানা খুবই প্রয়োজন। বাক্যটি স্বামী বিবেকানন্দের, চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সাধিত হয় না।

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, জোচ্চুরি ও দূর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে দেশের

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ আদালতে। অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ গত ২৭ মার্চ তাদের দেয়া রায়ে এদের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এরা এখন আপিল বিভাগে যাবে। এখানে এই রায়ের আইনগত ভিত্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে একটি দূর্নীতির চিহ্ন মুছে ফেলার শেষ সংবাদের জন্য হয়তো আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

একুশে টেলিভিশন একটি দূর্নীতির নাম। জালিয়াতির প্রতিচ্ছবি। জোচ্চুরির চিহ্ন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আত্মসাৎ করতে চেয়েছেন টেরিষ্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশন বা ভূমণ্ডল ভিত্তিক সম্প্রচারের টেলিভিশন চ্যানেল। এবং তার পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি তা করেছেন। শুধু এতোটুকুই নয়, তিনি বিটিভির বিকল্প চ্যানেল যা চ্যানেল– ৬ নামে পরিচিত তা ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে গেছেন।

একটা তথ্য দেশের মানুষকে জানতে হবে। টেলিভিশনের ভূমণ্ডল ভিত্তিক সম্প্রচার একটি মহামূল্যবান সম্পদ। এতোটাই মূল্যবান যে, অর্থ মূল্য দিয়ে এটা মাপা যায় না। বৃটিশ সরকার মাত্র আশির দশকে প্রাইভেট খাত টেরিষ্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশন অনুমোদন দিয়েছে। এতো বড় দেশ ভারতেও বেসরকারি খাতে এখনো একটিও টেরিষ্ট্রিয়াল চ্যানেল নেই। বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি সব কয়টি টেলিভিশন চ্যানেল এক সঙ্গে কিনতে পারে এতো বড় পুঁজির মালিক ইন্ডিয়ায় স্যাটেলাইট চ্যানেল চালায়। সেখানকার সরকার তাদের হাতে ভূমণ্ডল ভিত্তিক সম্প্রচারের অধিকার ছেড়ে দেবে এটা ইন্ডিয়ান বিনিয়োগকারীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সেখানে গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেখ হাসিনা খেলতে খেলতে টেরিষ্ট্রিয়াল চ্যানেল ছেড়ে দিয়েছেন তার বাবার বন্ধুর হাতে। ইটিভির মালিক আবু সায়ীদ মাহমুদ ছিলেন প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের সখা-দোস্ত-বান্ধব এবং সে জন্যই শেখ হাসিনা খুব বেপরোয়া ছিলেন টেরিষ্ট্রিয়াল চ্যানেল নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে। প্রকাশ্যে টেন্ডার বা দরপত্র আহ্বান করেছেন ঠিকই কিন্তু এর সব কিছুই ছিল আই-ওয়াশ। পাচ লাখ টাকা করে জামানত দিয়ে ১৭টি কোম্পানি দরপত্রে অংশ নিয়েছিল। টেকনিক্যাল কমিটির মূল্যায়ন একুশে টেলিভিশনের অবস্থান ছিল ১৭টির মধ্যে ১১-তে। অযোগ্য ঘোষিতদের মধ্যে পাচ নাম্বারে। সেখানে থেকে তখনকার প্রধানমন্ত্রী এক লাফে তাদেরকে এক নাম্বারে তুলে আনেন। শুধু তুলে আনা নয়, আবু সায়ীদ মাহমুদের সঙ্গে লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করে তথ্য মন্ত্রণালয়।

রাতকে দিন করার মতো করে কাজ করেছে শেখ হাসিনার সরকার। টেন্ডারে অংশ নিয়েছিল যে একুশে টেলিভিশন তা ছিল একটি প্রোপ্রাইটরশিপ কোম্পানি অর্থাৎ একক মালিকানাধীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান। তার মালিক ছিলেন আবু সায়ীদ মাহমুদ।

কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয় লাইসেন্সিং চুক্তি স্বাক্ষর করে ব্যক্তি আবু সায়ীদ মাহমুদের সঙ্গে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দরপত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও একুশে টেলিভিশনের কথা বলা নেই। এটা একটা বড় অনিয়ম। টেন্ডারে অংশ নিয়েছিল একুশে টেলিভিশন নামের একটি কোম্পানি, কোনো ব্যক্তি নয়। এককভাবে কোনো ব্যক্তির এতে অংশ নেয়ার সুযোগ ছিল না। লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল ব্যক্তির নামে। একেবারে চূড়ান্ত দেশছাড়া অনিয়ম।

www.pathagar.com

ঠিক এর পরের স্তরেই ঘটে আরো নাটকীয় ঘটনা। আবু সায়ীদ মাহমুদ এই লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্ট ট্রান্সফার করে দেন একুশে টেলিভিশন লিমিটেড নামের একটি যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানির কাছে। তিন স্তরের এতো সব বদলা-বদলির ঘটনা ঘটে অতি দ্রুত ও খুবই সংগোপনে। প্রথমত, একক মালিকানাধীন একুশে টেলিভিশন। দ্বিতীয়তঃ আবু সায়ীদ মাহমুদ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে লাইসেন্সিং চুক্তি। তৃতীয়তঃ একুশে টেলিভিশন লিমিটেড নামের যৌথ মালিকানায় কোম্পানির কাছে লাইসেন্স ট্রান্সফার।

এতো সব অবৈধ ও অন্যায্য কাজে ব্যস্ত কর্তৃপক্ষ তখন ভুলেই ছিলেন এ টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী অপর ১৬টি কোম্পানির কথা। দূর্নীতিতে মত্ত সরকারের কারোর কথাই মনে হচ্ছিল না। বিটিভি'র মতো বিশাল একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথাও তারা ভুলে ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিকল্প চ্যানেল বা চ্যানেল- ৬ যে একজন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে, উপহার হিসেবে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে তা বিটিভিকে জানানোও হয়নি। দেশের একমাত্র ভূমণ্ডল ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃপক্ষ জানতো না, তাদের অমূল্য সম্পদ শেখ হাসিনা তার এক জ্ঞাতি চাচাকে দিয়ে দিচ্ছেন। এই সম্পদ লুণ্ঠনের কর্মযজ্ঞ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মনে কতোই না সুখ সঞ্চার করেছিল। কি আনন্দই না ছিল তার মনের আকাশে-বাতাসে। তথাকথিত অধ্যাপক আবু সাইয়িদের নেতৃত্বে তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয় কতো যে অনিয়ম করেছে এইসব তার অল্প কিছু কথা। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে টেরিষ্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশনের জন্য যে, ফৃকোয়েন্সি বা তরঙ্গপ্রবাহ বরাদ্দের লাইসেন্স নিতে হয় তাও একুশে টেলিভিশন নেয়নি। আওয়ামী লীগের নেতাদের মতো তারা ভেবেছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা চিরস্থায়ী। দিবাস্বপ্ন নয়, বিশ্বাস করতো তাদের সরকার চিরঞ্জীব হবে। তাই জোর-জবরদস্তি-দূর্নীতি করতে কাউকে পরোয়া করেনি। কোনো নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করেনি।

এদের বাড়াবাড়ি কতোটা যে মাত্রা অতিরিক্ত ছিল তা বোঝা যায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ডেসপারেট ভূমিকা দেখে। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় টেরিষ্ট্রিয়াল চ্যানেল দেয়া ও বিটিভির ক্ষতি মেনে নেয়ার বিনিময়ে একুশে টেলিভিশনের ওপর কিছু ফি ধার্য করা হয়েছিল। যৎসামান্য এই ফি ছিল এক হিসাবে বছরে মাত্র ৬০ লাখ টাকা। এটুকু অর্থ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করেন আবু সায়ীদ মাহমুদ। মাত্র কয়েক লাইনে এক পৃষ্ঠায় লেখা তার চিঠি পেয়ে তড়িঘড়ি করে শাহ এএমএস কিবরিয়া এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ধার্যকৃত সরকারি এই ফি-ও মাফ করে দেন। অনিয়মেরও একটা সীমা থাকে। এরা দেশটাকে তাদের বাপের সম্পত্তি মনে করতো বলেই এভাবে এতোটা করার সাহস পেয়েছে।

বাংলাদেশ যে প্রজাতন্ত্র, এটা যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় এ সত্যটি-ই ভুলে বসেছিল গত আওয়ামী লীগ সরকার। ওলোট-পালট করে দে মা, লুটে পুটে খাই। সত্তরের দশকের প্রথমাংশে প্রতিষ্ঠিত শেখ মুজিবের সেই অপশাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ২১ বছর পর তার কন্যার গত সরকারের শাসন আমলে। এ জন্যই কি এর নাম একুশে টিভি?

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এই জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার শুরু থেকে আওয়ামী লীগ পন্থী দলবাজ পত্রিকাগুলো শেখ হাসিনার দূর্নীতির এ চিহ্ন বা প্রতীককে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করেছে। নানান অপব্যাখ্যা ও কুযুক্তি তুলে ধরে এ সকল সংবাদপত্র

www.pathagar.com

২৭ মার্চ ঘোষিত হাইকোর্টের রায়ের পরেও নিলর্জ্জভাবে এই টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষে সম্পাদকীয় এবং নানান মন্তব্য ছাপছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে গত ৩১ বছর ধরে বাংলাদেশ সরকারি সম্পদের যে অবাধ লুটপাট হয়েছে অসাধু পথে সেই অর্জিত অর্থ বিত্তেই গড়ে উঠেছে এ সকল পত্রিকা।

এরা একুশে টেলিভিশনের অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্ন এবং কর্মসংস্থানের বিষয়কে বড় করে প্রকাশ করছে। অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের যে প্রশ্ন উঠেছে তার জবাব খুব স্পষ্ট। এক. সব বিনিয়োগেই ঝুঁকি থাকে। একুশে টেলিভিশনের কাগজপত্র এতো সব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই সকল বিনিয়োগকারীরা কোন লোভে এতে যুক্ত হয়েছিল? এটা জানতে হবে। এদের লালসা পূরণ করা কি এদেশের জনগণের দায়িত্ব? কর্মসংস্থানের বিষয়েও যুতসই উত্তর দেয়া যায়। দুই. দেশের সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় অনেক স্মাগলার তাদের চোরাচালানের কাজে বহু কর্মচারী নিয়োগ করে। রাজধানীসহ দেশের শহরগুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। তাই বলে কি এই সকল অন্যায় ও দূর্নীতিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির যুক্তিতে চালু রাখতে হবে?

একুশে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে প্রদত্ত হাই কোর্টের রায় প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করেছে বাংলাদেশে বিচার আছে। টাকা দিয়ে কিছু বা অনেক পেশাজীবী ভাড়া করা যায়। কিন্তু ন্যায়বিচারের দৃঢ় প্রত্যয়ের কাছে তাদের ভরাডুবি ঘটে, পরাজয় হয়। পাবলিক ইন্টারেষ্ট বা জনস্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন যে আইনজীবী তিনি ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক। দূর্নীতির বিরুদ্ধে এই মামলায় তার ভূমিকা, সাহস ও পারফরমেন্স অভিনন্দনযোগ্য। মৃদুভাষী, বিনয়ী ও নম্র এই মানুষটির সাফল্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেই শাশ্বত বিশ্বাসকে যেখানে মনে করা হয় সত্যের জয় অনিবার্য।

মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু ঃ

সাংবাদিক, নাট্যকার এবং নর্থ আমেরিকান রাইটার্স এন্ড জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু ইটিভি বন্ধ হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১৪/৮/২০০২ দৈনিক কিলাবে এক নিবন্ধে বলেন– "সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইটিভির টেরিস্ট্রিয়াল বা ভূমণ্ডলভিত্তিক সম্প্রচারের লাইসেন্স উচ্চ আদালতে সম্প্রতি বাতিল হয়েছে। সচেতন পাঠক মহলের অবশ্যই স্মরণ থাকার কথা অবৈধ ইটিভির জন্মবৃত্তান্ত। প্রসব বেদনা ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া শুধু অস্বাভাবিকই নয়, অসম্ভবও বটে। কিন্তু বিগত সরকারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির ঘটনায় নিজেকে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত করে প্রসব বেদনাহীন একুশে টিভির জন্ম দেন তিনি। ন্যায়-নীতি ও জাতীয় স্বার্থের কথা না ভেবে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাধর মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেন তখন তাকে আটকাবে কে? কিন্তু মনে রাখতে হবে, সব অশুভ আরম্ভের শেষটাও হয় অশুভ। দূর্নীতি সততার চেয়ে বেশি জেতে না। এ কথা ভুললে চলবে না, যে কোন সরকারের দূর্নীতি শুরু হয় নৈতিকতার অবক্ষয় থেকে। বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবক্ষয় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সব থেকে ক্ষমতাধর মানুষটি গণভবনের মত রাষ্ট্রীয় সম্পদও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিজের

www.pathagar.com

ভোগ-দখলে নিয়ে গিয়েছিলেন। লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস মানুষকে যে কতখানি অন্ধ করতে পারে তার অনেক উদাহরণ বিগত সরকারের সরকারপ্রধান রেখে গেছেন। সে-সব উদাহরণ এখানে নাইবা টানলাম। ইটিভি ও তার মামলার সাথে জড়িত কিছু স্বার্থান্বেষী মহল কথায় সীমাবদ্ধ রাখি আমাদের ইটিভি প্রজেক্টের ২০ শতাংশের মালিক পরিবার ও ব্রিটিশ নাগরিক সায়মন ড্রিং অথচ মজার ব্যাপার এ এস মাহমুদ টেন্ডারে অংশগ্রহণ না করেই এত বড় একটা প্রজেক্টের লাইসেন্সধারী হন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অবৈধভাবে তাকে ইটিভি সম্প্রচারের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বাকি ৮০ শতাংশের মধ্যে র‍্যাংগস গ্রুপের রউফ চৌধুরী, ইস্ট ওয়েস্টের আজম চৌধুরী ও স্কয়ার গ্রুপের স্যামসন চৌধুরী ৩৫ শতাংশের মালিক। ৫ শতাংশের মালিকানা ছিল আইপিডিসির হাতে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে আমেরিকান কোন বড় ধরনের বিনিয়োগ না থাকলেও ইটিভির একটি বড় অংশের মালিক তারা। সিটিকার্প নামে একটি আমেরিকান ব্যাংক বিরাট অংকের বিনিয়োগ করেছে ইটিভিতে। সচেতন পাঠক মহলের ধারণা ইটিভির এই বিরাট অংকের বিনিয়োগ বাংলাদেশী কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর অবৈধ উপায়ে অর্জিত ডলার আছে। সে ডলার হয়তোবা মিগ, ফ্রিগেট, তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত কমিশন অথবা রাজনৈতিক পরিবারের প্রভাবশালী সদস্যদের অন্যায়ভাবে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে উপার্জিত। না হলে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন উঠতে পারে সিটিকার্প হঠাৎ করেই একটা অস্থির, অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত হল কেন? এমন আর অনেক গোপন স্পর্শকাতর তথ্যই অজানা থেকে যেত যদি না তিনজন সাহসী মানুষ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা জনস্বার্থে শক্তিশালী অপশক্তির বিরুদ্ধে মামলা না করতেন। ধন্যবাদ সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, ফার্মাসির অধ্যাপক ডঃ মাহমুদ হাসান এবং ভূগোলের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুর রবকে। অকুতোভয় নির্ভীক এই তিন পেশাজীবী অসীম ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী একুশে টিভি ও তার সাথে জড়িত ক্ষমতাধর মহলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। ব্যক্তিস্বার্থে নয়, বৃহত্তর জনস্বার্থে যখন তারা সাহস নিয়ে লড়ছেন তখন আমরা দেশের সততা, আদর্শ, ন্যায়নীতির ধ্বজাধারী কিছু আইনজ্ঞ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকেরই ভিন্ন চরিত্র দেখতে পাই। ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থে সংকীর্ণতা থেকে এরা কখনোই উর্ধ্বে উঠতে পারে না। যদিও বরাবরই ইনারা মুখে সততা ও আদর্শের বুলি আওড়ান। ব্যক্তি স্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে মুহূর্তে বিলম্ব করেন না। ব্যক্তি ও দলীয় সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনার খোলস থেকে কখনোই বের হতে পারেন না।

অভিযুক্ত একুশে টিভির পক্ষে মামলায় লড়ছেন দেশের কয়েকজন নামকরা আইনজীবী। তার মধ্যে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, রফিক-উল-হক ও ডঃ কামাল হোসেন উল্লেখযোগ্য। মামলার শেষ পর্যায়ে ডঃ কামাল হোসেন ইন্টারভেনাররূপে আবির্ভূত হন। ডঃ কামাল হোসেন বাংলাদেশে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। একাধারে খ্যাতনামা আইনজ্ঞ, সংবিধান প্রণেতা ও রাজনীতিবিদ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা। উনার মুখে আমরা প্রায়ই গণতন্ত্র, আইনের শাসন, গুড গভরনেন্স, সুশীল সমাজ, সততা ও আদর্শের কথা শুনি। আবার একই সময়ে যখন দেখি কিছু অর্থের বিনিময়ে দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অন্যায় অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারীদের পক্ষে ওকালতি

www.pathagar.com

করতে তখন বিস্মিত হতে হয় বৈকি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্মকর্তার তখন ট্রান্সপারেন্সি থাকে কোথায়? ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বয়জ্যেষ্ঠ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আইনজ্ঞ। কিছুদিন আগেও উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে উনার দায়িত্ব সুনামের সাথে সম্পন্ন করেন। উনার কাছে সবিনয়ে জানতে চাই, জনাব, শুধু অর্থের জন্যই কি একটা অন্যায় অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ওকালতি করবেন? আপনার ন্যায়নীতি, আদর্শ বা রুল অব ল', গুড গভরনেন্সের কথা শুনি। আপনারাই বলেন, একটি অন্যায় আরেকটি অন্যায়ের জন্ম দেয়। যে কোন অন্যায় অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। এসব কথার কি কোন মূল্য নেই? জনগণকে শুধু ধোঁকা দেওয়ার জন্য এসব গৎবাঁধা বুলি আওড়ান। কথার পিঠে কথা আসে। আপনারা হয়তো বলবেন, আমরা আইনজীবী, আইনের আওতায় যারাই আমাদের কাছে আইনী সহায়তা চাইবে তাদের সহায়তা করাই আমাদের ধর্ম। তাই বলে কি আপনাদের কোন নীতিমালা নেই? শুধু অর্থোপার্জন কি আপনাদের পেশার মূল লক্ষ্য!! ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লুণ্ঠিত হলেও!!!

বাংলাদেশের কিছু লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী অবৈধ ও অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত একুশে টিভির সপক্ষে ওকালতি করছেন। অথচ তারা হরহামেশাই ন্যায়নীতি, সততা, আইনের শাসন, সুশাসনের কথা বলেন। অসততা ও দূর্নীতির বিপক্ষে যারা বরাবরই সোচ্চার। অথচ অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করার ঘটনায় তাদের ভূমিকা শুধু ন্যক্কারজনক নয়, রহস্যময়ও। ঐ যে আগেই বলেছি, ব্যক্তিস্বার্থে সংকীর্ণ দলীয় চিন্তা-চেতনার খোলস থেকেই উনারা কখনও বের হতে পারেন না। জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে দূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে একটা অন্যায়, অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই তা সব সময় উপাদেয় বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অসততা ও দূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানকে কোনোক্রমেই সমর্থন করা যায় না। সে প্রতিষ্ঠান যত জনপ্রিয়ই হোক না কেন? এই সত্যটুকু একুশে টিভির সমর্থনকারী আমাদের আইনজীবী, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপলব্ধি করতে পারেন তাতেই দেশের জন্য মঙ্গল।"

আবুল হায়াত :

অনেকেরই শখ ছিল, বাংলা নাটককে পেশা হিসেবে বেছে নেবেন। আমারও সেই শখ জন্ম নিয়েছিল। ইটিভি বন্ধ হওয়াতে সেটা বাধাগ্রস্ত হলো। বলার অবকাশ রাখে না, চ্যানেলটি রুচিশীল অনুষ্ঠান করে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে বিষয়টা অবৈধ বলেছে সে বিষয়ে আমি কোন কথা বলব না। তবে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, যারা চ্যানেলটির জন্ম দিল এ বিষয়ে তারা কোন উচ্চবাচ্য করল না! তবে আমি এখনও স্বপ্ন দেখি, চ্যানেলটি বাঁচানোর জন্য কেউ কোন বৈধ পদ্ধতি বের করবেন। যেভাবেই হোক, চ্যানেলটিকে বাঁচাতে হবে– বিচারকদের রায়ে আমাদের সৃজনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আমি অত্যন্ত বিস্মিত এবং মর্মাহত। যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে আমাদের চিন্তার দিগন্ত বিধ্বস্ত হলো এবং এতে সিভিল সোসাইটির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ৮-৯ হাজার পরিবারকে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়া হলো। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনেপ্রাণে এই রায় প্রত্যাখ্যান করি।

www.pathagar.com

আবুল হায়াত একদিকে বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে বিষয়টা অবৈধ বলেছে সে বিষয়ে আমি কোন কথা বলব না। আবার শেষে বলে দিলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনেপ্রাণে এই রায় প্রত্যাখ্যান করি। কি অদ্ভুত স্ববিরোধিতা! দেশের সর্বোচ্চ আদালত সর্বোৎভাবে সর্ব বিষয়ে যাকে অবৈধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল তিনি তার বিরোধিতা করছেন। এরাই আবার সিভিল সোসাইটি, সুশীল সমাজ, আইনের শাসনের বুলি আওড়ান।

রামেন্দ্র মজুমদার (অভিনেতা) :

আমাদের দেশে সরকারি টিভির বাইরে বেসরকারি টিভি দেখার একটা বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের মানুষ যা চায়, তার অনেকখানি পূরণ করেছিল একুশে টেলিভিশন। এমন একটি ঘটনায় সবচেয়ে বঞ্চিত হলো দেশের সাধারণ দর্শক। এটা অবশ্যই জনস্বার্থবিরোধী। আমার আহ্বান সরকারের প্রতি, তারা যেন অবিলম্বে চ্যানেলটি আবার চালু করে।

ড. ইনামুল হক (অভিনেতা) :

একুশে টেলিভিশন দিয়ে আমরা 'নিরপেক্ষ' খবরের স্বাদ পেয়েছিলাম। এখন যে কোন কারণেই হোক, সেই স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। আমাদের মতো দেশে, এমন সমাজে এই ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়া থাকা জরুরি। আধুনিক মনস্ক এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপমৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত।

নওয়াজীশ আলী খান (বিভাগীয় প্রধান, ইটিভি অনুষ্ঠান) :

দেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সাথে কথা বলে– পুনরায় নতুন লাইসেন্স নেয়ার ব্যাপারে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করে কৌশলগত একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই নেয়া হবে। একুশে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বেকার হয়ে পড়েছেন। তবে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির ওপর বিষয়টা প্রভাব ফেলবে না। আপাতত আমরা এমন সিদ্ধান্তই নিয়েছি। আসলে ভবিষ্যতই বলে দেবে, আমরা কী করতে যাচ্ছি। তবে অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। আমাদের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার কোন অভাব থাকবে না।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, আবুল হায়াত থেকে নওয়ারী খান পর্যন্ত)

আওয়ামী দূর্নীতির গর্ভজাত একুশে টিভির বিপক্ষে আদালত রায় দেয়ার পর থেকে আওয়ামী ঘরানার দলবাজ পত্র-পত্রিকা, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক, নট-নটী অভিনেতা-অভিনেত্রী একুশে টিভির পক্ষে অবিরাম লেখালেখি, বক্তব্য বিবৃতি শ্লোগান প্রতিবাদ সমাবেশ করে ঝড় সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকে। একুশে টিভির বিরুদ্ধে মামলা করায় শুধু সরকারের শাসন বিভাগেরই দূর্নীতি আর অনিয়মই প্রকাশ হয়নি বরং সমাজে দূর্নীতিবাজদের প্রভাব কতদূর, কত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত তাও প্রমাণিত হয়েছে। জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে এদেশের এক শ্রেণীর আইনজীবীসহ পেশাজীবী, প্রধান সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যম, কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী দূর্নীতির সমর্থক, দূর্নীতির প্রতিপালক এবং

www.pathagar.com

দূর্নীতির সুবিধাভোগী।

আওয়ামী দূর্নীতির পক্ষে শুধু ভাড়া করা আইনজীবীরাই খাটে না, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিক সকলেই লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে এদের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। এরা সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, সংবাদ, ফিচার প্রভৃতি লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে একুশে টিভি এবং এর সাথে যারা জড়িত তারা নিরপরাধ। কিন্তু এই সকল দলবাজ পত্র পত্রিকা কোনদিন যারা একুশের বিরুদ্ধে মামলা করেছে তাদের কোন মতামত বক্তব্য প্রকাশ করেনি। শেষ পর্যন্ত এরা একুশে টিভির অপরাধ স্বীকার করলেও মানবিকতার দোহাই দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন জানাতে থাকে। নানাভাবে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। যে অসুস্থ অমিত এদেশের সাধারণ মানুষের ভালবাসায় শিক্ত তাকে শহীদ মিনারে উপস্থিত করে ন্যাক্কারজনকভবে মানুষের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ অত্যন্ত আবেগময়ী ভাবালু ভাষায় ৯/৪/০২ প্রথম আলো পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ইটিভি বন্ধ না করার আহ্বান জানিয়ে একটি কলাম লেখে। জনসাধারণের কোমল অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে তিনি ইটিভির পক্ষে জনমত গড়ার করার চেষ্টা করেন। তিনি লেখেন।

"পত্রপত্রিকায় একুশে টেলিভিশনের মরণ ঘন্টার খবর পড়ছি। যে দেশে শিশু হত্যার পর শবদেহ টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে রাখার খবর পত্রিকায় আসছে সে দেশে জড় পদার্থের মৃত্যুসংবাদ তেমন কিছু নয়। এই সংবাদে ব্যথিত বোধ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু কেন জানে ব্যথিত বোধ করছি। হয়তোবা আমার মতো অনেকেই করছেন।

প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মাত্র তিন বছরে ইটিভি যে বিস্ময়কর কাজটি করেছিল তা হচ্ছে তার প্রতি মানুষের ভালবাসা ও মমতা তৈরি করা। লোকজন বলতে শুরু করেছিল– 'আমাদের টিভি'। ইটিভির সৃষ্টিলগ্নে কী সব গোলমাল নাকি ছিল। ছিল তো বটেই। না থাকলে আজ এই সমস্যা হতো না। দর্শক হিসেবে আমি সেই গোলমালের কথা জানি না। আমার জানার কথা না। আমি শুধু জানি ইটিভির মৃত্যু আসন্ন। এই মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছি না। আমার মন সায় দিচ্ছে না। মন সায় না দেওয়ার পেছনে আরেকটি কারণও আছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে কত শত মানুষেরই না জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। কেউ নাটক বানাচ্ছে, কেউ গানের প্রোগ্রাম করছে, কেউ বানাচ্ছে ডকুমেন্টারি। চারদিকে কর্মব্যস্ততা, প্রাণচাঞ্চল্য। হতদরিদ্র দেশের একদল মানুষ কাজ পেয়েছেন। ইটিভির মৃত্যু মানে এদের মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা এরকম– তিনি তার নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করবেন। সংকলনটির নাম 'সঞ্চয়িতা'। ছাপার কাজ চলছে। তখন তাকে জানানো হলো 'সঞ্চিতা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার উত্তরে জানালেন– 'পঁচিশ ফর্মা ছাপা হইয়া গিয়েছে। কাজেই সঞ্চয়িতাই শুদ্ধ।

ইটিভি প্রসঙ্গে এ রকম কি ভাবা যায় না? একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে। শত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে। কাজেই ইটিভিই শুদ্ধ। একটি প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুকে অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যদি লাখো মানুষের ভালোবাসা যুক্ত

www.pathagar.com

হয়ে যায় সেই ভালোবাসা অগ্রাহ্য করা যায় না। অগ্রাহ্য করা ঠিকও না। মানুষের ভালোবাসা সব সময় শুদ্ধতম। বাংলাদেশ সরকারকে (যারা মানুষের ভালোবাসা নির্বাচিত) ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।"

এদিকে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ "একুশে টিভিকে বাঁচিয়ে রাখুন" শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ৩/৯/০২ তারিখে এক নিবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন, " দিনকয় হলো একুশে টিভি বন্ধ হয়ে গেল। খবরটা শোনার পর থেকেই মনটা ভারী হয়ে আছে। এত মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত একটা উপকারী প্রতিষ্ঠান এভাবে বন্ধ হয়ে গেল? আজ দেশে কোন অঙ্গন থেকে আমাদের কোন সুসংবাদ নেই। দেশের শিক্ষা আজ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, মূল্যবোধ অবক্ষয়ী, রাজনীতি সুস্থতাবিবর্জিত, রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্নীতিতে পৃথিবীর শীর্ষে। আমাদের ফুটবল দল বিদেশে যায় কত গোল খেয়ে একটি জাতীয় দল দেশে ফিরতে পারে তার বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে। আমাদের ক্রিকেট দল ক্রমাগত জাতীয় দুঃসংবাদে আমাদের জীবনকে বিমর্ষ করে তুলছে। আমাদের কবিতা আজ নিষ্ফলা, গান নীরক্ত। আমাদের জীবনের প্রায় সবকিছুই আজ বেদনা-বিমর্ষ। এসবের সঙ্গে একুশে টিভির বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরটি যোগ হওয়ায় মনটা আরো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

আইনজ্ঞ মহলের কিছু অংশের দ্বিমত থাকলেও দেশের উচ্চতর আদালতগুলো এই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। প্রক্রিয়ায় অনৈতিকতা থাকলে এই রায় হতেই পারে। কিন্তু তার জন্য পুরো প্রতিষ্ঠানকে উৎখাত হতে হবে? একুশে টিভি তো আজ এ দেশের একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। দেশবাসীর কাছে নন্দিত একটি নাম। লাইসেন্সের চেয়ে আজ এ অনেক বড়। এর কর্মপ্রক্রিয়ার কোন পর্বে যদি কোন অবৈধতা বা অস্বচ্ছতা থাকে, তবে তা সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো একটি গরিব দেশে একটি জনস্বার্থমূলক ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান ধ্বংসযোগ্য হয় কী করে? এর জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তি, খেসারত সবকিছু দিয়েই এর অপরাধের অংশকে শুধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এর অস্তিত্বকে স্তব্ধ করা-এ কী জাতীয় কল্যাণ? সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারপতিদেরও হয়তো জানা আছে যে, একুশে টিভি দেশের জনগণের কতখানি প্রাণের জিনিস। সবাই জানেন, আজকে দেশের উদ্ধারহীন অন্ধকারের ভেতর যে দু-একটি প্রতিষ্ঠান জাতিকে সম্পন্ন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, একুশে টিভি তার একটি। আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের লক্ষ্যহীন তরুণসমাজকে নানা উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে একুশে টিভি কীভাবে ধীরে ধীরে সুস্থ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। দল-মত নির্বিশেষে সবাই এর গণতান্ত্রিক চরিত্রের উদারতা ও রুচিশীল মনোভঙ্গির ভেতর সুসভ্য সংস্কৃতির আস্বাদ লাভ করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, কীভাবে বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করে, শিক্ষা, স্বদেশ ও ঐতিহ্যমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে; রুচিশীল বিনোদন উপহার দিয়ে এই টিভির পর্দা আমাদের নৈরাশ্যময় জীবনের বিমর্ষ আঙিনায় দক্ষিণের হাওয়া বইয়ে চলছে। তবু সবকিছু জেনেও কোন সুস্পষ্ট মুক্তির নির্দেশ ব্যতিরেকেই রায় দিয়েছেন বিচারপতিরা।

www.pathagar.com

তারা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন যে এই রায়ের সূত্র ধরে দর্শকদের অধিকার উপেক্ষিত হতে যাচ্ছে, বহু মানুষ অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের শিকার হচ্ছে, তবু সেই রায়ই তারা দিয়েছেন। এর অর্থ দাঁড়াল একটাই। এতে আইন হয়তো রক্ষা পেল। কিন্তু এই আইন যার স্বার্থে, দেশের সেই স্বার্থ রক্ষা পেল না। জাতির বিবেকের প্রকৃত নেতৃত্ব আমরা পেলাম না। .....

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে বিপুলভাবে বিত্তবৈভবের বিকশ শুরু হয়েছে। কোন সমাজে বিত্তের প্রথম পদপাত অবৈধতা ছাড়া হতে পারে না। আমাদের সমাজেও হয়নি। আমাদের আজকের বৈষয়িক উন্নতির অধিকাংশই লুণ্ঠন ও মূল্যবোধহীনতা দিয়ে অর্জিত। এখানে সাধুতার অবকাশ কোথায়? আজ দেশে যখন আপনি-আমি সবাই প্রায় অবৈধ বা অবৈধ হতে বাধ্য, তখন অবৈধতার দায় শুধু অন্যের ওপর ফেলে দিয়ে নিজের সাধু হওয়ার চেষ্টাকে আমার কাছে কিছুটা হঠকারিতাই মনে হয়।"

ইটিভি বন্ধে হুমায়ুন আহমেদ, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের মত আরো যারা এর জনপ্রিয়তা, কর্মীদের বেকার হয়ে যাওয়া প্রভৃতির দোহাই দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন জানিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই জনপ্রিয়তাই যদি সবকিছুর মাপকাঠি হত তাহলে তো দেশে আইন আদালত রাখার কোন অর্থ হয় না। দেশে চোর ডাকাত ও আর ধরা যাবে না। সীমান্তে প্রতিদিন যারা শত শত কোটি টাকার চোরাচালান করে তাদেরও থামান যাবে না কারণ এগুলো ওখানে খুব জনপ্রিয়। এবং এসব বন্ধ হলে অনেকে বেকার হয়ে পড়বে। কাজেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে পুলিশ, কয়েদখানা রাখার দরকার নেই। ইটিভি সাফাইকারীদের জন্য সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া আমেরিকান কোম্পানি এনরণ দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। জালিয়াতের কারণে এনরণ বন্ধ হলে ২৫ হাজার লোক বেকার হয়ে যায়। অথচ এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। তাহলে ইটিভির বেলায় ওঠবে কেন? বরং দাবী ওঠা উচিত যারা জালিয়াতির সাথে জড়িত এবং জেনেশুনেও বিনিয়োগ করেছে তাদের দণ্ড দিতে হবে।

হুমায়ুন আহমেদ শুরুতেই উল্লেখ করেছেন "যে দেশে শিশু হত্যার পর শবদেহ টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে রাখার খবর পত্রিকায় আসছে সেদেশে জড় পদার্থের মৃত্যুসংবাদ তেমন কিছু নয়।"

এখানে আমরা বলতে চাই একটি কুকুরছানাও যদি অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। কিন্তু একুশে কোন প্রাণী নয়। একটি জড় প্রতিষ্ঠান যার প্রতিষ্ঠা হয়েছে সীমাহীন জালিয়াতির মাধ্যমে। এবং যা আদালত কর্তৃক চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে। তারপর একে যদি বাঁচিয়ে রাখা হয় তবে অন্যায়কেই আইনকর্তৃক স্বীকৃতি দেয়ার শামীল হবে এবং এর উদাহরণ টেনে ভবিষ্যতে আরো অজস্র অন্যায় দাবি উত্থিত হবে। তখন আদালত কি করবে?

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

একুশে টিভির শেষ পরিণতি

একুশে টিভি– চরম দূর্নীতি, জালিয়াতি, সীমাহীন অনিয়ম, তথ্য-সন্ত্রাস এবং জাতিবিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য নিয়ে যে চটকদার আকর্ষণীয় বৈদ্যুতিক বিনোদন মাধ্যমটি বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিল– দেশের ক'জন সচেতন সাধারণ দেশপ্রেমিক নাগরিকের উদ্যোগে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে ঐ বিষবৃক্ষটি উপড়ে পরে মাত্র দু'বছরের মাথায়। এ' জাতি বিনাশকামী বিধ্বস্ত বিষবৃক্ষটির আবার প্রাণ-সঞ্চারের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে চলছে নতুন নতুন চক্রান্তের চাল। জাতির সর্বোচ্চ আইন-বাস্তবায়নের কেন্দ্র সুপ্রীম কোর্টের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চরম কলঙ্কের কালিমা নিয়ে যে হিংসায় ভরপুর ও ষড়যন্ত্রে ক্লেদাক্ত ইটিভি বন্ধ হয়ে গেছে– তা' কি আবার ফিরে আসবে? আসলে কাদের নিয়ন্ত্রণে? কোন রূপে এবং কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য বাস্তবায়নে তার নব-প্রত্যাবর্তনের আয়োজন– এ' সব বিষয়ে এখনো দেশের নানা সংবাদপত্র ও মহলে চলছে নানা গুজব ও নানান শংকা-সমালোচনা।

এদেশে ইটিভি (ETV) সুহৃদ এবং ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপ বলে খ্যাত দৈনিক জনকণ্ঠ বিভিন্ন সময়ে নতুন করে নতুন ব্যবস্থাপনায় আবার ইটিভি চালু হবে মর্মে সংবাদ ছাপতে থাকে। গত ২১ জানুয়ারি ২০০৩ দৈনিক মানবজমিন এবং ২২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় "নতুন ব্যবস্থাপনায় ইটিভি চালুর উদ্যোগ" শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। গত ২৯ আগস্ট ২০০২ দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ইটিভি বন্ধের চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয় এবং সেদিনই আদালতের নির্দেশে ইটিভি সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ২৯ আগস্ট ইটিভি বন্ধ হবার পর বন্ধ উত্তর ইটিভি নিয়ে সর্ব প্রথম একটি রিপোর্ট "কেমন আছে ইটিভি" শিরোনামে প্রকাশ করে দৈনিক আজকের কাগজ ২৪ নভেম্বর ২০০২ তারিখে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বন্ধ হবার পরও ইটিভি স্টাফদের বিদায় করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা নতুন করে আবার ইটিভি চালু হবে। সে অনুযায়ী সাংবাদিকরা সবাই তখনও কর্মরত ছিল। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিত অফিস করছিলেন। "তাদের প্রত্যাশা আইনী লড়াই শেষ হয়েছে, আইনী লড়াইয়ের রায় এবং তা বাস্তবায়িতও হয়েছে। তাই একেবারে নতুন করে শুরুর স্বপ্নের জাল বুনছেন তারা"। দৈনিক জনকণ্ঠে, ২১ নভেম্বর ২০০২ "একুশে টিভি কি আবার চালু হতে যাচ্ছে নবরূপে"? শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়– "শোনা যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলটি পুনরায় চালুর একটি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পরিবর্তন আসছে এর শেয়ার মালিকানাসহ আরও কিছু প্রশাসনিক নেতৃত্বে। ইটিভির চেয়ারম্যান পদেও আবার পরিবর্তন আসতে পারে। বর্তমান নাসির চৌধুরীর জায়গায় সম্ভাব্য নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে আব্দুস সালামের নাম শোনা যাচ্ছে। ওয়ান ব্যাংকের পরিচালকদের অন্যতম আব্দুস সালাম এখন দেশের বাইরে আছেন। এখন ইটিভিতে তাঁর শেয়ারের পরিমাণ ৯.২৩%। সিটি কর্প ইন্টারন্যাশনাল এবং এএস মাহমুদের পরিবারের সমুদয় শেয়ার তাঁর কর্তৃত্বে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। এবং এর সব কিছুই ইটিভিকে

www.pathagar.com

আবার চালুর স্বার্থে করা হচ্ছে, জানিয়েছে একটি দায়িত্বশীল সূত্র। আব্দুস সালামের একজন সহকর্মী বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠের সঙ্গে আলোচনায় প্রক্রিয়াটির সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, পুরো বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত রূপ নেয়নি।" প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, "এখন ইটিভির কর্মীরা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অফিস করেন। আগে বলা হয়েছিল ইটিভির স্টাফদের চাকরি আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। নতুন সম্ভাবনা পরিস্থিতির জন্য এই মেয়াদ আরও বর্ধিত করার কথা শোনা যাচ্ছে। চলতি পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আবার নতুন একটি আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন ইটিভি কর্মীরা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন প্রশাসনিক পরিবর্তনের পরও ইটিভির ভাগ্যে কি নতুন লাইসেন্স এবং টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের অনুমতি মিলবে? জিজ্ঞাসার জবাবে একটি সূত্র বলেছে, কোন ধরনের আশ্বাস ছাড়া কি এ রকম বড় ধরনের পরিবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে? ইটিভির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদও যে কোন মূল্যে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়"।

একই পত্রিকা অর্থাৎ দৈনিক জনকণ্ঠ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ "সব আশা প্রত্যাশা শেষ! বন্ধ ইটিভির এক ঝাঁক তরুণ সাংবাদিক কর্মী আজ থেকে অবসরে শিরোনামে একটি খবর ছাপে"। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এর কর্মীদের চাকরি অব্যাহত রাখা হয়েছিল। কিন্তু আপাতত সব আশা শেষ! ইটিভির সম্পদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবার ৩০ ডিসেম্বর লন্ডনে এর পরিচালনা পর্ষদের একটি বৈঠক হবার কথা। বৈঠক উপলক্ষে এর পরিচালনা পর্ষদের প্রায় সব সদস্য ইতোমধ্যে লন্ডনে পৌঁছেছেন। কিন্তু ঐ বৈঠকের ফলাফল যাই হোক না কেন তাতে আর ইটিভি'র সাংবাদিক-কর্মীদের চাকরি রক্ষা হচ্ছে না। রবিবার থেকে এর প্রায় ২৭০ কর্মীকে রিলিস অর্ডার দেওয়া শুরু হয়েছে"। এই খবর প্রকাশিত হবার ঠিক একদিন পরই অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি, ২০০৩ একই পত্রিকা দৈনিক জনকণ্ঠ "একুশে টিভি চালুর নতুন প্রক্রিয়া, নতুন চেয়ারম্যান" শিরোনামে আরেকটি খবর ছাপে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, "ইটিভির তরুণ সাংবাদিক-কর্মীদের বিদায় করে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালুর নতুন একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সোমবার লন্ডনে অনুষ্ঠিত এর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের বৈঠকে নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে ওয়ান ব্যাংকের ডিরেক্টরদের অন্যতম আব্দুস সালামকে। দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলেছে, নতুন চেয়ারম্যান ইটিভির উদ্যোক্তা ব্যক্তিত্ব এএস মাহমুদ, তাঁর পরিবার এবং সিটি কর্প ইন্টারন্যাশনালের সমুদয় শেয়ার কিনে নিয়েছেন। এর আগে প্রতিষ্ঠানটিতে তাঁর শেয়ারের পরিমাণ ছিল ৯.২৩%। তবে মঙ্গলবার অবশ্য বর্তমান চেয়ারম্যান নাসির চৌধুরীই তাঁর অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারের নেপথ্যের একটি শক্তিশালী পক্ষের সঙ্গে খুব শীঘ্রই নতুন নেতৃত্বের একটি বৈঠক হবার কথা। সেখানেই বন্ধ ইটিভি চালুর নতুন প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হতে পারে। সূত্রটি বলেছে, এখন ইটিভিকে নিয়ে যা কিছু হচ্ছে তার সবই প্রতিশ্রুত প্রক্রিয়ার ফলোআপ। সেজন্য স্যাটেলাইটে ইটিভি চালাবার জন্য এদ্দিন কোন আবেদনও করা হয়নি"। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, "নতুন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ইটিভির তরুণ সাংবাদিক-কর্মীদের চাকরির অবসান ঘটান হলেও চাকরি অব্যাহত রাখা হয়েছে ২৩ জনের। এরা প্রতিষ্ঠানের হিসাব, মেশিনপত্র ও অন্যান্য শাখায় কর্মরত"।

গত ২১ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক মানবজমিন এবং ২২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় নতুন করে ইটিভি চালু হবার মর্মে প্রায় একই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, "ইটিভি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইউরোপ প্রবাসী সালাম ইটিভির সাবেক চেয়ারম্যান এ এস মাহমুদের ৪টি শেয়ার ও সিটি কর্পের শেয়ারসহ মোট শতকরা ৭৫ ভাগ শেয়ার ইতোমধ্যে কিনে নিয়ে সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ইটিভির নতুন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেশে এসেছেন। দেশে ফিরেই তিনি ইটিভি চালুর জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা শুরু করেছেন"। মানবজমিন-এ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, "একুশে টেলিভিশনের (ETV) নতুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবার নতুন করে ইটিভি চালুর চেষ্টা করছেন। নতুন লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের কাছে আবেদনও করবেন তারা। এজন্য সব প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। ইটিভি'র নতুন চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউরোপ প্রবাসী আব্দুস সালাম এজন্যই দেশে ফিরেছেন। গত সপ্তাহে দেশে এসেই তিনি ইটিভি চালুর জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা শুরু করেন। ইটিভি কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকেই তারা কাজ শুরু করতে পারবেন। এজন্য ইটিভি অফিস সাজানোও শুরু হয়েছে। ইটিভি'র ব্যবস্থাপনা বোর্ডের একজন সদস্য এ তথ্য জানিয়েছেন"।

স্মরণকালের সীমাহীন জালিয়াতি, দূর্নীতি, অনিয়ম আর জোচ্চুরির দায়ে আদালতের নির্দেশে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইটিভি (ETV) জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং সহানুভূতি লাভের আশায় এখন একটি নতুন শ্লোগান দেওয়া শুরু করেছে। যেমন– ২১ ও ২২ জানুয়ারি, ২০০৩ দৈনিক মানবজমিন এবং দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, ইটিভি'র নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস সালাম বলেন, "ইটিভি'র মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চাই। প্রবাসী বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ ও সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য খুব শীঘ্রই ইটিভি, ইটিভি এশিয়া, ইটিভি ইউরোপ ও ইটিভি ওয়ার্ল্ড নামে ৪টি চ্যানেল চালু করতে চাই। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। তা পুনরুদ্ধার করতে চাই। এজন্য ইটিভি'র মত একটি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রয়োজন"।

চরম দূর্নীতি অনিয়ম জালিয়াতি আর জোচ্চুরির মাধ্যমে অবৈধ পথে যাদের জন্ম হয়েছিল, নতুন করে তাদের মুখে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার শ্লোগান দেশ ও জাতির সাথে এক চরম প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে? কুকর্মের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত যার মূল মিশন ছিল চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, জিঘাংসা এবং পার্শ্ববর্তী একটি দেশের পৌত্তলিক সংস্কৃতিসহ পাশ্চাত্য চরম ভোগবাদী উচ্ছৃঙ্খল বেহায়াপনা বেলেল্লাপনার ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী সংস্কৃতির প্রচলন ও প্রসারণ ঘটিয়ে জাতীয় চেতনা ও মূল্যবোধের বিনাস সাধন করে, আত্মপরিচয় মুছে দিয়ে কোমলমতি শিক্ষিত তরুণ যুব সমাজকে বিপথে চালিত করা তাদের মুখে এমনি দাবি হাস্যকরই বটে। আমাদের আশংকা পরাজিত শক্তি পর্দার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে নতুন লোক সামনে খাড়া করে আবার ইটিভি চালুর পায়তারা করছে।

জানুয়ারি ২২, ২০০৩ দৈনিক জনকণ্ঠে "টিভিতে নতুন উদ্যোক্তারা আসছে , লক্ষ্য শত কোটি টাকার বিজ্ঞাপন" শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়"। প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, "দেশে একশ' কোটি টাকার নিশ্চিত বিজ্ঞাপন ব্যবসাকে সামনে রেখে টেলিভিশন বাণিজ্য নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে

www.pathagar.com

বিটিভির টানা সরকার তোষণ এবং একুশে টেলিভিশন বন্ধের প্রেক্ষিতে নতুন উদ্যোক্তারা এ খাতে অর্থলগ্নি করতে শুরু করেছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে শুরু করে সরকার সমর্থক ব্যবসায়ী, প্রবাসী বিনিয়োগকারী এবং গণমাধ্যম ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এই খাতটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এ খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের কারণেই এপ্রিলের মধ্যভাগে চালু হতে যাচ্ছে ন্যাশনাল টেলিভিশন, জুন-জুলাইয়ের মধ্যে ইনকিলাব টেলিভিশন এবং মার্চ মাসের মধ্যে নতুন ব্যবস্থাপনায় একুশে টেলিভিশন চালু করার জোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইউনিভার্সেল টেলিভিশন লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করে সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে এই ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে ১৭টি নতুন চ্যানেলের আবেদন পড়েছে।

ওয়াকিবহাল সূত্র জানায়, বিটিভির সরকার তোষণ ও একুশের জনপ্রিয়তার কারণে দেশের একশ' কোটি টাকার বিজ্ঞাপন ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। একুশে টেলিভিশন চালুর পর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিটিভির মনোপলি ভেঙে একুশে টিভি বছরে ৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিজ্ঞাপন পাচ্ছিল। কিন্তু ৭০ কোটি টাকা থেকে বিটিভির বিজ্ঞাপন হ্রাস পেয়েছির ৪০ কোটি টাকায়। কিন্তু একুশে বন্ধের পর সেই বিজ্ঞাপন ব্যবসা আর বিটিভিতে ফিরে যায়নি। তা ভাগ হয়ে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর দিকে চলে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কেট হয়ে পড়েছে সঙ্কুচিত। সম্ভাবনাময় এই বিজ্ঞাপন মার্কেটটিই এখন গ্রহণ করতে চাচ্ছে দেশী-বিদেশী ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা। এমনকি প্রতিবেশী দেশের কোন কোন চ্যানেলও বিজ্ঞাপন মার্কেটের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

টেলিভিশন বাণিজ্যের দিকে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী এপ্রিল মাসে চালুর টার্গেট নিয়ে ন্যাশনাল টেলিভিশন নামে একটি টেলিভিশনের কাজ জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ন্যাশনাল টেলিভিশন টোটাল ইন্টারটেইনমেন্ট নেটওয়ার্ক (টেন টিভি)-এর লাইসেন্স কিনে এই নামে টিভি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। একুশের এক ডজনের বেশি ক্রু ও রিপোর্টার এখন এই টেলিভিশন চালুর জন্য কাজ করছেন। মহাখালীর ইকবাল সেন্টারে এই টিভির কার্যালয়ে রাতদিন কাজ চলছে। জানা গেছে, প্রথানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঘনিষ্ঠ এক কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলার উঠতি এক ব্যবসায়ী এই টিভির যৌথ উদ্যোক্তা। ঐ ব্যবসায়ী একটি প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের পরিচালক থাকার সুবাদে তার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এই চ্যানেলে কাজে লাগাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রথম দিকে এই চ্যানেলটি হবে পুরোপুরি সংবাদভিত্তিক চ্যানেল। ইতোমধ্যে একুশের তরুণ কর্মীদের বড় বড় পদে বসানো হয়েছে।

এদিকে একুশে টেলিভিশনের নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি নতুন করে একুশে টেলিভিশন চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগে ইউরোপ প্রবাসী বাঙালীদের একটি বড় ধরনের বিনিয়োগ আনা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই টেলিভিশনে অর্ধশত কোটি টাকা প্রবাসী বিনিয়োগ এসেছে। একুশের অনেক রিপোর্টার ও কলাকুশলী চাকরির অবসান ঘটিয়ে চলে গেলেও অনেকেই কাজ করছেন দিব্যি। নতুন নিয়োগেরও উদ্যোগ চলছে। সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ের সবুজ সঙ্কেত পেয়েই বিনিয়োগের এই ঝুঁকি নেয়া হয়েছে। একুশে নামেই একে চালু করতে রাষ্ট্রপতির সহায়তা চাওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। সূত্রমতে, নতুন চেয়ারম্যান ইউরোপ প্রবাসী বিনিয়োগকারী আব্দুস সালাম ৭৫ ভাগ শেয়ার কিনে একুশের চেয়ারম্যান হয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে এসে তিনি এই নতুন পুরনো কলাকুশলীদের সমন্বয়ে এই টিভি চালু করতে যাচ্ছেন। তবে উচ্চ আদালতের রায়ের

www.pathagar.com

ফলে ইটিভির লাইসেন্স আবার কিভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়টির সুরাহা এখনও হয়নি।"

এদিকে ফেব্রুয়ারি ৪, ৬ এবং ৯, ২০০৩ ক্রমন্বয়ে দৈনিক ইত্তেফাক, ডেইলী স্টার এবং দৈনিক দিনকালের প্রথম পাতায় এনটিভি (NTV) 'র একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় বিলুপ্ত একুশে টিভির নয় পরিচিত তারকার ছবি। সর্বশেস ফেব্রুয়ারী ৯, ২০০৩ দৈনিক মানবজমিনে একুশে টিভি সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয় "প্রেসিডেন্টের কাছে আর্জি জানাচ্ছে ইটিভি" শিরোনামে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অধুনালুপ্ত ইটিভি কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমার আর্জি জানাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ইটিভির মালিকানার পরিবর্তন নিয়ে আসার পর এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারের সাথে ঘনিষ্ট একটি মহল এর পেছনে রয়েছেন বলে বলাবলি হচ্ছে। সূত্র মতে, সংবিধানের ৪৯ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের ক্ষমার সুযোগ নিতে চাচ্ছে ইটিভি। এই অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, 'কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য 'কো'ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন, ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।' সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে গত বছর ২৯ আগস্ট লাইসেন্স জালিয়াতির অভিযোগ প্রামণিত হওয়ার পরই ইটিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এর পর থেকে ইটিভির ব্যবস্থাপনাও পরিবর্তন আসে। এ এস মাহমুদের পর নাছির আহমদ চৌধুরী এবং সর্বশেষ আব্দুস সালাম ইটিভির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। যদিও অনেক পরিচালক ও শেয়ার হোল্ডারের অভিযোগ এসব পরিবর্তন হচ্ছে একতরফা। অতি সম্প্রতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আমিনল হককে ইটিভির প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিএনপি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া ইটিভির সাংবাদিকদের একটি গ্রুপ অতি সম্প্রতি এনটিভিতে যোগ দিলেন অপর। একটি গ্রুপ এটিএন বাংলায় যোগ দেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা যোগ দেননি। ইটিভি পুনরায় উদ্যোগ নেয়ার পরই তাদের এটিএন-এ যোগ দেয়ার প্রক্রিয়ার ছেদ পড়ে বলে জানা গেছে।

এখন কথা হচ্ছে জাতির সর্বোচ্চ আদালতের ফুল বেঞ্চে সর্বসম্মত বিচারে জাতির প্রধান বিচারপতি সীমাহীন দূর্নীতি, জালিয়াতি জোচ্চুরি, অনিয়ম আর অবৈধ কাজ কারবারের কারণে যে টিভিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করেন এবং যে টিভির প্রোগ্রাম, সংবাদ উপস্থাপন এবং বহুমুখী সার্বিক তৎপরতায় দেশ ও জাতিবিনাসী হিংসা বিভাজন ও ষড়যন্ত্রের অজস্র প্রমাণ পদে পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ একটি দুর্বৃত্ত তথ্য মাধ্যম কিভাবে আবার স্বনামে আত্ম প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখায়? দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতীক, ইজ্জত ইনসাফের রক্ষাকর্তা ও দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষার অভিভাবক মহামান্য রাষ্ট্রপতি কেমন করেই বা একরকম একটি দূর্নীতিগ্রস্ত এবং সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সীমাহীন জালিয়াতি, দূর্নীতি, অনিয়ম আর অপকর্মের নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি টেলিভিশনকে আবার তারা চালু করার অনুমতি দিবেন?

জাতির বিবেকের বিবেচনায় ইটিভির মত একটি জাতি সংহারী বিভীষণধর্মী টিভি চ্যানেল আবার টেরিস্ট্রিয়াল তো দূরের কথা কোনক্রমেই স্যাটেলাইট চ্যানেল পাওয়ার দাবি করতে পারে না। তাদের এ দাবি একদিকে যেমন দেশের বিচার বিভাগকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করবে অন্যদিকে আবার দেশ ও জাতির চরম স্বার্থের প্রতিও অপমান ও বৃদ্ধাঙ্গলী প্রদর্শনের শামিল।

www.pathagar.com

সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ জাতি বিনাসী কোন চক্র বা গোষ্ঠীর হাতে যেন আর বিটিভির দ্বিতীয় চ্যানেল বা টেরিস্ট্রিয়াল মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া না হয়। বরং সরকারের উচিত জনগণ গণমাধ্যমের কাছে যা প্রত্যাশা করে সেই আলোকে এই চ্যানেলটি চালু এবং ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া। জনগণ যাতে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি গঠনের কাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আলোকে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ নেয়া উচিত। জনগণের প্রত্যাশা পূরণকল্পে দক্ষ কুশলীদের মাধ্যমে দেশ বিদেশের খবর নিরপেক্ষভাবে প্রচার করা উচিত। সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে জনসাধারণের ইজ্জত, আব্রুর বোধ যাতে তৈরি হয় ঈমান আকিদা যাতে বৃদ্ধি পায়, দেশীয় সংস্কৃতি যাতে রক্ষিত হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব ক্ষমতা তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমস্ত অশিক্ষা, অন্ধকার, কুসংস্কার, হতাশা, ব্যর্থতা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অপকর্ম যাতে বন্ধ হয় সেই আলোকে অনুষ্ঠানমালা তৈরি করে প্রচারে উদ্যোগী হওয়া উচিত সরকারের এই চ্যানেলের মাধ্যমে।

উপসংহার

একুশে টেলিভিশন আজ মৃত হলেও জন্ম দিয়েছে অনেক প্রশ্নের। যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা জাতির মসৃণ ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য খুবই জরুরী। তা না হলে এক নম্বর দূর্নীতিবাজের তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম সরানো সম্ভব হবে না। তা না হলে ইটিভি ধরনের আইন বিধ্বংসী পরিকল্পনা ক্ষমতাসীনরা গ্রহণ করবে আর অন্যপক্ষকে তার অবৈধতা প্রকাশ করতে গলদ ঘাম হতে হবে।

এখন সময় এসেছে খোঁজ নেবার যে, কি করে ইটিভি প্রতিষ্ঠিত হলো। এটি আজ সবারই জানা যে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নির্বাহী ক্ষমতার বলে ইটিভিকে সম্প্রচারের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালে বিভিন্ন সময় বলেছেন যে, একুশে টেলিভিশন নামটি পর্যন্ত তার দেয়া। তাই বোধ হয় বেসরকারী টিভি চ্যানেল চলু করার সময় ইটিভি কারিগরি মূল্যায়নে এগারোতম স্থানে থাকলেও তাকে প্রথম বানানো হয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি এর স্থাপনা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ইটিভিকে অনুমোদন দিতে রাজী না হওয়ায় শেখ হাসিনা সরকার ইঞ্জিনিয়ার আনিসুর রহমান ও আবুল কালাম পাটোয়ারীসহ সাতজনকে চাকুরী থেকে জোর করে অব্যাহতি দেয়। শুধু তাই নয় টেলিযোগাযোগ কমিশনের তোয়াক্কা না করে হাসিনা সরকারের তথ্য মন্ত্রী ইটিভিকে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি দেয় যা বিধিসম্মত ছিল না। শেখ হাসিনা সরকারের অর্থমন্ত্রী ইটিভিকে সকল ধরনের কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়; যা বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য ঘটনা। সুপ্রীম কোর্ট ইটিভি এর লাইসেন্স প্রক্রিয়া অবৈধ ঘোষণা করার পর এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এই অবৈধ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থেকে যারা রাষ্ট্রের শত শত কোটি টাকা লোপাট করেছেন তাদের বিচার প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে?

ইটিভিকে কোম্পানী হিসেবে গড়ে তুলতে কে কে এর অংশীদার ছিলেন এবং কে কত বিনিয়োগ করেছেন তা আজো এক রহস্য। খ্যাতনামা আইনজীবি ড: কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ ইটিভি এর পক্ষে আদালতে লড়াই করেছেন। তারা বার বার করে বলেছেন ইটিভিতে বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে। এটি বন্ধ হয়ে গেলে

www.pathagar.com

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগ করতে ভয় পাবে। ড: কামাল হোসেন ছিলেন ইটিভি–এর বিনিয়োগকারী ও অংশীদার সিটি কর্পের আইনজীবী। সাধারণ জনগণ হিসেবে আমাদের জিজ্ঞাসা –ইটিভি–এর অংশীদারদের নাম ও তাদের কত টাকা এখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা জানানো হোক। কেননা, বাজারে গুজব চালূ আছে যে, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনা যেসব অবৈধ আয় রোজগার করেছেন তা সিটি কর্প ব্যাংকে জমা করেছেন এবং ঐ টাকার বদৌলতে সিটি কর্প ইটিভি–এর বিরাট অংশের মালিক। যে মালিকানা প্রকারান্তরে শেখ হাসিনার আর এ কারণেই রাষ্ট্রীয় সকল আইন কানুন ভেঙ্গে দ্রুততর সময়ে ইটিভি কে সম্প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের দাবী ইটিভি–এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের যে টাকা লোপাট করা হয়েছে তা উদ্ধার করে সরকারী কোষাগারে জমা করা হোক। ইটিভি–এর কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ বোর্ডে কতজন বিদেশী বিনিয়োগকারীকে নিবন্ধিত করেছে, তারা কত আয়কর দিয়েছে সে তথ্য প্রকাশ করা হোক। নাকি বিদেশী বিনিয়োগকারীর ছদ্মাবরণে দেশী মুদ্রা বিদেশে পাচার করে তা ইটিভি–তে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে দেশবাসীকে জানানো হোক।

ইটিভি–যখন রাজধানীর বনানীতে প্রথম তার কার্যক্রম শুরু করে তখন থেকে একজন শিখ ভদ্রলোক অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়–দায়িত্ব পালন করতেন। ১লা অক্টোবর ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর ঐ শিখ ভদ্রলোককে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী ইটিভিকে ঘিরে রাজধানীতে বেশ কিছু অনুষ্ঠান নির্মাতা কোম্পানী বা প্রোডাকশন হাউস গড়ে উঠে। যা ভারতীয় নাগরিকেরা সরাসরি নিয়ন্ত্রন করত। চারদলীয় জোট সরকার গঠিত হবার পর ঐ সব হাউস বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ভারতের প্রায় সবগুলো টিভি চ্যানেল নমস্কার জানিয়ে এবং অনেক চ্যানেল হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেও ইটিভি–এর ভূমিকা ছিল ভিন্নতর। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনার প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখায়নি ইটিভি। শুভ সকাল, শুভসন্ধ্যা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও ইটিভি কর্তৃপক্ষ ছিল নির্বিকার। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)–এর জন্মদিন বা ঈদ–ই–মিলাদুন্নবী, কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরনে উদযাপিত আশুরা, এমনকি সাতাশে রমজান শবে কদর–এর মত পবিত্র বা শোকাবহ দিনগুলোতেও ইটিভি–এর বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের কোন রকম হের ফের হতো না। ইটিভি–এর সময় অসময় প্রচারিত বাংলা ছায়াছবি নিয়ে জেলা প্রশাসকেরা নানা সময় রিপোর্ট করেছেন যে, স্কুল কলেজগামী ছাত্র–ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু ইটিভি তাতে সাড়া দেয়নি। ইটিভি–এর অনষ্ঠানে মানের প্রশংসা করলেও এসব কারনে দেশবাসী এর সম্প্রচার বন্ধ হওয়ার সন্তোস প্রকাশ করেছেন। ইটিভি–এর সংবাদ নিয়ে বিভিন্ন মহলের ক্ষোভের বিষয়টি ছিল খোলা মেলা। সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থ পা দেখাবার যে প্রতিযোগিতা ইটিভি চালিয়েছে তাকে কোনভাবেই সুস্থ মানসিকতা বলা যায় না। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ইটিভি–এর আয়োজনকে সবাই পক্ষপাতমূলক বলে অভিহিত করেছেন। নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার গঠিত হবার পর দেশজুড়ে নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদি ঘটে চলছে বলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইটিভি। সাধারণ সংঘর্ষ, দুর্ঘটনা ইত্যাদিকে ইটিভি এমনভাবে প্রচার করতে শুরু করে যাতে করে মনে হতো দেশে আইন শৃংখলা বলতে কিছু নেই। নির্বাচনের আগে এক অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সালাম

www.pathagar.com

দিলেও ইটিভি তা এমনভাবে প্রচার করে যাতে দেখা যায় শেখ হাসিনা সালাম দিলেও বেগম জিয়া তার উত্তর দিচ্ছেন না। এ নিয়ে সে সময় দৈনিক সংবাদপত্রগুলো ইটিভি–এর বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ইটিভি–এর সংবাদ মানের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন ও ক্ষোভ তৈরি করে।

সুপ্রীম কোর্ট তার চূড়ান্ত রায়ে ইটিভি–এর লাইসেন্স প্রক্রিয়াকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষনা করার পরও তারা তাদের সম্প্রচার অব্যাহত রাখে। এ প্রেক্ষিতে বিটিভি–এর মহাপরিচালক ফোন করে ইটিভি–এর অর্নুষ্ঠান বিভাগের প্রধানকে টেরিস্ট্রিয়াল পদ্ধতি ব্যবহার বন্ধ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু ইটিভি কর্তৃপক্ষ এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সম্প্রচার অব্যাহত রাখে। পরে বিটিভি তাদের স্থাপনা অবৈধভাবে ব্যবহার করে পরিচালিত ইটিভি–এর টেরিস্ট্রিয়াল পদ্ধতি বিকেলে বন্ধ করে দেয়। তা সত্ত্বেও ইটিভি তার এসএনজি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত সম্প্রচার অব্যাহত রাখে যা অবৈধ। এর প্রেক্ষিতে বিটিভি–এর প্রকৌশলী টিমসহ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের একটি দল ইটিভি–এর অফিস থেকে এসএনজি, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফ্লাইওয়ে যন্ত্র, মাইক্রো লিংক, আপ লিংক ও ডাউন লিংক যন্ত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে। এ সব যন্ত্র আমদানী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেলিয়োগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পুর্বানুমতি ও লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও ইটিভি তা নেয়নি। এসএনজি'র মত অত্যন্ত স্পর্শকাতর যন্ত্র কিভাবে ইটিভি আমদানী করলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অবৈধভাবে এসএনজি যন্ত্র আমদানী অথবা সংরক্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে স্যাটেলাইটে তথ্য প্রচার সম্ভব। ইটিভি–এর অফিস থেকে এসএনজিসহ বিভিন্ন স্পর্শকতার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তের পর এগুলো কিভাবে এ দেশে এলো তার উৎস সন্ধানে এখন গোয়েন্দারা কাজ করছেন বলে জানা গেছে। গোয়েন্দা সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে, চারদলীয় জোট সরকার গঠিত হবার পর দেশজুড়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে বলে যে প্রচারণা শুরু করা হয়েছিল তা সংগঠিত ও আন্তর্জাতিক রূপ দিতে যেয়ে গ্রেফতার হন জনাব শাহ্‌রিয়ার কবির। সূত্র মতে, ইটিভি টেরিস্ট্রিয়াল সুবিধা ব্যবহার করে দেশজুড়ে সাধারণ অনুষ্ঠানমালা প্রচার অব্যাহত রাখে। কিন্তু এসএনজি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা দুনিয়াজুড়ে শাহ্‌রিয়ার কবিরের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রচার করে। বিগত মাত্র দুটো বছরে ইটিভি যে সব অপকর্ম করেছে এগুলো হচ্ছে তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ। রাষ্ট্রের সকল সংস্থার কাছ থেকে ইটিভি ও তার ইন্ধনদাতাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে এসব অপকর্মের বিচার শুরু করা দেশপ্রেমিক সচেতন জনগণের দাবী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার সাপ্তাহিক উষা

www.pathagar.com

এই ভবনেরই কয়েকটি তলা ভাড়া হিসাবে ব্যবহার করে পরিচালিত হত জাতিবিনাশী একুশে টিভির অফিসিয়াল এবং অন্যান্য কার্যক্রম।

www.pathagar.com

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক একুশে টিভির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় ঘোষনার পর আদালত থেকে বীরের বেশে বেরি", আসছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক এবং তাঁর সহযোগী আইনজীবীগণ। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, মাঝখানে দুই হাত যুক্ত অবস্থায়।

হাইর্কোটে একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ এবং বাতিল ঘোষনার পর আদালত থেকে বের হয়ে আসছেন বাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক এবং তার সহযোগীগণ। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ডানদিক থেকে তৃতীয়।

www.pathagar.com

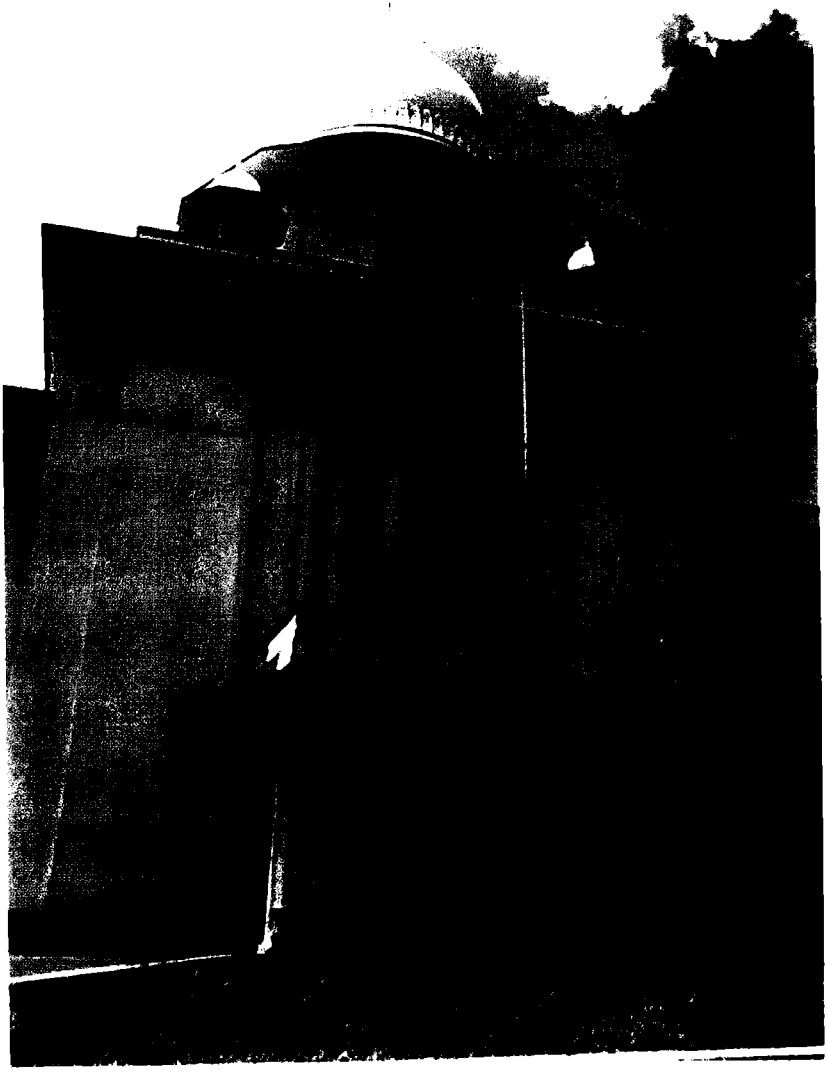

সুপ্রীমকোর্ট ভবন।

www.pathagar.com

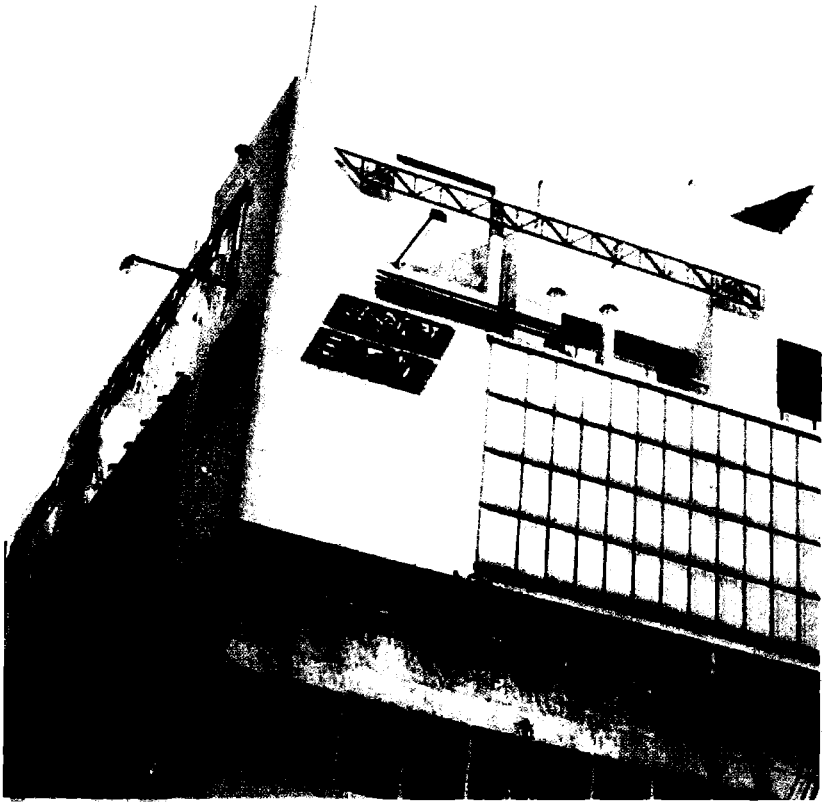

একুশে টিভি ঃ জালিয়াতি আর জোচ্চুরি, অনিয়ম আর দূর্নীতির প্রতিচ্ছবি।

www.pathagar.com

চূড়ান্ত রায় ঘোষনার পর আদালত থেকে সস্ত্রীক বেরিয়ে আসছেন অবৈধ একুশে টিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাইমন ড্রিং।

www.pathagar.com

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক একুশে টিভির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় ঘোষনার পর আদালত থেকে বীরের বেশে বেরিয়ে আসছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক এবং তাঁর সহযোগী আইনজীবীগণ। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, মাঝখানে দুই হাত যুক্ত অবস্থায়।

দূর্নীতি দায়ে আদালত কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত একুশে টিভির পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য ভাড়াটিয়া লোক মাঠে নামিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

www.pathagar.com

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক একুশে টিভির সীমাহীন জালিয়াতি এবং দূর্নীতির কারনে সম্প্রচার বন্ধের চূড়ান্ত রায় ঘোষনার পর আদালত থেকে ভগ্ন হৃদয়ে বেরিয়ে আসছেন দূর্নীতি গ্রস্থ একুশে টিভির পক্ষের পরাজিত আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ড. কামাল হোসেন এবং অন্যান্য আইনজীবীগণ।

আদলত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় ঘোষনার পর ইটিভি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইটিভি পক্ষের অন্যতম আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক। বাম দিক থেকে দন্ডয়মান সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু এবং বিদেশী নাগরিক একুশে টিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাইমন ড্রিং।

www.pathagar.com

আদালত প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে সাংবাদিকদের সামনে পোজ দিচ্ছেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক এবং তাঁর সহযোগী আইনজীবীগণ।

দূর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য আদালত কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত একুশে টিভির পক্ষে ন্যাক্কারজনকভাবে জনগণের সহানুভূতি আদায়ের জন্য এদেশের সাধারণ মানুষের ভালবাসার শিক্ত অসুস্থ অমিতকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসছে শহীদ মিনারে আওয়ামী ঘরানার টিভি অভিনেতা-অভিনেত্রী দল।

www.pathagar.com

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক। দু'যুগেরও বেশিকাল ধরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. আব্দুর রব কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে (বি.সি.এস. অর্থনীতি ক্যাডার) কাজ করেছেন। তাঁর জন্ম সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার বরায়া দ: ভাগ গ্রামে ১৯৫৫ সনে। সিলেট শহরের দি এইডেড হাই স্কুল থেকে তিনি এস.এস.সি. এবং সরকারি এম.সি. কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. আব্দুর রব ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সনে ভূগোলে যথাক্রমে বি.এসসি. (সম্মান) ও এম.এসসি. (থিসিস) ডিগ্রী লাভ করেন। জীবনের সব ক'টি প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীর ফলাফল লাভ করেন। তিনি পরে ঐতিহ্যবাহী আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে এম.ফিল. (১৯৮৯) ও পি.এইচডি (১৯৯২) ডিগ্রী নেন। তাঁর পি.এইচডি গবেষণার বিষয় ছিল 'গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদীজ ভূরূপতত্ত্ব' (Fluvial Geomorphology of the Gangetic Delta)। প্রফেসর আব্দুর রব একজন খ্যাতিমান গবেষক ও লেখক। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত জার্নাল ও পত্রিকায় তাঁর প্রায় অর্ধশত গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। ড. আব্দুর রব এ পর্যন্ত ১২ খানা পুস্তকের লেখক এবং সম্পাদক। দেশের প্রতিষ্ঠিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত পরিবেশ, ভূগোল, ভূ-রাজনীতি এবং সমকালীন আর্থ-সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে নিবন্ধ-কলাম লিখে থাকেন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকাদির মধ্যে 'বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি' এবং বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত অন্য দু'খানা গবেষণাধর্মী ভূগোল-বিষয়ক বই বিশেষভাবে পাঠক-আদৃত হয়েছে। অত্যন্ত আদর্শবাদী, ধার্মিক ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ড. আব্দুর রব এক পুত্র ও দু'কন্যা সন্তানের জনক।